ভক্তিতত্ত্ব-কুসুমাঞ্জলি

শ্রীকালাচাঁদ রায় চৌধুরী
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

শান্তি-কুটীর, নোয়াখালী

মূল্য—১৷ টাকা।

প্রথম সংস্করণ—১৫ই মাঘ ১৩১৯ সাল।

ভূমিকা।

সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মতাবলম্বী সম্প্রদায় সংখ্যাই অধিক। তাহাদের উপাসনা ধ্যান ধারণা স্থূলরূপে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইলেও, একই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ভ্রমান্ধ হইয়া, সাম্প্রদায়ীক ভাবে উপাসনার অঙ্গভেদে, একই উপাস্য দেবতাকে পৃথক বলিয়া মনে করেন। তাহাদের ভ্রম দূর, প্রকৃত ধর্ম্ম কি? কিরূপে ধর্ম্ম লাভ করা যায়, এবং তাহা সহজে লাভ করিবার পথ কি, কি উপায়ে ষড়রিপু বশীভূত করিয়া চিত্তকে ধর্ম্ম পথের পথিক করা যায়, পাপীগণ কি কৌশলে পাপ মুক্ত হইয়া, অনায়াসে স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়; তাহা সহজে বুঝাইবার জন্য, ধর্ম্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব, ষড়চক্রভেদ, যোগ, উপাসনা, নামকীর্ত্তন সম্বলিত গানাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে **ভক্তিতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি** রচিত হইল। ইহাতে সার্দ্ধ পঞ্চ শতাধিক গান আছে। যাহারা হিন্দু শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া, ধর্ম্ম রত্ন লাভে অসমর্থ, তাহারা যাহাতে শাস্ত্রের নিগূঢ় ও জটিল তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারে, সরল ভাবে ও সরল ভাষায়, তৎসম্বন্ধীয় বিষয় গানাকারে রচিত হইয়াছে। ইহাতে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মোপযোগী গানই অধিক। তাছাড়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়, ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, লোকের আচার ব্যবহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক, বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার একটি গান দ্বারা যদি কাহারও সাধন ভজন সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ জন্মে, বা কাহারও অন্তরে কণামাত্র আনন্দানুভব হয়, তাহা হইলে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। বলাবাহুল্য আমার ইচ্ছা না থাকিলেও কতিপয় গুরুজনের আগ্রহে, অধিকাংশ গানের শেষে, নামের ভণিতা দেওয়া হইল।

(কালাচাঁদ)

ফরিদপুর ও বরিশাল জিলার অন্তঃপাতী, ইদিলপুর নামে বিখ্যাত পরগণার যে অংশ, ফরিদপুর জিলা সামিলে পরিয়াছে, তন্মধ্যে গোসাইর হাট থানার অন্তর্গত নলমুড়ী নামে একটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল ; যাহা এখন মেঘ্না নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঐ নলমুড়ী গ্রামে ইদিলপুর পরগণার বঙ্গজ কায়েস্থ ঘোষবংশ সম্ভূত মাঁজুল জমীদারগণের আবাস ভূমি ছিল। ঐ জমিদার বংশের আদিপুরুষ বিখ্যাত কমলাকান্ত রায় চৌধুরীর কীর্ত্তিকলাপ, আজও কায়েস্থ সমাজকে গৌরবান্বিত করিতেছে। যাহার বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়েও সমাজপতি নামে অভিহিত হইতেছেন।

উক্ত নলমুড়ি গ্রামে, ইদিলপুরের চৌধুরী বংশে, বাঙ্গলা ১২৬৪ সনের ২২শে ফাল্গুন শুক্রবার, কালাচাঁদ রায় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিবার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে তাহার একটী ভগ্নী অকালে কালগ্রাসে পতিতা হয়। আর কোন সন্তানাদি, জন্মিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, তাঁহার জনক জননী তৎকালীয় প্রথানুযায়ী, সুপুত্র কামনায় নানা দেব দেবীর উপাসনা, নবগ্রহ পূজা, ব্রহ্মপুত্র স্নান, ব্রত নিয়ম প্রতিপালন করিতে থাকেন। দৈবানুগ্রহে যথাসময়ে, মাতা আনন্দময়ী গর্ভবতী হইলে, নবম মাসের কালীন তিনি স্বপ্নে দেখেন, যেন একজন দৈবজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া, "কালাচাঁদের জেঠী কোথায় গো", বলিয়া সম্বোধন করতঃ কাহাকে খুঁজিতেছেন। তখন বাটীস্থ লোকে কে কালাচাঁদের জেঠী ? জিজ্ঞাসা করায়, সম্মুখস্থ মাতাকে দেখাইয়া, সেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "ইনিই কালাচাঁদের মা, ইহার গর্ভেই কালাচাঁদ"। প্রভাতে স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ হইলে তখনই তাহার জেঠী মাতা বলিয়াছিলেন, পুত্র সন্তান জন্মিলে কালাচাঁদ নাম রাখা হইবে। তাই গৌর বর্ণ ছেলের নাম কালাচাঁদ রাখা হইয়াছে বলিয়া, সময় সময় লোকের নিকট কৈফিয়ত দিতে হইত। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রমোহন, পিতামহ রামধন, প্রপিতামহ কৃপারাম এবং হরিনারায়ণ রায় চৌধুরী

বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন। ঐ পরগণা বাকী করের দায়ে নীলাম হইলে, জমিদার বংশধরগণ তালুকদারী ও চাকরী আদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কালাচাঁদের পিতাও চাকরী করিতেন। তালুকে যে আয় ছিল, তদ্দ্বারা দোল দুর্গোৎসবাদি ব্যয় এবং সাংসারিক ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইত। কালাচাঁদের ১৪।১৫ বৎসর বয়সের সময় এক পুত্র দুটী কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া, তদীয় পিতা ৬৬ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল।

পিতার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে, মাতা আনন্দময়ী ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি পতিব্রতা ও ধর্ম্মিকা ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং দেব দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, একপ্রকার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যোক্তি হয় না। বৈধব্য উপযোগী আচার ব্যবহারে বড়ই নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তৈল ব্যবহার করিতেন না। অনেক সময় উপবাসেই কাটিয়া যাইত। তাহার শরীরে এক প্রকার কাল দাগ পড়িয়াছিল। এক বৎসর সূর্য্যের ব্রত করিয়া ও স্তব শুনিয়া ঐ কঠিন রোগ হইতে মুক্ত লাভ করিয়াছিলেন। জেঠী মাতা উমা সুন্দরী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কালাচাঁদকে পুত্রাধিক স্নেহ ও পরম যত্নে লালন পালন করিতেন। কালাচাঁদও তাঁহার এমনই বাধ্য হইলেন যে, মাতৃ ক্রোড় ত্যাগ করিয়া, জেঠী মাতার কাছেই থাকিতে একান্ত ভাল বাসিতেন ও থাকিতেন।

পূর্ব্ব হইতেই জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, দুর্গাচরণ রায় চৌধুরীর সহিত একান্ন থাকায়, কালাচাঁদের শিক্ষার ভার তাহার উপর অর্পিত হইল। এদিগে সাংসারিক ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কাজেই পরিবারস্থ ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় চলিল না; মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ১২৮৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ঢাকা জিলার, অন্তর্গত, বহর পরগণার জমীদার, কমল কিশোর বসু রায় চৌধুরীর ৪র্থ কন্যা জ্ঞানদা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে, দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ৮ পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমানে রাখিয়া যান। কাজেই সংসারের সকল

প্রকার গুরু-ভার কালাচাঁদের উপর ন্যাস্ত হইল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া খিলপাড়া চৌধুরী ষ্টেটে নেয়াবতী কাজে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কাজে থাকা অবস্থায়ই ১৮৮৮সনে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এদিকে মেঘনা নদীতে, পূর্ব্ব পুরুষদের বসতবাড়ী ভাঙ্গিয়া নেওয়ায় বিনটীয়া গ্রামে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

বাঙ্গালা ১৩০৩সনে নেয়াবতী কাজ ছাড়িয়া, লক্ষ্মীপুরা মুন্সেফী আদালতে, মোক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ছয়টি ছেলে একটী কন্যা জন্মে। শিশুকাল হইতে ছেলেদের, বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহাদের মাতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। অসীম যত্নে ও চেষ্টায় এবং ভগবানের কৃপায়, ছেলেরা আজ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, মাতা পিতা ও বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছে। ছেলেদের লেখা পড়ার সুবিধার জন্য, বিশেষতঃ মুনসেফী আদালতে, মোক্তারী করা বিড়ম্বনা মাত্র বুঝিয়াই ১৯০৩ সনে লক্ষ্মীপুরা পরিত্যাগ করিয়া, নোয়াখালী জিলায় আসিয়া মোক্তারী করিতে আরম্ভ করেন।

বড়ছেলে প্রিয়নাথ নোয়াখালী জজকোর্টে ওকালতী করিতেছে। দ্বিতীয় ছেলে প্রফুল্লনাথ, তৃতীয় ছেলে প্রমোদনাথও বি. এল পাস করিয়া, প্রফুল্ল ফরিদপুর, প্রমোদ ময়মনসিংহ ওকালতী করিতেছে। ৪র্থ ছেলে প্রবোদ বি, এ পাস করিয়া রেলওয়ে অফিসে কাজ করিতেছে। ৫ম ছেলে সুবোদ ওকালতী পাস করিয়া হাইকোর্টের ওকালতী করিতেছে। ৬ষ্ঠ ছেলে সুশীল আই, এস, সি, দিয়া, ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পড়িয়া ঐ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত, উলপুর পরগণাস্থ জমীদার কুলীনবংশে ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরীর নিকট কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতার বিবাহ দিয়া বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

শিশুকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মে সবিশেষ যত্ন ও অনুরাগ থাকায়, দীক্ষিত হওয়ার পর, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ্যে, নিরতিশয় যত্ন ও চেষ্টা করিয়া, তদ্বিষয় যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, তদনুরূপ গান রচনা দ্বারা তাহা জনসমাজে প্রচার করা সঙ্গত মনে করিয়া তৎসম্বন্ধীয় গীতাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রচিত গানে জীবনের ধর্ম্মোন্নতির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

*　*　*　*

ভক্তি কুসুমাঞ্জলি।

(স্তোত্র)



রাগিণী ঝিঝিট।

তাল একতালা।

নমস্তে শ্রীহরি নর কার্য্যকারী,
নিকুঞ্জ বিহারী নিরঞ্জন ;
অনাথ তারণ, পতিত পাবন, যশোদা জীবন ধন।
নিখিল কারণ, নিরয় বারণ, নব নীরদ বরণ,
নিগমে আগমে, নির্ণয় না হয়, নিত্যানন্দময় নিত্যধন।
শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীকান্ত শ্রীধর, শ্রীনিবাস জনার্দ্দন,
শশাঙ্ক জড়িত, শ্রীবৎস লাঞ্ছিত, ভকত বাঞ্ছিত শ্রীচরণ।
বিপিন বিহারী, বিপদ হারী, বনমালা বিভূষণ,
বিপন্নে আদর, বিবিধ প্রকার, বিষয় বিকার বিনাশন।
কলুষ হরণ, কাঙ্গাল স্মরণ, কাল কালীয় দমন,
কালাচাঁদে কৃপা করহে কান্ত, করযোড়ে করি নিবেদন।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল একতালা।

কৃষ্ণ কেশব কিতব কলুষ বিনাশন,
দীনবন্ধু, দয়া সিন্ধু, দানব দর্প দলন।
জগবন্ধু জনার্দ্দন, গিরিধারী গোবর্দ্ধন,
জগদানন্দ বর্দ্ধন, মাধব মধুসূদন।
পদ রক্ত অরবিন্দ, শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দ,
সত্য সন্ধ সদানন্দ, নন্দরাজ নন্দন।
পাপীর উদ্ধার জন্য, গৌররূপে অবতীর্ণ,
সারণ্য বরণ্যগণ্য, ধন্য দীন রঞ্জন।
নাশ কর ভব ভয়, ভাবিলে ভাবনা ক্ষয়,
কালাচাঁদের কাল ভয়, করহে নিবারণ।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল একতালা।

কাতরে করুণা করহে কৃষ্ণ, কেশব কংশারি বামন,
লাবণ্য ললিত, কৈবল্য বাঞ্ছিত, শশাঙ্ক লাঞ্ছিত চরণ
চারু ভুরুযুগ, কটি মৃগরাজ, পরিহিত পীত বসন,
দশন হারাল, মকুতা পাতি, গতি গজরাজ গঞ্জন।
ঘোরতর ঘনাবলী বিনিন্দিত বরণ, অরুণ নয়ন,
ষড় রিপু জয়, সর্ব্বত্র বিজয়, জয় জয় জগজীবন।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল দুন কাওলী।

জয় জগ জীবন পতিত পাবন,
কেশব কাঙ্গাল তারণ হে।
মানস রঞ্জন, কলুষ ভঞ্জন, ভূভার হরণ কারণ হে।
অনাদি কারণ, নীরদ বরণ, রাধিকা হৃদয় রঞ্জন হে।
দুর্ম্মতি দলন, আশ্রিত পালন, দুরন্ত শমন বারণ হে।
শ্রীনন্দ নন্দন, যোগীন্দ্র বন্দন, যশোদা জীবন রতন হে,
সুকৃতি দুষ্কৃতি, সবে সম রতি, মূরতি মনের মতন হে।
মীন কুর্ম্ম বরাহ, নরসিংহ দেহ, রাম রাবনারি বামন হে।
রেবতী বল্লভ, দেবের দুল্লভ, বৌদ্ধ কল্কী শচী নন্দন হে।
নিরয় বারণ, নিত্য নিরঞ্জন, নিকুঞ্জ কানন চারণ হে।
কালাচাঁদে ভণে, ধরেনা শমনে, ভাবিলে যুগল চরণ হে।

রাগিণী সুরট মল্লার।
তাল একতালা।

দেখরে নয়ন পরাণ ভরিয়া,
রাধা রাধাকান্ত যুগল মিলন।
আহা মরি মরি, রূপের মাধুরী, তুলনা মিলেনা খুইজে ত্রিভুবন।
নীলমণি যেন হীরকে খচিত,
আনন্দিত তনু চন্দনে চর্চ্চিত,
নখচাঁদ নিকরে শশাঙ্ক জড়িত, রক্তোৎপলজিত যুগল চরণ।

অচলা চঞ্চলা চপলা রাশি,
নব জলধর কোলে মিশামিশি,
উছলিয়ে যেন পরে রূপ রাশি, মৃদু মন্দ হাসি চারু দরশন।
পাষাণ হৃদয়ে যদিরে একবার,
অইরূপ মাধুরী পার আঁকিবার,
কালাচাঁদ বলে তাইলে এবার, ডঙ্কা মেরে যাবে নিত্য বৃন্দাবন।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

বিনোদ বরদ সুজন সম্পদ,
সজল জলদ শ্যাম সুন্দর।
আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী,
মাধুর্য্যের পুরী শোভার ভূধর।

পিরীতি নবনী ছানিয়া ছানিয়া,
ভাব রতি ছাঁচে যতনে তুলিয়া।
নিরমিল বিধি ভকত লাগিয়া,
আনন্দ মুরতি রতি মনোহর।

আনন্দ বদনে মুচকি হাসি,
অমিয় মথিত মধুর ভাষী,
মদন মাদন মোহন বাঁশী,
রাধা নামে সাধা রসের আকর।

মাথে চারু চূড়া তাতে শিখী পাখা,
তুচ্ছ নয় সে পুচ্ছ জয় রাধা নাম আঁকা,
নয়ন দুটি বাঁকা অঙ্গ ভঙ্গি বাঁকা,
বাঁকার সবই বাঁকা মন মুগ্ধ কর।

হেলে দোলে গলে বন ফুল হার,
প্রেমিক বাঞ্ছিত প্রীতি উপহার,
ভৃগু পদ আঁকা হৃদয় মাঝার,
ভক্তের গৌরব ব্যক্ত চরাচর।

রুনু ঝুনু রুনু নূপুর বাজে,
নখরে চন্দ্রমা পুলকে বিরাজে,
শ্রীপদ পঙ্কজে সেবক সাজে,
সুধা পিয়ে ভক্ত চকোর ভ্রমর।

কালাচাঁদের বাঞ্ছা রাধারাণী সনে,
ঐ রূপ নেহারে হৃদি বৃন্দাবনে,
যুগল চরণ বন্দন সেবনে,
রত থাকে যেন চিত্ত নিরন্তর।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল কাওলী।

জয় হরি শ্রীহরি, বল মন আমারি,
জয় রাধে গোবিন্দ, মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীমধুসূদন, শ্রীনন্দ নন্দন, যাদব মাধব ত্রিদেব বন্দন,
বিনোদ বরদ বারিদ বরণ, গোপেশ গোপাল গকুল বিহারী।
কেশব বামন অশুভ ভঞ্জন, নিরস্ত নিবারী নিত্য নিরঞ্জন,
দুর্ম্মতি দমন, শমন গঞ্জন, ভকত রঞ্জন ভবভয় বারী।
গোপীকা বল্লভ, দেবের দুর্ল্লভ, সাধক সুলভ ও পদ পল্লব,
প্রেমিক রতন মনের মতন, নিত্য নিকেতন চিত্ত মনহারী।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকান্ত, অনন্ত সুখদ, শ্যাম সুন্দর সুজন সুহৃদ,
রসিক শেখর শঙ্কর সম্পদ, কালাচাঁদ ওই শ্রীপদ ভিকারী।

রাগিণী মুলতান।

তাল কাওলী।

জয় জয় দীন বান্ধব, কৃষ্ণ কেশব,
দেব দেব রাধা মাধব শ্যাম।
(সদা ভাবরে আমার মন)
করে শোভা করে মোহন বাঁশরী,
বামে সুখ সাজে বিরাজে কিশোরী,
রাধা ভাবে ভোলা আপনা পাসরি,
অধরে মধুর রাধার নাম।

মুচুকি মুচুকি হাসির ছটা,
কর চরণে চাঁদের ঘটা,
শিরে চুড় বাঁকা শিখী পাখা আটা,
আনন্দ বদনে নয়নে কাম।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীমা প্রেমের আবেশে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু প্রেম সুধা রসে,
রূপের হিল্লোলে ব্রজ জন ভাসে,
অনাসে বিনাশে বিষয় কাম।

ভাবরে মন যুগল মূরতি,
থাকে যেন সদা যুগলে রতি,
কালাচাঁদে পেলে যুগল পিরীতি,
দিলেও চাহে না গোলোক ধাম॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।
তাল একতালা।

রসিক শেখর হরি, রসময় হৃদি বিহারী।
অগ্নি জল স্থল তুমি, স্থাবর জঙ্গম গিরি,
সুনীল গগনোপরি শশি তারা তিমিরারি।
তুমি মূল স্থূল সূক্ষ্ম, মোক্ষ দাতা দুঃখ বারি,
স্থূল রূপে সাকার তুমি, মূলে আকার নাই তোমারি।
প্রেম কল্প তরু তুমি, কালাচাঁদ প্রেম ভিকারী,
নিদান কালে প্রেমময় রূপ দেখে যেন প্রাণে মরি।

রাগিণী ভায়রোঁ।

তাল একতালা।

হরে কৃষ্ণ হরে, মুকুন্দ মুরারে,
গোপাল গোবিন্দ গদাধর।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকান্ত অনাদি অনন্ত,
দেব দয়াময় দামোদর।
রাধিকা রমণ যশোদা জীবন,
নিত্য নিরঞ্জন ব্রজেশ্বর।
নন্দ নন্দন কংশ নিসূদন,
শ্রীমধুসূদন শ্যামসুন্দর।
রাস বিহারী রসময় হরি,
কুঞ্জবন চারী গিরিধর।
রাম রাম রাম নবঘন শ্যাম,
বিরাট বামন বিশ্বাম্বর।
গোপী মনোহারী গোলোক বিহারী,
নৃসিংহ মুরারি নটোবর।

রাগিণী ভায়রোঁ।

তাল কাওলী।

জয় শচী বালক, পতিত পালক,
জগজন জীবন রঞ্জন হে।
ভকত সম্পদ, সুখদ বরদ,
বিপদ আপদ ভঞ্জন হে।

প্রাতঃস্মরণীয়, সুর নর বরণীয়,
যোগী জন রমণীয় রতন হে।
ভকত লাগিয়া গোলোক ত্যাগিয়া,
ভূলোকে জনম ধারণ হে।
কাঙ্গাল সাজিয়ে, খুজিয়ে খুজিয়ে,
তরা'লে সুজন কুজন হে।
ভক্তি বিলাইলে প্রেম মিলাইলে,
প্রচারিলে নাম কীর্ত্তন হে।
কালাচাঁদে বলে, আমি অধম্ ব'লে,
ভু'লনা দিও শ্রীচরণ হে।

(গুরু ভজন)

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল লোভা।

গুরু অধমেরে কর দয়া, নিদয় হ'য়ে আর থে'কনা।
হল না আর সাধন ভজন, ছয় জন আমার পাছ ছাড়ে না
মন রসনা তারা এক হল না,
রসনায় কয় রাধাকৃষ্ণ, মন চ'লে যায় আজব্ খানা।
কর্ম্মডোরী কঠিন কাটা যায় না,
ঘর বাড়ী ছাড়িতে পারি, মায়া বেড়ী আর পারি না

মন যারে চায় তারে চিন্তে পাইনা,
কাছে থেকে খেলায় ফাকি, ধর্ত্তে গেলে ধরা দেয় না।
গুরু জ্ঞান কর সার, ভোলা মনরে আমার,
কয় কালাচাঁদ গুরু বিনে, সাথের সাথী আর কেহ না।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

কি জন্য ভবে আলি, ভুইলে রলি,
চিন্‌লি নারে গুরু কি ধন।
মমতায় মত্ত হ'য়ে, সার ভুলিয়ে, অসার কাজে মজিলি মন,
বুঝলি না ভাল মন্দ, কপাল মন্দ, হলি অন্ধ থাকৃতে নয়ন।
ভাই বন্ধু আদি যত, দারাসুত, সাথের সাথী কেউ নয় কখন,
অন্তে বিচারের দিনে, গুরু বিনে, বন্ধু হবে না কোন জন।
ব্যয় ক'রে টাকা কড়ি, করছ তৈরি, এঘর বাড়ী নিশির স্বপন,
সে বাড়ী অযতনে, প'রে কেনে, থাকৃবি যেখানে সর্ব্বক্ষণ।
ত্যজিয়ে অবসাদে, মনের সাধে, গুরু পদে মজরে মন,
শ্রীগুরু যার কাণ্ডারী, তার কি তরী, কাল সাগরে ডুবে কখন।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

গুরু সত্য গুরু নিত্য, গুরু মূলাধার,
কর শ্রীগুরু নাম সার।
গুরুর কৃপা না হইলে সকলি অসার।
ভাই বল বন্ধু বল, কেহ নয়রে কার,
নিদান কালে গুরু বিনে নাইরে সারাসার।
পরিজনের দয়ায় যবে, কুলাবেনা আর,
পরিনামে পার করিবে গুরু কর্ণধার।
এমন দয়াল গুরু বিনে, কেবা আছে কার,
নিজে বয়ে পাপের বোঝা শিষ্য করে পার।
ভক্ত চলে নেচে গেয়ে, ভক্তি আছে তার,
কালাচাঁদের গুরু বিনে ভরসা নাই আর।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

দয়াল প্রভু পারের কর্ণধার, অধমে কর পার ভব পাড়
হাবু ডুবু খে'য়ে মরি, পাই না কুল কিনার।
হৃদয় যদি পাষাণ হত, মরমের সখ সাধ মিটিত,
সহজে হ'ত না ছাড়খার;
ভক্তি নীরে ডুবে র'ত ভেসে বেড়াতনা আর।

দোষ ছিলনা কোমল হলে, যে'ত অনায়াসে গ'লে,
নাম নিলে বইত প্রেমের ধার ;
হ'লনা কিছুই ভুতের বেগার খাটা সার।
পাপে ভারী জীর্ণ তরী, বিপক্ষ ছয় গোয়াড় দাড়ী,
কাল ঝড় প্রবল তায় আবার ;
গুরু কৃপায় কালাচাঁদে ভয় করে না কার।

মিশ্র বাউলসুর।

তাল কাশ্মিরী খেমটা।

বুক ঠুকে বলিতে পারি, আমার গুরু দয়াল বড়,
তা নৈলে কি তোমরা সবে, আমায় এত আদর কর
গুরুর করুণা বলে, ফল ধরে বিনা ফুলে,
আদর করে সকলে, শত্রু মিত্র আত্ম পর।
গুরুদেব দয়াল বটে, তার দয়ায় সকল ঘটে
ঘটালে অঘট ঘটে, ঘটনা স্বইচ্ছায় কার।
গুরু যার সহায় থাকে শমন ভয় করে তাঁকে,
কালাচাঁদ বল্‌ছে ডেকে গুরুর চরণ শিরে ধর।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

অসাধনে কাল কাটাইলেম,
গুরু কি ধন তাই চিনলেমনা,
দয়া কর দয়াল গুরু, পাপের গুরুভার সহেনা।
দয়াল তুমি জানি চিরদিন,
তুমি দয়াল হলে কি হয়, আমি ভক্তিহীন
ভক্তি পথে নিয়ে চল পাপী ব'লে পায় ঠে'লনা।
দিয়েছিলে অমূল্য রতন,
বিষয় পে'য়ে ভু'লে র'লেম, না কল্লেম যতন;
তোমার দয়ায় সকল পেলেম, তবু ত তোমার হ'লেম না।
আত্ম বন্ধু আছে যত জন,
আত্মসুখে মত্ত হ'য়ে থাকে অনুক্ষণ;
তারা ঐহিকের মূলাধার, পরকালের ধার ধারেণা।
দয়াল গুরু ভব কর্ণধার,
কৃপা ক'রে কালচাঁদে, করহে উদ্ধার;
তুমি বিনে সে দুদ্দিনে তড়াতে আর কেউ পারবে না।

রাগিণী রাগিনিটি।

তাল জলদ তেতলা।

গুণের বড়াই নিয়ে গুমান কৈরনা সদা গুরু গুণ গাও।
কররে বর্জ্জন, কামিনী কাঞ্চন, মানুষ যদি হ'তে চাও।
গুরু কৃপাসিন্ধু বারি, একবিন্দু যদি পাও,
ভেদাভেদ ঘুচিবে, আনন্দ লভিবে, যে ভাবে যে পথে যাও।
গুণ লাগারে গুণ টানা সার, যতক্ষণ পার কাছে পাও,
পাড়ীর বেলা গুণ চলেনা, পার ছাড়া হইলে নাও।
পার কৈরে যে নিতে পারে, সব ছেড়ে তার মন যোগাও,
লৌকিক ভজন নাই প্রয়োজন, অনুরাগের জোর চালাও।
কয় কালাচাঁদ জয় গুরু ব'লে, মনের কপাট খ'লে যাও,
খুজিয়া লইওনা, আর কিছু চে'ওনা বলে দয়া ভিক্ষা দাও।

মিশ্র বাউলসুর।

তাল পোস্তা।

বুঝায়ে দাও দয়াল ঠাকুর, কোন্‌টি ঠিক সাধন অঙ্গ;
কেউ কয় এটা, কেউ কয় ওটা, বুঝাতে নারি একি রঙ্গ।
বৈষ্ণবের মত, ছাড় সে পথ, যে পথে চলে অনঙ্গ,
শৈব বলে সকল আমার, সাধনের সার যোনী লিঙ্গ।
ভাগবতে কয় নারী ভজ, নিত্য ধামের নিত্য সঙ্গ,
ছেড়ে নারী বল হরি, ব'লে গেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

শাক্ত বলে শক্তি শ্রেষ্ঠ আর যত তার সাঙ্গোপাঙ্গ,
ভক্ত বলে যুগল ভজ, ছেড়ে দিয়ে বহিরঙ্গ।
রসমণি কয় কালাচাঁদ, এ তারই রসের তরঙ্গ,
যার রসের বিভূতি এসব, সেই তোমার অন্তরঙ্গ।

(গৌর বিষয়ক)

রাগিণী বেহাগ।

তাল, কাশ্মিরী খেমটা।

গৌরাঙ্গরূপ মন মোহনরূপ ঐরূপ ভালবাসি,
রূপেতে আলো, ক'রেছে ভাল, মজাল নদীয়া বাসী।
হেলিয়ে দুলিয়ে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে, বেড়ায় নাচিয়ে
জয়রাধে বলিয়ে,
কভু বা আকুল কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, ধরেনা অধরে হাসি।
ভাবের তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গে, আমরি বিরাজে কতনা রঙ্গে
রসিক সঙ্গে রস প্রসঙ্গে, বিনাশে কলুষ রাশি।
অনর্পিত রত্ন করিয়া অর্পণ, ভাঙ্গিতে জীবের সন্দেহ স্বপন,
কালাচাঁদ কয় হরি ক'রেছে গোপন, করঙ্ক লইয়া বাঁশী।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল পোস্ত।

নূতন এক মানুষ এল, মন ভুলাল রূপে গুণে;
মানুষে নাই এমন মানুষ, ভুলে মানুষ কথা শু'নে।
আহা কিরূপ মাধুরী, আঁখি ফিরাতে নারি,
সঘনে বলে হরি, বহে ধারা দুনয়নে।
এমন আর নাই ত্রিলোকে, তারিতে পরলোকে,
হরি নাম দিচ্ছে লোকে, পুলকে বালকের সনে।
দেখা'তে প্রেমের বিকাশ, রাধা ভাব কান্তি প্রকাশ,
কালাচাঁদ বলে সাবাস, এবেশ রাইয়ের প্রেম ঋণে।

রাগিণী মূলতান মিশ্র।

তাল খেমটা।

নূতন এক মনের মানুষ দেখ্বি যদি আয়।
প্রেমে গড়া চাঁদমুখখানি, দেখ্লে প্রাণ জুড়ায়।
ক্ষণে ভাসে নয়নজলে, ক্ষণে হাসে কুতুহলে,
মেঘের কোলে হে'লে দু'লে বিজলী খেলায়।
পদনখে শশি আঁকা, নয়ন দুটি কেমন বাঁকা,
ভঙ্গি বাঁকা মধুমাখা, কথায় মন ভুলায়।
ভাবে গড়া ভাবে গোরা, ভাবের হিল্লোল আগাগোড়া,
কয় কালাচাঁদ ভাবের ভরা, লাগ্‌ল নদীয়ায়।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

ধন্য গৌরাঙ্গরূপ, ঐ অপরূপ, দেখ্‌বি যদি আয়,
ব্রজের নিধি এনে বিধি, মিলাল নদীয়ায়।
চাঁদ জিনি গোরার মুখ চাঁদ, তুল্য হয় না শরতের চাঁদ,
চেয়ে দেখ কতই চাঁদ, চাঁদের পায় শোভাপায়।
ভক্তগণ নিয়ে রঙ্গে, নাচে গোরা প্রেম তরঙ্গে,
বিনা মূলে ভক্ত সঙ্গে, প্রেম সুধা বেচে যায়।
আত্মসুখ পরিহরি, পরের তরে বলে হরি,
আপনি হ'য়ে কাণ্ডারী, পার ক'রে নিয়ে যায়।
পাপী তাপী যত ছিল, সঙ্গ গুণে ত'রে গেল,
কুসঙ্গে পরিয়া হল, কালাচাঁদ নিরূপায়।

বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

গৌর প্রেমে প্রেমিক যারা,
(তাদের) আচার ব্যবহার সংসার ছাড়া।
জলে অনল অনলে জল, বিনা মেঘে বৃষ্টি ধারা,
অকুলে কুলাইতে পারে, চায় না নিজে কুল কিনারা।
ভাল মন্দ ছোট বড়, বিভিন্ন করে না তারা,

প্রীতির চক্ষে সমান দেখে, শক্র মিত্র সুত দারা।
গরল খায় অমৃত রসে, প্রেমাবেশে আত্মহারা,
অন্তরে আনন্দে ভাসে, বাহিরে পাগলের ধারা।
নামে হাসে নামে গলে, নামে বহে অশ্রু ধারা,
ভাবাবেশে সদাই হেরে, গৌরাঙ্গরূপ জগৎ ভরা।
কালায় বলে এমন হলে, ভক্তিকণা লভে তারা,
ভক্তি রাগানুগা হ'লে, ভক্তের ধন এসে দেয় ধরা।

রাগিনী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

প্রেমিক মহাজনে, প্রেমের পসার নিয়ে,
নিত্য প্রেমের মেলা মিলাল নদীয়ায়॥
নামে মাতোয়ারা, প্রেম ভিকারী যারা,
অমূল্য প্রেম তারা, বিনা মূলে পায়॥
নব প্রীতি ভরে প্রতি ঘরে ঘরে,
অকৈতব প্রেম যাচে সমাদরে,
দয়াল নিতাই ডাকে, কে নিবি আয় নেরে,
নিয়ে যারে নেওয়ার সময় বয়ে যায়।
রসিকের কারবারে রসের বেচা কিনা,
কেবা কত নেয় কে করে ঠিকানা,
পারে যে যা নিতে, কারে নাই মানা,
পাপী তাপী আর র'লনা ধরায়।

রসের আশে যারা একবার মেলায় আসে,
যাওয়ার বেলা তারা যায় অনায়াসে,
কয় কালাচাঁদ ঐ রস যায় অন্তরে পশে,
নিরন্তর তার আনন্দ খেলায়।

বাউল সুর।

তাল লোফা।

শমন আসবে না আসবে না;
তবে আর ভাবনা কিরে মন।
এই যে আমি দে'খে এলেম যেয়ে, নিতাইর পরওয়ানা।
হরি বল বল্লে মুখে, চিরদিন রবে সুখে,
রবেনা যম যন্ত্রণা;
কলী জীবের ঘরে ঘরে, নিতাই দিচ্ছে ঘোষণা।
ডে'কে কয় দয়াল নিতাই, আয়রে ভাই আয় ব্রজে যাই,
সময় নাই চে'য়ে দেখনা;
বল হরি বল রবে না গোল, ভেবে আকুল হইও না।
এদেহ থাক্‌তে চেতন, কর হরি নাম কীর্ত্তন,
কুচিন্তায় ম'জে থে'ক না;
কালাচাঁদ কয় হরি নাম যে লয়, তার কাল ভয় থাকে না।

রাগিনী মল্লার।

তাল যৎ।

নৈদে কাননে, হরি নামের কুসুম কলি ফুটিল।
মাতা'য়ে ত্রিজগৎ বাসী, শৌরভ রাশী ছুটিল।
বিষয় বাসনা ভুলি, প্রেম পিয়াসে প্রাণাকুলি,
হরি নামোন্মত্ত অলি, দলে দলে জুটিল।
ফুলে হয় রসের বরষা, ভে'সে যায় বিষয় ভরসা,
হরি ভক্ত প্রেম পিয়াসা, এত দিনে মিটিল।
পুলকিত ভক্ত বৃন্দ, গেল পাপের পূতি গন্ধ,
চারিদিকে সদানন্দ, নিরানন্দ টুটিল।
মূল গোরা স্কন্দ নিতাই, শ্রীবাসাদি ডাল পালা তাই,
জীবের ভাগ্যে অদ্বৈত গোসাই, দয়া করি রুপিল।
শীতল ছায়ায় জীবন জুড়ায়, ফলে চতুর্ব্বর্গ হারায়,
কয় কাঙ্গাচাঁদ আয়'রে ত্বরায়, স্বর্ণ সুযোগ ঘটিল।

রাগিনী সুরট মল্লার।

তাল যৎ।

গৌর প্রেমামৃত রসে মজরে।
নাম নিলে হয় প্রেমের উদয়, পরখিয়ে বুঝরে।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, এমন দয়াল আর কি মিলে,
পরের তরে কেন্দে কেন্দে, ভাসে নয়ন জলে রে;

পরেরে বলাতে হরি, হরি হ'য়ে বল্‌ছে হরি,
পরের জন্য গৃহ ছাড়ি, ভিকারী সে'জেছে রে।
মিলিয়েছে চাঁদের মেলা, চাঁদের বাজার চাঁদের খেলা,
চাঁদ ভাবিলে ভবের জ্বালা, একেবারে যায় রে ;
কে দেখ্‌বি চাঁদ আয়রে তোরা, কে বলে চাঁদ যায় না ধরা,
ঐ দেখ চাঁদ দিল ধরা, জগন্নাথের মন্দীরে।
প্রেমে নাচে প্রেমে গলে, প্রেমাবেশে পরে ঢ'লে,
প্রেম রসের কথা ব'লে, নাম বিলায়ে যায় রে ;
যথা তথা যারে তারে, দিতেছে প্রেম অকাতরে,
কালাচাঁদ বাকি র'লরে; নিত্যানন্দের বাজারে।

রাগিনী আলিয়া।

তাল আদ্ধা।

ধন্য ধন্য রে গৌরাঙ্গ লীলা চমৎকার ;
হবে না হয় নাই আর,
পাপী তাপী সুখী দুঃখী, তরিতে র'ল না বাকি,
যম রাজত্ব হল দেখি ছারখার।
ঘরে ঘরে যে'য়ে, নিতাই কাতরে
জনে জনে যে'চে যে'চে, বল্‌ছে অতি আদরে,
রাধাকৃষ্ণ প্রেম এনেছি ধররে,
যার যে বাসনা পূর্ণ কররে ;

পণ ক'রেছি এই করিব, নেও বা না নেও দিয়ে যাব,
লব না তার বিনিময়ে পুরস্কার।
প্রেমের ধারা ব'য়ে, ধরা ভেসে যায়,
হয় নাই কভু এমন ধারা, সত্য দ্বাপর কি ত্রেতায়,
প্রেম পুলকে এম্নি লোকে প্রাণ মাতায়,
কোলের ছেলে ঠেলে ফে'লে, ধায় মাতায়;
কেউ তাকায় না কারু পানে, উন্মত্ত নাম সুধাপানে,
হরি বল হরি বল মঙ্গল সবাকার।
যারে ভে'বে শ্মশানবাসী ত্রিলোচন,
যুগে যুগে যোগে যাগে, পায় না তারে যোগীগণ,
নিবিড় বনে নির্জ্জনে কাল যাপন,
এত ক'রে করিতে নারে আপন;
পরিহরি কঠিন সাধন, সহজে পেতে হরিধন,
কলিযুগে নাম সন্কীর্ত্তন পরচার।
কে কে যাবি আয়রে তোরা ত্বরা আয়,
ভব বারি দিতে পাড়ী, গোরাচাঁদের গড়া নায়,
এমন নাবিক আর কি কোথা পাওয়া যায়,
কড়ি বিনে পার করিয়া নিয়ে যায়;
কত পাপী পার হ'তেছে, আরও কত হইতেছে,
কালাচাঁদ র'য়েছে প'রে নদী পার।

রাগিনী আলিয়া।
তাল জলদ তেতালা।

প্রণমামি তব যুগল চরণে, (প্রভু)
নবদ্বীপে অবতরী, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধরি ;
ধরা ধন্য করিলে আচরণে।
ক'রেছ যেখানে শান্তি নিকেতন,
প্রেম রসের ছড়াছড়ি, সদা হরি সংকীর্ত্তন,
রয়না তথা পাপ তাপের জ্বালাতন,
পুণ্য তীর্থ ব'লে গণে সর্ব্বজন ;
তার সাক্ষী দালাল বাজার, সদা সদানন্দের বাজার,
আসে যায় লোক, হাজার হাজার ঝুলনে।
বলি হাসি আরতি কি চমৎকার,
হরিধ্বনি করতালি, ধুপের ধুয়ায় অন্ধকার,
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যধ্বনী, জয় জোকার,
স্বরূপ বর্ণিতে পারে সাধ্য কার ;
কেউ ভাবে আত্মহারা, কেউ প্রেমে মাতোয়ারা,
বহে ধারা কারুবা দুনয়নে।
ক্ষেত্রে যেমন জাতির বিচার করে না,
চণ্ডালে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন দিতে ছাড়ে না,
সদা সন্তোষ কেউ কার দোষ ধরে না,
ভাবে আকুল, কুল মানের ধার ধারে না ;
তেমি এথা মহোৎসবে, এক সঙ্গে বসিয়ে সবে,

ভক্তি ভাবে প্রসাদ ভুঞ্জে যতনে ॥
সন্ন্যাসী ভিকারী বৈষ্ণব অগণন,
কেহ পানে কেহ গানে কেহ ধ্যানে নিমগন,
সদানন্দে করে সদা কাল যাপন,
নাই লেশ হিংসা দ্বেষ কুবচন ;
কয় কালাচান্দ রায় চৌধুরী, সেই মানি স্বর্গ পুরী,
বিরাজ করে গৌর হরি যেখানে ।

রাগিনী কাফি-খাম্বাজ ।
তাল আড় খেমটা ।

হরি বল্ বল্ হরি ব'লে গুকে যায়রে ;
নামকীর্ত্তন সুধা ঢে'লে, ভুবন মাতায়রে ।
ভাসে প্রেম অশ্রু জলে, নাচে রাধা কৃষ্ণ বৈলে,
জগৎ বাসী আপনা ভুইলে, পাছে পাছে ধায়রে ।
সোণার অঙ্গে মাখা ধূলি, ভাবে আকুলি বিকুলি,
রাধা রাধা রাধা বলি, ধরণী লুটায়রে ।
বাঁকা চোকে যার পানে চায়, ব্রজের ভাবে তারে নাচায়,
মানুষের ভাব দেখাতে চায়, এসে নদীয়ায়রে ।
কয় কালাচাঁদ ব্রজের হরি, চুড়া বাঁশি পরি হরি,
হয়েছে করঙ্ক ধারী, ঠে'কে প্রেমের দায়রে ।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্‌।

গৌর নামে আমি কি আর পাগল হই।
পাগল হ'লে সংসার ভুলে, পাগল ভালর ঔষধ কৈ।
গৌর প্রেম ভিকারী ব'লে, সন্দে করে পাগল বলে,
প্রেমের অধিকারী হ'লে, আমাতে কি আমি রই।
তার অমূল্য নাম রতনে, নিয়ে ফিরি আপন মনে,
যারা চিনে তারা কিনে, আমি সুধু ঝুড়ী বৈ।
রত্না করে ডুবাইলে, শুনেছি রতন মিলে,
মম কর্ম্ম ফল ফলে, খুঁজে পেলেমনা ঝিনুই।
ধরেছে বিষয় ব্যাধি, মদোন্মত নির বধি,
সেবা বাদী অপরাধী, কে আছে কালাচাঁদ বৈ।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল একতালা।

চিনিলে কি বল ঐ যে ব'লে যায়,
জয় রাধে জয় রাধে শ্রীরাধে গোবিন্দ।
ভাবের তরঙ্গে, ঢে'লে দিয়ে অঙ্গে,
গায় নাচে রঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ।
নয়নে বয়ানে পরিতেছে ধরা,
এ কিনা রাইর কিনা চিনা পীত ধরা,

বহে অশ্রু ধারা ভাসাইয়া ধরা,
এ ধারা পায় ধরা প্রেম মকরন্দ।

সাধে কি নয়নে জলধারা পরে,
পোড়ে পরাণ ব্রজের কথা মনে প'রে
বিনা দোষে আগে কান্দাইলে পরে,
কান্দিতে হয় পরে বিধির এ নির্ব্বন্ধ।

অঙ্গ ভঙ্গী নব অনুরাগে মাখা,
ব্রজের ভাব কি কভু এ ভাবে যায় ঢাকা,
ছিল যেমন বাঁকা, এখনও সে বাঁকা,
ভঙ্গী বাঁকা বাঁকা নয়নার-বিন্দ।

রাধা কান্তি ভাব বিলাসে গড়া,
কাল বরণ চাপা, বাহিরে গোরা,
খুঁজে কালাচাঁদ পায়না আগাগোড়া,
ভে'বে সারা সুরাসুর নর বৃন্দ।

রাগিনী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

তাল জলদ তেতালা।

শ্রীগৌরাঙ্গ তরুতলে, কে যাবিরে আয়।
প্রাণের জ্বালা যাবে দূরে, শীতল ছায়ায়।
পূর্ণ রূপে একই ঘটে, এ তরু বিনে কি ঘটে,
ব্রজে মূল নৈদে ফুল ফু'টে মানসে মাতায়,

ফুল গন্ধে মকরন্দে, ভক্ত অলিধায়।
এ তরুর শাখা যত, ফল ভরে অবনত,
দীন দুঃখী অবিরত, পায় যে যত চায়,
একটু পেলে চতুর্ব্বর্গ ফল ভেসে যায়।
ভক্তি পবন হিল্লোলে, প্রেম পাতা হে'লে দু'লে,
তাপ নিবারণ ছলে, তাপিত প্রাণ জুড়ায়,
পাপ তাপ দাবানল, লাগে নারে গায়।
একটী কাল একটী গোরা, দুটী গাছের একি গোড়া,
কয় কালাচাঁদ লাগল জোড়া, এসে নদীয়ায়,
জানে যারা ধন্য তারা, প্রেমিক এ ধরায়।

বাউল স্থর।

তাল ঝুলন।

দয়া কর হে দয়াল গৌরাঙ্গ নিতাই।
তোমরা দয়া না করিলে দয়া করে আর কেহ নাই।
পাপী তাপী নিস্তারিতে অবতীর্ণ হলে দুভাই।
যারে তারে কর দয়া, এম্নি দয়াল আর কোথা পাই।
পাপীর দুঃখ সইতে নারি, ভিকারী সে'জেছ হে তাই।
অযাচিত দয়া কৈরে, উদ্ধারিলে জগাই মাধাই।
অধম তারণ পতিত পাবন, কালাচাঁদের ভরসা তাই।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল যদ্।

বিলাইতে নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ অবতার।
অগতির গতি প্রভু, করুণার পারাবার।
বল্ হরি বল্ হরি ব'লে, মাতো'ল দেখা পেল যার।
গৃহীরে কয় ক'রে বিনয়, স্বর্গসম হবে সংসার।
অন্ধ খঞ্জ গলিত কুষ্ঠ, তাদের কষ্ট র'লনা আর।
সম্মুখে পায় তারে সুধায়, বল্ হরি বল্ বল একবার।
দেখ্‌লে পথে ভাড় বহিতে, আমি ব'য়ে নিব তোর ভাড়
মাল্লে তারে বলে তারে, যত পার কর প্রহার।
ধ'রে ধ'রে বিষ ধরে, কর্ণে ঢালে নাম সুধাধার।
কীট পতঙ্গ পশু পাখী, তারাও বাকি র'লনা আর।
অপরাধা নাম বিরোধী, দূর করিল মনের বিকার।

রাগিণী মনোহর সহী মিশ্র।

তাল একতালা।

দয়াল নিতাই বে'র হল রে,
কলির জীব নিস্তারিতে।
বিনয় ক'রে কর যোড়ে, (বলে)
এনেছি তরিবার তরী কে তারিবি আয় ত্বরিতে।
কলুষের ভাড় ধরা টলমল করে,
সকাতরে বলে প্রভু নিতাইর করে ধ'রে;

জীবের উপায় কি হবে, (বল বল নিতাই ;)
দুঃখ দে'খে যে বুক ফেটে যায়, পারিনা আর সম্বরিতে।
প্রভুর আদেশ পেয়ে, ভাবাবেশে ব্যাকুল হ'য়ে,
কলির জীব উদ্ধারিতে যায় রে ;
ধরেনা হৃদে আনন্দ, বৈলে জয় রাধে গোবিন্দ,
নাচে প্রভু নিত্যানন্দ রায় রে।
কলি জীবের দ্বারে দ্বারে; বলে তৃণ দন্তে ধ'রে,
দয়া করে এই ভিক্ষা দাও হে ;
বদনে হরি নাম দিয়ে, সে আনন্দ বিনিময়ে,
কিনিয়ে আমারে সবে লও হে।
এনেছি গোলকের রতন, ধর লও করিয়া যতন,
এমন ধন আর এ জগতে নাই রে ;
বড় সাধ মম অন্তরে, এ ধন স'পে তোদের করে,
জন্মের তরে তোদের হ'য়ে রই রে।
না নিলেও দিয়া যাব ভয় করি না মা'র খাইতে।
পাপী তাপী যত, পিয়ে নামামৃত,
হরিগুণ গীত গায় রে ;
ভাবিয়া অসার, ত্যজিয়া সংসার,
নিতাইর পাছে পাছে ধায় রে।
যত কুল বধু, পিয়ে নাম মধু,
ভাবে ইতি উতি চায় রে ;
লজ্জা পরিহরি, ব'লে হরি হরি,

পরে যে'য়ে নিতাইর পায় রে।
অন্ধ খঞ্জ যত, ব্যধি পীড়িত,
আনন্দে উন্মত্ত প্রায় রে;
হরি নাম স্মরি, ভুবাহু পসারি,
ভূমে গড়াগড়ি যায় রে।
বালক সকলে, মিলে দলে দলে,
আনন্দে নে'চে বেড়ায় রে;
হরি হরি বলি, দিয়া করতালি,
নামের মহিমা গায়রে।
যত ছিল ত'রে গেল বাকি র'ল না তরিতে।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল লোভা।

প্রাণ কি দেহে আছে; (আমার)
বিনা মূলে মন প্রাণ, বিকা'ল গৌরাঙ্গের কাছে।
গৌরাঙ্গ বিরহানল, অন্তরে হ'য়ে প্রবল,
মন প্রাণ কল্ল বিকল, আর কি জীবন বাঁচে;
অতি তুচ্ছ বাড়বানল, সে অনলের কাছে,
বিনে তার কৃপা বারি, শীতল হওয়ার আশা মিছে।
যেমনই রূপ মাধুরী, সদ্গুণ তেমনই তাঁরি,
আহা কি মরি মরি, লহরী খেলিছে,

যারা ওই রূপ সাগরে, ঝাঁপ দিয়া প'রেছে,
কূলে আর যায় না তারা, কূলের গৌরব ঘুচায়েছে।
গৌরাঙ্গ চিত্তরঞ্জন, দুখীর ধন অন্ধের নয়ন,
বিষাদে সুখের তপন, আন্ধার হৃদি মাঝে ;
গৌর নামামৃত ধ্বনি, সদা কাণে বাজে,
ধরা কি দেখা যায় না, টের পাওয়া যায় হৃদি নাচে।
গৌর আমার প্রাণের বন্ধু, হৃদয় আকাশে বিধু,
নামে তার কত মধু, জানে যে পিয়েছে ;
গোলোক হ'তে নৈদে এনে, নিধি যে দিয়েছে,
ভিকারী কালাচাঁদ তার, করুণা কটাক্ষ যাচে।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

উপায় বল গো তোরা, (আমার)
কি উপায়ে কেমন ক'রে, আপন ক'রে রাখ্‌ব গোরা।
যারা প্রেমের মহাজন, তারা তাঁর দয়ার ভাজন,
আমি নিজে অভাজন, বিষয় মাতোয়ারা,
আমায় কেন করবে দয়া, আমি পাপের ভরা ;
অকুলে বেড়াই ভেসে পাই না ভে'বে কুল কিনারা।
হয় নাই দেখা তার সনে, তবু প্রাণ ধ'রে টানে,
সে জানি কি গুণ জানে, ভাঙ্গা লাগায় জোড়া ;

চায় না যে ধর্ত্তে তারে, সাধিয়া দেয় ধরা,
ধরিতে ইচ্ছা হলে, পলায় দূরে দিয়া তাড়া।
অন্যের কি আশা আছে, আশা পাশ ছিঁড়ে গিছে,
আগেই ভক্তের কাছে, বান্ধা গিছে গোরা,
সাধ্য কি ছুইটে আইসে, ছেড়ে দেয় কি তাঁরা,
হৃদয় মন্দিরে রে'খে, সদায় দেয় রূপের পাহারা।
গৌরাঙ্গ গৌরবের ধন, তারে কি পায় সাধারণ,
বৃথা প্রাণ করি ধারণ, ভে'বে ভে'বে সারা,
অনায়াসে লাভ করে সে, যার নয়নে ধারা,
মিলে কালাচাঁদ বলে, ঠিক্ থাকিলে আগাগোড়া।

রাগিনী ভাটিয়াল।

তাল জলদ তেতালা।

পোড়া লোকের বাজ পরুক মাথায়।
আমার প্রাণের গোরা রতন, যারা কে'ড়ে নিতে চায়।
গৌর আমার সদাশয় ব'লে,
মিষ্টি কথায় সুধালে তার, পিছনে চলে,
প্রেমিক তারে ধ'রে বলে, পদে প্রেম শিকল লাগায়।
ভাল মন্দ ছোট বড় নাই,
কড়ি বিনে পার ক'রে নেয়, দিলে তার দোহাই,
বিপদ হ'লে রাখ ব'লে, তার ঘাড়ে বোঝা চাপায়।

দুরন্ত কাল না পশে ঘরে,
স্বার্থপর গৌর ভক্ত চক্রান্ত ক'রে,
বেন্ধে ভক্তি শক্তি ডোরে, রাখে দ্বারে পাহারায়।
ভক্তি ফাঁদে ফে'লে দেবতায়,
আপন কর্ম্ম হাসিল করে কষ্ট দিয়া তাঁয়,
কালাচাঁদ কয় তাদের মত, পাষণ্ড আর কে কোথায়

বাউল স্থর।

তাল জলদ তেতালা।

বল হরি বল বৈলে নিমাই,
নাচে শ্রীবাস আঙ্গিনায়।
নদীয়া নাগরী, আপনা পাসরি,
গৌরাঙ্গ গরবে গলিয়া যায়।

হাসিয়া হাসায়ে, কান্দিয়া কান্দায়ে,
নাচিয়া নাচায়ে, প্রেম বিলায়;
রাধা ভাবে ভুলি, আকুলি বিকুলি,
করে কোলাকোলি যারে পায়।

অদ্বৈত নাচে আমোদে মাতিয়া,
শ্রীবাস নাচিয়া নাম গুণ গায়;
হরিদাস দামোদর গদাধর নাচে,
নাচে নিত্যানন্দ রায়।

হরিধ্বনি শুইনে সুরধনী,
আকুল পরাণে উজান ধায় ;
সরগে পাতালে নরকে ভূতলে,
মুগ্ধ সকলে যে যথায়।

অপরাধী নাম বিরোধি,
পাপীতাপী দুষ্ট দুরাশয় ;
গৌরব ভুলিয়া গৌরাঙ্গ বলিয়া,
অঙ্গ ঢালিয়া ভূমে লুটায়।

ভাব সিন্ধু উথ'লে উঠিল,
হরি নাম রসের বন্যায় ;
প্রেমের সলিলে নদীয়া ডুবা'লে,
হিল্লোলে ধরণী ভে'সে যায়।

ত্রিপদী।

প্রেমের মূরতি গোরা, নব প্রেম রসে গড়া,
প্রেম যেন উছলিয়া পরে ;
প্রেমাবেশে চল চল, বহে প্রেম অশ্রুজল,
বাক্য ছলে প্রেম সুধা ঝরে।
চাঁদমুখে চারু হাসি, ঢালে প্রেম সুধারাশি,
হাসি রাশি মানসে মাতায় রে,
পিরীতির ফাঁদে আঁকা, নয়ন দুটি তাই বাঁকা,
সাধে কি আর কুলমান মজায়রে।

যুবক যুবতী রমণী, রসে মুগ্ধা অমনি,
বাল বৃদ্ধ এড়াতে কি পারে ;
টানে প্রেম আকর্ষণে, চুম্বক যেন লোহা টানে
মানেনা ধৈরয একে বারে।
যেম্নি বরণ তেম্নি গড়ণ, মন মজান ধরণ করণ,
দুটি নয়ন বলিহারি যাইরে,
একবার তাকা'লে পানে, খেলে আনন্দ পরাণে
ইচ্ছা করে তারই হ'য়ে রই রে।
এম্নি মজার ভাবে গড়া, না ভাবিয়া আপা গোড়া,
গোরা গোরা ব'লে পাগল সবে,
মজায় না লোক খুঁজে খুঁজে, আপনি এসে লোকে মজে,
ফিরে চায়না কুলমান গৌরবে।
কয় কালাচাঁদ প্রেমিক যারা, রসাবেশে মাতোয়ারা,
নাই বাহিরে ভাবের ছড়াছড়ি,
নীরবে অন্তরে হানে, রসিকে মরম জানে
অই রূপের বালাই নিয়ে মরি।

ত্রিপদী।

অপরূপ গোরারূপ, রসিকের রসকূপ,
গুণপনা বলিহারি যাইরে ;
গুণ গীতি গাইবারে, বাসনা রসনা হারে,
তুলনা করিতে তুল্য নাইরে।

ভাবের নাহিক ওড়, সদাই ভাবে বিভোর,
ভাবিলে ভাবনা দূরে যায় রে,
সব জীবে সম ভাব, পূর্ণ প্রেম আবির্ভাব,
নিতি নিতি নব ভাব তাই রে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে,
ক্ষণে ক্ষণে উ'ঠে প'রে ধায় রে,
দুন নয়নে অবিরল, বহে প্রেম অশ্রুজল,
সন্তাপিত পরাণে ভাষায় রে।
পূর্ণ দয়ার মুরতি, বিতরিতে নাই বিরতি,
ভাল মন্দ সমরতি পায় রে,
আত্ম সুখ পরিহরি, পরের তরে বলে হরি,
উপকারী এমন কে কোথায় রে।
বিমল আনন্দ ভরা, প্রাণ মন মতোয়ারা,
শান্তি রাশি খেলিছে সদাই রে,
এমনই যে ভাবাবেশ, নেওয়া যত তত বেশ,
হেন প্রেম আর কোথা কে দেয় রে।
কয় কালাচাঁদ ছলে বলে, পাশে যারা গৌরকুলে
নিজে ভুলে ভুলা'তে না চায় রে ;
রূপ গুণ এক ঠাই, দোষের পরশ নাই,
শীঘ্র তাই পরাণ মজায় রে।

ত্রিপদী।

সুরধনী কূলে, কদম্বের মূলে,
কি রূপ হেরিনু সই;
মরি মরি মরি, রূপের মাধুরী
মিলে বা তুলনা কৈ।
বিমল পিরীতি, দিয়ে সে মুরতি,
গড়িল বিরলে বসি,
এনে রস কূপ, নিরখিয়ে মুখ,
দিল ঢেলে হাসি রাশী।
কামের কার্ম্মুক, নিয়ে দুটি চোক,
বানাইল ক'রে বাঁকা,
দিয়ে ফুল শর, করিল জর্জ্জর,
আবার তাতে প্রেম মাখা।
অঙ্গের বরণ, চাঁদের কিরণ,
কাঁচা সোণা হারাইল;
যুগল চরণে, রক্তোৎপল সনে,
শশি প্রেমে ঢল ঢল।
প্রতি অবয়বে, প্রীতি পূর্ণ ভাবে,
কামের চুম্বক আছে,
পুরুষ কি নারী, ঐ রূপ নেহারী,
আর কি পরাণে বাঁচে।

মানেনা মরমে, কুল মান সরমে,
টেনে বলে নিয়ে যায়,
না পারে ভুলিতে, না পারে ছলিতে,
মরিলে এড়ান দায়।
দুরূহ বিরহে, পরাণ না দহে,
খেলে আনন্দ সদাই,
সুজন পিরীতি, বটে হেন রীতি,
ভণে কালাচাঁদ রায়।

ত্রিপদী।

এসহে গৌরাঙ্গ সোণা, পূরাও মম বাসনা,
সহেনা সহেনা দেরী এত,
প্রবোধ মানে না মনে, ধৈরয ধরি কেমনে,
বলিয়া বুঝাব তোমায় কত।
তাপিত হয়েছি বড়, দহে প্রাণ কলেবর,
নিবার হে দয়া বারি দানে,
কাঙ্গালের ধন তুমি, অধম কাঙ্গাল আমি,
পেলে তোমা রাখিব যতনে।
হৃদাসনে বসাইয়া, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
প্রাণ ভ'রে পূজিব চরণে,
দিব নব উপহার, প্রেম অশ্রু বিন্দুহার,
দীনের আর কি আছে ইহা বিনে।

পাই যদি প্রেমামৃত, চাবনা দেখ্‌তে নিয়ত,
মাঝে মাঝে এসে দেখা দিও,
বিষম বিষয় স্রোতে, চায় যদি ভাষাইতে,
দয়া ক'রে কুলে তু'লে নিও।
তোমায় যেন ভালবাসি, তব প্রেমনীরে ভাসি,
ভালবাসা চাই না তোমার,
তব ভালবাসা পেলে, মম হৃদি যাবে গ'লে,
ভালবাসা রবে না আমার।
প্রেম দিতে এলে যদি, যাও দিয়া গুণ নিধি,
ব'লে অপরাধী ত্যাজিওনা,
সবিনয়ে কালাচাঁদ কয়, কর প্রভু যা মনে লয়,
নামে যেন কলঙ্ক থাকে না।

রাগিণী সুরট মল্লার

তাল যদ্‌।

রূপে ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে, আলো ক'রে ত্রিভুবন;
এইত গৌরাঙ্গ প্রভু, নিত্য বৃন্দাবন ধন।
মরি কিবা রূপ মাধুরী, পূর্ণানন্দ রসপুরী,
শত চোকে যদি হেরি, তবু তৃপ্ত হয় না মন;
ইচ্ছা করে বক্ষ চিরে রাখি ভ'রে অনুক্ষণ।
যেম্নি দয়াল তেমনি রূপ, রূপে নাই এরূপের স্বরূপ,
উথ'লে উঠে রস কূপ, কল্লে বারেক নিরীক্ষণ,
মনে পায় প'রে রাঙ্গাপায়, করি আত্ম সমর্পণ।

জীবের কল্পনা অতীত, তুল্য তুলনা রহিত,
তার তুলনা তারই মত, দ্বিতীয় আর নাই এমন,
বর্ণমালায় নাই এ বর্ণ, করিতে স্বরূপ বর্ণন।
বর্ণ কিবা বাক্য দ্বারা, বর্ণিতে রূপ চায় যারা,
অকলঙ্ক রূপে তারা, করে কলঙ্ক লেপন;
না বু'ঝে অমৃত ব'লে করে গরল ভক্ষণ।
তেরশত একুইশ সনে; জন্মাষ্টমী ব্রত দিনে,
ধন্য হল কালাচাঁদের, মানব জনম ধারণ;
নবদ্বীপে মহাপ্রভুর, পে'য়ে শুভ দরশন।

(হরিনাম মাহাত্ম)।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল খেমটা।

হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল;
নেদের ভাবে নেচে নেচে, প্রাণ খুইলে প্রাণ হরিবল।
আজ কাল ক'রে গেলরে কাল, আয়রে তোরা সকাল সকাল,
হরি ব'লে তাড়াতে কাল, বৃথা কেন হরি বল।
পুত্র কন্যা বন্ধু নারী, গৃহ কান্নার অধিকারী,
ভব বারি দিতে পাড়ী, হরি নাম তরী সম্বল।
নামে শান্তি নামে নিরোগ, নাম নিলে ঘটে শুভ যোগ,
কয় কালাচাঁদ এমন সুযোগ, কেন পরি হরি বল।

রাগিণী যোগীয়া।

তাল মধ্যমান।

হরি ব'লে ডাকরে একবার মূঢ় মন আমার।
জননী জঠর জ্বালা, পাবে না বার বার।
মায়া মোহ পরিহরি, হৃদয় খু'লে বল হরি,
অকূলে কুলাবে পাড়ী, হরি কর্ণ ধার।
পরাণ ভ'রে বলে যারা, পরম ধনে ধনী তারা,
দয়াল হরি নামের বাড়া, কি ধন আছে আর।
ব্যাকুল হ'য়ে হরিবল, হরি বুদ্ধি হরি বল,
হরি নাম পারের সম্বল, হরি মূলাধার।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।

তাল কাওলী।

হরি নাম সম কি আর আছে ভুবনে।
প্রেমামৃত পানে, নাম গুণ গানে,
বলিহারি খেলে কত আনন্দ জীবনে।
হরি নাম রসা-ভাস মৃদুল সমীরে,
ভাবের লহরী নাচে হৃদি সরোনীরে,
আমোদ কুমুদ ফুটে ধীরে ধীরে,
ঢালে শান্তি সুখ সুধা অবশ পরাণে।
নাম নিতে নিতে চিতে থাকে না দুরাশা,
নিবারে বারিদ যথা চাতক পিয়াসা,

বিষাদে বিচ্ছেদে যায় না ভালবাসা,
বিষম বিষয় তৃষা কোথা যায় কে জানে।
মায়ার মোহন মূরতি ভালবাসা ধন,
প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয় স্বজন,
রবে না পাবে না ত্যজিলে জীবন,
হরিনাম বল্ জীবের সম্বল, জীবনে মরণে।

রাগিণী বিভাস।

তাল জলদ তেতালা।

হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্,
অন্তিমের বল্ বল হরি বল্, আনন্দ বদনে বল্।
হরি জলে হরি স্থলে, চন্দ্র সূর্য্য তারা দলে,
হরি অনিলে অনলে হরি ময় এ ভূমণ্ডল।
হরি ভ্রাতা হরি বন্ধু, হরি ত্রাতা কৃপাসিন্ধু;
পার হইতে ভবসিন্ধু, হরি নামেব কেবল।
কুকথায় কভু ভুল বিনে, হরি বোল্ বিনে বল্ বিনে।
এ ভাবে হরি বল্ বিনে কালাচাঁদের নাই সম্বল।

রাগিণী ভাটিয়াল।

তাল জলদ তেতালা।

প্রাণ খুলে বল্, বল্ হরি বল্, ব্রজের পথে চ'লে যাই,
এ বল্ বৈ আর সম্বল নাইরে ভাই।

হরি নাম নিলে একবার, নাই ভাবনা আর,
ডঙ্কা মেরে হইবে পার, ভব পারাবার,
হরি নামের তরী হলে, তরিতে আর শঙ্কা নাই।
হরি নামেব কেবল, দুর্ব্বলের সম্বল,
নাম করিলে কালের ভয় আর রবে না প্রবল,
নামে প্রেমের উদয় হবে, আনন্দ পাবে সদাই।
বেদাগমে কয়, কথা মিছে নয়,
স্মরণ বন্দন নাম সনকীর্ত্তনে, সহজ সাধন হয়,
সাধন ভজন সিদ্ধ হবে, আয় সবে তার নাম গুণ গাই।

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

হরি নাম রস, আনন্দ পরশ, না নিলে সে রস বুঝা দায়,
নাম রসের তুলনা, জগতে মিলে না, বর্ণিতে অশক্ত রসনায়;
রস তত্ত্ব মাত্র শুদ্ধ অনুমান, রাগের ঘরে ধরা পরে পরিমান,
মান অপমান, সুখ কি সম্মান, দরে সকলি সমান বিকায়।
হার ব্রহ্মময় ব্যাপ্ত ত্রিভুবন, মধুর হরিনাম রসের প্রস্রবণ,
কণামাত্র রস করিলে সেবন, জীবের জীবন ভেসে যায়।
নামে রতিহলে প্রেমাঙ্কুর উঠে, ভাব উদ্দীপনে রস কলি ফুটে,
আনন্দ সুগন্ধ চারিদিগে ছুটে, তন্ময় ক'রে প্রাণ মন মাতায়।

ময় কালাচাঁদ রসে আছে যত রস, এ রসের তুলনায় সকলই নীরস,
প্রাণ ভৈরে পিলে যে সমপদ মিলে, ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ সে তুলনায়।

রাগিণী মনোহর সাই।

তাল খরয়া।

বিনে হরি বল্, আর কি আছে বল্,
নামৈব কেবল্ গতি হীনের গতি।
সকল শূন্যময়, দেখ্‌বি যে সময়, সে সময়,
হরি দয়াময় এসে দিবেনরে সদ্‌গতি।

সুখে দুখে ভয়ে কিম্বা জোরে বলে,
দিনান্তে যদ্যপি হরি হরি বলে,
হরি নামের বলে, সুখ শান্তি ফলে,
তাই ব'লে, হরি হ'তে হরি নামের গৌরব অতি।

সাধে কি সকলে দয়াল ব'লে ডাকে,
অযাচিত দয়া করে যাকে তাকে,
নাম নিয়া পাপী তরে লাখে লাখে,
পলকে; পুলকে গোলোকে অন্তিমে বসতি।

ভাল মন্দ নাই, ডাকিলে আদরে,
না ডাকিলে ঠে'লে ফে'লে, দেয় না দূরে,
কাঙ্গালের প্রতি, বড়ই তার প্রীতি,
তা নৈলে; কাঙ্গাল সাজে কেন গোলোকের পতি।

ডাকার মত ডাকে না থাকিলে বল,
না ডাকার মত ডাকিলেও ফল,
কত কথা কৈ, দয়াল নাম লৈ কৈ,
কারে কৈ ; হল কৈ কালাচাঁদের নামে রতি।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

কোথাইবা ছিল, কেইবা আনিল,
মধু হ'তে মিঠা মধুর হরি নাম।
পাপী তাপী শূন্য, গেল দীন দৈন্য,
এত দিনে ধন্য, হল ধরা ধাম।

হরি নামামৃত কণা মাত্র রসে,
পুঞ্জীকৃত পাপ রাশি যায় ভেসে,
অকালে কাল ভয় নাশে অনায়াসে,
নামে শান্তি আসে, নামে আরাম।

নেওয়া দূরে থাক করিলে শ্রবণ,
নাচে প্রাণ পুলকে জুড়ায় শ্রবণ,
পাপী তরে পাপে পায় নব জীবন,
সুখে যায় জীবন পূরে মনস্কাম।

নাম গুণে হয় প্রেমের উদয়,
গ'লে যায় প্রেমে পাষাণ হৃদয়,

শোক তাপানলে পরাণ না দয়;
আনন্দ প্রবাহ বহে অবিরাম।
কালাচাঁদ কয় মন বসিয়া কি কর,
শেষের সে দিন অতি ভয়ঙ্কর,
দিন থাকিতে যদি হরিনাম কর,
হবে সুখ কর ইহ পরিণাম।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

সুখ শান্তি ভরা মন মাতোয়ারা,
হরি নামের মত এমন কি আর মিলে।
নাম নিতে নিতে, দেব ভাব চিতে,
হ'য়ে আবির্ভাব আকুল ক'রে ভুলে।
থাকে না অন্তরে শোক তাপ লেশ,
কোথা যায় কে জানে হিংসা নিন্দা দ্বেষ,
বিরাজে হৃদয়ে স্বর্গীয় আবেশ,
বুঝিতে পারে বেশ, নেওয়ার মত নিলে
আছে কিবা নাই কিম্ভূত কিমাকার,
বিচার বিতণ্ডা সাকার নিরাকার,
অসুখ অশান্তি ইন্দ্রিয় বিকার,
অনায়াসে নাশে নামের হিল্লোলে।

আন্ধার হ'তে টেনে নিয়ে যায় আলোকে,
আপনা আপনি নাচে প্রাণ পুলকে,
নব নব সুখ পলকে পলকে,
উপভোগে লোকে নাম সুধা পিলে।

নামের অন্তরে অলক্ষিতে হরি,
বিরাজে বিমল আনন্দ বিতরি,
সার করে যারা হরি নাম তরী,
ভব সিন্ধু তরি যায় অবহেলে।

ব্যাকুল হ'য়ে যারা বলে অবিরত,
তারা জানে নামের গুণ গরীমা কত,
হ'ক্ না পাষাণ হৃদয় কালাচাঁদের মত,
দয়াল নামের গুণে তবু যাবে গ'লে।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

বল্ হরিবল্ হরি হরি বল্‌রে।
নৈদের ভাবে নেচে নেচে বল্‌রে।
বল্ হরিবল্, হরিবল্ হরিবল্, হরিবল্ হরিবল্,
হরিবল্ হরিবল্, হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরি বল্‌রে।
হরিবল হরিবল, যতই বল ততই ভাল,
তাপিত জীবন হবে সুশীতলরে।

আয়নারে ভাই সবে মিলে, ডাকি দয়াল হরি ব'লে,
স্বর্গ সম হবে ধরাতলরে।
হোক্ না বিপদ যতই প্রবল, হরিনাম বল্ কল্পে সম্বল,
আপদ বিপদ যাবে রসাতলরে।
ভয় কি হৃদয় পাষাণ ব'লে, ভয়হারী হরিনাম নিলে,
অনায়াসে হ'য়ে যাবে জলরে।
কালাচাঁদের কথা রাখ, হরি হরি বৈলে ডাক,
ফল্‌বে চতুর্ব্বর্গ মোক্ষ ফল্‌রে।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

প্রান খুইলে, বাহু তুইলে,
বল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্।
হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্,
হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্।
বাঞ্ছা যদি থাকে মনে, ফাকি দিতে কাল্ শমনে,
অবিরত আপন মনে, হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্।
কর হরি নামের তরী, অনায়াসে যাবে তরি,
অন্য কথা পরিহরি, হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্।
হরিবল ছে'ড়ে অন্য, নাম যজ্ঞ মহা পূণ্য,
মানব জনম হবে ধন্য, হরিবল হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্।

যে ফল পায় না যজ্ঞ দানে, সে ফল হয় নাম সংকীর্ত্তনে.
বলরে একান্ত মনে, হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ ।
যত পার নাম কর, হরি হ'তে নাম বড়,
ঘুচ্‌বে মনের অন্ধকার, হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্
দয়াল হরি নামের বলে, চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

বল হরিবল্ জয় রাধে বল্, নে'চে নে'চে তোরা ;
হৃদি শ্রীবাস আঙ্গীনায়, নাচ্‌বে জীবন গোরা।
কাতর কণ্ঠে প্রাণ খুইলে, বল্ হরিবল্ বাহু তুইলে,
থাক্'তে কি আর পারবে ভু'লে ভক্তের মনচোরা।
ব্যাকুল হ'য়ে নাম করিলে, নামের সনে হরি মিলে,
দয়াল নামের ফাঁদ পাতিলে, অধর পরে ধরা।
দয়াল হরি নামের বলে, বোবায় মধুর কথা বলে,
অন্ধে দেখে নয়ন মে'লে, নে'চে বেড়ায় খোড়া।
হ'য়ে আকুলি বিকুলি, ক'রে সবে কোলা কোলি,
নাম নিয়ে যাও ব্রজে চলি, দিয়ে বাঁহু লাড়া।
প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে, কালাচাঁদ কে সঙ্গে ল'য়ে,
হরি নামের সুরে লয়ে, নেচে মাতাও ধরা !

রাগিণী বিভাস।

তাল আড় খেমটা।

জীব বল্‌রে হরি বল।
যে দিয়েছে প্রেমানন্দ, ভক্তি বুদ্ধি বল।
যার আদেশে জগজ্জনে, শ্রান্তিনাশে সমীরণে,
বিতরে ফল তরুগণে, ছায়া সুশীতল।
যার মহিমায় অকাতরে, পিপাসা নাশিবার তরে,
নদী তড়াগ বারিধরে, গাছে ধরে জল।
প্রেম ভরে মুগ্ধ গিরি, এদিক্ ওদিক্ চায়না ফিরি,
ছে'ড়ে দিয়ে বাবুগিরী, অচল অটল।
চাঁদ হাসে রবি উঠে, ফুল্ল ফুলে ভ্রমর জোটে,
তটিনী সাগরে ছুটে, তরঙ্গ কল্ কল্।
হরি অগতির গতি নাম নিলে হরে দুর্গতি,
হরি পদে থাক্‌লে মতি, জীবন সফল।

রাগিণী জলদ ভৈরব।

তাল কাশ্মিরী খেমটা।

হরি হরি বলিতে বলিতে আপনা হইতে গলিবে প্রাণ।
মধুর মধুর সুমধুর কতই, লাগিবে যতই করিবে পান।
তরঙ্গিণী কত রঙ্গে হেলে দুলে
সাগর সঙ্গমে ধায় কুতূহলে
বাধা পাইলে, ভাসায়ে চলে,
যায় না ফিরিয়া বহিয়া উজান।

নামের গৌরব নামের গরিমা,
নামের মাধুরী, নামের মহিমা,
ব্রহ্মা আদি দেব, দিতে নারে সীমা,
আপনি শ্রীহরি, ভাবিয়া না পান।
নামের প্রভাবে জলে শিলা ভাসে,
আকাশে চন্দ্রমা তারকা হাসে,
তিমির বিনাশি তপন প্রকাশে,
তপন তনয় ভয়ে ম্রিয়মাণ।
টিকেনা বিষাদ দয়াল নামের কাছে,
ছেলে মরে তবু প্রেমানন্দে নাচে,
নাই আনন্দ এমন, নামানন্দের কাছে,
করিতে বিমল প্রেম ভক্তি দান।
কিসের ভাবনা কেন বা চিন্তে,
একান্তে হরিনাম কররে নিশ্চিন্তে,
ইহকালে সুখ ব্রজগতি অন্তে,
এ সুবর্ণ সুযোগ ছেড় না কালাচাঁদ।

রাগিণী শঙ্করা বেহাগ।

তাল যদ্।

কে নিবি নাম নিয়ে যারে আয়; (আয় আয় তোরা)
(হরি) নামের ফেরীয়ালা নিতাই, নিতি নিতি ডেকে যায়

অক্রোধ পরমানন্দ, আমাদের নিত্যানন্দ,
বিলায় জীবে নিত্যানন্দ, এমন দয়াল আর কে কে'থায়।
নাম সুধা প্রচারিতে, ফেরী করে ঘাটে পথে,
সে'ধে সে'ধে আপন হ'তে, যারে তারে বিলায়ে যায়।
কে কোথা আছিস ভিকারী, নিয়ে যা লাগবেনা কড়ি,
যত ইচ্ছা দিতে পারি, নাই মানা যে যা নিতে চায়।
সুরধনীর ঘাটে তটে, গোরাচাঁদের প্রেমের হাটে,
দলে দলে কাঙ্গাল জুইটে, নিচ্ছে লুইটে যে যত পায়।
বৃথা সময় যায় রে ব'য়ে, বেলা নাই আর দেখরে চে'য়ে,
কালাচাঁদকে সাথে লয়ে লুটগে যে'য়ে নৈদের ধুলায়।

হরি নাম কীর্ত্তন।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল লোভা।

এস হে এস হে হরি, মোরা কাতরে মিনতি করি।
আমরা সবে উদাস প্রাণে, চেয়ে আছি তোমার পানে,
এসে ব'স হৃদাসনে, সঙ্গে নিয়ে রাই কিশোরী।
আসিলে আনন্দ হবে, নিরানন্দ দূরে যাবে,
তাপিত হৃদয় জুড়াইবে, ঐরূপ যদি বারেক হেরি,
পতিতেরে তড়াও ব'লে, পতিত পাবন সবে বলে,
কত পাপী তড়াইলে, যুগে যুগে অবতরী।

বাসনা সকলে মিলে, মন প্রাণ হৃদয় খুইলে,
হরি হরি হরি বৈলে, হরি নাম কীর্ত্তন করি।

হরিবল বল জগাই মাধাই সুর।

তাল একতালা।

হরি নাম কর সনকীর্ত্তন, মিলে ভাই বন্ধু পরিজন।
ডাক হরি ব'লে, হৃদয় খু'লে, ঘুচ্‌বে সকল জ্বালাতন।

এ নাম করিলে স্মরণ, দূর হয় অকালে মরণ;
নিমম মারি ভয়ে ভয় থাকেনা ভাব্‌লে ঐ চরণ;
আবার হরি নামে পরিণামে, মিলে শান্তি নিকেতন।

সদা কুপথে গমন, পাপে সহজে ধায় মন,
হল জ্ঞান শূন্য, পাপ পূণ্য, একই সমান;
ভাল বুঝ্‌বে কিসে, গেল দিশে, বিষয় বিষে অচেতন।

দারা সুত পরিবার, অন্তে কেউ হবে না কার,
দেহে প্রাণ যত দিন, সে কয়েক দিন, সব্ আমার আমার;
কিছু বল্‌তে আমার, থাকবে না আর, এ দেহ হ'লে পতন।

মনে আছে ঠিক্ জানা, এম্নি সব দিন যাবে না,
কিন্তু কার্য্য কালে, তা সকলে, বু'ঝে বুঝে না;
ছেড়ে মায়া মোহ, নাম গুণ গাহ, থাক্‌তে দেহ সচেতন।

কেন আসিলে ভবে, একদিন দেখ্‌লে না ভে'বে,
যখন ধর্‌বে কালে, হায় সে কালে, কি জবাব দিবে;
দীন্ কালাচাঁদ কয়, ঢে'লে হৃদয় ভজ ব্রহ্ম সনাতন।

কীর্ত্তনের সুর।

তাল একতালা।

কোথা হরি হৃদ বিহারী ভক্ত প্রাণ ধন,
তুমি কৃপা ক'রে এ আসরে কর আগমন।
তুমি সংকীর্ত্তনের শিরোমণি, মুনি মনোহারী,
শমন দমন, রাধা রমণ, হরি হে মোহন বংশীধারী ;
দয়া ক'রে দীন হীনে দাওহে শ্রীচরণ।
তুমি পতিত পাবন, জীবের জীবন, বৃন্দাবন বিহারী,
নিদানের ধন, মধুসূদন, হরিহে কংশ নিধনকারী ;
কাতরে করুণা কর কালীয় দমন।
অনাদি অনন্ত তুমি, অন্ত কেবা জানে,
যোগে যাগে যোগীগণে, হরিহে পায়না যোগ সাধনে,
দয়া ক'রে দিলে দিতে পার দরশন।
নৃসিংহ বামন রাম, কৃষ্ণ রূপ ধ'রে,
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইলে, হরিহে দুষ্ট দমন ক'রে,
কৃপা ক'রে কর পাপীর কাল ভয় নিবারণ।
ভক্তের অধীন, হও চিরদিন, ব্যাপ্ত চরাচরে,
তব নামটী নিলে, নিদান কালে হরিহে কালে ছোঁয়না তারে,
এবার আমা হতে জানা যাবে নামের গুণ কেমন।

রাগিণী বিভাস।

তাল একতালা।

নে'চে নে'চে বাহু তু'লে, হরি ব'লে ডাকরে,
সাধু সঙ্গে মনোরঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে ভাসরে।
এই হরিনাম প্রেমে মাখা, ভক্তি রসে ভে'সে ফিরে,
ঐ নাম রসের রসিক যারা, তারা তারে পাবেরে।
এই হরি নাম নিয়ে প্রহ্লাদ, আগুণে প'রে ছিলরে,
হরি ভক্ত স্পর্শে অনল, শীতল হ'য়ে গেলরে।
ঐ নাম জ'পে ত্রিপুরারি, মৃত্যুকে জয় ক'রে ছেরে,
রবেনা মরণের ভয়, হরি সদয় হ'লে রে।
রি অক্ষর হরি নামে, চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে রে,
প্রাণ ভরি বল্না হরি, দিন গেল বিফলে রে।

কীর্ত্তন সুর।

তাল একতালা।

জয় জয় কৃষ্ণ মুরারে হরে,
যার নাম নিলে পাপ তাপ হরে।
আয়রে তোরা নগর বাসীগণ,
হরি ব'লে সবে মিলে, করি সন্কীর্ত্তন ;
ত্রিপুর বাসী জানুক সকলে, হরি নাম হিল্লোলে,
ভারত ভাসেরে আমোদ ভরে।

হরি নামে রোগ ব্যাধি দমন,
অনায়াসে বিপদ নাশে, আসে না শমন,
ভক্তি ভরে ডুবলে নাম নীরে, জ্বালা যায়রে দূরে,
জনম হয় না পুনঃ সংসারে।

নগরে নগরে ঘুইরে ভাই,
ঘরে ঘরে জনে জনে, হরি নাম শুনাই,
নামে হরে দুঃখ মোক্ষ পদ পাই, এমন নাম হ'তে নাই,
নামে অকাল মরণ নিবারে।

পুতুল খেলা সাঙ্গ হল প্রায়,
হরি প্রীতে হরি বল বৃথা দিন যায়,
কয় কালাচাঁদ ভাবনা কিরে আর, হরি নাম কর সার,
অন্তে স্থান হবে শান্তি পুরে।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল লোফা।

হরি হরি বল মন আমার,
নাম সুধা পিলে সদা, তৃষ্ণা ক্ষুধা থাকে না আর।
(হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্‌রে একবার)
হরি নামামৃত পানে, শান্তি পায় তাপিত প্রাণে,
শমন চায়না তার পানে,
ডুব্‌লে ভড়া যায় না মারা, হারা'লে পথ মিলে আবার।

ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ আদি, পান কৈরে নাম মহৌষধি,
দমন কল্ল পাপ ব্যাধি ;
নিতে নিতে নিরবধি, ঘুচিয়া যায় মনের বিকার।
জানত সব্ কালের অধীন, আজ ম'লে কাল হবে দুদিন,
এম্নি যাবে না এদিন ;
কালায় বলে কাল্ থাকিতে, কর নিদান কালের জোগার

কীর্ত্তন সুর।

তাল একতালা।

রূপ দরশনে কে কে যাবি আয় রে।
যে যাবি সে আয়রে, বৃথা সময় ব'য়ে যায় রে।
চারু বয়ন বাঁকা নয়ন, হাসে শশি পায় রে,
দক্ষিণে ললিতা বামে রাধা শোভা পায় রে।
বাঁশী স্বরে চিত্ত হরে, শ্রবণ জুড়ায় রে,
নূপুর বাজে রুণু ঝুণু, তাল ধরে চুড়ায় রে।
ব্রহ্মাভাবে ব্রহ্ম ভে'বে, নারদ গায় বীণায় রে,
পাষাণ মানবী হল, যার করুণায় রে।
নামে শান্তি ঘুচে ভ্রান্তি, পরাণ মাতায় রে,
অনায়াসে বিপদ নাশে মারি ভয় পলায় রে।

কীৰ্ত্তন সুর।

তাল একতালা।

হরিবল্ বলরে মন এই বেলা।
ওরে বৃথা কাজে যায় বেলা।
অন্য খেলা পরিহরি, খেল হরি নামের খেলা।
তরবি যদি ভবনদী, বান্ধরে নামের ভেলা।
যোগে ভাবে যোগী ঋষি, শ্মশান বাসী হয় ভোলা।
চল যাই ব্রজে, কাঙ্গাল সাজে, মাগিব চরণ ধুলা।
ব্রজপুরে নয়ন ভ'রে, দেখ্‌বরে যুগল খেলা।

কীৰ্ত্তনের সুর।

তাল একতালা।

ব্রজপুরে কে যাবিরে, আয়রে আয় ত্বরায়;
পথের সম্বল দিয়ে নিতাই, সাথে ক'রে নিতে চায়।
বড় দয়াল নিমাই আর নিতাই,
কত পাপী পার হ'য়ে যায়, দিয়ে যার দোহাই,
ডাক্‌ছে তারা আয়রে ত্বরা,
যাওয়ার সময় ব'য়ে যায়।
ভবার্ণবে ভাবনা কিরে আর,
চৈতন্য চাঁদের তরণী, নিতাই কর্ণধার,
ভক্তি তরঙ্গে ভে'সে ভে'সে, অনায়াসে ত'রে যায়।

সংসারের সুখ সকলি অসার,
আশার সুসার হয় না জীবের আসা যাওয়া সার,
এ সুযোগে পার হইলে, আসবে না আর পুনরায়

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

আয় সবে ভাই, প্রাণ খু'লে গাই বিভু গুণ গান।
প্রেমানন্দের উদয় হবে, জুড়াইবে প্রাণ।

পাপ সাগরে দেহতরী, টল্‌টলায় মান,
নামের বাদাম না উঠালে ডুব্‌বে তরীখান।
দয়াল বড় ছোট বড়, সকল এক সমান,
দয়া ক'রে যারে তারে, করে প্রেম দান।

ডাক এ বেলা মনরে ভোলা, বেলা অবসান,
তর্‌বি হেলায়, পাপের জ্বালায় পাবি পরিত্রাণ।
ঘুচ্‌বে ব্যথা নাই অন্যথা, কালার কথা মান,
ব্যাকুল হ'লে কর্‌বে কোলে দয়াল ভগবান।

কীর্ত্তনের সুর।

তাল একতালা।

আয়রে সকলে হরি হরি ব'লে,
কর হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হরে কৃষ্ণ হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
নামে হরে পাপ, তাপ জ্বালাতন।

যদি চাও তরিতে, হরিনাম তরীতে,
উঠরে ত্বরিতে ভাই,
সুখ শান্তি দিতে, পাতকী তারিতে, এমন নাম আর হ'তে নাই,
নিয়ে দেখ্‌না কেনে, (মধুমাখা হরি নামটি)
নামৈব কেবল, কলির জীবের বল, বিপদে সম্বল শ্রীমধুসূদন।
হরি নামৌষধি, পান কর যদি, রোগ ব্যাধি দূরে যাবে,
ঘুচ্‌বে মনের ধন্দ, বিষয় সম্বন্ধ, সদা সদানন্দ পাবে :
(ঐ নাম প্রাণ ভ'রে লও, মানব জনম আর হবে না,)
হৃদয়ের বল, থাক্‌তে হরিবল, থেকনা কেবল ঘুমে অচেতন।
ছাড় কুবাসনা, পর উপাসনা, স্ববশে রসনা রাখ,
সকলে মিলিয়া, প্রেমে গলিয়া, হৃদয় খুলিয়া ডাক ;
(বৃথা দিন গেলরে, মায়ার কুহকে ম'জে)
হরি নাম রসে, মজ মন মানসে, যাবে অনায়াসে শান্তি নিকেতন।
নাম নিলে হয়, প্রেমের উদয়, কঠিন হৃদয় গলে,
দেখ না পরখি, প্রেমানন্দে ডাকি, হয় কিনা হয় নামের বলে।
(হরি নাম কর ভাই, মন প্রাণ হৃদয় খুইলে)
হরি নামের বলে, কালাচাঁদে বলে, হবেনা অকালে এদেহ পতন।

কীর্ত্তনের সুর।

তাল একতালা।

হরি নাম শান্তি সুধা কে নিবিরে আয়।
পাবি আরাম পাপের ব্যারাম ঘুচিবে ত্বরায়

ঐনাম সুধার সাগর, সুধু নয় মন মুগ্ধকর,
প্রাণের ভিতর প্রেমের লহর নাচিয়ে বেড়ায়।

নামে অশান্তি দমন, কাছে আসেনা শমন,
ভাবিলে মন, হৃদয় রমণ, দিয়ে মন্ তার পায়।

নামের তুল্য নাই দিতে, বড় স্ফূর্ত্তি হয় চিতে,
ভব নদীতে পাড়ী দিতে, পারে অবহেলায়।

ডাক্‌লে তারে কাতরে, পাপে পাতকী তরে,
আয় সত্বরে, ডাকি তারে, সময় ব'য়ে যায়।

ভুইলে মান অপমান, জাতি কুল অভিমান,
ব্যাকুল প্রাণে, আপন মনে, নাম কর সদায়।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যদ্।

প্রেমানন্দে সবে মিলে, প্রাণ খুইলে বল্ হরিবল্।
তাপিত অঙ্গ জুড়াইবে, প্রাণে পাবে নব বল।
হৃদাসনে বসাইয়ে,
নয়ন জলে চরণ ধুইয়ে,
দাও পদে শ্রদ্ধা রতি সচন্দন তুলসী দল।
ব্যাকুল প্রাণে, সরল মনে,
(যতই বল ততই ভাল)
দয়াল হরির নামের গুণে, পাষাণ হৃদয় হবে জল॥

নামটী নিলে, শান্তি মিলে,
(দুঃখের জ্বালা থাকেনা আর)
একবার জিহ্বায় উচ্চারিলে, প্রাণ মম হয় সুশীতল।
যাবে জ্বালা, মনের ময়লা,
(হরি নাম রস পিতে পিতে)
রবেনা আর মায়ার খেলা, চিত্ত হবে সুনির্ম্মল।
হাইল ধরি, ধরে পাড়ী,
(বল হরি বল হরি ব'লে)
পাপ সাগরে দেহ তরী, করবেনা আর টল মল।
বলরে সবে, নৈদের ভাবে,
(প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে)
ইহ কাল সুখে কাটাবে, অন্তে পাবে মোক্ষ ফল।

রাগিনী মনোহর সাই।

তাল একতালা।

প্রাণ ভ'রে বলরে, হরিবল হরিবল।
ল'ও অবিরাম, লাগবে আরাম, প্রাণা রাম,
হরিনাম প্রেম পুলকে ঝড়বে নয়ন জল।

ডাকে যারা হরি ব'লে, ব্যাকুল অন্তরে,
বিনা ডোরে হরি বান্ধা থাকে তাদের দ্বারে,
হরি তাদেরই হয়, অনুগত হলে,
বিপদ ভঞ্জন ভক্তেরই সম্বল।

প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে, বলে হরি হরি,
হৃদয় মাঝে হ'য়ে উদয়, বলে হরি হরি,
হরি র'তে নারে, হরিনাম করিলে,
ছুইটে আসে হইয়ে পাগল।

যথা হরি সন্‌কীর্ত্তন, হরিগুণ কথা,
নিত্য গোলোক পরিহরি, থাকে হরি তথা,
ফিরে সাথে সাথে, কাযার ছায়ার মত,
জীবনে মরণে অনুবল।

এমন দয়াল কে আছে আর ত্রিলোক ভিতরে,
নাম নিলে প্রেমভক্তি, হৃদয়ে বিতরে,
পাপী পাপে তরে, হরি বল্‌তে বল্‌তে,
লভে অকাতরে মোক্ষফল।

রাগিনী মনোহর সই।
তাল একতালা।

ধন্য শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ নিকেতন হরি।
অন্য বাঞ্ছা নাইহে হরি,
হরি বৈলে বাহু তুইলে,
নেচে নেচে ভবে তরি। (যেন)
হরি প্রেমানন্দ সুখে, করি উপাসনা,
হরি নাম মদিরা পানে, ম'জে রউক রসনা,
চাইনা অন্য সুখ বাসনা ; (হরি)
তব প্রেম সুখ সাগরে, ভাসি দিবা বিভাবরী

আমার বলতে তোমার ভাবে, পরাণ যেন গলে,
আমার হ'য়ে দাড়াও আমার, হৃদয় কমলে,
যেওনা আমারে ফে'লে, (কোথা)
চিদানন্দ রূপে চিতে, হেরি ঐরূপ নয়ন ভরি।

সেবা অনুরাগে মগ্ন, থাকুক রতি মতি,
সংসার সেবা হউক তোমার সেবার সঙ্গতি,
তুমি অগতির গতি, (হরি)
কত পাপী তরাইলে যুগে যুগে অবতরী।

মম দুঃখ দূর করিতে, ক্ষণ কাল তরে,
পায়না যেন ব্যাথা তব, কোমল অন্তরে,
এ'স আমার মন মন্দীরে, (হরি)
স্নান করায়ে নয়ন জলে, ভক্তি ফুলে পূজা করি

নামে রুচি থাকে মম, এই ক'র শ্রীহরি,
বাসনা রসনা সদা, বলুক হরি হরি,
আমি নৈ মুক্তি ভিকারী ; (হরি)
তব সেবার জন্য যেন, জন্মে জন্মে দেহ ধরি।

কীর্ত্তনের সুর

তাল এক তালা

আনন্দ অন্তরে, বল নিরন্তরে,
হরে কৃষ্ণ হরে রাধে গোবিন্দ।

হরি নামের বলে বোবায়, কথা বলে,
আতুর হে'টে চলে, দেখ্‌তে পায় অন্ধ।

বড়ই মধুর হরে কৃষ্ণ নাম,
যেমি সুখ কর, তেমি প্রাণারাম,
হৃদয় খুইলে ওনাম, বল্লে অবিরাম,
রোগ শোক ব্যারাম, ঘুচে নিঃসন্দ।

রাধা নামের বাদাম, লাগাও মন্‌ তরীতে,
গোবিন্দ কাণ্ডারী, হইবে তরীতে,
অনায়াসে পারবি, ভবার্ণব তরিতে,
আয়রে ত্বরিতে, ভকত বৃন্দ।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, যে ভাবে কেননা,
দয়াল হরি ব'লে, প্রাণ খু'লে ডাকনা,
তাতেই কৃপাময় করিবে করুণা,
বিচার করিবেনা, ভাল কি মন্দ।

হরি নাম তন্ত্র, হরি নাম মন্ত্র,
হরি ধ্বনি বটে, শমন দমন যন্ত্র,
নেওয়ার মত নিলে, সুখ শান্তি মিলে,
ইহ পরকালে, পরমানন্দ।

রাগিনী ভাটিয়াল।

তাল ঝুলন।

সাধুরে ভাইয়া প্রেমানন্দে হরি বল,
দিনত গেল বইয়া।

আসল কাজের কি করিলি, করবি বলি কৈয়া,
বৃথা কাজে কাল কাটালি, পরের বোঝা বইয়া।
আমোদে রয়েছ মত্ত, বন্ধু বান্ধব পাইয়া,
যমের বাড়ী যেতে কি আর, পারবি ও সব লইয়া।
ঘোড়া গাড়ী চেইন ঘড়ী সাজ সজ্জা থুইয়া,
ধরাসনে পরবি একদিন, লম্বা হ'য়ে শুইয়া।
না শুইয়া, শোওয়াও, খাওয়াও আপনি না খাইয়া,
আগুণ দিয়া পুড়বে তারা, খোচাইয়া খোচাইয়া।
কাম সাগরে দিলে পাড়ী, পরকাল্ না চাইয়া,
কাল্ কুম্ভীরে গ্রাসে তারে, নাচাইয়া নাচাইয়া।
ভব সাগর তরতে যদি, চাওরে এমন নাইয়া,
কয় কালাচাঁদ ধর পাড়ী, নামের সারি গাইয়া।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

জয় হরি বল বদনে।

কিশোর কিশোরী সনে, নিত্য বৃন্দাবনে,
যুগল মিলনে, আনন্দিত জগৎ জনে।

শ্যাম সোহাগ পাওয়ার আশে, রাই দাঁড়াল বামে এ'সে,
প্রেম ভরে মুচ্কে মুচ্কে হাসে, ভাবের আবেশে,
চে'য়ে শ্যামের পানে।
ললিতা বিশখা বৃন্দে, আর যত সখী বৃন্দে,
সাজায় আনন্দে দুই জনে, নানা আভরণে,
শোভে যা যেখানে।
কেয়ূর বলয় হার, কিঙ্কিনী কঙ্কণ তাড়,
মুক্তার মালা শোভে গলে, বন মালা দোলে,
ভুলায় মন প্রাণে।
কৃষ্ণ নব জল ধরে, রাই বিজলী খেলা করে,
কি দিব রূপের তুলনা, পায়না বেদে সীমা,
যোগী জনে ধ্যানে।
শ্যামরূপ নীলাকাশে, রাই শশোধর প্রকাশে,
সঙ্গিনী চকোরিনীর মত, সে লাবণ্যা মৃত,
পান করে যতনে।
মিলে যত সব ধনী, সুখে দিচ্ছে উলুধ্বনি,
ধনীগণ নয় সামান্যা ধনী, কৃষ্ণ ধনে ধনী,
পেয়ে কৃষ্ণ ধনে।
রাধা কৃষ্ণের মিলন হল, চাঁদ বদনে হরিবল,
কালাচাঁদ বাঞ্ছাকরে হেন, যুগল রূপে যেন,
দেখা পায় নিদানে।

বাউল স্থুর।
তাল ঝুলন।

কে নিবি লুট লুইটে নেরে, প্রেমানন্দের বাজারে।
লুটের রাজা শ্রীচৈতন্য, অবতীর্ণ নৈদে পুরে,
কি আনন্দ নিত্যানন্দ, লুট বিতরে অকাতরে।
ঘরে ঘরে জনে জনে, যে'চে যে'চে দিতেছেরে,
যে যত চায় সে তত পায়, ভাল মন্দ বিচার নাক'রে।
হরি ব'লে হৃদয় খু'লে, লুইটে নিলে ভক্তি ভরে,
ইহকাল কাটাবে সুখে, অন্তে যাবে ব্রজ পুরে।
ধন জন নিয়ে পরম সুখে, থাকতে যদি ইচ্ছা করে,
সার কররে শ্রীহরি পদ, বিপদ আপদ যাবে দূরে।
চিনি সন্দেশ ফুল বাতাসা, বিলায়ে দাও অঞ্জল ভ'রে,
হরি প্রীতে হরিবল, বৃথা সময় ব'য়ে যায়রে।
প্রেমধ্বনি কহ বইলে, রাধা কৃষ্ণ গৌর নিতাইরে,
চৈতন্য কি জয় জয় বল, মনস্কাম পূর্ণ হবেরে।

পয়ার।
হরিনাম করসার, মন প্রাণ আমার।

হরিনাম স্মরণে জীবনে মরণে, রহিবে শান্তির দ্বার,
দয়াল নামের গুণে, পাপের আগুণে, দহিবেনা দেহ আর।
বিপদে আপদে, সুখে কি সম্পদে, হরি পদে চিত্ত যার,
সেই মহাজন, সাধন ভজন, সকলই সফল তার।

এসেছ সংসারে, হরি ভজিবারে, করিয়া অন্তরে পণ,
সে কথা ভুলিয়ে, কুপথে চলিয়ে, চিনিলে না কে আপন।
জাননারে মন, দুরন্ত শমন, দাঁড়ায়ে কাছে তোমার,
যখনে ধরিবে, উপায় কি করিবে, করিতে সাধ্য না কার।
থাকিতে সময় হরি দয়াময়, পদযুগে দাও ভার,
রবেনা রবেনা, এ ভব যাতনা, ছোবেনা শমনে আর।
দারা সুতাসুত, সকলি অনিত্য, হবেনা কেউত কার,
পর কি আপন, চিনিলি না মন, হইবি কেমনে পার।
তরণী হরিণাম, ভকতি বাদাম, কর গুরু কর্ণধার,
বিশ্বাস হইলে ঠিক্ রে'খে, পাড়ী ধর সুখে,
কয় কালাচাঁদ হবে পার।

এস প্রভু দয়াময় পতিত তারণ হে;
অধম পামরে মাগে চরণে স্মরণ হে।
কি করিব কোথা যাব, না দেখি নিস্তার হে,
আত্ম দোষ হ'লে মনে, হেরি অন্ধ কার হে।
পূজিতে বাসনা ছিল, যুগল চরণ হে,
এই পদ সেবা যোগ্য নাই উপকরণ হে।
হৃদাসনে বসাইব ক'রে ছিলেম সার হে,
তব বসিবার যোগ্য হৃদয় নয় আমার হে।
কলুষ কণ্টকাকীর্ণ, হৃদয় নিলয় হে,
বিদ্ধ হবে কোমল পদ, হেন মনে লয় হে।

যে পদ পঙ্কজ শোভে, লক্ষ্মীর হিয়ায় হে,
পঙ্কিল হৃদয়ে কভু, তাকি শোভা পায় হে।
পাতকী তরাতে প্রভু তব অবতার হে,
আমি শুধু পাপী নই, পাপের পাথার হে।
পাপ তাপ নিবারিতে ঢাল প্রেম জল হে,
শত ছিদ্র ময় মম হৃদি কুম্ভ তল হে।
বালু দিয়ে শূন্যে বাড়ী বান্ধিতে সাধ যার হে,
ধর্ম্ম রাজ্যে সুখ শান্তি সম্ভবে কি তার হে।
নিরাশ আন্ধারে তুমি আশার আলোক হে,
ব্যথিত হৃদয়ে নব প্রীতির পুলক হে।
সাধন ভজন হীন, আমি অভাজন হে,
হইব কি গুণে তব দয়ার ভাজন হে।
অসম্ভব সম্ভব হয়, তোমারই কৃপায় হে,
পাপীর ভরসা স্থল, তাই দয়াময় হে।
রাখ কিবা মার হরি, তব অধিকার হে,
কালাচাঁদ কয়, কর যা হয়, বার বার এবার হে।

মন শিক্ষা।

রাগিণী পাহাড়ী।

তাল কাওলী।

জয় হরি বল বদনে, অতি যতনে,
জপিলে নাম যম পরাজয়, পায়না জঠর জ্বালাতনে।

টাকা কড়ি জমিদারী, ঘর বাড়ী ঘোড়া গাড়ী,
রহিবে সকলি পড়ি, মুদিলে নয়ন,
ধরণী শয্যায় হবে, অনন্ত শয়ন ;
আপন আপন ঘুচ্‌বে তখন, ধর্‌বে যখন শমনে।

মন ক'রে মনের মত, হরিবল অবিরত,
আজ না হোক্, এক দিনত অবশ্য মরণ,
এভাবে চিরায়ু নহে কোন জন ;
দিন থাকিতে হও সাবধান, এল নিদান সন্নিধানে।

ধন জন যৌবন, নিশার স্বপন,
যত দিন জীবন, আশা তত কাল,
সকলি ফুরায়ে যাবে, ধর্‌বে যবে কাল ;
কয় কাল্যচাঁদ সকাল্ সকাল্ নিবার কাল নাম্ সাধনে।

রাগিণী মনোহরসই।

তাল আড়া।

মন মজ হরি চরণে, ভাব কি কারণে।

ভজ হরি পূজ হরি, নাম কর সার,
নাম বিনে যত কিছু সকলি অসার,
অনিত্য সংসার মায়া মোহের পসার,
নাম কর সার ; হবে সুসার তর্‌তে শমনে

অন্য কথা পরিহরি, কর হরি নাম,
আশাতীত সুখ কর, হবে পরিণাম,
রবে সদা পুলকে ইহ কি পর লোকে,
দহিবে না দেহ মন দুঃখ দহনে।

যার নামে সদানন্দ, সদা বিরাজে,
সদানন্দ মগ্ন যার চরণ সরোজে,
কর তার উপাসনা, ছাড় বিষয় বাসনা,
সর্ব্বত্র জয় কালাচাঁদ কয় নাম স্মরণে॥

রাগিণী পাহাড়ী।
তাল জলদ তেতালা।

মন একবার হরি বল,
হরি নাম জীবের সম্বল,
শমনের হাত এড়াইতে, হরি নামৈব কেবল।

ভাই বন্ধু আদি সব, সুসময়ের বান্ধব,
অসময়ে তারা তব, হবেনা কেউ অনুবল।

প্রাণাধিকা প্রাণপ্রিয়সী, কথায় সুধা ঢালে হাসি,
দিবেনা সুখ সে সুহাসি, যখন শমন করবে বল।

সামান্য দূর পথে যেতে কত সম্বল নেও সাথে,
অকুল সাগর পার হইতে, আছে কি পথের সম্বল।

যত দেখ সব অনিত্য, নাম বিনে নয় কিছু নিত্য,
হরি নামে রাখ চিত্ত, অন্তে পাবে মোক্ষ ফল।

রাগিণী বিহঙ্গমা।

তাল জলদ তেতালা।

হরি বল, মন রসনা।

পেয়েছ দুর্লভ জনম, এমন জনম আর পাবে না।

যারে বল্‌তেছ আপন্ আপন্, ভাল ক'রে ভে'বে দেখ তার কেউ নয় আপন,

আপন হ'লে সঙ্গে যে'ত, অন্তিমে বিদায় দিতনা।

আপন ভাল আপনার কাছে, ভাই বন্ধু পরিজনের ভরসা মিছে,

একা এ'লে একা যাবে, সাপের সাথী কেউ হবে না।

বল্‌তে হলে সকালে ভাল, কখন কারে কালে ধরে কেজানে বল,

কয় কালাচাঁদ ধর্‌লে কালে, সে কালে মুখে আস্‌বে না।

রাগিণী খট ভৈরবী।

তাল একতালা।

হরি হরি বল মন আমার;

প্রাণ থুইলে অনিবার।

শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে,

তোষরে ত হারে, ভক্তি উপহারে,

কর কাজ কর্ম্ম, পাল গৃহ ধর্ম্ম,

হরি নাম ব্রহ্ম, জ্ঞান কৈরে সার।

হরি পদে যার দেহ মণ প্রাণ,
আত্মপর তার সকলি সমান,
মান অপমান কুল অভিমান,
ভেদা ভেদ জ্ঞান থাকে না তাহার।

মিছে বাড়াইও না আশার পসার,
আশাই মূল সূত্র এ ভবে আমার,
বিনে সারাৎসার সকলি অসার,
নাই আর প্রশংসার, ত্রিসংসার মাঝার।

শমন কিঙ্করে, দণ্ডাঘাত ক'রে,
দেহ হ'তে প্রাণ নিবে বাহির ক'রে,
নিগূঢ় বন্ধনে, বান্ধিবে যখনে,
বলনা তখনে, দোহাই দিবে কার।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ জয় করি,
কালাচাঁদ কয় মুখে বল হরি হরি,
আসবে না সম্মুখে, তপন বালকে,
পুলকে গোলোকে করিবে বিহার।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।

তাল মদ্।

প্রাণ খু'লে প্রেম ভরে, হরি ব'লে ডাক না।
আহা কি মধু মাখা নাম, এমন নাম আর হবে না

হরি নাম কল্লে ঐ দণ্ডে, ত্রিতাপ ত্রিপাপ খণ্ডে,
থাকে না ভয় যম দণ্ডে, পুন জনম হয় না।
দারা সুত পরিজন, দিয়েছে তোমায় যে জন,
কররে তার ভজন, কুপথে চলিও না।
দু পয়সা কেউ দিলে করে, কত ভাল বাস তারে,
এত পে'য়েছ যার বরে, ভাল তারে বাসনা।
অনর্থের মূল অর্থ ল'যে, চল তীর্থ পথে ধেয়ে,
মিলে তীর্থ ঘরে বয়ে, করিলে নাম সাধনা।
কয় কালাচাঁদ দেখ্ বিচারি, ভবের খেলা দিন দু চারি,
আমার আমার আমার করি, আত্মহারা হইও না।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল যদ্।

কেনরে গুমান কর, ত্যজ মান অহঙ্কার,
নয় কেউ কার, যত এ ভবে।
যতনে পালিছ দেহ, যার প্রতি এত স্নেহ,
সে দেহ মাটি মিশাবে।
সুহৃদ বান্ধব যত, যে যার অনুগত,
চির দিনের মত হারাবে।
সাধের জিনিষ সুখের বাড়ী, সাল বনাত টাকা কড়ি,
সঙ্গে করি নিতে নারিবে।
প্রাণ খু'লে হৃদয় ভরি, দিন থাক্তে বল হরি,
অকূলে পাড়ী কুলাবে।

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়াঠেকা।

মন ভাবরে তারে (ধীরে)

ভাবনা অতীত তবু ভ্রান্তি যায় ভাবিলে যারে।
যার নামে অনায়াসে, অসুখ অশুভ নাশে,
শমন দূরে পলায় ত্রাসে, রোগ শোক দুঃখ হরে।
যার আদেশে উঠে শশি, বনে ফুটে ফুল রাশি,
নীরদে চপলা হাসি, দিবাকরে দিবা করে।
সুজন মনোরঞ্জন, পাপীর পাপ ভঞ্জন।
কররে তার ভজন, বৃথা কাজে দিন যায় রে।

রাগিণী বিভাষ।

তাল যদ্।

বল্ শুনি মন পাখী আমার, হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
মায়া পিঞ্জিরাতে ব'সে, মুগ্ধ কাম ফল রসে,
ভাবনা কি হবে শেষে, যখন শমন বান্ধবে জোরে।
যে ফল খে'লে সুফল ফলে, শীতল করে পাপানলে,
অমৃত উঠে গরলে, খাওরে সে ফল পরাণ ভ'রে।
পরের জন্য ভেবে ভবে, এখন পরকাল হারাবে,
র'হে থাক হরি ভাবে, তবে জনম হবে নারে।

কালাচাঁদের কথা রাখ, রাধা কৃষ্ণ ব'লে ডাক,
ঐ নাম রসে ম'জে থাক, ভয় ভাবনা যাবে দূরে।

রাগিণী মনোহর সই।

তাল একতালা।

ওমন বলরে বলরে, মধু মাখা হরি নাম।
যে নাম পঞ্চ ভাবে পঞ্চাননে, পঞ্চাননে নেয় অবিরাম

পাপে তাপে জড়সড় হ'লে দেহ মন,
খুজিতেছে অবসর, দুরন্ত শমন,
আর যে উপায় নাই, (উপায় নাই)
বিনে দয়াল হরি, গুণধাম।

বিষয় বাসনা বিষে অঙ্গ জর জর,
হরি নামামৃত রস, মহৌষধি কর,
জ্বালা রবেনা রবেনা, (বিষয় বিষের জ্বালা)
সফল হইবে মনস্কাম।

ভবের খেলা যাওরে ভু'লে চাওরে নয়ন মে'লে,
কয় কালাচাঁদ দিন থাকিতে ডাক হরি ব'লে,
ডু'বে থেকনা থেকনা, মায়া মোহ নীরে,
একবার ভে'বে দেখ পরিণাম।

বাউল সুর।
তাল লোভা।

কারে মন বলরে আপনা,
কে আপন চিন্‌লেনা চিন্‌লেনা।
আপন আপন নিশির স্বপন,
যেমন ভাঙ্গ্‌লে কিছু না।
ভাই বন্ধু সুত দারা, অসময় তাদের দ্বারা,
উপকার আশা ক'রনা ;
ধম্মে কালে নিদান কালে, কেহ সাথী হবে না।
শাল বনাত টাকা কড়ি, চেইনঘড়ি ঘোড়া গাড়ী,
ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবে না ;
মাটির দেহ মাটি হবে, দেহের চিহ্ন রবে না।
দিন্ গেল অসাধনে, হরি নাম নেও বদনে,
নাম বিনে আপন কিছু না,
ঐনাম নিলে কালায় বলে, অন্তে কালে ছোবেনা

রাগিণী মিশ্র বাউল।
তাল লোভা।

মন চায় আমার রসিক হ'তে রসের খবর রাখে না
রস তত্ত্ব জানিলে আর, রসিক হ'তে চে'ত না।
জানে যে সুরসিকতা, সুখ দুখ তার সমান কথা,
তার হয় শেষে ঝুলী কাঁথা, গাছ তলা করে থানা।

রসিকের এমনি দাড়া, চায় না ফিরে সুত দারা,
ধরণ করণ সংসার ছাড়া, গৃহীর সনে মিশেনা।
খু'লে পরে ভব বন্ধন, ভেদ থাকে না বিষ্ঠা চন্দন,
কয় কালাচাঁদ রবির নন্দন, তার কাছে আর ঘেসে না।

রাগিণী বেহাগ।

তাল পোস্ত।

কে নিবি লুইটে নেরে, নিতাই নামের লুট বিলায় ;
গোরাচাঁদের প্রেমের হাটে, লুট প'রেছে ছু'টে আয়
অন্ধ আতুর কাণা খোড়া, ধনী কাঙ্গাল জুয়ান বুড়া,
ভাবে হ'য়ে মাতোয়ারা, ছুটাছুটি ক'রে ধায়।
ডা'কছে নিতাই স্বকাতরে, কে কে যাবি আয় সত্বরে,
গেলেই অমি অকাতরে, দেয় তারে যে যত চায়।
গোলোকে গোপনে ছিল, নিমাই নৈদে নিয়ে এল,
দয়াল নিতাই বিলাইল, ঘুচাইল শমনের দায়।
নাম মদিরা সেবন ক'রে, দিয়ে তালি করে করে,
পাপী তাপী যাচ্ছে ত'রে কালাচাঁদ করে হায় হায়।

রাগিণী কালেংড়া।

তাল জলদ তেতালা।

ভাবনা কি হবে নিদানে, (ওরে মন)
আত্ম বন্ধু পরিজনে, বিদায় দিবে যে দিনে।

ভবে আছ যে কয়েক দিন, নিয়ে পরিজন,
বিপদে সম্পদে সহায় হবে অনেক জন,
সে সহায় কোথা রবে হায় ধরবে যখন শমনে।

যে কিছু আশা ভরসা, সকল ফুরাবে,
ভাই বন্ধু চির দিনের মত হারাবে,
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী মিলিবে না সেখানে।

যাদের তরে অকাতরে, কর উপার্জ্জন,
তারাত হবে না তব দুষ্কৃতির ভাজন,
তবু কেন ভ্রান্ত মন, কুপথে নিশি দিনে।

আজ কাল ক'রে অসাধনে গত হল কাল,
নিকটে করাল বেশে পল্ল এসে কাল,
কালের ভয় এড়াবি যদি, বল্ হরিবল্ বদনে।

রাগিণী কালেংরা।

তাল আদ্ধা।

ভজ রাধা কৃষ্ণ যুগল চরণে; (মন)
অসুখ অশান্তি নাশে নাম স্মরণে।

মরুভূমে মরীচিকায় যথা বারি আশা,
তেমতি সংসারে শান্তি সুখের ভরসা,
দিনে দিনে বাড়ে পাপ তৃষ্ণা,
অসার হইল দেহ আশার ছলনে।

দুঃখের দহনে দেহ, দহিবে না আর,
যদি হরি নামামৃত বারি দিতে পার,
পাপ পাথারে পাবে পার ;
বিরত হও পর নিন্দা, পর পীড়ণে ৷

জীবন যৌবন ধন, পরিজন যত,
রূপ তেজ বল গর্ব্ব জল বিম্ব মত,
দিনে দিনে বৃথা দিন গত ;
কয় কালাচাঁদ দিনাগত, ডাক দীন তারণে

রাগিণী বেহাগ ৷

তাল পোস্ত ৷

ভক্তি ভরে ডাক্‌রে তাঁরে, ভাবছ কিরে মনে মনে ৷
বল্ হরিবল্ রবে না গোল, ছোবেনা আর কাল শমনে ৷

এসে প'ল ঘোর কলিকাল, পাছে পাছে বেড়াচ্ছে কাল,
দিচ্ছে হানা ষোল আনা, ঐ নিশানা দিনে দিনে ;
দে'খে শুইনে বুইঝে সুইজে, রয়েছ চোক্ বু'জে কেনে ৷

ভূতের বেগার খে'টে খে'টে, ধরেছে খিল্ বুকে পিঠে,
নাই সে খেয়াল হ'লে বেহাল, মদমত্ত অনুক্ষণে ;
কার বা কর অহঙ্কার, নয় কেউ কার ত্রিভুবনে ৷

মত্ত হয়ে রঙ্গরসে, ভুলেছ পথ সঙ্গ দোষে,
ফিরে ঘুইরে দেশ বিদেশে, কাটালে কাল অকারণে ;
বেড়ে যাচ্ছে পাপের পসার, আশার সুসার হয় কেমনে ॥
পরি হরি পর নিন্দে, মজ্‌ হরি পদার বিন্দে,
কয় কালাচাঁদ প্রেমানন্দে, বল হরি আপন মনে ;
পাপের আগুণ জ্বলুক দ্বিগুণ, নিবিয়ে যাবে নামের গুণে ॥

রাগিণী সুরট মল্লার ।

তাল একতালা ।

কেন মন ভ্রান্তে, রইলি নিশ্চিন্তে,
চিন্তামণি চিন্তে না ক'রে অন্তরে ।
তাঁরে যদি চিন্তে, ছিল কিরে চিন্তে,
করিত সে চিন্তে, সবে চিন্তে যারে ॥
দিবা নিশি বৃথা কর পর চিন্তে,
আত্ম পর কেবা নাহি পার চিন্তে,
ভাবনা উপায় কি হইবে অন্তে,
যে কালে কৃতান্তে, বেন্ধে নিবে জোরে
নিয়ত কুসঙ্গে থাক রস রঙ্গে,
মানস আকুল কলুষ তরঙ্গে,
সতত শমন ফিরে সঙ্গে সঙ্গে,
ভাবনা কে তারে নিদানে নিবারে ।

ভবে আশা যাওয়া ক'রে বার বার ;
যে যাতনা ভুগিতেছ অনিবার,
যা হল হবার, যেন পুনর্ব্বার,
পাড়ী দিতে না হয় ভব পারাবারে।

তাই বলি মন ছাড়ি অন্য চিন্তে,
চিন্তামণি রূপ কর চিতে চিন্তে,
তাঁরে চিন্তে চিন্তে যারে অন্ন চিন্তে,
কয় কালাচাঁদ চিন্তামণি পাবে করে।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।
মন তুমি কার ভাবনা কর।
পরের জন্য ভে'বে মর।

ছেলে মেয়ে বন্ধু বিয়াই, শ্বশুর জামাই জেঠা খুড়,
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা, সাথের সাথী কেউ নয় কার।

লুকাচুরি জুয়াচুরি, ঝক্ মারি যতই কর,
তার কাছে নাই সারাসারি, কালের শাসন ভীষণ বড়।

ভেদ নাহি তার কুলীন বাঙ্গাল ধনি কাঙ্গাল কানা খোঁড়,
যারে ধরে দফা সারে, বিচার নাই তার ছে'লে বুড়।

এভাবে আর নাই সারাসার, পাপের পসার বৃদ্ধি বড়,
কয় কালাচাঁদ সারবি যদি, সার কররে সারাৎসার।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

মনরে একবার হরিবল।
হরি নাম সঙ্গের সম্বল।
যাদের সঙ্গে কুপ্রসঙ্গে, নিয়ত কুপথে চল,
যাওয়ার বেলা কেউ যাবে না ভাই বল কি বন্ধু বল।
দিনে দিনে যায় শুভ দিন, নিদানের দিন এসে পল,
শমন এসে দিচ্ছে শমন, কোন্ দিন জানি পটল তোল।
নয়ন থাক্‌তে দেখ্‌লি নারে, ঘোর আন্ধারে ঘিরে এল,
হৃদয় ভ'রে ডাক্‌লে তারে, জ্বলিবে আন্ধারে আলো।
পাপের বোঝা হচ্ছে ভারী, প্রায় যে তরী ডু'বে এল,
কয় কালাচাঁদ তরবি যদি, হরি নামের বাদাম তোল।

বাউল সুর।
তাল লোভা।

মন্ মানুষ কোথা মিলে, মানুষ পাই না খুজিলে,
সাজে মানুষ কাজে বেহুস, তারে কি কেউ মানুষ বলে।
না হ'লে আসল কাজে, সাজে কি নকল সাজে,
আসল যেমন হয় না তেমন, ভিন্ন রঙ্গে রঙ্গ ধরালে।
মানুষ টাকায় মিলে না, সহজে পাওয়া যায় না,
মুখের কথায় মানুষ হয় না, আসল কথা না বুঝিলে।
না জান্‌লে মানুষের ধারা, মন মানুষ যায় না ধরা,
কয় কালাচাঁদ পরে ধরা, রসের পথে ফাঁদ পাতিলে।

রাগিণী রামিনী।

তাল জলদ্ তেতালা।

হরি হরি কররে স্মরণ, পাষাণ মন ;
পরের বেগার খে'টে খে'টে, দিন গেলরে অকারণ।
সাধন ভজন কৈ হইল, আজ কাল ক'রে কাল ফুরা'ল,
কাছে এল কাল বেশে শমন ;
নাই সে খেয়াল হলে বেহাল, বিষয় বিষে অচেতন।
শুন না সকলে বলে, দয়াল হরি নামের বলে,
ধরে না অকালে কাল শমন ;
হৃদে খেলে সদানন্দ, নিরানন্দ হয় দমন।
বন্ধু বান্ধবাদি সকল, তারাত ঐহিকের সম্বল,
নিদানের বল কেবল ঐ চরণ ;
সম্পদে বান্ধব মিলে, বিপদে মধুসূধন।
পরিজনের মিষ্ট ভাষে, পর নারীর মুচ্‌কি হাসে,
অনায়াসে গ'লে পর মন ;
যে নামে সুখ শান্তি আসে, সে নাম নিতে নাই যতন।
কুল যদি চাও অকুল নীরে, ব্যাকুল হ'য়ে ডাক তারে,
মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ ;
কয় কালাচাঁদ ডাকলে তারে, আন্ধারে আলো যেমন।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

মন্‌কে আর বুঝাব কত ;
মন্ যে পরের অনুগত।
পরের জন্য খে'টে খে'টে, প্রাণ হ'তেছে ওষ্ঠাগত,
শমন এসে ধর্‌ল কেশে, তবু পরের বশীভূত।
কত ক'রে বুঝায়েছি, হল না মন মনের মত,
থাক্‌লে বশে তবে কি সে. ভাস্‌ত স্রোতের শেলার মত।
পর দ্রব্য পর ধনে, পর দারে ইচ্ছা যত,
থাক্‌লে ধর্ম্মে সেই মতি টুক, তবে কি আর ভাব্‌তে হ'ত।
অকূলে ভাসিয়া ফিরি, কাণ্ডারী হীন্ নৌকার মত,
পাইনে দিশে তর্‌ব কিসে, বিষয় বিষে জ্ঞান হত।
দিনে দিনে দিন ফুরাল, কাছে এল রবি সুত,
কয় কালাচাঁদ ভয় কি কালে, হলে হরি পদানত।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল এক তালা।

কেন মন ভ্রান্ত হইলি নিতান্ত,
নিকটে কৃতান্ত দেখিয়া দেখ না।
শুধু পরের তরে ব্যস্ত নিরন্তরে,
ভাবনা অন্তরে অন্তিমের ভাবনা।

যাদের জন্য এত কর প্রাণ পণ,
পরকালে তারা হবে না আপন,
আত্মীয় স্বজন সুখের ভাজন,
ভাগী হবে নারে ভোগিলে যাতনা ॥

মিছে মায়া কায়া ছায়া বাজী প্রায়,
নিমিষে খেলায়ে অনাসে লুকায়,
তবু ভ্রান্ত চিত উন্মত্ত সদায়,
পরমার্থ তত্ত্ব বুঝিয়া বুঝে না ।

মায়া মোহ পরিহরি হরি নাম,
মনের মানসে জপ অবিরাম,
কয় কালাচাঁদ পূর্ণ হবে মনস্কাম,
শান্তি সুখ পাবে কলুষ রবে না ।

রাগিণী বেহাগ ॥
তাল কাশ্মিরী খেমটা ।

কি করি মরি মরি হায়রে,
মন কেন হরি নামে মজেনা মজেনা ।
কুলোকের কথায় ভু'লে, সদা কুপথে চলে,
শতবার বুঝাইলে, বুঝেনা বুঝেনা ।
বারণে হয় না বারণ, সদা অন্যায় আচরণ,
ভু'লেও হরি চরণ, ভজেনা ভজেনা ।

শমন শিয়রে ব'সে, কালাচাঁদ রিপুর বশে,
এ সাজ তার এ বয়সে, সাজেনা সাজেনা ॥

রাগিণী সুরট ॥
তাল একতালা।

যায় দিন হরি বল বদনে।
প্রাণ মাতান নাম, জপ অবিরাম,
পাবে মোক্ষ ধাম নিদানে।
জাগ ভ্রান্ত মন জাগরে সকাল,
ঘুমের ঘোরে আর রবি কতকাল,
হেলায় হেলায় গত হ'য়ে গেল কাল,
এল কাল সন্নিধানে;
প্রাণ খুইলে যদি বল হরি হরি,
সাধ্য কি অবাধ্য থাকিবে শ্রীহরি,
অন্তিম সময়ে হইয়া প্রহরী,
নিবারিবে শমনে।
দারা সুতাসুত প্রভুত্ব পসার,
কিছুই নয় নিত্য অনিত্য অসার,
সুধু মাত্র ভবে যাওয়া আসা সার,
কেবা সার কথা মানে;
ইচ্ছা যদি ভব বারিধি তরিতে,
হরি নামের বাদাম লাগাওরে ত্বরিতে,

ভক্তি হাইল জুড়ে মানস তরীতে,
পাড়ী ধর তুফানে।
সহজে কি বান্তে পারে চক্রধরে,
ভক্ত ছলিবারে কত চক্র ধরে,
তাই ভক্তগণ ভক্তি চক্র ধ'রে,
বেন্ধে ফেলে সন্ধানে ;
কালাচাঁদ কয় বাধ্য হ'লে ব্রজপতি,
অনায়াসে নাশে জীবের দুর্গতি,
দূরে যায় ভ্রান্তি, পায় আনন্দ রতি,
জীবনে কি মরণে।

রাগিণী খট ভৈরবী।

তাল একতালা।

কেন বৃথা ভাব মন ; (ব'সে)
যে নাম স্মরণে, কাল পরাজয় রণে,
কর সে চরণে, আত্ম সমর্পণ।
ভে'বনা ভে'বনা, ভাবিলে কি হবে,
কুভাবনায় আরও ভাবনা বাড়িবে,
চাও যদি ভাবিতে ভাবরে সে ভাবে,
ভাবিলে যে ভাবে ভাবনা বারণ।

দয়া করে যে দিন বল্লেন গুরুদেবে,
আমার কথা রাখ একা কোথা যাবে,
সেদিন হ'তে তোর ভাবনা সে ভাবে,
কি ভাবে ক[illegible]বে অভাব মোচন।

ভীত হ'ওনারে দে'খে ভব বারি,
পারের কর্ত্তা দয়াল শ্রীগুরু কাণ্ডারী,
পরখিয়ে দেখে তার কথার কি করি,
সময় হ'লে পাড়ী কুলাবে তখন।

কালাচাঁদ যদি ভাবে রিপুর বশে,
ভাবনা নিবারি ভয় হারি এসে,
ভেবনা ভেবনা বলে মধুর ভাষে,
বল হরি বল হরি অরিবি শমন।

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

কোথা শান্তি পাই বল।
অশান্ত হৃদয়ে অশান্তি কেবল।
তাপিত হৃদয় শীতল হবে ব'লে,
লইনু আশ্রয় সংসার তরুতলে,
সুখের বদলে বিষয় রাঙ্গা ফলে, বিষময় ফল ফলিল

দারা সুত নিয়া সংসার প্রবাস,
তা হতে বরং সুখের কারাবাস,
হলেও পরবাস মিলে বার মাস, সময়ে অন্ন জল ;
পরের তরে ঘরে পরাণ উদাস, মন যোগানে রত যেন কৃত দাস,
না পূরালে আশ, ঘটে সর্ব্বনাশ, কথায় ঢালে অনল।
যেখানে সতত পাপের প্রশ্রয়,
বিরাজে অশুভ অশান্তি নিচয়,
তথা শান্তি আশা ভ্রান্তি সুনিশ্চয়, মরুতে যথা জল ;
অসার সংসারে আশা মাত্র সার,
দিনে দিনে বাড়ে পাপের পসার,
কালাচাঁদ কয় হরি নাম কর সার, হবেনা অশান্তি প্রবল।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

সংসার সুখের আশা ছাড়,
সুখে থাক্‌তে ইচ্ছা কর।
ঠিক্ জে'ন সার বিত্ব পসার, সংসার সুখ দুখের আগার,,
নাই প্রশংসার আশাই সার, হয় না আশার সুসার কার।
যাদের জন্য আপনা খে'য়ে, দিবা নিশি খেটে মর,
ভাই বন্ধু দারা সুত তারাই দুখের মুলাধার।
আমার আমার আমার ব'লে যত কিছু মনে কর,
সম্বন্ধ জীবনাবধি জীবনান্তে কেউনয় কার।

মোহের বশে লাভের আশে, অনায়াসে কুকাজ কর,
শমন আসে নাই সে দিশে, বিষয় বিষে জড়সর।
এসুখে যাবে না এদিন, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
কয় কালাচাঁদ এল দুর্দ্দিন, থাক্‌তে সুদিন পাড়ী ধর।

প্রসাদি সুর।

তাল একতালা।

যা বলে তাই বলুক লোকে,
দিওনারে মন সে দিকে।

লোকের কথায় কেবা কোথায়, পার পেয়েছে পরলোকে,
পরের মায়া ফাঁদে পল্লে, পারের পথ দেখেনা দে'খে।

মনে মনে মন্ ঠিক্ ক'রে জে'গে থাক তাকে তাকে,
হুসের কাজে হলে বেহুস, কেমন করে পাবে তাঁকে।

গুরুদত্ত তত্ত্ব কথা জানাইও না, যাকে তাকে,
পরের কাছে কিনে নিও, বিকাইও না পরকে দে'খে।

থাক্‌তে সময় কাজ সেরে লও, ম'জনা আর মায়ার ঝোঁকে,
কালাচাঁদ কয় গোণ ভাল নয়, শমন আসিছে সম্মুখে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতলা।

এ সংসারে কে কার আপন,
যে যার সে তার আপন আপন।
একা আসে একাই যায়, সাথের সাথী নয় কোনজন,
কর্ম্মী কর্ম্ম ফল ভোগী, অন্যে ভাগী হয় না কখন।
এই দেখ্‌তে পাই এই দেখিনাই, বাজীকরের কুহক যেমন,
অনিত্য এ ভবের খেলা, জলবিম্ব নিশির স্বপন।
স্বার্থে ভরা এইযে ধরা, বুঝেনা কেউ কারও বেদন,
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে, মেঘের পাশে বিদ্যুৎ যেমন।
ভাই বন্ধু দারা সুত তারা ভবের খেলার আপন,
কয় কালাচাঁদ যাওয়ার বেলা, সম্বল হরি পতিত পাবন।

রাগিণী মনোহর সই।

তাল লোভা।

ভাবি তাই সংসার বাসনা জীবের যায় না কেনে।
আশার ডালী নিয়ে মাথে,—দুঃখের জিনিষ বেচে কিনে।
আজ ধনের অধিকারী, কাল আবার দীন ভিখারী,
হাহাকার করে ছুটু অন্ন বিনে;
এই আমোদের ছড়াছড়ি, এই বারি ঝরে নয়নে।
যে দিকে যে ভাবে চাই, এই আছে এই দেখি নাই,
অস্থায়ী যত কিছু এ ভুবনে;
বাজীকরের কুহক যেমন মিছে ধান্দা লাগায় মনে।

ক্ষণস্থায়ী সুখের তরে, কতই না কষ্ট ক'রে,
দেখেনা হিসাব ক'রে মনে মনে,
লাভের তরে মূলে ক্ষতি, পূরণ হয় না এ জীবনে।
মমতায় হ'য়ে অন্ধ, বুঝেনা ভাল মন্দ,
আনন্দে নিরানন্দ, ডেকে আনে,
কয় কালাচাঁদ কিমাশ্চর্য্য, জ্ঞান হয় না যে দে'খে শুনে।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

অসার সংসারে আসা বারে বারে,
হলনা একবারও আশার সুসার,
বৃথা দিন গত বাজে কাজে রত,
বাড়ে অবিরত পাপের পসার।
মনে করি করি নাহি করি কাম,
কেমন করি ভাল হবে পরিণাম,
কুকাজ করি পরিহরি হরি নাম,
কি করিতে এ'সে করিনু কি কাম;
আশাকরি ছিন্ন করি মায়াপাশ,
কাজের বেলা গলে পরি মায়াফাঁস,
ধর্ম্ম কথা পড়ি করি পরিহাস,
স্বজন নিবাস ভাবি কারাগার।

বিদ্যাশিক্ষা করি চাকরী বাসনা,
কেমন করি হরি করি উপাসনা,
পর দোষ গানে পীড়িত রসনা,
হরিগুণ গীতি আননে আসেনা,
কুশিক্ষা কুসঙ্গ এক সঙ্গে মিশে,
করেছে আশ্রয় বিষম বিষয় বিষে,
পাইনা ভে'বে দিশে ত্রাণ পাব কিসে,
ধরল এসে কেশে তপন কুমার।

এ জগতে কেহ চিরজীবি নয়,
কেহ আজ কেহ কাল মরিবে নিশ্চয়,
দূর হয়ে যাবে সম্বন্ধে নিচয়,
রবেনা কার সনে কারও পরিচয়;
কালাচাঁদ কয় না ভাবিলে ইহকালে,
কি উপায়ে কাল হারাবি পরকালে,
ঘিরে এল কালে বলনা কোন্ কালে,
কালের শাসন হ'তে পাইবি নিস্তার।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

এক বিনে কি পরম পদ তার দুই আছে।
[illegible] ভাবিলে সকলই আছে,
যে যে ভাবে যে যে ভাবে, সে ভাবে সে পেয়েছে

দ্বিধা ভেবে যারা ভাবে, তাদের অভাব যায়না ভবে,
ঘোর সন্দেহ পাকে ডু'বে, হাবুডাবু খায় পিছে,
ঠিক্ পায়না স্বরূপ কিবা তার, ঘুচেনা বন্ধন মমতার,
নির্ব্বিকারে আসে বিকার, নিষ্ঠা রত্তি যায় ঘুইচে।

অভেদ ব্রহ্মা হরি হরে, ত্রিগুণে ত্রিভাব ধরে,
নামও তাই ভাবানুসারে পৃথক পৃথক রয়েছে,
নাবু'ঝে ভিন্ন কয় লোকে, যেই কৃষ্ণ সেই কালীকে,
সাধকে সমান দেখে, অভিন্ন তাদের কাছে।

শুক মুক্ত ব্রহ্ম জ্ঞানে, নারদ হরি নাম গুণগানে,
রত্নাকর রামনাম স্মরণে, পাপে তাপে তরেছে,
যাতনা দেয়না বিষ'দে, শান্তি পায় নামের প্রসাদে,
কালী ব'লে রামপ্রসাদে, কাল্‌কে ফাঁকি দিয়েছে।

শৈব শিবরূপী জানে, শাক্ত আদ্যাশক্তি মানে,
বৈষ্ণব মহাবিষ্ণু জ্ঞানে, প্রেমানন্দে ভাস্‌তেছে,
কালাচাঁদে মনে করে, তার রূপছাড়া নাই সংসারে,
পরম ব্রহ্ম রূপসাগরে, রূপের নদী মিশেছে।

রাগিণী ঝাঁঝিটী।

তাল জলদ তেতালা।

সাবধান থেকরে মন মাঝী, বড় দুর্দ্দিন পরেছে।
কাম বাতাসে হৃদাকাশে, ভীষণ কাল মেঘ সেজেছে।
একে তোমার জীর্ণ তরী, পাপের বোঝায় বোঝাই ভারী,
ধিরি ধিরি জল উঠিতেছে,
গাব কালীর পোচ্ না পেয়ে নায়, বড়ই লোনায় ধরেছে।
হাল্কা বৈঠায় চাল্ মানে না, অকূল পাথার গুণ চলে না,
ছয়জন দাড়া ছয় দিক্ টানতেছে ;
ভাটার টানে গিয়ে তরী, চলে না চড়ায় ঠেকেছে।
যায় না দেখা কূল কিনারা, তাতে আবার দিশা হারা,
সঙ্গী যারা ছেড়ে গিয়েছে ;
বাণ্ আসিলে দফাসারা, সারা সারির আশা মিছে।
কালাচাঁদ ভাবিয়া আকুল, পাবে কিসে অকুলে কূল,
একুল ওকুল দুকুল গিয়েছে ;
অকূলের কাণ্ডারী ভেবে, হাইল ছেড়ে বসে রয়েছে।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল আড়াঠেকা।

আমার মন কেন এমন, আমার কথা শুনে না।
আমার হ'য়ে আমায় র'য়ে, আমারে মানে না।

আমি তারে ভাল বাসী, দেয় সে আমার গলে ফাঁসি,
আমার রিপুর দলে মিশি, আমার অহিত কামনা।
কতবা বুঝায়ে বলি, ডাক একবার হরি বলি,
মন্ বলে বিষয় কাজ ফেলি, এখনও কাজ সাজে না।
বলি আমি রে অবোধ মন, ক'র না কুসঙ্গে গমন,
অমনি আর অনুগমন, বল্লে দমন থাকে না।
কালাচাঁদ কয় আর কিছু নয়, শিক্ষা দোষে এমনই হয়,
আগে হ'তে দিলে প্রশ্রয়, শেষে বশে আসে না।

বাউল সুর।
গোল লোভা।

কি সুখে মন আছ ঘরে।
দেখ্‌লি না তা হিসাব ক'রে।

কাল মেঘ সেজে আকাশে, কখন জানি তুফান আসে,
ফেলাবে ঘর অনায়াসে, পাবে না ফল্ কিকে ধ'রে।
ঘরের ভড় দু খুটার পরে, দিলে লাড়া লড়ে চড়ে,
লাগ্ পেলে দক্ষিণের ঝড়ে, ফেলে দিবে উত্তর শিরে।
ভাড়াটে ঘর মিলে পাঁচে, কেমন বান্ধা পেচে পেচে,
হবে নষ্ট বিনে পেচে, পাঁচ মিশিলে পাঁচের ঘরে।
কয় কালাচাঁদ নাই ভরসা, অসার ঘরের কিসের আশা,
লওরে অভয় পদে বাসা, লাগ্ পাবে না বৃষ্টি ঝড়ে।

রাগিণী কাফি খাম্বাজ।

তাল একতালা।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জপ অভিরাম মন আমার।
ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিলে তাহারে,
অকুল পাথারে করে পার।
শমন দমন, রাধিকা রমণ,
ভুবন মোহন রূপ যার;
অধম তারণ পতিত পাবন, সর্ব্বত্র সমান সর্ব্বাধার।
শ্মশানে মশানে, ভবনে কাননে,
শয়নে গমনে কি বিচার,
প্রীতি পুষ্প হারে, সাজায়ে তাহারে দেহ মন দেহ উপহার।
শুক সনৎ নারদ সুধন্য প্রহ্লাদ,
ক'রেছে যে পদ অধিকার,
ভা'বিলে সে পদ, বিনাশে বিপদ, ভকত বিনোদ নাম যার।
পাপে তাপে ভারী, হল দেহ তরী,
তরিতে কি আছে প্রতিকার,
বিনে হরিবল্ নাই অন্য সম্বল, পার কর্ত্তা কেবল ঐ কর্ণধার।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

মন তোমার কার জন্য ঠেকা,
এলে একা যাবে একা।

আত্ম বন্ধু দারা সুত, সুজন ভৃত্য সখী সখা,
অর্থ স্বার্থ অনর্থের মূল, ক্ষণ স্থায়ী জলের রেখা।
আলস্যের দায় পরে সদায়, হয়না সুখ সুবিধায় থাকা,
আলিস্ ছেড়ে, কর কর্ম্ম, লাগবে না আর সখী সখা।
পরের আশ্বাস ক'রে বিশ্বাস, শেষ হারালি ওরে বোকা,
কুভাবনায় রলি ভু'লে, ভাব্‌লি না ত্রিভঙ্গ বাঁকা।
অবিরত যাদের তরে বয়ে বেড়াও দুখের ঝাকা,
কয় কালাচাঁদ চোক বুজিলে পাবে না আর তাদের দেখা।

প্রসাদী সুর।

ভাল একতালা।

কাল গেলরে বৃথা কাজে।

আপন হাতে দিলি কাটা, পরকালের পথ মাঝে।
শান্তিপুরের পথ হারালি, পরিজনের মায়ায় ম'জে,
কর্ম্ম দোষে সব খুয়ালি, গরল খাইলি সুধা ত্যজে।
দেখবার বেলা না দেখিলি, ব'সে রলি দু'চোক বু'জে,
হুজুগ ক'রে সুযোগ ছেড়ে, মলিরে দেশ বিদেশ খু'জে।
কাজের বেলা হল না কাজ, মজে রইলি বাজে কাজে,
[illegible] শাসন করবি কেমন, এখন ও তাই ভাবিস না যে।
[illegible] তা হ'য়ে গেল, এখনও দেখ হরি ভ'জে,
কয় কালাচাঁদ, পাইবি ত্রাণ, দিলে প্রাণ তার পদাম্বুজে।

রাগিণী মনোহর সই।

তাল ঝুলন।

এ সংসারে কেহ নয়রে কার,
চোক বুজলে সব অন্ধকার।
রং তামাসায় সং সে'জে বেড়ায়,
ছুটাছুটি কেউ নয় খাটী, ভোজের বাজী প্রায়,
বিষয় লোভে পদ গৌরবে, মত্ত সবে অনিবার।
মদ মাতালে একতালে চলে,
বিষয় মাতাল বিষম বৈতাল, তাল নাই এককালে,
স্বার্থ বশে অনায়াসে ক'রে বসে একে তার
ম'লে কার সনে সম্পর্ক নাই,
ডাকের ঘটা, খুড়া জেঠা, ভাইর বেটা ভাই,
কেউ কারও নয়, জে'ন নিশ্চয়, পথের পরিচয়ই সার
পুতুল খেলা এম্নি কি খেলে,
বাতুল হ'য়ে আপনা খেয়ে, অতুল পদ ফেলে,
কালাচাঁদ কয় খেলাতে হয়, হরি পদে দিয়ে ভাড়।

বাউল সুর।

তাল লোফা।

কেন ভবে এলেম, ভে'বে পাই না।
যে আমারে চোক দিয়েছে, তার দিক একবার চাই না।
দিয়েছে হাত পদ সেবনে, শ্রবণ হরি নাম শ্রবণে, (হায়রে)
রসনা নাম রস গ্রহণে, মনত মজিল না।

পরকে ঠকাই হাতে ধ'রে, রসনা পর নিন্দা করে, (হায়রে)
শ্রবণে কুকথা ধরে, নাম অধরে নেই না ॥
ভাল মন্দ বুঝি শুনি, কুকাজের ফল তাওত জানি, (হায়রে)
তবু কেন শেষ না গণি, নামে ম'জে রইনা ॥
বুঝবার বেলা না বুঝিলেম, আজ কাল ক'রে না খুজিলেম

শমনের অতিথি হলেম তাঁর পানে তাঁকাই না ।
কোথা হে অগতির গতি, কালাচাঁদ অতি অকৃতি, (হায়রে)
রে'খ পদে জগৎ পতি, কালের করে যাই না ।

প্রসাদী সুর ।

তাল একতালা ।

চাষ দিলি না মনরে চাষা ।
পেয়ে দেহ জমিন খাসা ।

জ্ঞান নাঙ্গলে কল্ ধরেছে, হলনা আর মাড়া ঘসা,
অকর্ম্মণ্য হয়ে র'ল, দুই বলদ আশা ভরসা ।
গুরু দিয়ে ছিলেন যে বীজ, ছিল তাতে ফলের আশা,
অঙ্কুরিত হ'ল না বীজ, না পেয়ে ভক্তি বরষা ।
কাইমি নয় মিয়াদী পাট্টা, লিখা র'য়েছে খোলাসা,
না ফল্লে ফল সকল বিফল, অন্তে কেবল কালের বাসা ॥
আজ কাল ক'রে কালাচাঁদের, হল না আর লাঙ্গল চষা,
কালে জলে ঘিরল জমিন, ফুরাল ফসলের আশা ।

রাগিণী বেহাগ।

তাল কাওলী।

ভাজেনা মজেনা হরি পদে মন। (আহা)
অবিরত পাপে রত, মোহে মগন।
কলুষ অনলে সদা প্রাণ জ্বলে,
বারিতে তবু না করে যতন॥
প্রাণ খুলে বনে ফুল রাশি হাসে,
চপলা চন্দ্রমা, হাসে আকাশে,
মম মানসে কেন বিষাদ রাশি,
কেন দুঃখ দহনে দহে জীবন।
নিদ্রা হ'তে প্রাণী ডাকিলে জাগে,
অবশ পরাণে জাগালে না জাগে,
মায়া জালে জড়িত দুরাশা জলে,
কাল ধীবর তাহে করে পীড়ণ।

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়া ঠেকা।

প্রাণ খুলে হরিবল নীরব হইল ধরা॥
জনগণ অচেতন নিদ্রিত আত্মহারা।
হাসাইয়া ভূতলে, চাঁদ হাসে হৃদয় খুলে,
নীরবে সরসী জলে, হাসে কুমুদ আমোদ ভরা॥

শান্তি সতী দয়া ক'রে, বলে জীবে মৃদুস্বরে,
এসময়ে ডাক তারে, হ'য়ে নামে মাতোয়ারা।
দারা সুত যারা আছে, তারা এবে এসে কাছে,
বল্‌বেনা আর কেন গিছে, ভেবে ভেবে হও সারা॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়া ঠেকা।

চিন্তরে নিশ্চিতে চিত নিরদ বরণ।
নীরব নিস্তব্ধ ধরা, জনগণ অচেতন।
নুকাল বিহঙ্গরব, নিদ্রিত জন মানব,
প্রকৃতি সতী সুন্দরী, পতি প্রেম রসে মগন।
নাই পর উপাসনা, পরদোষ গায়না রসনা,
নাম নিতে কেউ নিবারেনা, পর কি আত্মীয় স্বগণ॥
ওই দেখ বাগানে, পুষ্পিত তরুগণে,
নীহারাশ্রু বিন্দুসনে, করে তার সম্ভাষণ।

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

চিরজীবী কেউ নয় ভবে, সবাই যাবে পরলোকে,
আমি আছি আমার আছে, বলে সুধু ভ্রান্ত লোকে।
ধরাখানা ভাবে সড়া, মত্ত হয়ে ক্ষণসুখে,
সেই তারা আত্মহারা, পুত্রদারা কন্যাশোকে।

মনে লয়না আপন মরণ, পরের মরণ চোখে দে'খে
আজ না হয় কাল মর্ত্তে হবে, বুঝেনা তা মোহের ঝোঁকে
কালাচাঁদ কয় সদা যারা, হরি বলে মনে মুখে,
তারা মায়ার ধার ধারেনা, নিত্যানন্দে ম'জে থাকে।

রাগিণী মল্লার।

তাল্ কাওলী।

হরি হরি বল মন বদনে, অতি যতনে,
সন্দেহ ক'রে পরিহার, হৃদয়ে পর হরিহার
সুখে বিহার করে ইহার মরম যে জানে।

ওরে অবোধ মন, করিবি কেমন,
চোক্ মেলে চেয়ে দেখ নিকটে শমন,
এখনও কুপথে গমন, হলনা ইন্দ্রিয় দমন,
দিন্ থাকিতে দিলিনা মন, রাধারমণে।

কি করিবি বল্, কাল হল প্রবল,
দিনে দিনে দেহ মন, হতেছে দুর্ব্বল,
নিরানন্দে কেন কেবল, আনন্দে হরি হরি বল,
হরি নামটী জীবের সম্বল, জীবন মরণে।

খেলায় বাল্যকাল, হেলায় যুবাকাল,
গত হল কালাচাঁদের, এল বৃদ্ধকাল,
কালের ভয় জীবের সদাকাল, মানেনা কাল সকাল বিকাল
তাই বলি কাল তাড়াও সকাল, নাম সাধনে।

রাগিণী ললিত।

তাল কাওলী।

হরি গুণ গাও রসনা,
সাদা মনে কর সদা উপাসনা।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম, বল্‌তে কত লাগে আরাম,
যারা ঐ নাম লয় অবিরাম, তারা কালের ভয় রাখেনা
নেওয়ার মত পাল্লে নিতে, পারবেনা শমনে নিতে,
তারে যদি পাও জানিতে, অবনীতে আর আস্‌বেনা।
হরি কথা পরিহরি, কি ফল বল কালি হরি,
কয় কালাচাঁদ বল হরি, হরিবে পাপ বাসনা।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

হরি হরি বল মন রসনা।
মানব জনম দুর্ল্লভ জনম, এমন জনম হবেনা।
পেয়েছ জনম ভাল, চাঁদবদনে হরি বল,
বল্‌তে বল্‌তে লাগবে ভাল বলনা;
হরে রাম বল, কর সম্বল,
যতই বল ততই ভাল, ব'লে ভাল বুঝনা।
হরি বৈ নাই জীবের গতি, নাম নিলে হরে দুর্গতি,
অগতির গতি হরি কামনা;
না পার বার বার বল দু একবার,
যদি ভাল লাগে একবার, ভুলিতে আর পারবেনা।

জাননা নাম রসের ধারা, অন্তরে সে রসের পারা,
ইক্ষু খজ্জুর বৃক্ষের ধারা দেখনা ;
থাকে ভরা রস, কিন্তু সাধন বশ,
বুঝা যায়না সরস নীরস, না করিলে সাধনা।

বল হরেকৃষ্ণ হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
ভাবিলে হরে পাপ বাসনা ;
ডাক সকালে মন প্রাণ খু'লে,
কালাচাঁদ্ কয় কাল ফুরালে, অকালে রস মিল্‌বেনা

রাগিণী আলীয়া।

তাল তুন কাওলী।

কেন ভবে এলে ভেবে দেখনা ; (মন)
ভাব কি ভাবনা,
যারে মনে কর আপন, সেত নহে তোমার আপন,
নিশির স্বপন, কাজে যেমন কিছুনা।
ভ্রমেও একবার কর না শ্রীহরি নাম,
উপায় বা কি হবে শেষে ভাবনা সে পরিণাম,
এ ভাবে এ ভবে এ দিন যাবেনা ;
যে দিন যায় পুনরায় সে দিন আস্‌বেনা ;
বুঝে বুঝিলিনারে মন, অনিত্য এদেহের জীবন,
বাজীকরের কুহক যেমন ছলনা।

দুঃখ পে'য়ে এলে যাইবে দুঃখে,
তবে কেন মত্ত মন, ক্ষণকাল স্থায়ী সুখে,
অসুখীর বৃথা সুখের কামনা,
দুঃখীর মুখে সুখের হাসি শোভেনা;
দিনে দিনে দিন গত, ক্রমে পরমায়ু হত,
নিকটে তপন সুত, নিয়ে পরওয়ানা।
পাইনা ভেবে ভবনদীর কূল কিনার,
মরি মরি হায় কি করি, উপায় কি পার হইবার,
তরীতে তরিতে নাহি সম্বল,
কড়ি বিনে পার করিবে কেবল;
কয় কালাচাঁদ সার যুক্তি, প্রেম ভক্তি নিষ্ঠারতি,
এ চার কড়া কড়ি, পারের দক্ষিণা।

রাগিণী বেহাগ।

তাল লোভা।

বসে কি ভাবছ রে মন, শমন নিকটে এল।
শমন দমন রাধারমণ, ভাবলিনা মন ক্ষণকাল,
তুচ্ছ ক'রে পরম পদে, বিষয়মদে মন মজিল।
গেল ভাল যায় ভাল, বুঝিলিনা ভালর ভাল,
আর কবে হবে শুভ দিন, দিনে দিনে দিন ফুরাল।
বেলা গল সন্ধ্যা এল, আর কত ঘুমাবি বল,
পেয়ে বেহুঁসে মনের মানুষ, দেশ ছেড়ে বিদেশী হল

কালাচাঁদ কয় মনরে ভোলা, খেলা সাঙ্গ হয়ে এল,
শমন ভয় হবে নিবারণ, বদন ভ'রে হরি বল।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

হরিনাম কর খাটী, কার জন্য কান্না কাটি।
জন্মিলে মরিতে হবে, জানা আছে মোটামুটি,
সম্বন্ধ জীবনাবধি, কে কার বেটা কে কার বেটা।
মোহের অধীন যে কয়েক দিন, সে দু-এক দিন ছুটাছুটী,
ভাঙ্গ্‌বে বাসা ঘুচ্‌বে আশা, বুজবে যবে নয়ন দুটী।
মায়ার ঝোকে ভাবে লোকে, আমার গৃহ আমার বাটী,
মায়ার বেড়া বিষের ঘেড়া, ধর্ম্ম পথে ধোকার কাঠী।
কালাচাঁদ কয় কাঁদিলে হয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম দেহ মাটী,
আশার পসার অলীক অসার, সার কেবল ঐ হরিনামটী।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

হরিবল দিনত গেল, কেন ভুল মনরে ভোলা।
আজ কাল কৈরে কাল গেলরে, ডাক্‌রে তারে থাক্‌তে বেলা।
টাকা কড়ি ঘোড়া গাড়ী, নারী বাড়ী কন্যা ছে'লা,
হারাইবে আর না পাবে, কেউ না যাবে যাবার বেলা।
রাজে কাজে বড়ই সাজে, আসল কাজে অবহেলা,
মূলেই ভূল হলে বাতুল, দিবা রাতি পুতুল খেলা।

মোটামুটী জেন খাটী, এ সংসারটী ভূতের মেলা,
ভূতে চালায় ভূজে জ্বালায়, ভূতে ভুলায় হরিধলা।
কয় কালাচাঁদ ভাব্‌লে তারে, যাবে দূরে যমের জ্বালা,
অধম তারণ পরম কারণ, কাল ভয় বারণ বরণ কালা।

রাগিণী বাহার।

তাল জলদ তেতালা।

আনন্দ বদনে হরি বলরে;
হরি নাম বৈ পাপীর নাই সম্বলরে।
হরিবল হরিবল, ভাবিও না মন্দ ভাল,
যতই বল ততই ভাল ফল্‌রে, না বলিলে জীবন বিফলরে।
শুষ্ক হৃদয় মরুভূমে, যদি কারও ভাগ্যক্রমে,
পরে মধুর হরিনাম জল্‌রে, ফলে চতুর্ব্বগ শ্রেষ্ঠ ফলরে।
কেন ভয়ে কাপে হিয়া, ভব নদীর ঝড় দেখিয়া,
হরিনামের বাদাম দিয়া চলরে, হবে না তোর তনুতরী তলরে।
কয় কালাচাঁদ নামের গুণে, যায় না জীবন জলাগুনে,
কর্‌তে নারে রিপুগণে ছলরে, হরিনাম রিপু মারা কলরে।

রাগিণী ভাটিয়াল।

তাল জলদ তেতালা।

আনন্দে হরি হরি বল, ভোলা মন্‌রে।
হরিবল হরিবল, থাক্‌বে ভাল যাবে ভাল,
যতই বল ততই মঙ্গল।

সতের কথা নাহি ধর, যাদের বলে বড়াই কর,
তারাই তোরে নিবে রসাতল।
পর বুদ্ধি পর বল, মরীচিকায় যথা জল,
বলং বলং হরিনাম বল।
কয় কালাচাঁদ কাল ফুরাল, চাঁদ বদনে হরিবল,
কালের ভয় আর হবে না প্রবল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ।

তাল চৌতাল।

ভজমন শ্রীগোবিন্দ, চিন্ময় সচ্চিদানন্দ,
যম দম জনার্দ্দন, জগজন প্রাণানন্দ।
ভজরে তারে নিঃসন্দে, যার চারণার বিন্দে,
সদানন্দে সদা বন্দে, সুরাসুর নর বৃন্দ।
চতুর্দ্দলে মূলাধারে, হাজার দলে সহস্রারে,
বিশুদ্ধে ষোড়ষোপরে, মণিপুরে মকরন্দ।
ষড়দলে চক্রাকারে, দ্বিদলে বিজলী তারে,
সাধক যে সে জানে তারে, কালাচাঁদের লাগেধন্দ।

রাগিণী মালকোষ।

তাল সুর ফাক।

গাও হরিগুণগীতি, প্রাণমন খুলিয়া
একতানে একই প্রাণে, সকলে মিলিয়া।

ফুল বিকাশে, তপন তম বিনাশে,
চন্দ্রমা চারু হাসে, যাঁর প্রেমে গলিয়া।
করুণা যার অনন্ত অপার, অন্ততার কে করে বলিয়া,
তার যোগ্য পুরস্কার, কি আছে দিতে কাহার,
দাও পদে উপহার, ভক্তিপুষ্প তুলিয়া।
ধন যৌবন রবেনা আজীবন, এদেহ জীবন যাবে চলিয়া,
কহে কালাচাঁদ ভাল, যায় দিন হরিবল,
কতকাল রবে বল, মায়ামোহে ভুলিয়া।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

কাতরে ডাকরে তারে, তর্‌বি যদি ঘোর পাথারে।
প্রেম ভিকারী প্রেমের হরি, প্রেমিক্ বৈকি জান্তে পারে।
অঙ্গনেড়ে ভঙ্গি ক'রে, জোর জবরে উচ্চস্বরে,
ডাক্‌লে কি হয় যদি না হয়, করণ কারণ অনুসারে।
নিরাকারে নির্ব্বিকারে, সবাকারে বিরাজ করে,
থাক্‌লে বিকার নাই প্রতিকার, তাতে কি কার আশা পূরে।
তারে নাচায় তার প্রেম চায়, হৃদয় খাঁচায় রাখ্‌তে ভ'রে,
তার পানে চায় তারে নাচায়, তারে বাচায় কালের করে।
ক'রে আজকাল, গেলরে কাল, শিয়রে কাল দাড়ালরে,
কালাচাঁদ কয় কালে কিভয়, কালসপে দাও তার একতারে।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

ভজরে তারে প্রাণের আদরে,
রাখিয়ে হৃদয় আনন্দ মন্দীরে,
সাজাও যতনে প্রীতি পুষ্প হারে,
ডুবেনারে যেন নিরানন্দ নীরে।
নবীন নিরদ অঙ্গের বরণ, বঙ্কিম সুঠাম অরুণ নয়ন,
রক্তোৎপল নীভ যুগল চরণ, নিন্দে শশি হাসি নখর নিকরে।
ঘুচিবে অভাব ভাবিতে ভাবিতে, রূপ আবির্ভাব হবে
আপন হ'তে
আনন্দ লহরী নাচিতে নাচিতে, মাতাইবে চিতে আত্মহারা ক'রে।
যার নামে হৃদে আনন্দ না ধরে, কত সুধা জানি তাহার অধরে,
কালরূপে কালহৃদি আলো করে, কাল ভয় হরে চিরকাল তরে।
হরি ধনে থাকে যদ্যপি বাসনা, আত্মবশে রাখ মানস রসনা,
কায়োমন বাক্যে কর উপাসনা, কালাচাঁদ কয় হরি মিলিবে
অচিরে।

বাউল সুর।
তাল খেমটা।

প্রাণের জ্বালা যাবেরে দূরে ;
হরিবল প্রাণ ভ'রে।

একবার বল্লে যত পাপ হরে,
পাপী জীবের সাধ্য কিবা এত পাপ করে;
হরিবল লাগ্‌বে ভাল, পাষাণ হৃদয় জল করে।
বিষয় জ্বালায় জ্বালাবে কত,
নাম সলিলে ডুব্‌লে জ্বালা এক কালে হত,
ষড়রিপু পদানত, যায় না শমন তার ধারে।
কি ছার মিঠা পায়শ পিঠা ভাই,
নামের মত এমন মিঠা, মিঠার মধ্যে নাই,
দিতে ভাল নিতে ভাল, অতি ভাল ফল ধরে।
কালাচাঁদের ভাবনা কি আর,
শিরোমণি রসমণি রসের মূলাধার,
হৃদয় সরস সজল পরশ, নাম সুধারস পান করে॥

বাউল সুর।
তাল কাশ্মিরী খেমটা।

ব'সে ব'সে ভাবছ কিরে মন,
হরি নাম কেন লওনারে। (মধুর)
ভব নদীর ঝড় দেখিয়ে, যদি ভয়ে কাপে হিয়ে,
গুরু কাণ্ডারী করিয়ে, পারী দিয়ে যাও না রে।
দেখ যদি অচল তরী, ছয় দিক্ টানে ছজন দাড়ী,
বিশ্বাসের হাইল যত্নে ধরি, ভকতি বাদাম দাও নারে॥

ঐ ঘোর বিকার বিষয় ব্যাধি, এড়াইতে চাও রে যদি,
হরি নাম মহৌষধি, যতন ক'রে খাওনারে।

চাওয়ার মত চে'য়ে দেখ, মনের কপট ছেড়ে ডাক,
কালাচাঁদের কথা রাখ, নামে মজে রও নারে।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

চল চল চল বেলা বয়ে গেল,
যাওয়ার আয়োজন করনা করকি।
নাবিক ডাকে আয়, যাওয়ার সময় যায়,
অসময়ে পারী কুলাতে পারবে কি।

আজ না হয় বা কাল্ যাবেই একদিন,
দিন থাকিতে দেখ যাত্রার শুভ দিন,
থাক্‌তে যদি স্বাধীন না ঘটে সুদিন,
হলে কালের অধীন ভাল দিন মিল্‌বে কি।

পার কর বৈলে যে, অন্তে ডাকে তাঁরে,
পারের সময় হলে পার করে তারে,
আয়রে সত্বরে ধরি যেয়ে তাঁরে,
তরাতে কাতরে তার মত আছে কি।

যা কর তাই এখন বড়ই ভাল লাগে,
এ ভালর ফল্ ভাল, বুঝিবে শেষ ভাগে,
থেকে কি ফল বল, যাওয়াই ভাল আগে,
কৃষ্ণ অনুরাগে না হলে বিবেকী।

সাধু সঙ্গে সদা কর সদানন্দ,
ঘুচে যাবে মিছে মায়া মোহ ধন্দ,
কালাচাঁদ কয় বল জয় রাধে গোবিন্দ,
নাম বিনে ভবে পরমানন্দ কি।

রাগিণী পাহাড়ী।

তাল কাওলী।

আয়না রে ভাই সবে মিলে, দয়াল হরি ব'লে ডাকি।
কাতরে ডাকিলে তারে, সাধ্য কি আর খেলায় ফাকি।
হক্ না হৃদয় মরুতুল্য, নামে ফল ফল্‌বে অমূল্য,
তাপিত প্রাণ হবে প্রফুল্ল, হরি নামের তুল্য বাকি।
বেদে শুনি প্রেমই হরি, পুরাণে কয় প্রেম ভিকারী,
কাঙ্গাল বলে দুঃখী হারী, যে যা বলুক তাতেই সুখী।
এ শরীর যখন হবে শব, বন্ধু বান্ধব আমোদ উৎসব,
জন্মের মত ঘুচিয়ে সব, নাম বিনে সব ফাকি ঝুকি।
বৃথা কথা পরিহরি, দিন্ থাকিতে বল হরি,
কালাচাঁদ কয় প্রেমই হরি, প্রেম ভিকারীর ভাবনা কি।

রাগিণী সুরট

তাল যদ্

হরি কে আমি কে কেবা কার।
না জানিলে পায় না তারে, যায়না মনের অন্ধকার।

সচ্চিদানন্দ রূপ তাহার' সর্ব্বভূতে করে বিহার,
তবে আর আমিত্বে আমার; সে বিনে কার অধিকার ;
অজ্ঞান অন্ধ কূপে প'রে আমি আমায় চিনি নারে,
আমার আমার আমার ক'রে, যাওয়া আসা হ'ল সার।
কেনা আমার আমার করে, সে আমি কে মনে করে,
সে আমার না হলে হৃদয়, প্রেমভরে খেলে কার,
প্রেমে প্রেমিক বান্ধা পরে, প্রাণ দেয় প্রেমিক প্রেমের তরে,
প্রেম ছাড়া আমার ক'রে, বাধ্য করে সাধ্য কার।
তার আমার ভাব ভিন্ন হলে, প্রেমে কি আর হৃদয় গলে,
প্রেম হতে ভাব মিলে, প্রেমিক তত্ত্ব জানে তার,
কয় কানাচাঁদ প্রেমের হরি, একমাত্র প্রেমিকেরই,
প্রেম ভক্তি শূন্য পুরী, যম যাতনার কারাগার।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল কাওলী।

হায় করি কি উপায়,
প'রেছি অকূল পাথারে কে পারী কুলায়।
যখন ছিলেম নিরাপদে, ছিল না মন হরি পদে ;
এখন প্রতি পদে পদে, বিপদ পায় পায়।
না বুঝিয়ে যাদের তরে, ঝাপ দিয়েছি পাপ সাগরে,
তারাত কাল কারাগারে, হবে না সহায়।

কি করিতে কি করিলেম, নয়ন থাকৃতে না দেখিলেম,
হেলায় রতন হারাইলেম, ঠে'কে মায়াদায়।
যা হবার হয়েছে শাস্তি, গতস্য শোচনা নাস্তি,
কালাচাঁদ কয় বাকি কিস্তি, বিফলে না যায়॥

রাগিণী ঝুরী ভৈরবী॥
তাল কাওলী।

ভয়ে এত কেন ভীত মন;
শয়নে স্বপনে দেখ শিয়রে শমন॥

শমন ভয়ে অবিরত কেন উচাটন,
জান না কি হরিনামে শমন হয় দমন॥

হরিদাসে ভয় দেখাবে কে আছে এমন,
হরি সেবক হ'য়ে কেন ভীরুর লক্ষণ।

অভাব আছে তাই ব'লে ভেবনা অকারণ,
অভাব বোধ না হলে হয়না ভাবের উদ্দীপন॥

কালাচাঁদ কয় মনে মুখে একটি বার যে জন,
ডাকে হরি বলে তার ভয় থাকে না কখন।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

মরি হায় হায় করি কি উপায়;
বিপদ পায় পায় বিপাকে ঠেকেছি
যে হরি কৃপায় কালে নাহি পায়,
না ভজে তার পায়, নিরুপায় হয়েছি।

কেমন করে বল ভজিব রে তারে,
আমি কি আমার রয়েছি একতারে,
না বু'ঝে মন প্রাণ দিয়ে যারে তারে,
তাদের হ'য়ে তাঁরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

যদি বসে তারে ভাবিরে একবার,
অমনি তারা তাড়া করে শতবার,
তারসনে কারবার হলনা এবার,
হবে যে আবার তা'ও ঘুচায়েছি।

জনমিলাম বুঝি মানব যোনীতে,
অবিরত শত পাপের বোঝা নিতে,
পাব বলে এলেম পেলেমনা জানিতে,
আসিলাম যানিতে তাই যে ভু'লেছি।

কুসঙ্গে কুপথে ক'রে গতাগতি,
ভালর আশা গেল, গেলনা তুর্গতি;
কালাচাঁদের আর কবে হবে গতি,
শমনের অতিথি হইয়া ব'সেছি।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।

তাল ধামার।

অবোধ মন কেন এমন হলি ;
কি করিতে এসে ভবে, কিসে কি করিলি।
আগেই ত ছিলি ভাল, ছিলনা বিষয় জঞ্জাল,
ভাল চাইতে ভালমতে মজিলি ;
বুঝ্‌লিনা খুজলিনা ভাল, কেমন করে হবি ভাল,
যে ভাবনায় দুদিক্ ভাল, তারে না ভাবিলি।
আরও ভাল হবি ব'লে, আলি ভবে ক'য়ে ব'লে,
কার বলে কি বৈলে কি করিলি ;
যার বলে কুপথে কেব্‌ল, তোরে তারা কর্‌বে কিবল্,
ছিল যে বল্ পথের সম্বল্, তাওত খুয়ালি।
পূজি পাটা থাকবে বাকি, খরিদ নাই তোর সবই ফাঁকি,
বিনামূলে অনাদায় বাকি দিলি ;
রাঙ্গের দরে বেচলি সোণা, সোণার দরে রাঙ্গ কিনা,
হিসাব করে দেখিলিনা, কিনা কি ঘটালি।
বদ্ধ হয়ে মায়াসূতে, রয়েছে মন দারাসুতে,
নন্দসুতে ভুলেও না ভাবিলি ;
উপায় কি হইবে অন্তে, ঐ দেখ্ শমন আসে বাস্তে,
কালাচাঁদের নাই সে চিন্তে, গুরু দয়াল বলি।

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

কেনরে উন্মত্ত, ভু'লে আত্ম তত্ত্ব,
বাড়ী যেতে এত সচঞ্চল।
করে বাড়ী বাড়ী, উচাটন ভারী, কোথা কার ঘরবাড়ী,
স্থায়ী বল।

আফিস বন্ধ হলে, বাড়ী যাবে মনে,
কয়দিন বাকি দিনের দেখ হাতে গ'ণে,
অত্মীয় স্বগণে, তারাও দিনগণে,
কালগণে কার বাকি কতকাল।

ভবের এই বাড়ী, দিন দু চারি,
ভব পারের বাড়ী, চিরকাল ;
এ বাড়ীতে কত ঘর দালান কোঠা,
সে বাড়ীতে তোর, ঠিক নাই ঘরের ভিটা,
এ বাড়ীতে মাতা পিতা খুড়া জেঠা,
সে বাড়ীটা কালের করতল।

গিন্নীর মন যোগায়ে, মেয়ে বিয়ে দিয়ে,
থাকে কি কার প্রাণে জল ;
ভাল মন্দ এবে বুঝনা গৌরবে,
ভাঙ্গ্‌লে ভবের খেলা সকলি হারাবে,
সুখের বাবুগিরী কোথা পড়েরবে,
সাথের সাথী কেবা হবে বল্‌।

দুটী ভিন্ন বাড়ী, ভিন্ন ভাবে তৈরি,
ঠিক্‌রে'খ দুয়েরই বাসস্থল ;
কোন বাড়ীতে যেতে. কোথা নিয়ে যায়,
না যাওয়ার আগে তাকি বুঝা যায়,
কয় কালাচাঁদ তার, দুদিক সুখে যায়,
হরি কড়ি যার সম্বল ।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্‌ ।

আত্ম গোপন কর্ত্তে পাল্লে ক'র মন ।
লোকে যেন নাহি জানে পরম ধনে তোমার মন ।

লোকে হলে জানাজানি, বেড়ে পরে কাণাকানি,
দুইদিকে টানাটানি, ঠিক্‌পথে থাকে না মন,
পরে বাঁধা লাগে দ্বিধা, পায়না তত্ত্ব নিরূপণ ।

যে যা বলে থে'ক শুনে, গোল ক'রনা কারও সনে,
গুরুবাক্য সত্য জেনে, ক'র যতনে পালন,
চোক্ বুজিয়া জেগে থে'ক, যত্নে রে'খ পরমধন ।

এধন উপার্জ্জন কালে, জান্তে যদি পায় সকলে,
ছলে বলে কল কৌশলে, করবে সঞ্চিত ধন হরণ,
একবার ধনী হতে পাল্লে, যায় না কল্লে বিতরণ ।

তাই ভেবে কালাচাঁদ বলে, প্রথমে ধন্ সঞ্চয় কালে,
ব্যয়কুণ্ঠ না হইলে, রয়না মনগত রতন,
ব্যয়ের সময় পল্লে এসে, জ্ঞান থাকেনা পর আপন।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল খয়রা।

ওরে ভ্রান্তচিত, কররে নিশ্চিত,
গুরুবাক্যে চিত, করণ কারণ।
হয়ে শুদ্ধচিত কর যথোচিত,
পাইতে নিশ্চিত সে চিত রঞ্জন।

কর্ম্ম বিনে কবে কর্ম্ম ফল ফলে,
কর সদা কর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম ফ'লে,
জানত এধরা কর্ম্মক্ষেত্র বলে, বল হরি ব'লে প্রথম করণ।

যাবে অবসাদ বল্‌তে বল্‌তে হরি,
খেলাইবে চিতে আনন্দ লহরী,
ধাবে মন অন্য চিন্তা পরিহরি, হরি গুণাবলী করিতে কীর্ত্তন

নাম গুণে মন হইলে মোহিত,
রূপ চিন্তা এসে হবে আবির্ভূত,
ভাবিলে সেরূপ জানিবে স্বরূপ, রূপের কিবারূপ চারুদরশন

রূপ আবির্ভাব হইলে অন্তরে,
নিরখিবে তারে বাহিরে অন্তরে,
সবসঁপে দিতে চাহিবে প্রাণতারে, সে বিনে আর ভবে
না রবে আপন।
কালাচাঁদ কয় এভাব ভাবনা অতীত,
মধুর ভাব নাম ভাবেতে মথিত,
কামগন্ধ নাই আদি রসাশ্রিত,
এভাব যার ভবে সেই ভাগ্যবান।

রাগিণী ভাটিয়াল।
তাল জলদ তেতালা।

হরে কৃষ্ণ হরি নামে, আমার মনত মজেনা।
রসনায় কয় হরি হরি, মন চলেযায় পরের বাড়ী,
নাপেলে জ্ঞান ঠেঙ্গার বারি, বাড়ী ফিরে আসেনা।
ছয়টা রিপু আষ্টটি পাশ, ফিরতে দেয়না এপাশ ওপাশ,
তাতে আবার মন তার দাস, উদাস প্রাণতা বুঝে না।
বীজ রুইপে হৃদয় মরুতে, বল্লেন ভক্তি বারি দিতে,
বরষা হয় যে মেঘ হতে, তেমনি মেঘত সাজেনা।
সহজে কি সেধন মিলে, সহজে পায় সব্ সপিলে,
গুরুরতি ঠিক্না হলে, কালাচাঁদ কয় হবেনা।

রাগিণী জংলাট।

তাল যদ্।

হরিষে হরি বল বৃথা দিন গেল হায়,
সে দিন ফিরে আস্‌বেনারে, যে দিন একবার ব'য়ে যায়
হরিবল্ হরিবল্ এবে, আর হরিবল বল্‌বি কবে,
ব'য়ে'গেলে বল্‌বার সময়, অসময় কি ফল পাবে ;
শমন যবে জোর করিবে, তখন হরি বল্‌তে চাবে,
বল্‌তে হরি হায় হায় কবে, আস্‌বেনা নাম রসনায়।
বলরে হরি হরি বোল, কয়দিন ভু'লে থাক্‌বিরে বল,
অসময়ে ভাইবন্ধু, কেউ হবেনা অনুবল,
শ্রীহরি নামৈব কেবল, দুঃখী তাপী পাপীর সম্বল,
হবেনা আর রিপু প্রবল, যদি ঐ বল্ হয় সহায়।
হরিবল হরিবল, যতই বল ততই ভাল,
ডাক্‌তে হলে প্রাণ খুইলে, সকালে ডাকা ভাল,
গেল ভাল যায় ভাল, আর হবেনা ভালর ভাল,
কয় কালাচাঁদ রবে ভাল, পাবেনা যম যাতনায়।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল জলদ তেতালা।

মজরে মন মানসে, কৃষ্ণপ্রেম সুধারসে,
সুধারসে মজনা মজন।।

রসে ক'রে রসায়ণ, কর রস আস্বাদন,
কাম রসে ডু'বনা ডু'বনা।
এ রসের রসিক যারা, তারা কামরসে জাড়া,
বিরসের ধার ধারেনা ধারেনা।
যোগ ক'রে নিষ্ঠারতি, রাখ ঠিক্ প্রেমপিরীতি,
আরতি ছেড়না ছেড়না।
রসিক পেতে রসের ফাঁদ, সুধা নিঙ্গড়ে ধরে চাঁদ,
কালাচাঁদ সে চাঁদ বৈ জানেনা।

রাগিণী সুরট।

তাল যদ্।

মনের মানুষ বিনে কারে, সপিওনারে মনপ্রাণ,
মনের মানুষ হয় কি হলে, গুরুর কাছে লও সে সন্ধান।
প্রেমরসে ডুবে থাক, মায়ামোহ দূরে রাখ,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ, হতে হইওরে সাবধান।
কত লম্পট স্বার্থপরে, ধার্ম্মিকের ছলনা ক'রে,
কপট কথায় ভুলায় পরে, লয় হ'রে ধর্ম্ম ধনমান।
ষড়রিপু টাকা কড়ি, নারী বাড়ী পাশের বেড়ী,
তা হতে অনিষ্টকারী, অধার্ম্মিকের ধর্ম্ম বিধান।
ধর্ম্মধন অতি যতনে, ধার্ম্মিকে রাখে গোপনে,
কয় কালাচাঁদ ভাব যে জানে, সেইসে মানুষে প্রধান।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল কাওলী।

ঠিক্‌পথে ঠিক্ থেকরে মন, পরের কথায় ভু'লনা ;
ক্ষুধাপেলে সুধাবলে, গরল খেয়ে মজনা।

রসিক প্রাণে রসের ধারা, বাহ্য দৃশ্যে যায়না ধরা,
রূপের ছটায় ভুলে যারা, স্বরূপ কি তারা জানে না।

ধনের অভাব যার ভাণ্ডারে, অন্যে বিলাবে কি ক'রে,
অন্ধে কি পারে অন্ধেরে, দিতে পথের ঠিক্ ঠিকানা।

জ্ঞানের সনে সম্বন্ধ যার, অজ্ঞানান্ধ কি বুঝে তার,
দূর না হলে মনের বিকার, সাধন ভজন চলেনা।

বাউল সুর।

তাল জলদ তেতালা।

মনের ময়লা না গেলে, ভাবের মানুষ কি মিলে,
মিলেনাসে মানুষ রতন, মন ঠিক না হলে।

যে দেশের ভাব যে জানেনা, সেভাবে তার ভাব মিশেনা,
অন্ধ যেমন মুখ দেখেনা, আয়না ধরিলে।

জানে যারা মানুষ ধরা, কল্ পাতে গোপনে তারা,
লোকে দিলে তাড়া, সেকল বেকলে চলে।

গোপনে রাখিও সে ধন, নাহতে আত্ম সংশোধন,
কয় কালাচাঁদ হয়না সাধন, হাটে ঢোল দিলে।

রাগীণী রাম কেলী।

তাল আড়া ঠেকা।

জাগরে প্রাণ সকাল সকাল,
আর কি ঘুমের কাল রয়েছে।
ঘুমের ঘোরে পেয়ে তোরে,
তোর ঘরে কাল চোর গিয়েছে।

নাদেখিলে জ্ঞানালোকে, এ চোর চিন্তে পায়না লোকে,
জীবন ধন হ'রে পলকে, নেয় পরলোকে,
দমন যদি করবি তাকে, থাক জেগে তাকে তাকে,
পাকাইয়া নাম সূতাকে, বাধ্‌লে ভয় ভাবনা ঘুচে।

ছিলে বাকি হলে বাকি, আরও বাকি আছে বাকি,
বিনামূলে হলি বিকি, কবে করবি কি ;
জীবনের যে কয়দিন বাকি' শোধ হবে কি সেসব বাকি,
বুঝলিনা কিসে হয় বাকি, সেওয়ায় বাকি যাইতেছে।

ক্ষণস্থায়ী সুখের তরে, অনায়াসে ভুলে তারে,
চির দুঃখের পাথারে মর সাঁতারে,
মোহের ঝোকে মরণ কথা, মনে কর কথার কথা,
ভাবে কি কেউ পরের কথা, প্রাণের কথা কও যার কাছে।

যৌবন কর নিয়ে যেসব, দু দিন পরে সব হবে খর্ব,
যত কিছু আমোদ উৎসব, ক্ষণস্থায়ী সব,
আপন বৈলে কর যার বল, রবেনা কাল হলে প্রবল,
কয় কালাচাঁদ বল্ হরিবল, ঐ বল্ বৈ আর সম্বল মিছে।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল একতালা।

যায় যায় বাজে কাজে সময় যায়,
জেনে শুনে তবু সে দিকে মন যায়কি।
জায় কি বেজায় যায়, কে আসে কে যায়,
আসে বা কি যায়, পাওয়া যায় খবর কি।

অবশ পরাণ ভ্রান্তি মোহবশে,
আছে মুগ্ধ হয়ে ভব কারাবাসে,
ভাবী সুখ ছবি আঁকে বসে বসে,
হরিপ্রীত বাসে ভাল বাসিবে কি।

ভবের হাটে ঘাটে রূপের বেচা কিনা,
কিরূপে কোন্‌রূপ কে করে ঠিকানা,
আরোপে রূপ ধরে সেরূপ খাটী কিনা,
আরোপ বিনা রূপের স্বরূপ জানা যায় কি।

পরকে বলি পর নিন্দা পরিহরি,
হৃদয় খুলে বেলা থাকতে বলহরি,
হরি কথা ব'লে পরের চিত্ত হরি,
নিজে বলতে হরি একবার মনে লয় কি ॥

সংসাজে সাজা ভালবাসে লোকে,
এ সাজের কি সাজা বুঝে পরলোকে,
কয় কালাচাঁদ যারে ভাল না কয় লোকে,
গোলোকে সে লোকে পুলকে থাকে কি ।

রাগিণী রাগিণী ॥
তাল ঝুলন ।

গেল দিন দিন গেল দিন গেলরে ।
পারের সম্বল, দুর্ব্বলের বল,
বল হরি বল, প্রাণ ভ'রে প্রাণ ভ'রে ।

তার মত কার এত করুণা, যে যত চায় সে তত পায়,
কারে নাই মানা,
কামুক যারা, বলে তারা,
দয়া নাই তার অন্তরে, (তার অন্তরে ।)

ভালর ভাল চিরকালই হয়, ভালবাসা হতে,
মধুর ভাবের ধারা বয়,
ভালবাসা সহজ হলে, অনুরাগে রাগ ধরে,
(রাগ ধরে)

দেশকাল পাত্র ক'রে নিরূপণ
আশ্রয়ে ঠিক জান্তে পারে রূপের ভাব কেমন,
অনুরাগের উদ্দীপনে, যুগলরূপ ধরা পরে,
(ধরা পরে)

কৃষ্ণ কারও হৃদয় ছারা নয়,
তার প্রেমে থাকিলে রতি কৃষ্ণ প্রাপ্তি কয়,
নাম নিয়ে আনন্দ পেলে, কালাচাঁদ চায়না তারে,
(চায়না তারে)

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

কর হরি নাম ভজ হরি নাম
নাম মধুপানে মজমন ভৃঙ্গ।
ছোবেনা সন্দেহে, রবে নিঃসন্দেহে,
বিষয় দাব দাহে দহিবেনা অঙ্গ।

যে আশায় বুক বাঁধা ছিল এতকাল,
হইলনা সে কাজ করিয়া আজকাল,
ডাকিতেছে কাল এল যাওয়ার কাল,
কাল ভয়ে সদাকাল প্রাণ মন আতঙ্গ।

ভজনে ছয়জন বাদী বার বার,
আশা কর্ম্মনাশা বিরোধী আবার,
কিসে হবি পার ভব পারাবার,
বাড়ে দুর্ন্নিবার দুরাশা তরঙ্গ।

ভুলে রলে পেয়ে পুত্র পরিবার,
অন্তিমের ভাবনা ভাবনা একবার,
দুর্লভ জনম নিয়ে কেন পুনর্ব্বার,
কুসঙ্গে কার বার ত্যজে সাধুসঙ্গ।

যখন প্রাণ যা চায় কররে তেমতি,
ধৈর্য্য ধ'রে নেওনা সুমতির সম্মতি,
কেমনে তার নামে রবে রতি মতি,
মদোন্মত্ত অতি কুমতি মাতঙ্গ।

মরমের কৈতব কর পরিহার,
সরল হৃদয় হলে দয়া হবে তাঁর,
জানবে কবে মর্ম্ম কালাচাঁদ আর,
হইলনা তার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ।

রাগিণী খট্ট ভৈরবী।
তাল একতালা।

এমন দিন কবে আসিবে ; (আমার)
সদা হরি হরি বলবে মন আমারি,
হরিনাম নীরে পরাণ ভাসিবে।

সম জ্ঞান হবে ভাল কিবা মন্দ,
ঘু'চে যাবে মিছে, মায়া মোহ ধন্দ,
জাতি বর্ণ ভেদে রবে না সম্বন্ধ,
স্মরণে আনন্দ মরমে পশিবে।

প্রেমের সাগরে মন্ মানস তরী,
আনন্দ বাদামে চল্‌বে ধিরি ধিরি,
মধুর ভাব তাহে করবে মাল্লাগিরী,
জ্ঞান কাণ্ডারী ভক্তি হাইল ধরে বসিবে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ্ মাৎসর্য্য,
করবে তারা হরি সাধনার সাহায্য,
কুল মান লাজ ভয় ক'রে ত্যাজ্য,
সাধিতে স্বকার্য্য শৌর্য্য প্রকাশিবে।

নয়ন ভুলিবে রূপ দরশনে,
রসনা মজিবে নামামৃত পানে,
শ্রবণের সাধ হবে নাম শ্রবণে,
কাল্যচাঁদের সাধ চরণে মিশিবে।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

ছাড় ভয় ভয় কেন অকারণ।

যার ভয়ে ভয় থাকে সভয়, ভাবরে তার অভয় চরণ, ।
ভয় কর পাপ কর ব'লে কি করবে পাপ তাপানলে,
হরি নামটী একবার নিলে, ত্রিতাপ ত্রিপাপ হয় নিবারণ
ধরে যদি পাপ ব্যাধি, হরিনাম তার মহৌষধি,
প্রাণ ভৈরে পান কর যদি, এড়াইবে অকাল মরণ।

বাড়াও হরিনামের পসার, হবে এবার আশার সুসার,
ফল্‌বে সুফল যাওয়া আসার, ভাঙ্গ্‌বে মায়া নিশার স্বপন।
হরি নামটী নিতে নিতে, পলাবে ভয় আপনা হ'তে,
ঘরে বসে আপন হাতে, কয় কালাচাঁদ মিল্‌বে রতন।

রাগিণী মূলতান।
তাল একতালা।

এমন কিগুণ আছে, গুণময়ের কাছে,
কৃপা ভিক্ষা পাব স্বগুণে।
সে পরমারাধ্য, কেন হবে বাধ্য,
যদি না হয় সাধ্য সাধনে।

যে গুণে তাহার বাধ্য হওয়ার কথা,
নির্গুণে সে গুণের অধিকারী কোথা,
এনয় কথার কথা, প্রাণ মনের কথা,
কথায় মিলে কোথা সেধনে।

কর্ম্ম না করিয়া করি অনুযোগ,
শুভাশুভ ধর্ম্মা ধর্ম্ম কর্ম্মযোগ,
না হলে সংযোগ ধর্ম্ম কর্ম্মযোগ,
ঘুচেনা দুর্য্যোগ জীবনে।

সবজীবে তাঁর দয়া সমভাবে,
যে ভাবে যে ভাবে সে লভে সে ভাবে,
যারা আপন ভেবে প্রাণদিয়া না ভাবে,
তাদের অভাব যাবে কেমনে।

তাঁর ভক্তি বলে যারা বলবান,
বিনা মূলে হয় অকালে লাভবান,
বশে অনায়াসে আসে ভগবান,
তারাই ভাগ্যবান ভুবনে।
হলনা হলনা আত্ম সংশোধন,
গেলনা গেলনা মরম বেদন,
এই নিবেদন শ্রীমধু সূদন,
রেখ কালাচাঁদে চরণে॥

রাগীণী ভৈরবী॥
তাল কাশ্মিরী খেমটা।

আয়রে আয় মন আমার সাথে,
সাধন ভজন ফুল বাগানে, প্রেমানন্দে বেড়াইতে।
রং বিরঙ্গে ফুটিছে ফুল, শোভায় প্রাণ মন করে আকুল,
না বুইঝে হইয়া ব্যাকুল, চেও না সে ফুল তুলিতে।
যে ফুল সে ফুল ভাল ব'লে, তুলিওনা অবহেলে,
না চিনে ফুল তুল্‌তে গেলে, বিপদের ভয় হাতে হাতে।
গুরু দত্ত তত্ত্ব বিনে, অন্য কার কথা মান্‌বিনে,
বিবেক সাধুর সঙ্গ বিনে, পারবিনে প্রেম ফুল চিনিতে।
আষ্টটা পাশ রিপু ছয়টা, যাওয়ার পথের বেজায় কাটা,
কয় কালাচাঁদ ঘুচ্‌বে লেঠা, পার যদি সাবধান হ'তে।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল ঝুলন।

সাবধান রে'খ সাধন সম্বলে।
না বু'ঝে পতঙ্গের মত,
ঝাপ দিও না, অনলে অনলে।
সাধন ভজন মুখের কথা নয়,
স্থূল প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি ভাবের পরিচয়,
দেশ কাল পাত্র অনুসারে,
সময়ে সুফল ফলে, সুফল ফলে।
কাম হইতে থেক সাবধানে,
কাম থাকিলে প্রেম হবেনা গোপী ভাব বিনে,
মধুর ভাবের উদয় হবে,
আত্ম সুখ ছেড়ে গেলে, ছেড়ে গেলে।
পরকীয়া রসে ঢল ঢল,
কাম থাকিলে সে অমৃতে উপজে গরল,
কাম গন্ধ দূর না হ'তে,
যেও না নারীর কোলে, নারীর কোলে।
কালাচাঁদ কয় হবে কি সাধন,
সাধন-বাদী নিরবধি, নারী বাড়ী ধন,
এ তিনে থাকিলে রতি,
গতি নাই কোন কালে, কোন কালে।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল জলদ তেতালা।

প্রাণ খুইলে বল্ বল হরি বল, সময় বৃথা বয়ে যায় রে,
বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
যে ভাবে যে ভাবে তাকে, তাতেই সে সুখী থাকে,
অপরাধী হলেও তাকে, বিপদ থেকে রাখে দূরে।
হরি নাম যার প্রাণের কথা, হরি নাম যার হৃদে গাঁথা,
হরি নাম যার আশালতা, তার ভবে আর ভাবনা কিরে।
হরি নাম রসের ফোঁয়ারা, চারি দিকে বহে ধারা,
যে ভাবে যে মাতোয়ারা, তাতেই তার আশা পূরে।
যার ভাবনায় ভাবনা পলায়, ভাব্লি না মন তারে হেলায়,
কয় কালাচাঁদ যাওয়ার বেলায়, বল্তে চে'লে পারবি নারে।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যদ্।

জাগরে অলশ প্রাণ আর কত ঘুমায়ে রবি,
দেখনা যেতেছে চলে, অস্তাচলে আয়ু রবি।
দিন্ত যায় না আয়ু ফুরায়, তাকি একবার দেখ্লে ভাবি,
হবার বেলা গেল হেলায়, যাওয়ার বেলায় কি করিবি।
আজ না হয় কাল যেতে হবে, কেউ নয় ভবে চিরজীবী,
কর্ম্ম ফল হবেরে সম্বল, যখনে দু চোক বুজিবি।
পুতুল খেলা খেলে খেলে, আর কত কাল কাটাইবি,
কাল শমনে পেতেছে জাল, সে জঞ্জাল কিসে এড়াবি।

আজ কাল ক'রে কাল হারালি, আর কবে হরি বলিবি,
নিদান কালে ধল্লে কালে, কালাচাঁদ তুই কি জব দিবি।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল জলদ তেতালা।

বলরে মন হরি কথা,
মানব জনম যায়রে বৃথা।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবল,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
হরি নাম স্মরণ মাত্র, দেহ মন হয় পবিত্র,
ভয়ে পলায় রবির পুত্র, সর্ব্বত্র সুখ সর্ব্বথা।
এড়াইতে ভব ব্যাধি, হরিনাম মহৌষধি,
হরি বেদ হরি বিধি, হরি ভব নদী ত্রাতা।
কুল অভিমান মান অহঙ্কার, সকলই ইন্দ্রিয় বিকার
চোক্ বুজিলে সব অন্ধকার, কে কার বন্ধু কে কার ভ্রাতা
মনে মুখে দৃঢ় বিনা, মুখের কথায় কাজ হবে না,
কয় কালাচাঁদ সাধন হয় না, দূর না হলে কুটিলতা,

রাগিণী মুলতান।

তাল ঝুলন।

হরি হৈলে হৃদয় থুইলে আনন্দে মাতিয়া ডাকরে।
ডাকরে আমার মন।

বল জয় রাধে শ্রীরাধে গোবিন্দ,
মুরলী ধারা মোহন মুকুন্দ,
পতিত পাবন নিমাই নিত্যানন্দ,
স্মরিয়া আনন্দ কররে।

সাধু সঙ্গে রঙ্গে প্রেমের হাটে,
হরি নামামৃত নেওরে লুইটে,
দাওরে আনন্দে জনে জনে বেটে,
গৌরব গরীমা ত্যজরে।

পাষাণ হৃদয় বলে, কি ভয় তোর ইতে,
নামের গুণে গ'লে যাইবে ত্বরিতে,
ইচ্ছা যদি থাকে তরিতে তরিতে,
তরীতে ত্বরিতে চড়রে।

সরল অন্তরে কও হরি কথা,
ঘু'চে যাবে নামে পাপ তাপ ব্যথা,
শান্তি সুখে রবে, না হবে অন্যথা,
কালাচাঁদের কথা রাখরে।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

হরি হরি বলরে পাষাণ মন।
শ্যাম সুন্দর মদন মোহন, গোবিন্দ মধুসূদন

জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে বল্,
জয় রাধে শ্রীরাধা কৃষ্ণ জীবনে সম্বল ;
বল্ হরি বল্ হরি হরি বল্, আনন্দে হয়ে মগন।

নিজ মুখে বলেছেন দয়াময়,
আমি হই তার আজ্ঞাকারী, আমার নাম যে লয়,
ভক্ত আমার প্রিয়তম, ভক্তের আমি জীবন ধন।

দীক্ষিত হও হরি নাম মন্ত্রে,
হরি নামের সুর লয় কর রসনা যন্ত্রে,
ইহ কালে সুখ অন্তে মিল্‌বে শান্তি নিকেতন।

দিন গেলে ফিরে না সেই দিন,
আর হবে না দিন ভাল যায় শুভ দিন,
দীন ভাবে ডাক রাত্রদিন, দীন কালার এই নিবেদন।

রাগিণী মল্লার।

তাল খয়রা।

কার ভাবে আলি, কার ভাবে রইলি,
কার ভাবে ভুলি, কি করিলি বল।
যাবি বা কি ভাবে, কার সঙ্গে যাবে,
নিয়ে কিবা যাবে পথের সম্বল।

কি বুঝিয়া আলি, এসে কি বুঝিলি,
কুসঙ্গে কুকাজে কেন রে মজিলি,
খুজিবি বলিয়া কৈরে খুজিলি,
না ভজিলি হরি, পরম মঙ্গল।

বিষয় বাসনা এতই বলবতী,
হ'য়ে আত্মহারা মত্ত দিবারাতি,
সাধনে ভজনে যায় না রতি মতি,
কুপথে কুমতি, নিয়ত প্রবল।

যে তোরে পাঠাল দিয়া ভোগ সুখ,
যেতে হবে পুনঃ তাহারই সম্মুখ,
তার কথায় যে মুখ সতত বিমুখ,
কোন্ মুখে সে মুখ দেখাইবি বল।

কয় কালাচাঁদ এ তক, যা হবার হ'য়েছে,
ডু'বেছ ব'লে কি আরও ডুবতে আছে,
ও পাড়ে এখনও যাওয়ার সময় আছে,
বল্ হরি বল্ ব'লে যাত্রা ক'রে চল্।

রাগিণী আলিয়া।
তাল একতালা।

এবার আমার গতি নাই (দয়াময়)
নাই নাই নাই স্বজন সাথী নাই,
নাম করি মনে করি, জপ মালা করে করি,
জপি টাকা কড়ি কোথা পাই।

নিয়ত কুসঙ্গে ভ্রমি যে গতিকে,
কে নিবারে সেই আবর্ত্ত গতিকে,
যে আছে ঘেসে না মম ভাব গতিকে, গতিকে মারা যাই।
সাধে যে নেপুর পরিয়াছি পায়,
সে নেপুর হল বিষাদ বেড়ী প্রায়,
বিষাদে আনন্দ আসে যার কৃপায়, তারই পায় মতি নাই।
মন স্থির নাই ক্ষণ কাল তরে,
সকল সাধ পূরাতে সাধ একন্তরে,
সুখের তরে দুঃখ পাথারে সাতা'রে, আত্মহারা সর্ব্বদাই।
জ্ঞান কৃত অপরাধে অপরাধী,
কি গুণে ক্ষমিবে ওহে গুণনিধি,
নিজ গুণে দীনে ক্ষমা কর যদি, কালাচাঁদের ভরসা তাই।

রাগিণী দেবগিরি বিভাস।

তাল খয়রা।

মানব জনম পেয়ে, হরি না ভজিয়ে,
বিষয় মদ খে'য়ে মত্ত হলি মন।
ভাঙ্গিল না তোর, মোহ ঘুমের ঘোর,
(ভাবনা) জঠর যাতনা কতনা কঠোর,
খেলা সাঙ্গ ক'রে, যখন যাবি ফিরে, (বুঝবিরে)
সাধন ভজন ছেড়ে সংসারী কেমন।

যা কিছু চে'য়েছ তাইত পেয়েছ তার কাছে,
ভাবি সুখের আশা ভরসা মিছে,
বৃথা কুভাবনা, ভে'বনা ভে'বনা, ভাবনা,
কি হবে এ দেহ হইলে পতন ।

এসেছ সংসারে, হরি ভজিবারে, কৈরে পণ,
হারালে ভাবিয়া পরেরে আপন ;
ত্যজিয়া কুচিন্তে, কর তার চিন্তে, একান্তে,
নিশ্চয়ই শ্রীকান্তে পাবে দরশন ।

বেদ বিধি ক্রিয়া শান্তির অনুকূল, জে'ন স্থূল,
ভক্তি বিশ্বাস জীবের জীবন মুক্তির মূল,
কাঙালচাঁদে ভাবে, উপায় বা কি হবে, এ ভবে,
ব্রজের ভাবে চিত্ত না হ'লে মগন ।

রাগিণী মালকোষ ।

তাল খয়রা ।

আমার মত ভবে, আর কি সম্ভবে,
পাপী নরাধম অকৃতজ্ঞ এত ;
আত্ম দোষে কলুষিত ।

মানব কুলে এলেম যায় দয়া পেয়ে,
দেখলেম না একবারও তাঁর গুণ গেয়ে,
নিজে দোষী হ'য়ে তাঁরে দোষ দিয়ে,
আরও বাড়াইয়ে দিলেম পাপ স্রোত ।

তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধিবার তরে,
এসে ছিলেম সাধ করিয়ে অন্তরে,
অন্তরের ভাব রহিল অন্তরে,
সাধি নিরন্তরে বিরাগের ব্রত।

ক্ষণ তরে ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি নাই,
লোক লাজ ভয়ে সভ্যতা দেখাই,
সদা সর্ব্বদাই স্বার্থ পথে ধাই,
পরেরে সুধাই ধার্ম্মিকের মত।

মায়া বিষে এমি করেছে অজ্ঞান,
মন্দ ভাল বুঝি ভাল মন্দ জ্ঞান,
আমার আমার জ্ঞান বিষয় বিজ্ঞান,
শিখে পড়ে কালাচাঁদের জ্ঞান হত।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল খয়রা।

ব্রহ্ম সনাতন, চিন্তে হ'লে মন,
(কর) আত্ম সমর্পণ।
সে যে বাক্যাতীত, তুলনা রহিত,
জ্ঞান চক্ষু ব্যতীত পায় না দরশন
নিজে নিজে বু'ঝে ক'রে জ্ঞানার্জ্জন,
সাজে না জীবনে, ধর্ম্ম উপার্জ্জনে,

সে দুস্তর পথে, সদানন্দে যেতে,
সাথে সাথে সাধু গুরু প্রয়োজন।

ধর্ম্ম জ্ঞান পাছে তর্ক পথে ধায়,
বিশ্বাস প্রহরীর রেখ পাহাড়ায়,
নিঃস্বার্থ আগারে স্থান দিও তায়,
ভকতি শৃঙ্খলে করিয়া বন্ধন।

কামাদি ছয় রিপু আরও অষ্টপাশ,
সাধন পথে ব্যদী সাধারণ বিশ্বাস,
হলে তাদের দাস, ঘটায় সর্ব্বনাশ,
রাখ্‌লে বাধ্য করে অসাধ্য সাধন।

শক্র মিত্র করে নিজ কর্ম্ম গুণে,
মিত্র শক্র হয় অন্যায় আচরণে,
ভাল মন্দ যত নিজ নিজ কৃত,
গরল অমৃত কর্ম্ম নিবন্ধন।

ভেবে চিন্তে কালাচাঁদের মনে পায়,
সাধু সঙ্গ বিনা ব্রহ্ম চিনা দায়,
নরক পার হইলে স্বর্গ পাওয়া যায়,
কুসংসর্গ দোষে নরকে পতন।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল খয়রা।

প্রেম কবে হবে, ব'লে হবে হবে,
হবার দিন এ ভাবে ফুরায়ে আসিল।
আশা পারাবারে, পার হইবার,
কাণ্ডারী এবার হাইল ছেড়ে বসিল।

দিনে দিনে জীর্ণ শীর্ণ স্বর্ণ কায়,
তেজ বল গর্ব্ব সকলই লুকায়,
দুরাশার বারি তবু না শুকায়,
সাধন তরী প্রায় ডুবায়ে ফেলিল।

পক্ক হয়ে এল ছিল কাল কেশ,
কাল পেয়ে কাল ঘরে করিল প্রবেশ,
তবু ভাবি বেশ, লোকে কয় বেশ কেশ,
পর কালের বেশ অতলে চলিল।

এম্নি মজায়েছে, মায়ার কুহকে.
আত্মাহুতি দেই যাহাকে তাহাকে,
টেনে কর্ম্মপাকে নিতেছে নরকে,
এ পোড়া দু চোকে দেখে না দেখিল।

নিজ দোষে দুষী দোষ দিব কার,
কি রূপে পার হব না জানি সাঁতার,
গুরু কর্ণ-ধার কর হে উদ্ধার,
কালাচাঁদ এবার শঙ্কটে পরিল।

রাগিণী জংলাট।

তাল একতালা।

মন তুই আছিস কি সুখে ;
কার আশ্বাসে কি বিশ্বাসে, বাড়ী বান্দিস আকাশে,
কাল ঝড় আসে, দেখিস্ না দেখে।

চিরজীবী কেউ নয় ভবে, অবশ্য মরিতে হবে,
ক্ষণ সুখের তরে তবে, কেন চির দুঃখের শেল হানিস্ বুকে।
দিনে দিনে দেহ মাটি, কি ভে'বে তুই রলি খাটী,
বৃথা ক'রে ছুটা ছুটী, একবার হরি নামটি নিলিনা মুখে।
শমন এসে ধরল কেশে, থাকিস তবু রঙ্গরসে,
লাজ করেনা এ বয়সে, ছেলে সাজে খেলা ছে'লে সম্মুখে।
প্রস্তুত হও মরিবার তরে, ঠিক্ নাই শমন কখন ধরে,
তাই বলি কালাচাঁদ তোরে, বদন্ ভ'রে হরিবল্ আগে থে'কে।

রাগিণী সুরট।

তাল মধ্যমান।

প্রাণে মানেনা, বুঝালে বুঝেনা,
না বুঝিয়া এত যাতনা।

কত ক'রে বুঝায়েছি, কতই না যোগ শুনায়েছি,
কাজের বেলা কাজে নাই রাজী ;
কাজের বাহির হবে যখন, পাপের ফল ফলিবে তখন,
বাড়বে বেদন শান্তি পাবেনা।

মনেলয় হ'লে দেহলয়, ছেলে মেয়ে কে পালিবে,
ছেলে মেয়ে মনে করে, আমাদেরে কে খাওয়াবে,
কেবা পালে কেবা খাওয়ায়, কেবা মারে কেবা বাচায়,
তার তত্ত্ব কি কেউ নিতে চায়;
মিছে করি আমার আমার, আমিবা কে কেবা আমার,
দেহান্তে আর কেউ কার রবেনা।

সাড়ে তিন হাত দেহরাজ্য, বিপরীত সব রীতি নীতি,
সেই রাজ্যের রাজা যিনি, তাহারও তেমি উল্টা মতি,
দিনে দিনে আয়ু ক্ষয় হয়, সেদিকে কি কার লক্ষ রয়,
আয়ু ক্ষয়ে আয়ু বৃদ্ধি কয়;
অনিত্য ভাবিয়া নিত্য, ধায় কুপথে নিত্য নিত্য,
নিত্যানিত্য বিচার করেনা।

দেহে থেকে দেহতত্ত্ব, কিছু মাত্র যে না বুঝে,
পরম ব্রহ্ম কি পদার্থ, সে তত্ত্ব কি তারে সাজে,
ভবের খেলা ভোজের বাজী, বুঝে বুঝেনা মন পাজী,
ঘুরে বেড়ায় সংসারে আসি;
আনন্দচন্দ্র নাহি ভাবে, ব্যস্ত পরের ভাবনা ভে'বে,
মরতে হবে মনে করেনা।

নিরন্তরে যার অন্তরে, আত্মসুখের আশা অতি,
কালাচাঁদের মত সেই বিনা তৈলে জ্বালায় বাতি,
ভাল মন্দ জায় কি বেজায়, আপন মন্ দিয়ে জানা যায়,
পরের কথায় কিবা আসে যায় ;
বিবেক যাহা বারণ করে, কেউ যদি তা পালন করে,
কালে তারে ছুঁইতে পারেনা ।

রাগিণী খট ভৈরবী ।

তাল একতালা ।

তোরে আর বুঝাব কত ; (মন)
পুরাণ বেদ বেদান্ত, শত শত দৃষ্টান্ত,
হইয়াছে এ পর্য্যন্ত পরাহত ।

বুঝিতে যদ্যপি ইচ্ছা থাকে মনে,
না বুঝালে লোকে বুঝে দে'খে শুনে,
বুঝলে অবোধে বুঝ নাহি মানে,
গণে মনে মনে হিতে বিপরীত ।

ছিল যখন তোর বুঝিবার বিষয়,
তখন কর্‌লি কেবল বিষয় বিষয়,
হয়ে এল এখন জীবন সংশয়,
তবু সে বিষয় না হ'ল বিস্মৃত ।

সামান্য যাতনা হইলে শরীরে,
কত কাতর উক্তি কর বারে বারে,
অনন্ত যাতনা নরক নিকরে,
সহ্য কেমন ক'রে করিবি সতত।

ভেবে দেখ একবার শেষের সেদিন,
দিনমণি সুতে বাঁধিবে যেদিন,
ঘোর অন্ধকারে, বদ্ধ কারাগারে,
একা রবি প'রে চিরদিনের মত।

পাপ যার তার সঙ্গে সঙ্গে যায়,
কার তাতে কবে কিবা আসে যায়,
তোর সঙ্গ পাছে অন্যেরে মজায়,
ঐ ভয়ে কালাচাঁদ সদা ভীত।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল একতালা।

ডাক্ দেখি মন একবার দয়াল হরি বৈলে।
হক্না কেন পাষাণ হৃদয়, নামের গুণে যাবে গ'লে।

হয় বা না হয় ডাকার মত, ডাকতে থাক অবিরত,
যতই ডাকবে বাড়বে তত নাম রসের স্রোত,
নাম ধর্ম্ম নাম ব্রহ্ম, ব্রজে নেওয়া নামের কর্ম্ম,
জান্‌লে হরি নামের মর্ম্ম, আস্‌তে আর হয় না ভূতলে।

যাদের আছে সাধন সম্বল, স্বরূপ ধ্যানে তারা পাগল,
সাধন ভজন বিহীনের বল নামেব কেবল ;
পার যেমন তেমন ডাক, বাজে কথায় কেন থাক,
নামে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তঁরে যাবে অবহেলে।
পাপের কথা জানাও তারে, ভয় ক'র না ক্ষণতরে,
কর্ম্ম ফলা ফল সপে দাও, তারই একতারে ;
দয়াল দয়াল বৈলে যারা, ডাকে হয়ে আত্মহারা,
হলে ব্যাকুল এসে ত্বরা, শান্তকরে নিয়ে কোলে।
পাপ পুণ্য যার বিধি, তারে বিশ্বাস কর যদি,
হরি নাম মহৌষধি, হরে পাপ ব্যাধি ;
যুক্তি তর্ক পরি হরি, প্রাণ ভৈরে বল হরি,
পাপ পুণ্যের হারা হারি, ক'রনা কালাচাঁদ বলে।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

সাধন ঘর আর করবি কবে।
আজ না হয় কাল দুদিন পরে, আছে ঘর পরিয়া রবে।
করবি বলি রেখে দিলি, কল্লে এঘর হত কবে,
তখন করতে পারবি কি ঘর, যখন ঘড় ঘড় করবে কফে।
থাকতে বেলা কল্লি হেলা, গেল বেলা ভেবে ভেবে,
মনরে ভোলা যাওয়ার বেলা, পারের ভেলা বান্দতে হবে

ছিল আশা অল্প পয়সা, ব্যয়ে খাসা ঘর তুলিবে,
আর হল না আশার সুসার, অশার ভরে পয়সার লোভে।
ঘর না ক'রে কেমন ক'রে, কালের ঘরে কাল কটাবে,
কালাচাঁদ কয় কৈরনা ভয়, নাম কর পদে স্থান পাবে।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

প্রাণ আরাম মধুর হরি নাম,
প্রাণ ভ'রে লও প্রাণ রে আমার।
নিলে নাম লাগবে ভাল, আস্‌বে আলো নাশ্‌বে আন্ধা।
এনামে শান্তি খেলে, যায় পাষাণ হৃদয় গ'লে,
নাম সুধা পান করিলে, প্রাণের জ্বালা থাকে না আর।
এ নামের নাই তুলনা, নাম সত্য নাই ছলনা,
ঐ নাম যতই বল না, বাড়্‌বে ততই প্রেমের পসার।
হইয়া নামের ভিকারী, প্রাণ ভরি বল্‌রে হরি,
প্রাণে বল্‌ দিবেন হরি, প্রাণ হবে আনন্দের বাজার।

রাগিণী খট ভৈরবী।

তাল একতালা।

কি ভাবনা কর মন; (ব'সে)
বৃথা ভাবনায় ভাবনা বাড়ায়,
অকালে হারারে অমূল্য রতন।

যে ভাবনা বায়ু বহে নিরন্তরে,
নয় কি সে ভাবনা আত্ম সুখের তরে,
প্রেমানন্দ যার না থাকে অন্তরে,
সুখী করে তারে কে আছে এমন ।

কেহ সুখময় ভাবে এ সংসার,
কেউ বা মনে করে দুঃখের পসার,
কর্ম্ম সুখ যার, ফল আশা অসার,
কর্ম্ম অনুসার গমনাগমন ।

ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ভাব সুখ কর,
সুখের নয় বরং নরক নিকর,
এখন যেমন তেমন তখন ভয়ঙ্কর,
বান্ধবে দিবাকর নন্দনে যখন ।

ইহ পর কাল কাটবি যদি সুখে,
কয় কালাচাঁদ হরি বল মনে মুখে,
আজ ধর্‌লে কালে, বল্‌বি কা'ল কোন মুখে,
দেখনা সম্মুখে, দাড়ায়ে শমন ।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী ।

তাল মধ্যমান ।

দয়াল ব'লে ডা রে এক্‌বার, মূঢ় মন আমার ।
প্রাণের জ্বালা যাবে দূরে, আনন্দে রবে অনিবার ।

নামে অজ্ঞান আন্ধার নাশে, শান্তির বিমল আলো আসে,
নামের গুণে অনায়াসে, বিনাশে কলুষ বিকার।

দয়াময় নাম প্রেমে ভরা, বহে নামে প্রেমের ধারা,
নামে যারা মাতোয়ারা, জানে তারা মরম কি তার।

মোহ বশে পথ ভুইলে, যাও যদি কুপথে চ'লে,
ডাকলে দয়াল দয়াল ব'লে শান্তি পথে আনে আবার।

না চেলেও তাঁর কাছে, ধর বৈলে প্রেম যাচে,
এমন দয়াল আর কে আছে, পাপী বাঁচে নাম নিয়ে যার।

রাগিণী মুলতান।

তাল আড়াঠেকা।

চল শান্তি নিকেতনে, যদি শান্তির আশা থাকে ;
আর কত কাল অশান্তি ভোগ, করিবি ভোগ সুখে থেকে
সংসারীর শান্তির আশা, মরীচিকায় মৃগ তৃষা,
কর্ম্ম দোষে হারায় দিশা, পারের পথ দেখে না দে'খে।
কেউ নয় চিরজীবি ভবে, অবশ্য মরিতে হবে,
ভ্রান্ত মন কেন তবে, মুগ্ধ ক্ষণ সুখে দুঃখে।
সাঙ্গ হয়ে এল খেলা, হরি নামের বান্ধ ভেলা,
পাড়ী ধর থাকতে বেলা, কয় কালাচাঁদ তর্‌বে সুখে।

রাগিণী কালেংরা।

তাল যৎ।

হরি হরি করি বটে, হরির মর্ম্ম জানলেম কৈ,
হরি নামের ধূয়া ধ'রে পঞ্চভূতের বোঝা বৈ।

গুরু বল্লেন বল হরি, তাই বরি ঐ হরিনাম,
মনের গতি ফিরিলনা, পূরিলনা মনস্কাম,
ফুটিলনা জ্ঞানের আলো, কাটিলনা মনের কালো,
কাল পেয়ে কাল ঘিরে এল, কোথা হরি আমি বা কৈ

যার কাছে যাই বলে সবাই, কেটে ফেল মায়া পাশ,
তারাই পুনঃ হাতে পেলে, আটে গলে মায়া ফাঁস,
তরী নাই তরিতে বারি, সে অভাব কিসে নিবারি,
তরাও হে বিপদ বারি, বিপদ ভারী সম্মুখে ঐ।

আশা ছিল হরি নামে ছিন্ন ক'রে মায়া জাল,
পরকালে কুতুহলে, কাটাইব বাকি কাল,
মমতা জাল ছিরতে গিয়ে, জালে আরও জড়াইয়ে,
সুখ আশার বিনিময়ে, দুঃখের পসার বাড়ায়ে লই।

আর হল না আমা হতে, হরি সেবার কাজ এবার,
যা ইচ্ছা তাই কর প্রভু, দিয়েছি শ্রীপদে ভার,
কালাচাঁদ দুই কর যোগে, সবিনয়ে ভিক্ষা মাগে,
যেন ওই পদ যুগে, যুগে যুগে মজিয়া রই।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

হরি হরি বল্ এখনও ভুল বুঝিলি না,
আর কবে নাম করিবি বল।
না হইতে জিহ্বা জড়, বল্ হরি বল যত পার,
বল্ বুদ্ধি হারালে কার, হয় না কভু আশার সুফল।

হারালি কাল আজ কাল ক'রে, কাইল যদি কাল কেশে ধরে,
রাখ্‌বে তোরে কে সে ধ'রে, এমন বান্ধব কে আছে বল।
পথের খোঁজ খবর রাখ কি, কত এলে কত বাকি,
কবে যাবে জেনেছ কি, ঠিক আছে কি পথের সম্বল।

মনে কর কর্ম্ম সেরে, পার যদি ভজ্‌বি তারে,
এদিকে কাল কর্ম্ম সারে, পূণ্যের ঘরে শূণ্য কেবল।
জেনে আশার অসারত্ব, তব অসার আশায় মত্ত,
ভবে কালাচাঁদের মত, কে আর এত বদ্ধ পাগল।

রাগিনী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

তাল একতালা।

এখনও ভ্রম ঘুচিলনা ভোলামন,
যাওয়ার সময় হয়ে এল,
কোথা যাত্রার আয়োজন।

মায়া মোহ অহঙ্কারে, দেখ্‌লিনা আলো কয় কারে,
ডুবে রলি অন্ধকারে হ'য়ে অচেতন,
চোক্ ঢাকা বলদের মত নিয়ত পথ গমন,
কত এলে কত বাকী, রাখ কিসে নিরূপণ।

যায় যাওয়ার বেলা সারি, এখনও তুই ঘোর সংসারী,
দূরাশার সূত্র ধরি, কর কাল যাপন;
সুখ শয্যায় শুয়ে শুয়ে দেখিছ সুখ স্বপন,
হায় হায় ক'রে প্রাণ হারাবে এঘুম ভাঙ্গিবে যখন।

আত্ম সুখ অভিলাষে, মত্ত হয়ে ভোগ বিলাসে,
পরম ব্রহ্ম পরমেশে, পরেনা স্মরণ,
একবারও না মনে কর, এদেহ হবে পতন,
মনে হলে মরণ কথা, আন্ধার দেখ ত্রিভুবন।

যে চিন্তায় কুচিন্তা নাশে, শান্তির বিমল আলো আসে,
ভাব সেই পরমেশে, খু'লে প্রাণ মন,
আস্‌বেনা আর সন্নিকটে, অকালে কাল শমন,
কয় কালাচাঁদ ঘুচবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি নিকেতন।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

হরিবল্ হরিবল্ বৈলে, বাহু তুইলে নাচ দেখি ভাই;
মনের ময়লা মু'ছে যাবে, সুখ শান্তি পাবে সদাই।

দুর্ব্বলের বল্ বল্ হরিবল্, এ সুখ সম্বল কেন হারাই,
ভবনদী পাপ জলধি তর্বি যদি নাম নেওয়া চাই।

মিলে মিশে আয় হরিষে, হরি বলে ডাকি সবাই,
মনের বিকার ঘোর অন্ধকার, শমনের অধিকার এড়াই।

করবে দয়া আপনা হতে, যদি তারে দুঃখ জানাই,
বুড় ছাওয়াল, ধনী কাঙ্গাল, কুলীন বাঙ্গাল তার কাছে নাই।

পাপের অনল হচ্ছে প্রবল, হরি নাম জল দিয়ে নিবাই,
শান্তিপুরে আগুন ধরে জ্বলে পুড়ে হবেরে ছাই।

আয় সুসঙ্গে মনোরঙ্গে, নাম তরঙ্গে ভেসে বেড়াই,
কালাচাঁদ কয় রবে না ভয়, যদি অভয় পদে বিকাই।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল একতালা।

নাম নিলে যার পুলক বাড়ে,
ঝরে নয়ন জল ধারা।
আয় সকলে হরি ব'লে, তার প্রেমে হই মাতোয়োরা।
ব্যাকুল হয়ে প্রাণের টানে,
ভাব হরি আপন জ্ঞানে,
ধ্রুব যেমন ধ্রুব জ্ঞানে, হয়ে ছিল আত্ম হারা।
তৃণ হতে নীচ হয়ে, সমদম সাথে লয়ে,
মাটির সমান খাটী রয়ে, পায় তারে নাম করে যারা।

নামে রুচি জনমিলে, তারই ভাগ্যে হরি মিলে,
মনের ময়লা দূর না হলে, হরি কভু দেয় না ধরা।
হরি নাম সাধন ভজন, হইবে সফল তখন,
প্রাণ ভ'রে হেরিবে যখন, রূপের ছটা জগৎ ভরা।

রাগিণী মিশ্র বিভাস।

তাল ঝুলন।

প্রেম ভরে প্রাণ খুইলে,
বল হরি নৈলে হরি মিল্‌বেনা।
কাতর কণ্ঠে না ডাকিলে, মুখের কথায় চল্‌বেনা।
হওনা কেন আত্ম হারা, ঝরুক শত নয়ন ধারা,
গুরু দত্ত চাবী ছাড়া, ভক্তির তালা খুল্‌বে না।
নেওয়া বৈ দেওয়া শিখ্‌লিনে, কিছুই দিয়ে দেখ্‌লিনে,
দেওয়া নেওয়ার কিরণ বিনে, রসের বরফ গল্‌বে না।
দয়াল হরি ভক্তের কাছে, ধর বৈলে প্রেম যাচে,
হৃদি দোলায় ব'সে আছে, না দোলালে দুলবেনা।
সুনির্ম্মল আনন্দাকাশে, প্রেম চাঁদ যদি না হাসে,
রাসবিহারী হৃদি রাসে, ব্রজের খেলা খেল্‌বেনা।
কালাচাঁদ কয় সযতনে, রাখিয়া হৃদ কুঞ্জবনে,
ব্রজ রসের করণ বিনে, রসিকের মন টল্‌বেনা।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল যদ্।

হরি হরি বল রে মন, বৃথা দিন যায় রে।
গণার দিন ফুরায়ে এল, করবি কি উপায় রে।
যতই বল ততই ভাল, হবে সুখোদয় রে,
পাপানলে বিষয় জ্বালে, জ্বল্‌বে না হৃদয় রে।
কাল শমনে বাঁধবে যবে, হাতে গলে পায় রে,
বল্‌তে চাবি হরি হরি, করবি হায় হায় রে।
আর কত কাল, কাটাবি কাল, বৃথা ভাবনায় রে,
ভাবের বাদাম দিয়ে চল, হরি নামের নায় রে।
বাজে কথা পরি হরি, হরি নাম যে লয় রে,
হরি পদ রজে হরি, করে তারে লয় রে।
বন্ধুগণে হায় যে দিনে, দিবে শেষ বিদায় রে,
নাম বিনে আর সে দুর্দ্দিনে, পাবিনে সহায় রে।
নিবি নিবি করে ও নাম, নিলিনা হেলায় রে,
মরণ কালে বল্‌তে পাল্লে, ভাবেনা কালায় রে।

রাগিণী সুরট।

তাল যদ্।

বল্ হরি বল হরি বৈলে, প্রাণ হরিকে ডাক্‌বি যত,
দেহ মন পবিত্র হবে, নামে মিঠা লাগ্‌বে তত।

কে না জানে প্রেমের হাটে, প্রেমিক হরি প্রেম রস বাটে,
থাকেনা রস সকল ঘাটে, বয় যাতে আনন্দ স্রোত॥
শাক্ত, বৈষ্ণব সাধক আদি, সাকার কি নিরাকার বাদী,
এ রসের কেউ নয় বিরোধী, সকল মতের মনোমত।
উপহারে পূজার বিধি, আচার বিচার প্রতিবাদী,
থাকেনা আর বিচার ব্যাধি, কল্লে হরি নামের ব্রত॥
হরি নাম সার নাম মুলাধার, নাম জীবের পারের কর্ণধার,
নাম নিলে বহে প্রেমের ধার, হরি হয় তার অনুগত।
কালাচাঁদের কথা শুনে, প্রত্যয় যদি না হয় মনে,
নিয়ে দেখ ব্যাকুল প্রাণে বুঝবে নাম মহিমা কত॥

বাউল সুর।

তাল লোভা।

বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
হরি বল মন রসনা,
তোরা দুয়ে, ঐক্য হ'য়ে,
একবার হরি নাম করনা।

কেনইবা আসিলে ভবে,
কি করিতে কি করিলি, দেখলিনা ভেবে,
মত্ত হলি স্বার্থ লোভে, এ ভাবে এ দিন যাবে না।

ষষ্টি দণ্ড দিন রাত্র নির্ণয়,
একটি বারও হরি বলতে, মনে নাহি লয়,
সকল কাজে সময় কুলায়, ধর্ম্মের বেলায় অবসর পাওনা।
ভূতের বেগার খাটনা যখন,
নাম না ক'রে নাটক নবেল, তাস পাশাতে মন,
মানুষ হ'য়ে পশুর মতন, পরকালের ধার ধারেনা।
ভাল মন্দ জ্ঞান না আছে নয়,
পরেরে বুঝাতে পটু, নিজের বেলা নয়,
আত্ম বঞ্চক আর কারে কয়, নরকেও স্থান হবেনা।
কালাচাঁদের কথা রাখ মন,
বল হরি বল্ ব'লে ডাক, না ধরতে শমন,
ডঙ্কামেরে যাবে চলে, পাপে তাপে লাগ পাবেনা।

মিশ্র বাউল সুর।
তাল পোস্তা।

আনন্দে হরিগুণ গাও,
প্রাণ খুইলে মনোরঙ্গে।
মাতিয়ে মাতাও ধরা, দয়াল নাম প্রসঙ্গে।
কুকথা পরিহরি, নিয়ত বল হরি,
বিরাজে প্রেমের হরি, নামের সঙ্গে সঙ্গে।
দুস্তর ভব বারি, অনায়াসে যাবে তরি,
হরি নাম কৈরে তরী, ভাসাও প্রেম তরঙ্গে।

হরে রাম কৃষ্ণ হরে, বলিলে বিপদ হরে,
বিষাদে পায়না তারে, পুলক বাড়ে অঙ্গে।
হরি বল হরি বৈলে, যে'তে যাও দলে দলে,
কালাচাঁদ যেতে চেলে, নিয়ে যেও সঙ্গে।

রাগিণী ভাটিয়াল মিশ্র।

তাল লোফা।

হরি বল্ হরি বল্ বেলা গেল দেখরে চেয়ে নয়ন।
কেন ভবে এসেছিলি, একবার হরি না ভজিলি,
হেলা ক'রে হারাইলি রতন।
বৃথা মায়ামোহে ভু'লে একটি বারও হৃদয় খুলে,
দয়াল বৈলে ডাকিলিনা কখন ॥
দূর হলনা কুবাসনা, হবে কিসে উপাসনা,
বাসনা রসনা বাদী দুজন।
আমি অধম পদে পদে, অপরাধী তাঁর শ্রীপদে,
সেধে সেধে করে তবু যতন ॥
হরিভক্ত পদধুলি, নিতি যদি মাথে তুলি,
তবে দশা হ'তনা আর এমন।
কালাচাঁদ এই ভিক্ষা মাগে, পরিণামে যা হক ভাগ্যে,
নাম নিয়ে যেন হয় দেহ পতন!

বাউল সুর।

তাল লোফা।

হরি প্রীতে হরিবল মন।
নাম নিলে আনন্দ হবে, জুড়াবে তাপিত জীবন॥

হরিনাম সুধা কণা, পিয়ে যে জনা,
নিয়ত আনন্দ রতি লভে সে জনা,
হরি নাচে অন্তরে তার, হরিময় দেখে ভুবন।

হরিনাম অকাতরে যে লয় অন্তরে,
অনায়াসে হরি এসে ধরা দেয় তারে,
হৃদি বৃন্দাবন কুঞ্জে, নিত্য হয় যুগল মিলন।

হরি নামে রস কেমন, করতে আস্বাদন,
গোলোক পরিহরি হরির নৈদে আগমন,
মাতিয়ে মাতায়ে ধরা, বিলাইল নাম রতন।

শ্রীহরি কথামৃত, পান করবে যত,
আত্মপর ভেদাভেদ দূর হবে তত,
জীবে জীবে নিরখিবে, আত্মারূপী জনার্দ্দন।

নামের এমনি প্রভাব ঘুচে যায় অভাব,
কালাচাঁদ কয় খুলে হৃদয় খেলে মহাভাব,
ইহকালে সুখ শান্তি মিলে অন্তে মোক্ষ ধন।

বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

জানলিনা মন তারে; (সে কি)
অরূপী হরি ঠাকুর, বহুরূপী হতে পারে।
রূপের তার নাই ঠিকানা, যে রূপে যার সাধনা,
সে রূপে তার বাসনা, পুরায় সেরূপ ধরে,
সাকার সাধক দেখে রূপ, বাঞ্ছা অনুসারে,
রূপ দেখ্‌তে চায়না তারা, ভাবে যারা নিরাকারে।
যে ভাবে যেদিকে চাই, রূপের স্বরূপ দেখ্‌তে পাই
জগতে বান্ধা সবাই, তারই রূপের তারে,
ত্রিগুণে রূপের খেলা, চলছে ত্রিসংসারে,
ত্রিগুণের অতীত হলে, রূপ গুণের গৌরব হারে।
রূপে রূপে তার নিবাস, তাই ব'লে নাম শ্রীনিবাস,
রূপ ছাড়া স্বতঃ প্রকাশ, অরূপী কয় তারে,
সাধন ভেদে সগুণ নির্গুণ, একই গুণ ধরে,
রূপ গুণে হঠাৎ ভুলায়, নির্গুণে নির্লিপ্ত করে।
অন্তরের ভাব যার যেমন, তার কাছে হরি তেমন,
বিশ্বাসে মিলে সে ধন তর্কে বহু দূরে,
কালাচাঁদ বলে ভক্তি, হরি মূর্ত্তি ধরে,
ভক্ত তায় ইচ্ছামত, না চায় প্রেমডুরী ধ'রে।

———

মিশ্র বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

সরল হ'য়ে সোজা পথে যাও;
নিত্য ধাম নিবাসীর মত নিত্যানন্দ পেতে চাও।

মনের ময়লা দূর না হবে যার,
মন আয়নাতে রূপের ছবি, ফল্‌বেনারে তার,
মন মুকুরে দেখতে চাওরে মরমের ময়লা ঘুচাও।

মায়া মোহের থাক্‌লে আকর্ষণ,
জ্ঞান নয়নে পরে ছান্দা হয়না দরশন,
প্রেম বাজারের চশমা কিনে, ফল পাবে চোখে লাগাও।

রসময় রশিক রসরাজ,
শুষ্ক হৃদয় কুঞ্জবিনে, করেনা বিরাজ,
তার কৃপা বাসনা থাকে ছল চাতুরী ছেড়ে দাও।

সাধন ভজন কথায় কোথা হয়,
ত্যাগী হলে হরি মিলে কালাচাঁদে কয়,
আপন প্রীতে কাজ হবেনা, হরিপ্রীতে না বিকাও॥

প্রার্থনা।

রাগিণী রাগিণী।

তাল লোভা।

দয়াল হরি হওহে অনুকূল,
প্রাণ আকুল, প্রাণ আকুল,
কর্ম্মপাকে ঘোর বিপাকে পরে পাইনা কোন কুল॥
মনে লয় গৃহ ছাবি, হইব বনচারী,
সংসারি অনর্থেরই মূল,
বলতে পারি চলতে নারি, মায়া বেড়ি প্রতিকুল।
আসিয়া সংসার মাঝে, কুকাজে রলেম মজে,
হল যে আসল কাজে ভুল,
পাইনে দিশে বিষয় বিষে বড় হয়েছি ব্যাকুল।
হবে কি সাধন ভজন, আমি নিজে অভাজন,
নিয়ত ছয় জন প্রতিকুল,
কালাচাঁদ অকুলে ভেসে ফিরে দাওহে একবার কুল॥

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

কালাচাঁদে কর দয়া দয়াময়
ইচ্ছা হলে করতে পার তুমি হরি ইচ্ছাময়।

আমার ইচ্ছায় হত যদি, সুখী হতেম নিরবধি,
উলটাইতেম বিধির বিধি, করতেম যমকে পরাজয়,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, থাকত মম করতল,
আমার বাসনা মত, হত সৃষ্টি স্থিতি লয়।

আমি যত ভালবাসী, হত তারা স্বর্গবাসী,
মম বিপক্ষ বিদ্বেষী, যেত তারা যমালয়,
মাটির পু ল প্রাণ পাইত, মরাগাছে ফল ধরিত,
মেঘে সুধা বরষিত হইত ধরা স্বর্ণময়।

সর্ব্ব ঘ আ তুমি, যা কর ও তা করি আমি,
তুমি ছাড়া নই হে আমি, আমার ইচ্ছা কিছু নয়,
কিছু আমি চাইনা হে আর, দিয়েছি ও চরণে ভার,
পতিত পাবন নামে তোমার, কলঙ্ক যেন না রয়।

রাগিণী মুলতান।
তাল একতালা।

ভব কারাগারে রেখে অভাগারে,
দুঃখ দিবে কতকাল ; আর ত যাতনা,
সহেনা সহেনা, গৃহকারা হল কাল।

শান্তি সুখাস্বাদে, হয়েছি বঞ্চিত,
ভ্রান্তি মোহবশে, অশান্তি সঞ্চিত,
কাতরে করুণা কর হে কিঞ্চিত,
কাল বিপক্ষ সদা কাল।

কর্ম্ম পাশে বদ্ধ করে হাতে গলে,
বিষয় পাষাণ দিলে বক্ষে তুলে,
তাতে মায়াবেড়ি, এড়াতে না পারি,
দুরাশা কুহক জাল।

যে যাতনা ভুগিতেছি অনুদিন,
ইচ্ছা হয়না ভবে থাকি আর একদিন,
বৃথা গেল দিন হলনা সুদিন,
যায় বেড়ে দিন্ দিন্ পাপ জঞ্জাল।

স্থান দাও কালাচাঁদে চরণে তোমার,
তুমি বিনে ভবে কে আছে তাহার,
আছে যারা দারাসুত পরিবার,
টানে তারা ধরে মায়াজাল।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

তোমার করুণা লভিবার তরে,
তুষিব তোমারে কি আছে আমার।
যে দিকে তাকাই, তুমি ছাড়া নাই,
যত দেখ্‌তে পাই সকলই তোমার।

সে পথেই চলি যে পথে চালাও,
সে কথাই বলি যে কথা বলাও,
সে খেলাই খেলি যে খেলা খেলাও,
এনে খেলা দিয়ে ভুলাও বার বার।

পুতুল খেলা যেমন করে বাজীকরে,
ফিরে ঘুরে খেলায় ডুরী ধরে করে,
সেই মত খেলা খেলি তব করে,
ভাল মন্দ বিচার করে সাধ্য কার।

করুণা যাহার ঝরে নিশি দিবে,
কি আছে কাহার সে ধার সুধিবে,
কালাচাঁদ কয় যদি পণ করেছ দিবে,
দেহ মন দেহ পদে উপহার।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

এমন দিন কবে হবে, দয়াময় দয়া করিবে।
দয়া করে হাতে ধরে, অন্ধেরে পথ দেখাইবে,
অধম পতিত ব'লে টেনে কোলে তু'লে লবে।

শত্রু মিত্র দারা পুত্র দেখিব সব সমভাবে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ্ মাৎসর্য্য দূরে যাবে

হরিনাম গুণ শ্রবণ মাত্র, প্রেম পুলকে নয়ন ঝরবে,
হরিবল হরিবল বৈলে, হরি পদে প্রাণ মিশাবে।

কয় কালাচাঁদ ভাবনা কিবা, ডাক তারে নিশি দিবে,
ডাকার মত অবিরত ডাক্‌লে এসে ধরা দিবে।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

প্রভু কি হবে দীনের উপায়,
যে দিকে নেহারি, শূন্যময় হেরি, বিপদ আপদ প্লায় পায়॥

হেন শুভদিন কবে আর হবে,
নিয়ত অন্তরে, আনন্দ খেলিবে,
সম স্বরে সবে হরিগুণ গাবে, বাকি রবে না ধরায়;
কবে হব হরিভক্ত আজ্ঞাকারী, হরিনাম মাত্র ঝরবে নয়ন বারি,
জ্ঞান ধনুকে হরিভক্তি বাণ মারি, জই হব যম যাতনায়।

কবে প্রেমিক সনে বসে যোগাসনে,
বাসনা পূরাব প্রেম সম্ভাষণে,
ঐরূপ নেহারি আনন্দ নয়নে, ভক্তি পুষ্প দিব পায়;
কবে হবে মম বাসনার শেষ; সতত রসনা বলুরে হৃষিকেশ,
হৃদি বৃন্দাবনে রতন আসনে, দেখ্‌তে কি পাব তোমায়।

হবে কি হল না গত হল কাল,
আশা মাত্র রল করে আজ কাল,
হেলায় হেলায় কালাচাঁদের গেল কাল, অন্তিম কাল আগত প্রায়,
সম্মুখে দুস্তর অকুল পাথার, কেমনে পার হব জানিনা সাঁতার,
ওহে কর্ণধার কর হে উদ্ধার, জীর্ণ তরী ডুবে যায়।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

অধমের এই নিবেদন, রাখ পদে পতিত পাবন।
বিষয় জ্বালায় জ্বলিতেছি, বন পোড়া হরিণের মতন,
নাই স্বপক্ষ সব বিপক্ষ, রক্ষ হে শ্রীমধুসূদন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গে নাই প্রয়োজন,
চাই না মুক্তি পদ প্রাপ্তি, নাম নিয়ে যায় যেন জীবন।
দুঃখে থাকি তোমায় ডাকি, দুঃখের ভয় করি না এখন,
অন্তকালে দুঃখী বলে, ভুলনা হে দুঃখ নিবারণ,
যে ভাবে তোমায় যে ডাকে, কর তার বাঞ্ছা পূরণ,
কালাচাঁদের এ বাসনা, যুগল রূপ করে দরশন।

রাগিণী কালেংড়া।

তাল চিমা তেতালা।

দ। কর ধরি চরণে, (দয়াময়)
রেখনা রেখনা বেঁধে অসার সংসার বন্ধনে।

সে শুভ দিন কবে হবে বল হে আমায়,
নিত্য চিদানন্দ রূপে হেরিব তোমায়,
অনিত্য এ ভবের খেলা জ্ঞান হবে কত দিনে।

বিষয় বাসনা মদে মত্ত অনিবার,
ভক্তি ভরে হৃদয় ভ'রে ডাক্‌লেম না একবার,
নিয়ত কুপথে মতি, কি গতি হবে নিদানে।

ভব নদীর তুফান দেখে আতঙ্কে প্রাণ যায়,
পাপে ভারী জীর্ণ তরী, ডুবু ডুবু প্রায়,
তরিতে নাই অন্য উপায়, স্থান দিও পায় দীন জনে।

সংসারের সুখাস্বাদ, বুঝেছি সকল,
অমৃত বলিয়ে সুধু, খেতেছি গরল,
কালাচাঁদ হলনা সরল, অসার আশার প্রলোভনে।

রাগিণী জংলাট।

তাল খয়রা।

কোথা জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন,
করি নিবেদন চরণে।
অন্তিম সময়, ওহে দয়াময়,
ক'রনা বঞ্চনা দরশন দানে।

বড় সাধ ছিল ঐরূপ দেখিতে,
মায়া মোহে অন্ধ না দেখি আঁখিতে,
ইহকাল গেল দেখিতে দেখিতে,
পরকালে দেখা দিও আপন হ'তে,
যে দিকে নেহারি, শূন্যময় হেরি,
রাখপদে হরি, মরিহে পরাণে।

ব'লে এসে ছিনু, ভবে জনমিয়া,
ভজিব তোমারে দারা সুত নিয়া,
মমতার জালে আবদ্ধ হইয়া,
দারা সুতে মন সে কথা ভুলিয়া ;
করমে আমার হলনা এবার,
দুঃখ অনিবার জীবনে মরণে।

কিনামে ডাকিব নামের অন্ত নাই,
কিরূপ ভজিব স্বরূপ না পাই,
পথ ভু'লে রয়েছি কোন পথে বা যাই,
মরম বেদনা কারেবা বুঝাই,
পদে নাই ভকতি, নামে রতিমতি,
কালা চাঁদের গতি কিহবে নিদানে।

রাগিণী বিভাস।
তাল ঝাঁপ।

রক্ষমে ভূভার হারী, ভক্ত হৃদি রঞ্জন,
ভাবিলে ভাবনা হর, ভবভয় ভার ভঞ্জন।

অসীম অনন্ত আদি, অক্ষয় অব্যয় ধন,
অসুখ অশান্তি বারী অপার আনন্দ বর্দ্ধন,
আছিহে আমোদে ভু'লে, অসার আশার ছলে,
আতঙ্কে ভাসি অকুলে, আমি অতি অভাজন।

শয়নে স্বপনে সদা করি সুখ অভিলাষ,
সজ্জন সঙ্গতি ছেড়ে, কুসঙ্গে সতত বাস,
শমন আসে নাই সে দিশে, শশব্যস্ত বিষয় বিষে,
কিসে ত্রাণ পাব শেষে, ত্রাহিমাং মধুসূদন।

দিবা নিশি দুঃখ দাহে দহে দেহ প্রাণ মন,
দয়া করি এ দুর্দ্দিনে দাওহে দীনে দরশন,
দর্পহারী দীন দয়াল, কর দয়া দেখে দাওয়াল,
দে'খ যেন দেয়না দুঃখ দিনমণি নন্দন।

কে আছে কার কাছে কব, কে করিবে সুবিধান,
করহে কমলাকান্ত কাল করে পরিত্রাণ,
কুকার্য্যে কুপথে গতি, কামিনী কাঞ্চনে রতি,
কালাচাঁদ কাতর অতি, কর কৃপা কণাদান।

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

কি গতি হবে আমার; (হরিহে)
সবই গেল গেল, কাল ঘিরে এল,
আশা মাত্র রল, হলনা সুসার।

পারের ঘাটে ঠেকা ভাবি তাই কি করি,
কেমনে পার হব নাহি পারের কড়ি,
কর্ম্ম দোষে কথা মানেনা কাণ্ডারী,
কি উপায়ে তরি না জানি সাঁতার।

একবার যদি বিভু হরিগুণ গাই,
শতবার ভাবি কি যেন হারাই,
পাপের বোঝা বয়ে এত যে বেড়াই,
তাতে মাত্র নাই মানস বিকার।

চৈতন্য থাকিতে হলনা চৈতন্য,
না ভজিনু একবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য,
বিষয় মদ পানে সদা অচৈতন্য,
প্রেম শূন্য প্রাণে পাপের প্রসার।

যা হবার হয়েছে ভাবিলে কি ফল,
যে কয়েক দিন বাকি ঠিক্ হয়ে মন চল্,
কয় কালাচাঁদ হরি নাম কর সম্বল
পুনঃ জনম ভবে হবেনারে আর।

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

হরি আর কত দিন, হরিবে দুর্দ্দিন,
এ দীনের কি সুদিন হবেনা,
আপন করমে মরিছে মরমে, দেখা কি চরমে দিবেনা।

তুমিহে অনন্ত দয়ার আধার,
পতিত তাড়ণ ভবকর্ণ ধার,
পতিতেরে যদি না কর উদ্ধার, পতিত পাবন কেউত বল্‌বেনা।

বন্ধুহীন দেশে করিয়া বসতি,
অনুরাগ হীন্ কামরাগে রতি,
বাড়ে নিতি নিতি পাপ তাপ সন্ততি, তারাত সঙ্গতি ছাড়েনা।

বহেনা বিশ্বাস মলয় বাতাস,
ভ্রান্তি রবিতাপ কিসে হবে নাশ,
শান্তি নাই পরাণে সদা হাহুতাস, কঠিন অষ্টপাশ কাটেনা।

প্রেমের আধারে ভাবের মূরতি,
রূপে রূপে পরমাত্মারূপে স্থিতি,
চিনিবে কিরূপে কালাচাঁদ অকৃতি,
জীবন্ত মূরতি মানেনা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।
তাল আড়া ঠেকা।

গতি কি হবে, (হরিহে)
দিনমণি স্থতে যে দিন, পেয়ে দিন বান্ধিয়ে নিবে।
যারা যত ভাল বাসে, রবেনা কেউ আশে পাশে,
দেহ পুড়ে অনায়াসে, যে যার বাসে চলে যাবে।

আছি এথায় যাব যথায়, বন্ধু বান্ধব কেউ নাই তথায়,
ব্যথার ব্যথিত পাব কোথায়, বল্লে কথায় কে জব দিবে।
পরিয়া সংসার আবর্ত্তে, দিশা হারা ঘুরতে ঘুরতে,
এ জীবনের শেষ মূহুর্ত্তে, হল কৈ আর হবে কবে।
গতি মতি তুমি হরি, যা কর ইচ্ছা তোমারই,
তরাও তরি মার মরি, কালাচাঁদের কেউ নাই ভবে।

রাগিণী মনোহর সই।

তাল কাওলী।

কোথা হে অনাথের নাথ, কাঙ্গালের ধন দয়াল হরি।
নিদান কালে হৃদয় খু'লে হরি ব'লে প্রাণ পরিহরি॥

হায় কি করিনু এতদিন, ডাকিলেমনা
তোমায় একদিন, হ'য়ে ভক্তাধীন;
কি গতি হবে শেষের দিন, কে তরাবে ভব বারি।

এমন বান্ধব নাই ভূতলে, আমার হয়ে,
পরকালে, দুকথা বলে;
সব খুয়ালেম কু-খেয়ালে, আমার আমার আমার করি।

দয়াল তুমি সবে জানে, না চাহিলে,
পাব কেনে, চাব কোন্ গুণে;
দয়া কর নিজ গুণে, তবে তোমায় পেতে পারি।

এই ক'র নাথ রাখি ব'লে, যখন বাস্তে,
চাবে কালে, প্রণান্ত কালে ;
ব'ল তারে বেঙ্কনারে, কালাচাঁদ নামের ভিকারী ॥

রাগিণী ঝিঝিট।
তাল কাওলী।

ওহে দয়াময় অধম জে'নে কর করুণা।
নির্দ্দয় হইওনা।

দীনে দয়া কর ব'লে, দীনবন্ধু সবে বলে,
তবে কেন অধম বৈলে মনে পড়েনা।

তোমার মত নাই পাপী তরাতে,
আমার মত অপরাধী মিলেনা এ ধরাতে,
দয়া গুণ পরখীতে, কেউ যোগ্য নয় আমা হ'তে,
হেন নরাধম জগতে খুইজে পাবেনা।

মনে করি যদি হরি কথা কৈ,
বাজে কাজে ভু'লে পরি, বল্‌তে হরি পারি কৈ,
বঞ্চিত হয়ে হরি নামে হয় কি জানি পরিণামে ;
হরি ভক্তি শূন্য প্রাণে যম যাতনা।

এ যাতনা পেতে হবে কতদিন,
যারে ভাবি গেল কৈ আর, গত হল অনেক দিন,
জ্ঞান হয় কেন আসে সে দিন, বাঁধবে পাশে শমন যেদিন,
কালাচাঁদের আর সুদিন বুঝি হল না।

রাগিণী মনোহর সই।
তাল একতালা।

এবার তরাও হরি ধরি পদে, পরেছি বিপদে,
তুমি বিনে কেহ নাই, রাখে বিপদে।

আমার বলি যাদের বড়াই, করি দিব রাত্রি,
কেউ হবেনা সাথের সাথী, (জন্মের মত বিদায় কালে)
একা এলেম ভবে একা যেতে হবে,
বঞ্চিত হয়ে সুখ সম্পদে।

কাল শমনে কাণে কাণে বলে যেন ধীরে,
ব'সে ব'সে ভাব কিরে, (সময় যে ফুরায়ে এল)
দেখ নয়ন মেলে কি ছিলে কি হলে,
কেন র'লে আঁখি মুদে।

কি করিব ব'লে এসে, শেষে কি করিলেম,
কেন ভবে এসেছিলেম, (পাপের পসার বাড়াইতে)
আসা যাওয়া সার, হইল আমার,
পরের কান্না কেঁদে কেঁদে।

যার কাছে কৈ দুঃখের কথা সে আমারে দোষে,
দুদক্ গেল কর্ম্মদোষে, (কি করিব কোথা যাব)
মরি হায় হায়, বিপদ পায় পায়,
ঠেলনা পায় কালাচাঁদে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল খয়রা।

কোথা দয়াময় হইয়া সদয়,
দীন হীনে দয়া করহে একবার॥
করি কি উপায়, বিপদ পায় পায়,
ঠেল নাহে পায় মিনতি আমার।

জানিনা সাধন ভজন করে বলে,
জানিনা স্তব স্তুতি তুষিব কি বলে
হেন সাধ্য নাই নয়নের জলে,
পূজি ভক্তি ফুলে চরণ তোমার॥

মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে অবনীতে,
ভূতের বেগার খাটী পারিনা নাম নিতে,
কিরূপে তোমারে পারিব জানিতে
ভাই বন্ধু বলিতে বিরোধী এবার।

ম'লে আত্ম বন্ধু থাকেনা কেউ সঙ্গে,
মনে হলে প্রাণ শিহরে আতঙ্কে,

পাড়ী দিতে হবে শমন তরঙ্গে,
নাহি পাই তরী না জানি সাঁতার ।

দীনবন্ধু ব'লে সুনাম তোমারি,
কালাচাঁদ হ'তে জানা যাবে হরি,
কলঙ্ক রটিবে ডুবে যদি মরি,
দয়াল ব'লে তোমায় বলবেনা কেউ আর ॥

রাগিণী পীলু ।

তাল যত্ ।

এই ভিক্ষা দাও হে নাথ, তোমায় যেন ভালবাসী,
তব নামে তব প্রেমে, প্রাণ যেন হয় উদাসী ॥

নামে নাচি নামে গাই, নামে কান্দি নামে হাসি,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে, আনন্দ সাগরে ভাসি ।

ডুবাইয়া দাওহে ধরা প্রেম অমৃত বরষি,
শত্রু মিত্র দারা পুত্র, পাপ তাপ যাক্ ভাসি ।

কামিনী কাঞ্চনে মতি, দেইনা যেন গলে ফাঁসি,
প্রেম ভিকারী হয়ে থাকি, যত বার এভবে আসি ।

নামে প্রেম অশ্রু ঝরে, কালাচাঁদ এ অভিলাষ,
হরি বল্‌তে বল্‌তে অন্তে, হরি পদরজে মিশি ।

রাগিণী ঝিঝিট।
তাল একতালা।

জানিনা কি গুণে করহে করুণা,
অনাথ পতিত নির্গুণে।
পাপে জড়িভূত, তবু কেন নাথ,
পালিছ হে এত যতনে।

অবিরত রত থাক পরহিতে,
যে কিছু দরকার পাই না চাহিতে,
তবু পোড়া প্রাণ প্রীতি পুষ্প দিতে,
চাহেনা ও চারু চরণে।

কুসঙ্গে কুপথে করিয়া ভ্রমণ,
পাপে তাপে কলুষিত প্রাণ মন,
হলনা হলনা ইন্দ্রিয় দমন,
তব প্রেম লভি কেমনে।

মহিমা তোমার অপার অনন্ত,
বুঝিব কিরূপে আমি পথভ্রান্ত,
প্রেম বারি দানে করহে শান্ত,
ক্লান্ত পিপাসু পরাণে।

এই কৃপা কর ওহে কৃপানিধি,
ঘু'চে যাক পাপীর পাপ আধ ব্যাধি,
প্রেমানন্দ নীরে ভাসে যেন হৃদি,
দয়াল নাম স্মরণ কীর্ত্তনে।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।

তাল মধ্যমান।

কি বলিয়ে সুধাব তোমায় দয়াময়,
জ্ঞান গুণাতীত তুমি ত্রিতাপ হারী ত্রিগুণময়।
আকাশ পাতাল ধরা, রবি শশি গ্রহ তারা,
তোমা হতে সবই তারা তুমি ছাড়া তারা কেউ নয়।
কভু পাল মাতা সেঁজে, কভু রত পিতার কাজে,
কখন বা ভাই বন্ধু সাজে, দিতেছ দয়ার পরিচয়।
আমার আমার করি আমি, আমি বা কার কেবা আমি,
আমার আমিত্ব তুমি, তোমাতেই আমারই লয়।
তুমি বড় দয়াল জেনে, ডাকি প্রভু কাতর প্রাণে,
তোষ প্রেম বারি দানে, কালাচাঁদের তাপিত হৃদয়।

রাগিণী খট ভৈরবী।

তাল খয়রা।

করুণা করহে কাতরে, (হরি হে)
না দেখি উপায়, বিপদ পায় পায়,
রাখ যুগল পায়, পতিত পামরে।
মরম বেদনা কি জানাব আমি,
সকলইত জান তুমি অন্তর্য্যামী,
নিজ কর্ম্ম দোষে হই অধোগামী,
(কারে দোষ দিব, নিজ দোষে দোষী)

ব্যথার ব্যথিত, তুমি ব্যতীত,
কে আছে কার কাছে দাঁড়াব,
আত্ম বন্ধু যারা, স্বার্থপর তারা,
সবে আত্মহারা অত্মসুখের তরে।

মায়া মোহ বিষে ধরেছে বিকার,
ক্ষণে সুখে হাসি ক্ষণে হাহাকার,
কার জন্য হাসি কান্দি কেবা কাব,
(কিসের হাসি কান্না, ভূতের বোঝা নিয়ে)

প্রাণ যাদের তরে, ব্যস্ত নিরন্তরে,
চরমে তার কেউ কার না;
ভাই বন্ধু জ্ঞাতি, কেউ নয় সাথের সাথী,
পরমায়ু বাতি না জ্বলিলে ঘরে।

কোথা ছিলেম আগে, এলেম কোথা হতে,
এলেম কেন পুনঃ যাব বা কোন পথে,
কি খেলা খেলাই কি খেলা খেলাতে,
(একবার মনে কি হয়, পরিণামের খেলা)

এত কষ্ট পাই তবুত জ্ঞান নাই,
সখের খেলা শান্তি সুখের নয়,
কর শান্তি দান, ওহে ভগবান
যেন যায় পরাণ হরি হরি ক'রে।

মরিতে এসেছি অঙ্গীকার করি,
হইবে মরিতে আজ মরি কাল মরি,
মরণের তরে দুঃখ নয় আমারি,
(দুঃখ রল মনে দেখা হলনাহে)
দুরন্ত শমন বান্ধিবে যখন,
সে বাঁধন ঘুচাব কেমনে,
ডাকি বার বার তারহে এবার,
কালাচাঁদের ভার তোমার উপরে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল খয়রা।

বিপদ ভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন,
বিপদ কালে কোথা রহলে শ্রীহরি।
আমি প্রতি পদে পদে, বিপন্ন বিপদে,
স্থান দাও অভয় পদে, ওহে বিপদ হারী।

বিপদে প্রহ্লাদে, হেলে তড়াইলে,
দিনে আন্ধার করি, পাণ্ডবে রাখিলে,
সুধন্যাকে বাচাইলে তপ্ত তৈলে,
আমি তাপিত বৈলে, দয়ার অধিকারী।

মনে করি যারা বিপদে সহায়,
তারাই বিপদের পথে নিয়ে যায়,
ভ্রান্তি মোহ জ্বালে, বুঝা নাহি যায়,
কি জঞ্জাল জালে জড়াইয়ে মরি।

দুঃখ দৈন্য পুত্র নিয়ে বারমাস,
চিন্তানারী সুখে করে হৃদে বাস,
মায়া কুহকিনী দিয়ে অষ্টপাশ,
রে'খেছে বান্দিয়ে লড়িতে না পারি।

দয়া ক'রে প্রভু একবার ফিরে চাও,
এ দীনের দুর্ম্মতি দুর্গতি ঘুচাও,
দীনবন্ধু নামের মহিমা দেখাও,
মৃত্যুকালে যেন ঐরূপ নেহারি।

রাগিণী মনোহর সই।
তাল একতালা।

কোথা রলে দয়াল হরি, বিনোদ বিহারী,
অজ্ঞান অন্ধকূপে পড়ে, তোমার ঐরূপ দেখ্‌তে নারি।

কত ভাল বে'সে মোরে, পাল যতন করি,
আমি অবোধ বুঝতে নারি, (পরের তরে প্রাণ সপিয়ে)
তুমি বিনে আর, নাই কেহ আমার, দুনিবার দুঃখ হারী।

ভোগ বাঞ্ছা ঘুচাইতে পাঠাইলে ভবে,
ভোগ সুখে আছি ডু'বে, (মহামায়ার মোহনীরে)
কলুষ কুম্ভীরে, গ্রাসিতেছে ধীরে, তবু আমোদ মনে করি।

কাজ না বুঝে চোখে ঠুলী, দিলেম আপন হাতে,
ঘুরে বেড়াই পথে পথে (চোক্ বান্ধা বলদের মত)
দয়া করে যদি, ধরা দাও হে বিধি, তবে তোমায় ধর্‌তে পারি।

আসবার বেলা এলেম ভাল, নিয়ে দেহ তরী,
যাওয়ার বেলা কিসে তরি, (এ তরীর শেষ হয়ে যাবে)
চরণ তরী দিয়া, নিও তরাইয়া, নিরয় বারিধি বারি।

তুমি থাক পিছে পিছে, আমি ভাবি দূরে,
কাজ হল না কর্ম্ম ফেরে, (বৃথা কাজে কাল ফুরাল)
পরের মায়া ফাঁদে, পরে কালাচাঁদে, তোমার পানে চায় না ফিরি।

রাগিণী আলীয়া।

তাল যদ্।

কেন এত দয়া তব, দীন জনে দয়াময়,
আমি ত নই দয়ার যোগ্য অকৃতজ্ঞ দুরাশয়।

মম সুখ শান্তি তরে, ব্যস্ত থাক নিরন্তরে,
না চাহিতে অকাতরে, দাও যোগায়ে সমুদয়।

সদা থাক সাথে সাথে, দাও বাধা কুপথে যেতে,
মন পাজী নয় রাজী তাতে, কুসঙ্গে কুপথে রয়।

অবিরত পদে পদে, অপরাধী তব পদে,
তবু কেন হে বিপদে, রাখ দিয়া পদাশ্রয়।

নিজ কর্ম্ম দোষে দুষী, না বুঝে তোমারে দোষী,
তবু তুমি ভালবাসী, কোলে কর অসময়।

তোমার মহিমা জেনে, ডাকি প্রভু কাতর প্রাণে,
তোষ প্রেম ভক্তি দানে, বিনয়ে কালাচাঁদ কয়।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল আদ্ধা।

কি দিয়া পূজিব তোমায়, দয়াময়,
তব ভোগ্য সেবার যোগ্য, খুইজে মিলে না ধরায়।

কোন্ গুণে তোমারে পাব, জানি না সাধন ভজন,
নিয়ত কুপথে মতি, আমি অতি অভাজন,
হৃদয় মরু সমতুল, ফুটে না ভকতি ফুল,
নয়নে নাই প্রেম জল ধোয়াব পাও স্বইচ্ছায়।

গঙ্গা বারি পাপ বারী, জন্ম তারই তব পায়,
সেই জলে স্নান করালে, প্রাণে কি আর শান্তি পায়,
তব নব প্রেমে গলে, কুসুম হাসে প্রাণ খুলে,
সে ফুল তুলে পূজায় দিলে, পূজার ফল্ কি হবে তায়।

ঘুচিল না মনের ভ্রান্তি, পূজা কিসে হবে আর,
অনিত্য ভাবিয়া নিত্য, করি নিত্য সেবা তার,
আসল কাজে ধরেছে ভুল, কিসে পাব অকুলে কূল,
হারাইলেম একুল ওকুল, ঠেকে মায়া মোহ দায়।

মানসিক উপচারে পূজিলে হয় পূজা করা,
কালাচাঁদের হল না তা, মানষ কলুষে ভরা,
নাই বুদ্ধি আত্ম শুদ্ধি, কিসে হবে সাধন সিদ্ধি,
তুমি দয়া কর যদি, তবে দীনের দুঃখ যায়।

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

না চাহিতে নাথ দিয়েছ যে কত,
চেয়ে লব আছে কি,
নিঃস্বার্থ করুণা, এমন আর কারও না,
মানব ধারণা ধরে কি।

জীব হিতকর যত প্রয়োজন,
যাতে সুখে থাকে ত্রিভুবন জন,
রেখেছ সকলই, করে আয়োজন,
আমি অভাজন বুঝি কি।

অদেয় তোমার কি আছে জানি না,
দিয়েছ সকলি দেখিয়া দেখি না,
লব কি খুজিয়া বুঝিয়া বুঝি না,
ঘটে ভাল মন্দ কিসে কি।

রয়েছি পড়িয়া অজ্ঞান অন্ধকূপে,
রূপ রাশি তব নিরখি কিরূপে,
দয়া করে প্রভু পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে,
দাও দেখা রূপ নিরখি।
জীবের অভাব নাশিবার তরে,
ব্যতিব্যস্ত তুমি থাক নিরন্তরে,
দয়া যদি প্রভু না কর কাতরে,
কালাচাঁদে তরে সাধ্য কি।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

কবে আর দেখা দিবে হে আমায়,
এ পোড়া আখিতে, পেল না দেখিতে,
দেখিতে দেখিতে দেখার দিন যায়।

এ সময় দেখা দিলে দয়া ক'রে,
নিরখিতেম ঐরূপ দুনয়ন ভ'রে,
আখি না দেখিলে আর দুদিন পরে,
বল দেখি ঐরূপ কে দেখিবে হায়।

নিতি নিতি দেখা দাও হে কত রূপে,
অজ্ঞানান্ধ আমি চিনিব কি রূপে,
আন্ধার হৃদি আলো কর কাল রূপে,
ভুলালে যে রূপে ব্রজ গোপীকায়।

বড় সাধ মম ছিল হে অন্তরে,
দেখা পেলে বলে ক'য়ে চরণ ধ'রে,
হৃদয় মন্দীরে বসায়ে আদরে,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিতেম রাঙ্গা পায়।

ব'লে ছিলে ভবে দেখা দিবে ব'লে,
দেখিতে বাসনা করি হে তাই ব'লে,
কালাচাঁদ বলে কালরূপী হইলে,
এ দেখার ফল কি আর পাব সে দেখায়

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।
তাল যদ্।

নিজ গুণে দীন হীনে কর দয়া দয়াময়,
নাম সুধা পানে সদা, মত্ত মন ম'জে রয়।

জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, তব নাম নিলে বদনে,
মৃত্যু কালে থাকে না আর কালের ভয়,
নাম গুণে অজামীনে, কল্প কাল শমনে জয়।

তুমি হরি নামরূপী, সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী,
আমি পাপী কি জানিব পরিচয়,
নাম নিলে পাষাণ গলে, গলে না মম হৃদয়।
জীবে করুণা বিতরি, যুগে যুগে অবতরি,
দেখাইলে ভক্তি মুক্তির অভিনয়,
তুমি প্রভু যেমন দয়াল, এমন দয়াল কেহ নয়।
আপন নাম তরণী ক'রে, মহাপাপী রত্নাকরে,
পার করিলে কেনা জানে ধর্ম্মময়,
নাই সে তরী কিসে তরি, চরণ তরী পেলে হয়।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে, জগাই মাধাই দুই ভ্রাতারে,
দিয়েছিলে দয়া করে পদাশ্রয়,
তেম্নি আমায় দয়া ক'রে দাও হে দয়ার পরিচয়।
ওহে অগতির গতি, কিসে হবে আমার গতি,
জান তুমি আমি অতি দুরাশয়,
দয়াল বড় যা হয় কর, কাতরে কালাচাঁদ কয়।

রাগিণী ঝিঝিট।
তাল যদ্।

দয়া কর দয়াময়ী রাজনন্দিনী রাধে,
শ্রীকৃষ্ণ পদ সেবা সম্পদ দিতে পার অবাধে।

কৃষ্ণচন্দ্র কাল, তুমি সেই চাঁদের আলো,
গোলোকের ধন ধরায় এল, তব চরণ প্রসাদে।
হরি প্রেমের কমল, কমলিনী রাই পরিমল,
তব কৃপা ভক্তের সম্বল, হরি পদ সম্পাদে।
ব্রজলীলামৃত, তোমারই পদ নিস্মৃত,
পান করিলে কণামাত্র, প্রাণ গলে যায় আহ্লাদে।
ধন্য ধন্য প্যারী, ভগবান যার প্রেম ভিকারী,
কর সেবার কিঙ্করী, ভিক্ষা চায় কালাচাঁদে।

রাগিণী বিহঙ্গমা।

তাল জলদ তেতালা।

দয়া কর রাধারাণী,
পতিতের একমাত্র সম্বল,
সুকোমল চরণ দুখানি।
কাতরে করি গো মিনতি,
বিতর ব্রজের প্রেম আনন্দ রতি,
আমি অতি হীন মতি, তব মহিমা কি জানি।
তোমার মর্ম্ম জানে না ব'লে,
ভ্রান্তি বশে আয়ান ঘোষের ঘরিণী বলে,
তুমি বৃন্দাবন চন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি রূপিণী।

তব দয়া ভিকারী যারা,
নিত্যানন্দ সুধা পানে মজে রয় তারা,
পুলকে গোলোকে যেয়ে, পায় শ্যাম সম্পদ পরশমণি।
এ বাসনা সতত মনে,
ব্রজ গোপী সৌভাগ্য সুখ হেরি নয়নে,
নিত্য সেবানন্দ নীরে, ভাসি যেন দিন রজনী।
কালাচাঁদ কয় এই ভিক্ষা চাই,
যুগল সেবার অধিকারীর ভাব দেহ নি পাই,
মঞ্জুরীর অনুজ্ঞা লয়ে, যুগল পদে থাকি ঋণী।

মিশ্র বাউল সুর ॥
তাল লোভা।

কেন দয়া কর দয়াময়,
অকৃতি অধম আমি, দয়া লাভের যোগ্য নয়।
তব জানিনা কি নাম, কোথা থাক কোথা ধাম,
সাকার কি নিরাকার তব রূপের পরিণাম,
এ জীবনে তোমার সনে নাহি আলাপ পরিচয়॥
আমি অতি দুরাচার, স্বরূপ জানিনা তোমার,
বিষয় মদে রলেম ম'জে কি গতি আমার,
চাইনা তোমার দয়া তবু, দাওহে দীনে পদাশ্রয়॥

তুমি জগৎ সাজায়ে, মায়ায় জীবকে মজায়ে,
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ দাওহে বুঝায়ে,
হ'য়ে ভ্রান্ত হে শ্রীকান্ত, চিনে চিনিনা তোমায়।
তব এত করুণা একবার মনে করিনা,
আমি কর্ম্মকর্ত্তা বলে হৃদে ধারণা,
ভাল বেলায় করি আমি, বিধির ইচ্ছায় মন্দ হয়।
যত পাপী পুণ্যবান মুর্খ কি বিদ্বান,
তোমার করুণা সবে লভে এক সমান,
কালচাঁদ তাই মন বেন্দেছে, যা কর হে মনে লয়।

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

ব্রজের ভাবে আর কবে দেখা দিবে বলনা,
দেখার দিন ফুরায়ে এল দেখাত হলনা।
আগের মতন নাসা শ্রবণ, কর চরণ ধার ধারে না।
দুদিন পরে হয়ত আঁখি, রূপ নিরখিবে না।
ইন্দ্রিয় শিথিল হবে, আঁখি যবে দেখবেনা,
দেখা তখন দিলে হরি, এ দেখার সুখ হবেনা।
যেরূপ মনমোহন সাজে, মজালে ব্রজাঙ্গনা,
তেমন সাজে হৃদি মাঝে, দেখিতে বাসনা।

হরি তুমি আত্মারূপী, হয়না সেরূপ ধারণা,
দেখা দিয়া যুগল রূপে, হৃদি আলো করনা।
কয় কালাচাঁদ জ্যোতির্ম্ময় রূপ, যুগল রূপের জ্যোৎস্না,
ঐরূপ যার অন্তরে খেলে, তারই ধন্য সাধনা।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

পার কর ভব কাণ্ডারী।
ঠেকে রলেম পারের ঘাটে, পার হইতে নাহি পারি।
কড়ি দিতে পারে যারা পার হয় তারা তাড়াতাড়ি,
দেওয়ার যোগ্য নাই শকতি, আমি অতি দীন ভিকারী।
কড়ির জন্য ঘাটের মাঝি করে বড় কড়াকড়ি,
কি করি কোথা পাই কড়ি নাই তবিলে কড়াকড়ি।
অপরাধী বলে যদি দণ্ডবিধি কর জারী
নাই ভয় তাতে যাতায়াতে দুষীর খরচ সব সরকারী।
এপাড়ে আসিবার বেলা দিয়া যদি থাকি কড়ি,
যাওয়ার বেলা দিতে রাজী আগে কুলায়ে দাও পাড়ী।
অকুল পাথার যায়না সাতার, তাতে আশার তুফান ভারী,
কালাচাঁদ কয় কেনরে ভয়, কর অভয় চরণ তরী।

রাগিনী ঝিঁঝিট।

তাল একতালা।

মনের মতন ক'রে, লওহে আমারে,
মন যেন মজে থাকে তুয়া পায়,
চরণ কমলে অপরাধী ব'লে
ক'রনা কাঙ্গালে, বঞ্চিত কৃপায়।

আনন্দ ডালায় প্রেম ফুল তুইলে,
ভক্তি সূতে গাঁথি মালা দিব গলে,
ধোয়ায়ে চরণ নয়নের জলে,
হৃদ্ কমলে বাসা দিতে প্রাণে চায়।

দীনের ক্ষুদ্র দান ফিরায়ে দিওনা,
দিও স্থান পদে. ঠেলে ফেলিওনা,
ইচ্ছা যদি না হয় ভালবাসিওনা,
আমি যেন ভালবাসী হে তোমায়।

মরম বেদনা জানাইব কাকে,
কেউত বুঝেনা আছি কিবা সুখে,
তোমার আপন ক'রে ভুল হে আমাকে,
যেন কর্ম্ম পাকে ভুলিনা তোমায়।

থাক ভুইলে তুমি তাতে ক্ষতি নাই,
ভুলাইওনা মোরে এই ভিক্ষা চাই,
ভিকারী কালার আর কেহ নাই,
অন্তে যেন পাই শ্রীপদ আশ্রয়।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল যৎ।

ক্ষম অপরাধ, মম, যদি কৈরে থাকি পায়,
দীনে দয়া রে'খ কিঞ্চিৎ ক'রনা বঞ্চিত কৃপায়।
কাম ছাড়া প্রেম ভাব আসেনা, চিনতে নারি রাং কি সোণা।
হবে কিসে উপাসনা বাসনা কুপথে ধায়।
শুনেছি কত প্রসঙ্গ, বিনা সাধুর কৃপা সঙ্গ,
নিত্য ধামের অন্তরঙ্গ, সাধ্য করা বড় দায়।
জানি জানি মহতের গুণ, বেন্ধে লয় বসনে আগুণ,
বাচেনা দোষ গুণাগুণ, পাতকী পেলে তড়ায়।
পাপ পঙ্কে হলে পতিত, গতি নাই সুসঙ্গ ব্যতীত,
তাই কালাচাঁদ পদে পতিত, ব্রজ গোপীর দয়া চায়।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

দয়াল আমায় পার কৈরে নাও;
শুনেছি সুজনের মুখে, তুমি হে পাপীর পারের নাও।
যুগে যুগে অবতরী, তুমি নাকি পাপী তড়াও,
আমি পাপী রলেম প'ড়ে আমার দিক্ এবার ফিরে চাও।
যাদের মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, চলিতে পারিনা এক পাও,
ভাই বন্ধু সুত দারা, পারের বেলা তারা নয় কেও।

সুপথ কুপথ বুঝিনা নাথ, চলতেছি যে পথে চালাও,
কর্ম্মফলে কুফল ফলে, তুমি যদি সুফল ফলাও॥
চিন্তা করি হায় কি করি, বুঝিনা কি খেলা খেলাও,
কালাচাঁদ কয় ভাবলেই ভয়, ভয়হারী হরিগুণ গাও॥

প্রেমতত্ত্ব।

রাগিণী কাঙ্গেংরা ভৈরবী॥

তাল পোস্তা॥

প্রেম তত্ত্ব কি পদার্থ, জানে কি তা সাধারণ,
তত্ত্ব জানতে পারে তারা, প্রেমের যারা মহাজন।
প্রেমে হরি যোগী হল, প্রহ্লাদ পরম পদ পাইল,
দশানন সবংশে মল, অমর হল বিভীষণ।
ক্ষুদের অন্ন খাওয়াইয়ে, বিদুর সুখী গোলোক পেয়ে,
স্বর্গ মর্ত্ত বিলাইয়ে, বলির পাতালে গমন।
না হইলে হৃদয় সরল, অমৃতে উপজে গরল,
প্রেমে ধন্যা গোপী সকল, শূর্পনখার বিড়ম্বন।
নিজে যদি না হয় সুজন, বিফলে যায় সাধন ভজন,
কয় কালাচাঁদ প্রেমিক যে জন, প্রেম করে তার অন্বেষণ।

রাগিণী লুম ঝিঝিট।

তাল যদ্।

প্রেম ডোরে না বাঁধিলে হে,
হরিকে কি বান্ধা যায়।
প্রেমের অধীন, হয় চিরদিন,
প্রেমিক হলে তারে পায়।

প্রেম ডোরে ছিল বেন্ধে, ধন্যা প্রেনময়ী রাধে;
দাসখতে দস্তখতে বুঝা যায়,
মালা পরাইবার ছলে, বেন্ধেছিলে কুবুজায়।

প্রেমিকের মন রাখিতে, সারথি অর্জ্জুনের রথে,
বলি দ্বারে বদ্ধ ছিলেন সর্ব্বদায়,
অবহেলে উদুখলে, বেন্ধে রাখলে যশোদায়।

আত্ম সমর্পণ করি, বলে যদি হরি হরি,
হরি তারই আজ্ঞাকারী হ'য়ে রয়,
তা নৈলে কি ব্রজে হরি, নন্দের বাধা শিরে বয়।

পায়না ধ্যানে শূলপাণি, শুক সনাতন নারদ মুনি,
তারে অমনি পায় কি মুখের ভুকথায়,
ডাকার মত না ডাকিলে, চেচালে কি শুনতে পায়।

নামটি নিলে একবার মাত্র, দেহ মন হয় পবিত্র,
রবির পুত্র ভয় পেয়ে দূরে পলায়,
জগাই মাধাই প্রেমিক হল, কালাচাঁদ করে হায় হায়।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

প্রেম কি সহজে মিলে,
এক ভাবে মন না মজিলে।

ভাবের ভাবুক হয় যে জনা, তার ভাবে এই জগৎ ভুলে,
ভাব্না কি তার ভবের হাটে, ছয়জন মুটে বাধ্য রইলে।

প্রেমের বাজার বড়ই ময়জার, সরল পথে যদি চলে,
হলে সরল ঘুচে গরল, অনায়াসে সুফল ফলে।

ভালবাসা যার ব্যবসা, লোকে তারে পাগল বলে,
পরের কথায় কি আসে যায়, আসল কথায় ঠিক্ থাকিলে।

প্রেম সোহাগের এমনই গুণ, বাড়ে দ্বিগুণ বিলাইলে,
ছোয়না কালে কোন কালে, একবার সে রস পান করিলে।

আসল কাজে হয় না সুসার, প্রেমেতে যার প্রাণ না গলে,
বামনে ধর্ত্তে পারে চাঁদ, কয় কালাচাঁদ প্রেমিক হলে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

জান্লেম না প্রেম কেমন জিনিষ।
বল্না যদি মরম জানিস্।

হাটে কি বাজারে বিকায়, কোন্ জায়গায় বা প্রধান আফিস্,
কেবা বেচে কেবা কিনে, কেবা আনে পাইনা দিশ্।

ভাল ক'রে দেখলেম পড়ে, প্রেমিকের ছাপান স্থটীশ,
কামুক হয়ে সেই মহালে, ঢুকতে গেলে হরিষে বিষ।
নকল সাজে সেঁজে গুঁজে, ঘসে মেজে ক'রে পালিশ,
প্রেমিকের আসন পেতে চায়, যত ভাক্ত নকল নবীশ।
আসল কাজে ঠেঙ্গা বাজে, বাজে কথায় তর্ক বাগীশ,
তারাই চায় জীব তরাতে, নিয়ে ভাবের ভাঙ্গা পিনিস।
রসমণি কয় কালাচাঁদ, কেন বৃথা ভাবনা ভাবিস,
কৃষ্ণপ্রেম ফল মিলিবে, গোপীভাবে যদি ভাবিস।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।

তাল ঝুলন।

মধুর কৃষ্ণপ্রেম কি সহজে পায়, খুঁজলে অমনি,
দেখতে পায়না ধরা যায়না, অন্তরে তারখনি।
ভাবে জন্মে ভাবে বাড়ে, ভাবের রাজ্যে বাস করে,
অনায়াসে জান্তে পারে, ভাবের ভাবুক যিনি।
নাম নিতে নিতে ভাব জুটে, হৃদে প্রেমের তুফান ছুটে,
আনন্দ লহরী উঠে অভাব যায় তখনি।
মধুর ভাবে গোপীগণে, ধ্রুব প্রহ্লাদ ভক্তিগুণে,
তত্বজ্ঞানে যোগসাধনে, পেল শূল-পানি।
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যেজন কয় কালাচাঁদ সেই মহাজন,
প্রেম সেবা প্রেম সাধন ভজন, দিবস যামিনী।

রাগিণী রামিনী।

তাল লোভা।

কৃষ্ণ প্রেম বড় মিঠা ভাই,
দেখনা পিয়ে প্রাণ ভরিয়ে, এমনি রস আর নাই।
যে পিয়েছে সে ম'জেছে বলিহারি যাই।

চার রসের রসিক যারা, কিঞ্চিত জেনেছে তারা,
প্রেমরস কি রসে পাক করা,
এ রস সকল রসের সেরা, রসিক হওয়া চাই।

কৃষ্ণপ্রেম রসের বাহার, বর্ণিতে সাধ্য কাহার,
ত্রিপাপ্ ত্রিতাপ্ করে সংহার,
কুব্যবহার হয় পরিহার, আনন্দ সদাই।

পিরীতি রসের আধার, ভকতি তার মূলাধার,
সাধনা বিনাশে বিকার,
কয় কালাচাঁদ প্রেম কর সার নৈলে সুসার নাই।

রাগিণী সাহানা।

তাল যদ্।

প্রেমের প্রতিমা খানি, হৃদয়ে অঙ্কিত যার,
তাহার মরম জানে, মিলনে কি সুধা ধার।

প্রেমের মোহন তানে, মন প্রাণ ধরে টানে,
অসার ভব বন্ধনে, মানেনা মরম তার,
দূর হইতে পলায় দূরে, কুল মান জাতির বিচার।

প্রেম সুধা পিতে পিতে, সুখ শান্তি আসে চিত্তে,
ভাসে অনুরাগ স্রোতে, লাজ ভয় অহঙ্কার,
আনন্দ লহরী ছুটে, থাকেনা আমার আমার।
এ পিরীতির এমনি ধারা, জ্বলে দিলে জল ধরা,
তেজে শীতলতা ত্যজে, সমতায় সুখের বাহার,
কালাচাদ কয় প্রেমিক বিনা অন্যে কি পায় মর্ম্ম তার।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল লোভা।

আনন্দের বাজার মিলেছে,
সুরসিক দোকানদারে, কৃষ্ণ প্রেম দোকান খুলেছে,
যে যত চায়, সে তত পায়, অভাব কি আছে
দোকানে জিনিষ সাচা, এক মূলে কিনা বেচা,
কারবারে চলেনা মিছে ;
কুল অভিমান, মান অপমান, এক দরে বেচে।
দরকার নাই টাকা পয়সার, গেলেই আশার সুসার,
ব্যবসার পসার জমেছে ;
কয় কালাচাঁদ এ সুবিধা ছাড়তে কি আছে।

রাগিনী মনোহর সাই।

তাল যদ্‌।

প্রেম রসের খেলা কে খেলাবি আয়রে।
যে খেলাতে কৃষ্ণ পেল ব্রজ গোপীকায়রে॥
এই যে খেলায় আমোদ ভারী, খাটী রসের ছড়াছড়ি,
অরসিকের গড়াগড়ি, রসিক জিতে যায়রে।
খেলাতে কার নাহি মানা, জুয়ান বুড়া খোড়া কাণা,
পরাজয়ের ভয় থাকেনা, কত আমোদ পায়রে।
বড়ই সুখের খেলা বটে, সদানন্দের তুফান ছুটে,
ভাব রসের তরঙ্গ উঠে, পাপ রাশি ভাসায়রে।
খেল্লে খেলা সোজা সোজি, মাত হয়ে যায় ভোজের বাজী,
কালাচাঁদের মন পাজী, মত্ত হয় না তায়রে।

বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

জানলেম কৈ কামের কি ভালবাসা,
কাম কাম ক'রে প্রেম হলনা, সার হল যাওয়া আশা।
কামের হিল্লোলে ব্রজ মাতালে,
কামের ভাবটি, কোন ভাবুকটি, প্রেমে আনিলে,
কাম সোহাগে অনুরাগে ঘুচিলনা কামমাশা।

কাম সামান্য নয়, ত্রিগুণের আলয়,
কাম প্রভাবে সৃজন পালন কামে করে লয়,
কাম হতেই প্রেমের উদয় থাক্‌লে ইষ্ট সুখ আশা।

কাম আদিরস, বড়ই সরস,
কাম রিপু যদি তাতে না করে পরষ,
কামোচ্ছ্বাসে কাম বিনাশে, সেই কামে ব্রজে বাসা।

কামের আচরণ কামের কি ধরণ,
জান্তে পারে করে যারা কাম রসের করণ,
কালাচাঁদের কাম হবে কি, দূর হলনা দুরাশা।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

নিগুনারে এমন প্রেমের নাম গন্ধ,
যে প্রেমে ইন্দ্রিয় সুখী থাকে বিন্দু কাম গন্ধ।

যুগল প্রেমের এম্নি করণ, এক মরণে দুয়ের মরণ,
হলে একবার প্রেমের মিলন, যায়না মলে সম্বন্ধ।

মঞ্জুরী প্রেম পাওয়ার তরে, কামের করণ যারা করে,
তারাই পিয়ে পরাণ ভরে, লীলা সুখ মকরন্দ।

প্রেমিক হলে কাম আসেনা, রয়না আত্ম সুখ বাসনা,
ঘুচে যায় মলিন বাসনা, থাকেনা ভাল মন্দ।

ভাবের অনুরাগী যে জন, মধুর ভাবে সাধন ভজন,
কয় কালাচাঁদ সেই মহাজন, প্রেম জগতের আনন্দ।

মধুসূদনী সুর।

তাল কাওলী।

প্রেম কারে কয় বুঝা যায় কি বল্লে
বুঝেনা প্রেমিক না হতে পাল্লে।

ত্রিভুবন যার আজ্ঞাকারী, সেই হরি প্রেম ভিকারী,
প্রেম সাধনের সহায়কারী, অপকারী রিপুর বশে চল্লে।

প্রেম থাকে কামের আধারে, যায়না বিরহতার ধারে,
বহে ধারা শতধারে, একাধারে গুরু করণ কল্লে।

ধরা বান্ধা প্রেম তাড়ে, সহজ বিনে পায়না তাঁরে,
কালায় বলে সহজ তারে, কাম ছেড়ে গোপীকার স্বভাব ধল্লে

রাগিণী মিশ্র ভাটিয়াল।

তাল জলদ তেতালা।

প্রেমিক হওয়া মুখের কথা নয়, (কৃষ্ণ)
মেয়ে সুলভ স্বভাব লয়ে মেয়ে জয়ী হতে হয়।

পুরুষ প্রকৃতি দুটি রূপ,
এক না হলে হবেনা ঠিক রূপের অনুরূপ,
আরোপের কাজ সাধন বিনা,
পায়না রূপের পরিচয়।

বৈধি ভক্তি করিয়া আশ্রয়,
স্থূল হতে প্রবর্ত্তে খেলে মিলে পরিচয়,
সাধকে তার সাথের সাথী, সিদ্ধিতে কাজ সিদ্ধি হয়।
অষ্টটি পাশ রিপু যে ছয়জন,
কৃষ্ণ সেবার কাজে সদা রবে নিয়োজন,
তার পদে সব সপে দিবে, যা করে সে সুখময়।
আত্মতত্ত্ব ক'রে নিরূপণ,
করতে হবে মধুর ভাবে আত্মসমর্পণ,
কালাচাঁদ কয় প্রেম হবেনা, কামের যদি গন্ধ রয়।

রাগিণী ভৈরবী।
তাল কাশ্মিরী খেমটা।

মনের মত প্রেমিক পেলে চাইনা কিছু আর;
সর্ব্বস্ব সপে পদে প'ড়ে থাকি তার॥
প্রেমিক যার নৌকায় চড়ে, তার নৌকা না নড়েচড়ে,
আটকায়না ডুবা চড়ে, ভয় নাই ঝড়ে তার।
প্রেমিকের শ্বাস বাতাসে, স্বর্গীয় সৌরভ আসে,
বিনাশে অনায়াসে, মানস বিকার।
প্রেমিকের পায়ের তলা, সুখ শান্তির তে মহলা,
সাক্ষী তার ষোল কলা, পদনখে যার।

কালাচাঁদ প্রেমিক পেলে, কুল মান জলে ঢে'লে,
লাজ ভয় পদে ঠেলে, করে গলার হার ॥

বাউল সুর ॥
তাল লোভা।

প্রেমিক না হলে কারে, সে কি প্রেম বিলাতে পারে ॥
রসিক ভিন্ন রসের খবর অন্যে জানিবে কি করে,
কুসুমে যে মধু থাকে, পায় কি বিনে মধুকরে।
প্রেমের জন্য যারা আকুল, তারা কুল রাখিতে নারে,
ঝাপ দিয়ে পড়ে অকুলে, ভাষায় কুল অকূল পাথারে।
পিরীতি অমূল্য রতন, থাকে অতল ভাব সাগরে,
ভাবুক যারা ডুবে তারা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।
এ ধন সকল ধনের বাড়া, পয়না দস্যু ডাকাত চোরে,
কালায় বলে এ ধন পেলে, অসার ধনের অভাব সারে।

না বু'ঝে ভারতি; না জানিয়া রীতি
যে কেহ পিরীতি করিতে চায়,
দুরদশা তাঁর, না জানি সাতার,
অকূল পাথার পার হতে যায়।
বিষম সঙ্কটে, থাকে ঘটে ঘটে,
ঘটাইলে ঘটে ঘটান দায়,
ষড়দল মাঝে, গোপনে বিরাজে,
সুলভে সহজে পাওয়া না যায়।

গরলের সনে একই কেমনে,
একই আসনে বসতি করে,
একই তাড়নে একই ধরণে,
অবশ পরাণে আকুল করে।

সাগর সিচিয়া গরল বাছিয়া
অমৃত নিছিয়া, নিতে যে জানে,
করিলে যতন মনের মতন
পিরীতি রতন তারেই মানে।

রসিক সুজন হইবে যে জন,
চিনিলে সে ধন চিনিতে পারে,
না হলে সরল যাতনা কেবল,
অমৃতে গরল খাইয়া মরে।

পরলে পরলে ভাবের আড়ালে
নিবিড়ে বিরলে প্রেমের খণি,
পাঁচটি বিধানে ভজনে সাধনে,
কুড়ায়ে সন্ধানে পায় সে মণি।

যাহার প্রবল সাধন সম্বল,
সেধনে কেবল তারেই সাজে,
কালাচাঁদ কয় হরি দয়াময়,
তারেই সদয় জগৎ মাঝে।

দেহাদি তত্ত্ব।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

সদা ভাবি তাই মনে, দেহে প্রাণ থাকে কেমনে,
খোলা পেয়ে নয় দরজা, তবু জীবন যায় না কেনে।
কি সুন্দর কল কৌশলে, পাঁচ আট্‌কা এক পেচ্‌ কলে,
পাঁচের কর্ত্তা চলে গেলে, দেহ অচল হয় তখনে।
আছে তারে তারে জোড়া, এক তারে সব তারের গোড়া,
দম কলে চল্‌তেছে তারা, দয়াময়ের দয়া গুণে।
দেহ তত্ত্ব জানে যে জন, তারই সহজ সাধন ভজন,
কালা চাঁদ কয় সেই মহাজন, ধন্য জনম এ ভুবনে।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

তারের খবর জান্‌লি না মন,
জান্তে তারে করবি কেমন।

দেখ্‌তে লাগে এক গাছি তার, আনুষঙ্গিক অনেকই তার,
করে নিতে পাল্লে এক তার, সহায়তার নাই প্রয়োজন।

দেহ মধ্য এ তারের ঘটা, কেমন সুন্দর আটা সাটা,
তার মাঝ খানে ঘন ঘটা, কর্‌তেছে গমনা গমন।

মন তোমার এ দেহ তারে, পরাজয় করেছে তারে,
ধর্ত্তে যদি পারিস তাঁরে, খুলে যাবে তারের বাধন।

কয় কালা চাঁদ চিন্তা কি আর, এ ভবে যা সকলই তাঁর,
নাই হরি বই জীবের একতার, সার কর তাঁর যুগল চরণ

রাগিনী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

হরি নামে যতন করে বান্ধ ঘর।
নষ্ট হবে না ঘুণে ধরবে না,
আগুণে পুড়বে না, তাকে লাগ্‌বে না তাপ বৃষ্টি ঝড়।
সাধন খাম্বা লও পেতে, ভজন রুয়া জুড়ে তাতে,
নিষ্ঠা বেচার সংযোগেতে, বিশ্বাস বেতে বন্ধন কর,
দেও মন প্রাণি সুড়ি ছাটনী,
দীক্ষা তাউতার জোগাড় করে শিক্ষা ছনে ছানি ধর।
ভক্তি খুটা করে খাড়া, আশক্তিতে লাগাও আড়া,
প্রেম পাইরের দিয়া ঘেড়া, শ্রদ্ধা লচ্‌কায় রাখ ভড়,
জয় হরি ব'লে চালা দাও তু'লে,
অনুরাগের মাটি ফেলে, ভিটি বান্ধ অতঃপর।
সাধু সঙ্গ দিয়া বেড়া, গৃহ কর্ম্ম কর সারা,
দেখে শুনে রিপু যারা, হবে না আর অগ্রসর।
কালা চাঁদ বলে জ্ঞান কবাট হলে,
বাস করিলে কোন কালে, থাকে না কাল চোরের ডর।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

সংসার মযজার নাট্য শালা,
মায়া মোহ বন্ধ জীবে ফিরে ঘুরে করে খেলা।
কনছার পার্টি পরিপাটি, কাম হারমনি লোভ বেহালা,
মোহ মোহন ফ্লুট বাঁশী, মদমাৎসর্য্য ঢোল্ তবলা।
স্বভাবে আকা ছিন্‌গুলি, নূতন নূতন ফেসন আলা,
তিন্ ছিনে হয় নাটকের শেষ, ড্রপ ছিনে শ্মশানে তোলা।
রিয়ারসেল যার যেমন আছে, তেমনই সে করে খেলা,
পরের অভাব তুচ্ছ ভাবে, আপন্ ভাবে আপ্‌নি ভোলা।
নাট্যাভিনয় আর কিছু নয়, নয় রস নিয়ে কালো পালা,
সরস নীরস ভেদ থাকে না, অহংজ্ঞানে মন উতলা।
আত্মহারা হয়ে যারা প্লে করে প্রেম রসের পালা,
নাটক প্রণেতার কাছে কালা চাঁদ কয় তারাই আলা।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

বিধির বিধি বলিহারি চমৎকার,
মর্ম্ম বুঝে সাধ্য কার।
দেখ্‌তে অবিকল, গাছের মত ফল,
দুই গাছ ছাড়া, হয় না চাড়া, সৃষ্টির কি কৌশল।
উর্দ্ধে থাকে গাছের গোড়া নীচের দিকে পাতা তার।

অচল নয় চলে, পাঁচ পাঁচের বলে,
অচল হয়ে পরে থাকে পাঁচে পাঁচ গেলে,
পাঁচে পঞ্চের মিশা মিশি, পাঁচে একের অধিকার।

যতই বাড়ে আগাছায় বেড়ে,
সাধ্য কি জ্ঞান অস্ত্র বিনা বিনাশে তারে,
হয়না কুফল ফলে সুফল, মূলে দিলে শ্রদ্ধা সার।

ঢাল্‌লে প্রেম বারি, পুষ্টি হয় ভারী,
ঝড় তুফানে রিপুর টানে, যায় না উপারী,
ভক্তি বেড়া দিলে ঘেরা, থাকে না আশঙ্কা আর।

যে তরুবরে ভাব কুসুম ধরে,
কালায় বলে সেই তরু ধন্য সংসারে,
বংশী ধরে বংশী ধ'রে, বাজায় ব'সে নাম রাধার।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

দেহ রাজ্যের রাজা হ'য়ে মন,
স্বাধীনতা হারাইয়া পরাধীন কেন বা এমন।
(শুন বলি মন) এ দেহে রাজত্ব করে রিপু ছয় জন,
তাদের ভয়ে ব্যস্ত হয়ে, ক'রেছ আত্ম সমর্পন।
অরাজক হইলে রাজ্য, ধন ঐশ্বর্য্য সকল নষ্ট হয়,
দিনে দিনে বাড়ে দস্যু, চোর ডাকাতের ভয়,

(শুন বলি মন) জ্ঞান খুটায় নিবৃত্তি ডোর ক'রে সংযোজন,
অবাধ্য সব রিপুগণে, সজোরে কররে বন্দন।
মন্ত্রী আছে যে কয়েক জন, সব অভাজন কুচক্রীর এক শেষ,
পরস পরে বিবাদ ক'রে, অকালে মজাইল দেশ,
(শুন বলি মন) সহায় কর সত্য নিষ্ঠা রতি এই তিন জন,
ধৈর্য্য কে দাও বিচারের ভাড়, অশান্তি হইবে দমন।
জানত মন নিঃসন্দেহ, নশ্বর দেহ, হইবে পতন,
জেনে শুনে তবে কেনে, কুপথে কররে গমন,
(শুন বলি মন) কালা চাঁদের কথা রাখ হও অকিঞ্চন,
অবিলম্বে হবে সুখ শান্তি সংস্থাপন।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল লোফা।

কাঁচা ঘরে ঘুণের বাসা থাক্‌বার আশা ছেড়ে দাও;
পাকা ঘরের যোগাড় কর, সুখে যদি থাক্‌তে চাও।
প্রেম রসে বিশ্বাস মাটী, কর গু'লে পরিপাটী,
ভকতি ফরমায় ইট কাটি, জ্ঞানাগুণে পু'ড়ে লও।
সাধন সুরকি হবে দিতে শ্রদ্ধা চূণা লাগবে তাতে,
অনুরাগ মসলার সাথে মিশাইয়া গেথে যাও।
কয় কালাচাঁদ এ ঘর কাজে কোনও কিছু ব্যয় নাই বাজে,
ভাব থাকিলে বিনোদ সাজে, জুটে আসে কাজের জাও।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

একি আজব ঘর বানালে ; (বিধি)
আর যত ঘর অচল অনড়, এ ঘর যথা তথা চলে।
কেউ কয় তরী কেউ কয় গাড়ী, কেউ বা দালান ক'রে তুলে,
এম্নি গড়ণ ধরণ করণ, সবই খাটে যে যা বলে।
কেমন সুন্দর সাত তালা ঘর, ঠিক থাকে দু খুটার বলে,
খিড়কী কাটা দরজা নয়টা, বড়ই আটা কল কৌশলে।
কিচমৎকার কারুকরী, এক ঘর তৈরি দু ঘর মিলে,
ঘর হতে ঘর হয় না বাহির, ঘরামীর কাজ শেষ না হলে।
রিপু ছ জন কেউ নয় সুজন, আছে এ ঘর নষ্টের মূলে,
কালাচাঁদ কয় থাকে না ভয়, জ্ঞান গারদে আটকাইলে।

রাগিনী ভাটিয়াল।

তাল তেতালা।

দেহ তরীর ভরসা কি আছে,
একবার এ নায় ধল্লে লোণায়,
মানায় না আর গাব খেচে।
সারে তিন হাত দেহ তরী, কালের অনন্ত লহরী,
কেমনে তরি ;
পাপের বোঝায় বোঝাই ভারী, বাইন ছুটে জল উঠ্তেছে।

একে মন মাঝি আনাড়ি, দিশা হারা তায় আবারি,
দিচ্ছে হাইল ছাড়ি ;
সময় বু'ঝে ছয় জন দাড়ী, ছয় দিক থেকে টানতেছে।
বিশ্বাস হাইলে লয়না সলা, ভক্তি দড়ির বাঁধন ঢিলা,
তুফানের খেলা ;
পারী ধরে অসবেলা, পাকে প'রে ঘুরতেছে।
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, তনু তরীর বাঁধন খোলে,
কালচাঁদ বলে ;
তরতে হলে হরিনামের, ভেলায় চড়ে যাও নেচে।

রাগিণী আলীয়া।
তাল কাওলী।

দেহে থেকে দেহের খবর জান্‌লি না, (মন)
শুন্‌লি না, বু'ঝে বুঝলি না,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, এদেহে আছে সকল,
দেখ্‌লি না ভেবে সে সকল, কোন খানে কি কারখানা।
সাড়ে তিন হাত দেহ রথের পরিমান,
খণ্ড খণ্ড জোড়া দিয়ে, করেছে রথ সুনির্ম্মান,
চোষট্টি জন আছে তাতে দ্বারবান,
দু চাকাতে করে গমন আগমন,
দম কলে অনাসে চলে, নির্ধূম আগুন জলে জ্বলে,
জল আগুন বিভিন্ন হলে, রথ কখনও চলে না।

সদা ভাটা বহে দেহ যমুনায়,
খরতর বেগে চলে, জোয়ারে না উজান যায়,
আবার তাতে পাক জল ফিরে সর্ব্বদায়,
সে ঘোরপাকে মহা বিপাকে ফেলায়,
ছয়জন দাড়ী ছয় দাড় টেনে, দিচ্ছে নৌকা ঘোর তুফানে,
দাড়ী ছেড়ে নব গুণে, টান্‌লে তুফান লাগে না।

মানস সরোবরে প্রফুল্ল কমল,
অলিগণ গান করিছে, সুখে খাচ্চে পরিমল,
কেহ সুধা পিয়ে কেহ বা গরল,
কর্ম্ম অনুযায়ী লভে কর্ম্ম ফল;
দুরন্ত কুম্ভীর সে জলে, গ্রাসে জীবে অবহেলে,
বিবেক হল্‌দি গায় মাখিলে, গন্ধ পেলে আসে না।

সরোজে বিরাজে যোগে যোগেশ্বর,
নিরবধি জপিতেছে, ক্ষণকাল নাই অবসর,
পঞ্চ জন হয় পাঁচ মনিবের অনুচর,
দু জন মাত্র আছে চির সহচর,
অজপা পূর্ন্নিত হবে, পঞ্চে পঞ্চ মিশে যাবে,
আর সকল ছেড়ে পলাবে সঙ্গের সঙ্গী দুজনা।

বার মাস ছয় ঋতু আছে বর্ত্তমান,
দিবা রাত্র রবি শশী, দেহে সদা মূর্ত্তিমান,
কালেক্টরী আদালত ফৌজদারী স্থান,

দশে মিলে দেহের কার্য্য সুবিধান,
কোথা হতে হুকুম জানায়, কার আদেশে কারে মানায়,
কেবা আসে যায় কেবা যায়, পাওয়া যায় না ঠিকানা।

মূলাধারে ত্রিবেণীতে স্নান করে,
আনন্দে স্বাধিষ্ঠান হয়ে, প্রবেশ মণিপুরে,
অনাহত বিশুদ্ধে যাও তার পরে,
দ্বিদল পদ্ম ভেদ ক'রে সহস্রারে,
তথায় হাজার দালোপরি, কালা চাঁদের প্রাণের হরি,
প্রেম বিতরি পুরায় ভক্ত বাসনা।

রাগিণী সুরট।

তাল যদ্।

মনের মানুষ ধর্ত্তে হলে, মনকে মনের মত কর,
ত্রিবেণীতে কাম নদীতে, প্রাণ থাকিতে প্রাণে মর।

বীজাকারে ঘটে ঘটে, বিরাজে বিরজার ঘাটে,
বিষ হতে অমৃত উঠে, বিষ খেয়ে বিষ জাড়তে পার।

চতুর্দ্দলে মূলাধারে, তেজোময় ত্রিকোণ বিবরে,
অধোমুখে সর্পাকারে, বাস করে নিরন্তর।

তার উপরে ছয় দলে, লোহিত বরণ কমলে,
মণি পুরে দশ দলে, অনলে তার খবর কর।

দ্বাদশে বায়ু মণ্ডলে, ষোড়শে শাকিনী কোলে,
দ্বিদলে মকারে মিলে, হাজার দলে সুধাধার।

মূলাধারে সহস্রারে, অনসে য যেতে প রে,
কালা চাঁদ কয় সেই পারে' জান্‌তে মানুষ কিমাকার।

বাউল সুর।

তাল জলদ তেতালা।

মন মন্দীরের কবাট খু'লে দেখ্‌রে মনা ;
হৃদ্‌ কমলে বিরাজ করে, ছয় ব মলে ছয়টি থানা।
অর্থব্যয়ে তীর্থ ঘু'রে, দেখ্‌বি না হয় রূপে'র ঘরে,
প্রাণে ভালবাসে যারে, ঐরূপ দেখায় াধ মিটেনা।
ঘরের রতন ঘ'রে আছে, তারে কেন মিছে মিছে,
দেশ বিদেশে মর খুইজে, চোক থাকিতে দিন কাণা।
নবদ্বীপ মূলাধার কমল, শ্রীক্ষেত্র ধাম দ্বাদশের দল,
শ্রীবৃন্দাবন সহস্র দল, নিত্যানন্দের ব লাখানা।
সে অপরূপ রূপের ঘরে, স্বরূপ কিতার জান্‌লিনারে,
মায়া মোহকূপে প'রে, কালাচাঁদের কাজ হলনা।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

পরম ধন তোর এ দেহ ঘরে,
দেখ্‌লি না তাল্লাস ক'রে।

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, এই তিন নাড়ী
সরস্বতী গঙ্গা যমুনা,
ত্রিগুণে আছে তিনজনা ত্রিবেণী ত্রিতাপ হরে।

ব শ ষ স এ চারি দলে,
মূলাধারে ফুল্ল কমল ডাকিনীর কোলে,
অধোমুখে সুধাঢালে, ধারাবীজ লং ভড় ক'রে।

ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে কর্ণিকার,
বাঁধুলী ফুলের আকৃতি, বিলাসের আগার,
অবিরত বয় কামের ধার, সৃজন পালন লয় করে।

বজ্রা নাড়ী সুষুম্না মাঝে,
তার মধ্যে চিত্রাণী সূক্ষ্মরূপে বিরাজে,
নিরবধি ব্রহ্মা ভজে, ব্রহ্মনাড়ী বিবরে।

বজ্রা নাড়ীর পথ কররে সার,
কয় কালাচাঁদ আসতে যেতে পারবে সহস্রার,
ছয়টি ফুলে কল্লে বিহার, পাবে বিরজার পাড়ে।

রাগিণী বাহার।
তাল যদ্।

গুরুদত্ত কর তত্ত্ব, মিলবে রতন আপন ঘরে,
ভ্রান্তি বশে কেন ক্লেশে, দেশ বিদেশে মর ঘুইরে।
আধার ঊর্দ্ধ লিঙ্গ মূলে, চিত্রা নাড়ীর মধ্যস্থলে,
ব ভ ম য র ল দলে, স্বাধিষ্ঠান কমলো পরে।

তাতে অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকারে, বরুণ চক্র শোভা করে,
অজ্ঞান অন্ধকার হরে, চিন্তরে বংবীজাকরে।

রাকিনীর অঙ্ক মাঝে, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুজ সাজে,
পীত বসন বিরাজে, নিলে খুইজে পাবে তারে।

কয় কালাচাঁদ ক’রে যতন, কর মনকে মনের মতন,
মিলিবে অমূল্য রতন, প্রাণের জ্বালা যাবে দূরে ॥

মিশ্র ভাটিয়াল সুর ॥

তাল জল্‌দ তেতালা।

মণিপুরে কিধন আছে দেখন',
নাভীমূলে দশদলে, যে আছে তারে খুজনা।

ড হ’তে ফ বর্ণ দশে, দশদিক সুপ্রকাশে,
সে দলে মধুকর ব’সে, মধুখায় ফুল বাসি হয় না।

ত্রিকোণ কর্ণিকা মাঝে, অনল বীজ রং বিরাজে,
তপ্ত স্বর্ণবর্ণ তেজে, হয়না কখনও তুলনা।

আত্মা শকতি রূপিনী, চতুর্ভুজা লাকিনী,
অজ্ঞানে জ্ঞান দায়িনী নবীনার্ক বরণা।

তার কোলে কি সুন্দর, জিনি নব জলধর,
কয় কালাচাঁদ তারে ধর, ভবে আর জনম হবে না।

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

অনাহত পদ্মমধু রসিক মধুকরে খায়,
বিষয় মদে যারা মত্ত, তারা কি তার তত্ত্ব পায়।

বক্ষস্থলে দ্বাদশ দলে, উজলে সিন্দুরের প্রায়,
ষট কোণ ধূম বরণ বায়ু মণ্ডল শোভে তায়।

ক হ'তে ঠ বারটি দল, রসে ঢল ঢল প্রেমের বায়,
অনুরাগে প্রাণ খুইলে, একবার খেলে ক্ষুধা যায়।

চতুর্ভুজ ঐ বীজ যংকার, মাধুর্য্য ময়,
সূক্ষ্মরূপী সর্ব্বব্যাপী, জীবাত্মা প্রকাশ পায়।

হৃদয় খু'লে নয়ন মে'লে, দেখরে সে কর্ণিকায়
কাকিনী রূপিনী ধনী, মুনি মন মোহ যায়।

তাঁর কোলে আছে মানুষ, মনের মানুষ বল যায়,
জ্ঞান ডোরে বান্ধলে তারে, কয় কালাচাঁদ ধরা যায়।

রাগিণী সুরট।

তাল যদ্।

বিশুদ্ধে কে বিরাজ করে, ভেবে তারে দেখরে মন,
মন দুঃখ যাবে দূরে, কখনও ছোবেনা শমন।

পরম প্রকৃতি পুরুষে, রয় বিশুদ্ধে কণ্ঠ দেশে,
ব্যোম দেবতা প্রকাশে, চিন্লিনা সে রাঙ্গ কি রতন।

লোহিত বরণ হারে, অকারাদি ষোল স্বরে,
ষোল দলে সুধাক্ষরে পান করে প্রেম জানে যেজন।
পীত বসন ধারিণী, আত্মাশকতি শাকিনী,
হকারাত্মক বীজে যিনি, করেন শশোধর সুধাপান।
কর্ণিকার অভ্যন্তরে, শশাঙ্ক সুধা বিতরে,
কয় কালাচাঁদ আশাপূরে, সে সুধার পাইলে সন্ধান।

রাগিণী মনোহর সাই।

তাল যদ্।

অধর চাঁদকে ধরতে যদি চাও;
মনকে আপন বশে আন।
অনায়াসে পাবি শেষে, আগে দেশের খবর জান।
ভ্রু যুগল মধ্যস্থলে, দেখ আজ্ঞা ক্ষ কমলে,
দুই দলে হ ক্ষ বীজে অধিষ্ঠান,
দিবা রাতি জ্বলে বাতি, নাই বিরতি এক সমান।
চতুর্হস্তা ষড়াননী, হাকিনী শক্তি রূপিণী,
তার কোলে আছে যিনি, বিগুমান,
জ্ঞান ডোরে বেন্ধে তারে, দাওরে সহস্রারে স্থান।
ভ্রুর কিছু ঊর্দ্ধ দিকে, বিশুদ্ধাত্মক জ্ঞান যোগে,
অন্তরাত্মা সংগত বিরাজমান,
মকার বীজে লও খুঁজে, পাবিরে তার সুসন্ধান।

মকারে মন্ মত্ত মানুষ, দেখতে পাবি হস্‌নে বেহুস,
সেইজে মানুষ, পুরুষ প্রকৃতি প্রধান,
রূপের তেজে ত্রিতাপ ত্যজে, তারেই খুজে কালাচাঁদ।

রাগিণী বিভাস।

তাল যদ্।

সহস্রারে কি আছেরে, ভেবে দেখ অন্তরে,
অতুল আনন্দ পাবে, আসবে না আর অন্ধকারে।

শঙ্খিনীর শিরো দেশে, আছে শূন্য ময় স্থান,
সহস্র দল সরোজে, ক্লীং বীজে বিরাজ মান,
শুভ্র শশোধর মত, অধোমুখে বিকশিত,
অকারাদি বর্ণ যুত, সাজে পঞ্চাশ অক্ষরে।

পদ্মের কেশর জিনি প্রভাত রবি কিরণ,
প্রফুল্ল পূর্ণিমারচন্দ্র, প্রকাশিত প্রতিক্ষণ,
প্রীতি পূর্ণ প্রেম রসে, পরাণ পুলকে ভাসে,
পরাৎ পর পরমেশে, পাবে তথা পূর্ণাকারে।

দেখরে ত্রিকোণ যন্ত্র, তার মাঝে কি সুন্দর,
আমোদিত সমুদিত, নিষ্কলঙ্ক শশোধর,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, যোগী জন মনোহর,
গোপনে কর বিহার, সে আনন্দ আগারে।

কালাচাঁদ কয় পদ্ম ভেদে, অবাধে শকতি যার,
নির্ব্বিরোধে নিত্যানন্দ, ধামে নিত্য গতি তার,
নিদানে নিরয় নিবারী, নিত্যানন্দ ময় হরি,
নিত্য নব সুখ তারই, থাকে সদা নির্ব্বিকারে।

রাগিণী বাহার।

তাল জলদ তেতালা।

পঞ্চ তত্ত্বের ভাব জাননা, (ভোলা মন)
পঞ্চ তত্ত্ব পরম তত্ত্ব, হয় পরমার্থ সাধনা।

ক্ষিতি অপ তেজ মরুত আকাশ, এ পঞ্চভূত জেন নির্য্যাস,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, পঞ্চ গুণ প্রকাশ,
চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ত্বক নাশিকা এই পাঁচ,
এ পঞ্চ দশ বিনা আরও নয় ইন্দ্রিয়ের খবর নেও না।

পাদ পায়ু বাক পাণি, উপস্থ এই পাঁচটি মানি,
মন বুদ্ধি অহঙ্কার, চিত্ত চাইর জানি,
সবে মিলে চতুর্ব্বিশগণ বাখানি,
পঞ্চ বিংশ তত্ত্ব হবে কালকে এনে যোগ কর না।

গগন হতে জন্মে পবন, যোগ কল্লে হয় তেজের গঠন,
অনল অনিল আকাশ মিলে সলিলের সৃজন,
অনল অনিল আকাশ জলে পৃথিবী পত্তন,
গুণাদি কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয় ধারণা।

আকাশের গুণ শব্দ মান, শব্দ স্পর্শ বায়ুর গুণ,
শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিনটি তেজের লক্ষণ,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস চারি সলিলে জ্ঞান,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, পৃথিবী এই পঞ্চ গুণা।

মহত্তত্ত্ব হলে বিকার, তা হতে জন্মে অহঙ্কার,
অহঙ্কার হ'তে মন ইন্দ্রিয় প্রচার,
বৈকারিক অহঙ্কারে কামের সঞ্চার,
কাম হতে কাম হয় সাধনা, যার কুকামে মন মজেনা।
পঞ্চ তত্ত্ব বিকার বশে, অণ্ডাকারে জলে ভাসে,
অণ্ডহতে হয় শেষে, পুরুষ প্রধান,
এ তিন ভুবন যার দেহে অধিষ্ঠান,
কয় কালাচাঁদ জানলে তারে, ভবে জনম আর হবে না।

রাগিণী বাহার।

তাল জলদ তেতালা।

দেশ কাল পাত্র কর নিরূপণ, (ভোলা মন)
অন্তরঙ্গ, সাধনাঙ্গ, আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন।

স্থূলের দেশ জম্বুদ্বীপ বলি, কাল তথায় অনিত্য কলি,
পাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা, আছে নিয়োজন,
আশ্রয় ভবন মাতা পিতার চরণ,
বেদাদি ক্রিয়া আলম্বন, রসোদ্দীপন পুরাণ পঠন।

প্রবর্ত্তে নবদ্বীপ ধন্য; কাল নিত্য কলি গণ্য,
পাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আশ্রয় গুরু পদ,
আলম্বন হরি নাম কীর্ত্তন; সাধকের সম্পদ,
উদ্দীপন জানিও, সাধু গুরু বৈষ্ণব গোসাইগণ।

সাধকের ধাম বৃন্দাবন, কাল দ্বাপর বলিয়ে জ্ঞান,
পাত্র শ্রীনন্দ নন্দন, আশ্রয় সখী ভাব,
আলম্বনে তৎভাবনা হৃদ্ অনুরাগ;
উপদ্দীপনে পূর্ব্ব রাগ, অনুরাগের অনুসরণ।

নিত্য ধাম নাম সিদ্ধির দেশই, কাল্ আঠার দণ্ড নিশি,
পাত্র শ্রীরাধিকা জিউ, বিলায় প্রেম রাশি,
আলম্বনে প্রেম সেবা, ভাব রসে ভাসি;
বংশী ধ্বনি ময়ূর কণ্ঠ, নবীন মেঘ ভ্রমর উদ্দীপন।

ঠিক হইলে দেশ কাল পাত্র, নাচ্‌বে প্রেম পুলকে চিত্ত,
ছুট্‌বে মধুর রসের স্রোত, বাড়্‌বে রতি জ্ঞান,
হৃদ্ সরসে শৃঙ্গার রসে, ভাস্‌বে কালাচাঁদ;
মুক্তি হবে ভক্তির দাসী; ভক্তি বরবে রাগের ভজন।

রাগিনী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

তাল মধ্যমান।

এমন এক দিন কবে হবে কে জানে।
ভাটি বেয়ে ভাঙ্গা তরী চলে যাবে উজানে।

অভাবের বোধ কবে হবে, সে অভাব মিশায়ে ভাবে,
বাধ্য ক'রে মনোভাবে, ইন্দ্রিয় সনে,
পার হয়ে ত্রিবেণী যাব, সূক্ষ্ম পথে গোপনে,
দ্বিদলে ক'রে করতল, জয়ী হব কামরণে।

যে রূপ আছে জগৎ জু'ড়ে, কি রূপে বা, সেরূপেরে,
রাখব বেন্ধে রূপের ঘরে, প্রেম বাঁদনে,
রূপ রাশি হাঁসি হাঁসি, খেলবে চাঁদের কিরণে,
ফাঁদের পথে চাঁদের সুধা, মিল্‌বে কি এ জীবনে।

চাঁদের মেলা চাঁদের ঘরে, চাঁদের খেলা খেল্লে পরে,
ফুট্‌বে সরোজ আমোদ ভরে, চাঁদের কিরণে,
চির কাল নাশে কাল, নাই কাল তাই বরণে,
কালাচাঁদের মনের কাল, যাবেনা সে চাঁদ বিনে।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল মধ্যমান।

সরল হ'য়ে সরল পথে চল মন।
সোজা পথে পরবে বাধা, থাক্‌বে দ্বিধা যতক্ষণ।
দূর না হলে খুটী নাটী, যায়না বুঝা ভুল কি খাটী,
আরাধ্য সকলের একটি, নামে ভিন্ন হন,
কেউ বলে সার কালী নামটি, কেউ কয় খাটী হরিধন,
নামের শুধু পরিপাটী, এক বিনে আর নাই দুজন।

গরল হতে সরলের ধার, সে রসের আধার মূলাধার,
যায় না আন্ধার সে রসের দ্বার, ধরেনা যেজন,
সেইবে ত্রিধার, সুখ সুবিধার, নিজে কর্ণধার মহাজন,
উজান ধারে নৌকাধরে, চরন্দারের চমকে মন।

যে আছে ত্রিপথ জুড়ে, তার পথের অন্তকে করে,
যে পথে যার মনে ধরে, করে সে গমন,
সকল পথের সার তত্ত্ব, একমাত্র রিপু দমন,
রিপুর পথে সেরে যেতে, পারে বলি মহাজন॥

যারা খুজে রূপের ঘরে, তারা সেরূপ দেখ্‌তে পারে,
দুই রূপ একত্র ক'রে, যে রূপের গঠন,
সেইরূপে ঝলক মারে, স্বরূপ আনন্দ মদন,
সে ভাবে যার ভাব ধ'রেছে, জানে সে তার ভাব কেমন।

বন্ধা র'লে অষ্ট পাশে, পায়না যেস্‌তে তাঁর পাশে,
বসে বসে ভ্রান্তি বশে, দেখে কুস্বপন,
পরের ভরে ভেবে মরে, চিনেনা পর কি আপন,
কালাচাঁদ ঐ ফাঁদে পরে, ভ্রান্তিনীরে নিমগণ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল মধ্যমান।

প্রাণ তারে মাটির দরে পেতে চায়।
কামনা মাটি না হলে, সার হয় মাটি মাখা গায়।

ঘটে বটে মাটির দরে, মাটির মত হলে পরে,
খাটি মাটি এ শরীরে হওয়া দায়,
পায় সে খাটী, দিবা রাতটি, প্রাণটি যার ওপথে ধায়।
জ্ঞান না হলে নাড়ী মালা, বাংনা দূরে নাড়ী ময়লা,
নাড়ী পথে নারী খেলা যে না চায়,
তিন নাড়ী তিন দিকে টানে, মূল নাড়ী ত্রিদোষে যায়।
বিপরীত রতি ভরে, চাঁদের সুধা পদ্মে করে,
সহস্রার হতে আধারে ধারা বয়,
সূক্ষ্ম পথে উল্টা যেতে, পাল্লে সুধা খেতে পায়।
জায়গায় জায়গায় কিসের বাগ যোগ,
আশাপথে যাওয়ার সুযোগ,
হয় না দুর্য্যোগ, অমৃত যোগ যদি পায়,
পথ ফেলে কুপথে গেলে, কালাচাঁদ কয় কালে খায়।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

মানব দেহ রেলের গাড়ী চমৎকার;
টেলীগ্রামের তার সঙ্গে সঙ্গে তার,
গাড়ী রেলে ঠিক যোগ,
এমন সুযোগ কোথা আর।
জল আগুন বাতাসের বলে,
দিবা রাতি ইঞ্জীন চলে,
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে, সর্ব্বত্র সুগতি তার,

চলে দুচাকায়, বিভিন্ন জায়গায়,
অনায়াসে যায় আর আসে,
বান্ধা লাইনের নাই দরকার।

কেমন সুন্দর নূতন ফেসন,
সাত রকমের সাত স্টেশন,
বড়ই প্রিয় দরশন, অন্য এমন নাহি আর,
ওয়েটীং রুমে কত আরামে,
শান্তি সুখে করে বিরাজ, যত যোগী পেচেঞ্জার।

গুরুদত্ত ধন নিয়ে,
ভকতি টীকেট কিনিয়ে,
মূলাধার জংশনে গিয়ে, দেখতে পায় স্টেশন মাষ্টার,
সন্তোষী তারে, মধ্যের লাইন ধরে,
স্বাধিষ্ঠানে গেলে পরে, মিলে মণিপুরের দ্বার।

মণিপুরে যাওয়া মাত্র, প্রাণ মন হয় পবিত্র,
দশজনে অহোরাত্র, পদসেবা করে তার,
দ্বাদশের ঘরে, নিয়া যায় তারে,
দেখাইয়া জীবাত্মারে, নাশে তম অন্ধকার।

তার ঊর্দ্ধ দিক আছে যে ধাম, জীবে বলে বিশুদ্ধ নাম,
তথায় যেয়ে কল্লে বিরাম, লভে শান্তি সুখসার,
দেখে যুগল রূপ, আনন্দ স্বরূপ,
আজ্ঞা বর্ত্তে মিলে বার্ত্তা, অন্তরাত্মা কিমাকার।

তার উপরে আছে যে লোক, তথায় গেলে বাড়ে পুলক,
একদমে নিয়ে যায় গোলোক, লোকে কয় যা সহস্রার,
পূর্ণানন্দধাম, পূরে মনস্কাম,
কালায় বলে তথায় গেলে, পুনঃ জনম হয় না তার।

রাগিণী মল্লার।
তাল খয়রা।

করি যে ব্যবসা, যে সংসর্গে বাসা,
ভাল হওয়ার আশা ভরসা বিফল,
হাতে গলে বেড়ী; চৌদিকে প্রহরী,
কেমন করি ছিন্নকরি সে শৃঙ্খল।
অরাতি বেষ্টিত আছি অনিবার,
কতনা যাতনা দিচ্ছে বার বার,
চৌদ্দটি বিপক্ষ দুষ্ট দুর্নিবার,
স্বপক্ষ আমার শত্রুর করতল।
বিষয় ব্যূহাশ্রিত হ'য়ে রিপুগণ,
সজোরে জীবেরে করে আক্রমণ,
ব্যূহ ভেদে শক্তি না হলে কখন,
কার শক্তি জয় করে শত্রুদল।
শক্তি বৃদ্ধি করি হেন শক্তি কৈ
বয়ো বৃদ্ধি সনে শক্তি হারা হই,

বিষয় আশক্তি না করিলে জই,
রিপু জয়ী শক্তি হবে না প্রবল।

কালাচাঁদ কয়, যদি জিনিবে শমর
বিশ্বাস সেনা, বিবেক সেনা পতি কর,
জ্ঞান বূহ রচিয়া ভক্তি অস্ত্রধর,
সদানন্দ পুরী হইবে দখল।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল কাওলী।

কেবলে মানব দেহ দুখময়,
বৃথা সন্দেহ, দেহ দুখালয়,
ঘটে যদি অমৃত যোগ, স্বর্গভোগ তার কাছে নয়।

দেহ রত্না কর জলে, সাধনা রূপ রত্ন ফলে,
কেউ যত্ন করে তুলে, কেউ ঠেলে ফেলে পায়,
যার যার যে মনভাব, তার তার তেমন লাভ,
বান্ধা কর্ম্মপাশে সব, কর্ম্মে বাড়ে কর্ম্মে লয়।

সুষুম্না সুখ প্রবাহে, সদানন্দ ধারা বহে,
উজান যারা ধরে তাহে, পায় তারা সেসুখাশ্রয়,
ভাটি বায় যারা, ভে'সে যায় তারা,
হারাইয়া কূল কিনারা, দুখের ভরা ধরে রয়।

স্বর্গ নরক দুটি স্থান, মানব দেহে অবস্থান,
আন্ধার নরক ধাম, সুখ স্বর্গ জ্যোতির্ম্ময়,
প্রাণের ভিতরে, জ্যোতি বিচরে,
জ্যোতে জ্যোত মিশিলে নরে, যমকে করে পরাজয়।
সুখ দুঃখ হাওয়া বাজী, কেউ নারাজ কেউ বা রাজী,
যারাও সব কাজের কাজী, তারাই তার তত্ত্ব পায়,
হাওয়া পাথারে, যারা সাঁতারে,
তারাই তরে অকাতরে, কালাচাঁদের মনে লয়।

সাধন তত্ত্ব।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

হরি ধন সহজে কি পাওয়া যায়,
দুরারাধ্য ধনে বাধ্য, সাধ্য কি মুখের কথায়।
ফলাহারে পত্রাহারে, একাহারে বাতাহারে,
অনাহারে হাড়ে হাড়ে লে'গে যায়,
তথাপি তাহারে, পাওয়া বড়ই বিষম দায়।
ষড় রিপু জয় করি, সদা ভজিলে শ্রীহরি,
শয়নে স্বপনে হরি, জগৎ দেখে হরিময়,
হরি নাম রসে ভাসে, তবে সে হরি পায়।

লোভী কামী পায় না এ ধন, না হলে আত্ম সংশোধন,
আত্ম শুদ্ধি প্রধান সাধন সাধনায়,
কয় কালাচাঁদ সে ধন মিলে, শূন্য দিলে বাসনায়।

রাগিণী সুরট মল্লার।
তাল একতালা।

কত ভাবে জীবে করে হরি চিন্তে,
সকলই কি বিভু হরি চিন্তে পায়।
খুঁজে খুঁজে ধরা যায় কি তারে ধরা,
না জানিলে ধরা, ধরা বড় দায়।

আত্ম হারা হয়ে শুদ্ধ সত্য ভাবে,
অর্থ স্বার্থ ছেড়ে নাশি মনোভবে,
ভোলানাথ ভুলে ছিল যেই ভাবে,
ভাবিলে সে ভাবে, অভাব দূরে যায়।

প্রেম ডোরে যদি নাই পারে বান্তে,
সাধ্য কি তাঁহারে আত্মবশে আন্তে,
ডাকার মত না ডাকিলে পায় না শুন্‌তে
কাছে থেকে ফাঁকি খেলিয়া বেড়ায়।

রূপের ছটা যদি অন্তরে প্রবেশে,
অজ্ঞানান্ধকার নাশে অনায়াসে,
কয় কালাচাঁদ আমোদ নিরে ফিরে ভেসে,
হরি গুণ বিনে গায় না রসনায়।

রাগিণী সোহিনী খাম্বাজ।

তাল একতালা।

সাধন ভজন হলনা হলনা ;
কোন পথে বা যাই, পথের অন্ত নাই,
কারে বা জানাই মরম বেদনা।

ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম, শৈব ত্রিপুরারি,
বৈষ্ণব হরি পক্ষ, শাক্ত কয় শঙ্করী,
কি নাম সার করি,
পরেছি বিপাকে, ঘোর সন্দেহ পাকে,
অকূলে কুলায় কে, আছে কে আপনা।

তন্ত্র মতে মকার, সাধনের সার,
অকাল মরণ বারে, মুক্তি আনবার,
বিপক্ষ তায় আবার ;
কারুমত পাঁচভাবে, ভাব্‌লে অভাব যাবে,
কেহ বলে হবে, নাম কর সাধনা।

অসার হৃদয়ে অশান্তি কেবল,
তাতে আবার ভ্রান্তি বড়ই প্রবল,
কোন পথে যাই বল ;
কালাচাঁদ এই বলে, অচল ভক্তি বলে,
যে পথে যে চলে, পূরে তার বাসনা।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল আদ্ধা।

সহজে কি তারে পাওয়া যায় দু কথায়,
অনায়াসে মিলে কিসে, যা না আসে কল্পনায়।
নিশি ছাড়া আকাশে কি, শশি হাসি প্রকাশে,
চপলা চকিত খেলা, পায় কি শোভা দিবসে,
সোহাগা না দিলে সোণা, আগুনে গলান দায়।
না হলে কি সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ উঠে,
আমোদের ঝড় না বইলে কি প্রেমতরঙ্গ ছুটে.
দংশনে ভয় থাকিলে কি মধুচক্রে মধু পায়।
আকারের তার নাই ঠিকানা, বেচা কিনা হয় না,
নিরন্তর অন্তরে আছে, খুইজে পাওয়া যায় না,
সুধালে শুনে শুনেনা, ভুলেনা অন্যে ভুলায়।
কয় কালাচাঁদ বশে আন্তে, চাও যদি হরি,
বাসনা ছেড়ে রসনায়, বল হরি হরি,
আপ্নি ধরা দিবে হরি, পরিহরি কোথা যায়।

রাগিণী খট ভৈরবী।

তাল একতালা ;

যাবি যদি বৃন্দাবনে, (আয়মন)
যুক্তি তর্ক ছাড়, গুরুবাক্য ধর,
সহায় কর পথের খবর যারা জানে

অনায়াসে পেতে হলে হরিধন, বসিয়া বিরলে কর নাম সাধন,
ক'রে পঞ্চভাবে রসের উদ্দীপন, আত্মসমর্পণ কর ভগবানে।
ভক্তগণ নিয়া ভক্তি চক্র ক'রে, ব'স যোগাসনে প্রেমভক্তি ভরে,
মূলমন্ত্রধ্যানে নানা উপহারে, নিবেদিয়া তারে পুজ সযতনে।
ভগবতার্পিত প্রসাদ লইয়া, দাও অকাতরে ভক্তে বিলাইয়া,
ভক্ত আজ্ঞাকারী, ভক্তাধীন হইয়া, তোষ ভক্তচিত্ত প্রেম আলিঙ্গনে
নয়নে নয়ন মন সহমন, কর ব্রজ গোপীভাবে সমর্পণ,
কামাদি ছয় রিপু করিয়া দমন, কররে আনন্দ সদানন্দ মনে।
কুলমান লাজ ভয় পরিহরি, সঘনে বদনে বল হরি হরি,
ইহকালে সুখ অন্তে স্বর্গপুরী, কয় কালাচাঁদ কালে ছোবেনা নিদানে।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

রসিকের সঙ্গ ধর, বহিরঙ্গ পরিহর।

রসিক বিনা রসের খবর, জান্তে পারে সাধ্য কার,
অরসিকে রসের আলাপ, অমৃতে গরল সঞ্চার।
না থাকিলে রস বোধ, সরস নিরস সমান তার,
পায়না খুইজে রসরাজে, রসে নাই যার অধিকার।
প্রেমিক সঙ্গে মনোরঙ্গে, পঞ্চভাবে রঙ্গ কর,
রসিক সঙ্গে রসরঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে পাড়ীধর।

চার দেশের চার রসিক নিয়ে, প্রেম রসের অভিষেক কর,
কালাচাঁদ কয় বাঞ্ছা পূরয়, ছয় জন যদি বান্তে পার।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

ডইরনা মন আমারি, দেখে রোগের মহামারী।
গুরু দত্ত কর তত্ত্ব, রোগ ব্যাধি পলাবে ছাড়ি।
কফ বায়ুর নাড়ী ব'লে ত্রিদোষের আশঙ্কা ভারী,
দ্বি দোষের ঘর অঙ্গ জড় জড়, সদা তর তর করে নাড়ী।
কাম নীজে মন সিজে, লইয়া জ্ঞান তেজে জাড়ি,
জ্বাল দিও প্রেম রসের পাকে, ক'রে মূলাধারকে হাড়ী।
মধুর ভাবের ভাবনা দিয়ে, বানায়ে আনন্দ বড়ী,
অনুরাগের অনুপানে, খেও গু'লে ভাব মিছরী।
কালাচাঁদ কয়, ব্যবস্থা হয়, ক্ষেত্র বুঝে যোগের বড়ী,
বিনে সংযোগ হয়না সুযোগ, যোগাযোগ ভোগ নাশকারী।

বাউল সুর।

তাল: জলদ তেতালা।

সহজ প্রেম কি চিন্‌লি নারে মন।
ভাবের ঘরে খুজলে পরে, পাবিরে সে প্রেম রতন।

পেতে যদি থাকে লালসা,
কাম রূপে দেখ খুইজে সে রূপের বাসা।
বিপরীত রতি রঙ্গে প্রেম্ ভড়ে অচেতন।
সে প্রেম কণা পেতে যদি চাও,
মরণের আগে মর, জ.ন্‌লে কাজের ভাও,
মরা বিনা যায় না ধরা, প্রেমে মরার প্রয়োজন।
ডুব দিয়া কাম সরোবরে,
মণিপুরের পথে চল দ্বিদলের ঘরে,
দ্বিদল পদ্ম ভেদ না হলে, হয় না মরা সচেতন।
রসিকের ভাব রসের বিপরীত,
দেখা শুনার ধার ধারেনা, চায় আগে পিরীত,
কালাচাঁদ কয় এমন ভাব যার, প্রেম করে তার আলীঙ্গন

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

সাধন ভজন কারে বলে,
তারা কি জান্তে পারে, পরের কথায় যারা ভুলে।
ভজন নয় মুখের কথা, পায়না কুড়ায়ে কোথা,
সে সাধন ভজন বৃথা, ভক্তি নাই যার মূলে;
ভক্তি ভরে ডুইবে গেলে, প্রেমের অগাধ জলে,
থাকেনা ভয় ভাবনা, মিলে সুধা হলাহলে।

অমৃতে গরল উঠে, গরলে সুধা ছুটে,
যেমন যার কর্ম্মে ঘটে, তার তেমনই মিলে;
এক ভাণ্ডে সুধা গরল, থাকে এক মিশালে,
অরসিক পিয়ে মরে, রসিক তরে কুতূহলে।

নিঃস্বার্থ পথে চল, অর্থ সাধ ছিকায় তোল,
স্বার্থ পায় ঠেলে ফেল, কর্ম্ম নাশার জলে;
হিংসা দ্বেষ আত্মাভিমান, রেখে পদতলে,
কর আনন্দ রতি, মন মন্দীরের কবাট খু'লে।

এ সংসার কর্ম্ম ক্ষেত্র, কর্ম্মই ধর্ম্ম সূত্র,
কর্ম্মেই জয় সর্ব্বত্রে, কালাচাঁদে বলে;
জনম মরণ কর্ম্মের অধীন, ধর্ম্ম কর্ম্মের মূলে,
কর নিষ্কাম কর্ম্ম, নমস্তে কর্ম্মেভ্যো ব'লে।

রাগিনী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল জলদ তেতালা।

নামে প্রেমের উদয় না হলে, সাধন ভজন হবে কি।
নাম হরি রূপ, হরি নাম রূপ, নামের স্বরূপ আছে কি।

নামে রূপে এক না হলে, চিন্তে তারে পারে কি,
ধরতে হলে ধরাময়কে, ধর আগে মন পাখী।

তীর্থে তীর্থে ফিরে ঘুইরে, তার স্বরূপ বুঝিবে কি,
হৃদয় তীর্থ না হয় যদি, তীর্থ রাজ মিলিবে কি।

না বসালে হৃদাসনে, হৃদি আলো করে কি,
কোথা হৃদি কেমন আসন, প্রেমিক ভিন্ন জানে কি।

কালাচাঁদ কয় ঐ নাম যে লয়, জানে সে তার মরম কি,
নামে একবার রুচি হলে, পরিণামের ভাবনা কি।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল কাওলী।

সাজরে শমরে, সাহসে ভর ক'রে,
অবাধ্য হরিরে, করিতে বন্ধন।
কর প্রাণ পণ, জয়ী হবে রণ,
ধর প্রহরণ, সাধন ভজন।

বিমলা নন্দব্যূহ, করিয়া নির্ম্মাণ,
সাজাও নিষ্কাম, পীরিতি কামান,
ভক্তি বারুদ ভ'রে, শক্তি পরিমাণ,
হরি নামের গোলা, কররে ক্ষেপণ।

গুরু দত্ত ধনে, যতনে রাখরে,
সাধনা ধনুকে, গুণ দিতে শিখরে,
শব্দ ভেদীবাণ, সন্ধান কররে,
জ্ঞান রথে চড়রে, ক'রে নাম স্মরণ,

পরাজিয়ায়ণে, প্রেম ডুরি দিয়া,
হৃদি কারাগারে, বন্ধনে রাখিয়া,
যে কিছু বাসনা, তাঁরে সব সপিঁয়া,
করিবে নিঃশ্চিন্তে, হরি নাম কীর্ত্তন।

দারা সুতা সুত, ভাই বন্ধু আদি,
এরাই সকলে, এ পথের বিরোধী,
তাদের কাজে যদি, খাট নিরবধি,
হার গুণ নিধি, মিলবে না কখন।

শকতি থাকিতে, সাজ দলে বলে,
ক'রে আজি কালি, সময় গেল ব'লে,
কালাচাঁদে বলে, ডাক হরি ব'লে,
হবে নামের বলে, স্বকার্য্য সাধন।

রাগিণী জংলাট।

তাল খযরা।

হরি রূপ অপরূপ, আনন্দ নিকেতন;
সচ্চিদানন্দ রূপ, রূপেরই স্বরূপ,
ভাবের অনুরূপ, স্বাকারে আরোপ,
রূপের সাগরে, মগ্ন ত্রিভুবন।

রূপের অন্তকরে, সাধ্য বা কাহার,
রূপে রূপে যার, বিনোদ বিহার,
ভক্ত বাঞ্ছানুরূপ, দেখে রূপ তাঁহার,
যে রূপ যাহার, প্রিয় দরশন।

প্রেমে দেখায় রূপ, বিজ্ঞানে লোপ করে,
প্রেমিক না হলে রূপ, দেখে কেমন ক'রে.
রূপ সুধা পিয়ে, রসিক চকোরে,
অরসিক মক্ষিকার, আশা অকারণ।

কেউ বা করে ব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা,
যুগল রূপ নেহারে, বৈষ্ণবের বাসনা,
শাক্ত শক্তিরূপা, শিবে শবাসনা,
শৈব ভাবে শিব, বিভূতী ভূষণ।

ভক্তি পুষ্প দিয়া, যেরূপ ভজনা,
প্রাণ খুইলে কেন, যে নামে ডাকনা
কৃপাময় তাতে করিবে করুণা,
হইওনা সন্দেহ নীরে নিমগন।

নামে রূপে ভেদ থাকিলে অন্তরে,
কালাচাঁদ কয় হরি থাকিবে অন্তরে,
অভেদ জ্ঞানে যারা, ভাবে নিরন্তরে,
তারাই অকাতরে, লভে সে রতন।

রাগিণী মনোহর সই।

তাল কাশ্মিরী খেমটা।

রাধাকৃষ্ণ লীলা চমৎকার।
যুগল রূপের সাধক বিনে, মরম জানে সাধ্য কার।

অনাদি পুরুষ কৃষ্ণ ধন,
আগ্ধা শক্তি প্রেমময়ী পরমা কারণ ;
প্রেম শিখাতে প্রেমের হরি, প্রকৃতি পুরুষাকার।
ভাব রসে শ্রেষ্ঠ মধুর ভাব,
পরকীয়া ভাবে হয় সে, ভাবের আবির্ভাব,
ভক্ত চিত্তে ঐ ভাব আনিতে, অবনীতে অবতার।
ব্রজলীলা রসের পারাবার,
আনন্দ লহরী তাতে, বহে চারিধার,
মধুর ভাব তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, ধু'য়ে যায় মনের বিকার।
কৃষ্ণ প্রেমে ব্যাকুলতা যার,
কৃষ্ণ বৈ চাহেনা ভবে অন্য পুরস্কার,
সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে, নিজে রাখে সেবার ভার।
সংসার কারাবদ্ধ যে জনা,
ব্রজের ভাবে সহজ সাধ্য হরি সাধনা,
হরি মিলে সংসার চলে, ধরাতলে স্বর্গ তার।
মনকে যদি বশে আনতে চাও,
বলে কালা ব্রজ লীলা রসে ভেসে যাও,
লাগবে ভাল আসবে আলো, ঘুচবে মনের অন্ধকার।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল যৎ।

কান্ত ভাবে শ্রীকান্তে, এ কান্তে ভজরে মন ;
পরকীয়া রসোল্লাসে, কর আত্ম সমর্পণ।

বাঙ্গা চূড়া পরাইয়ে, দাও আনন্দ নূপুর পায়ে,
ভাবের বাঁশী করে দিয়ে, কর তারে আবাহন।
বংশীধ্বনি উদ্দীপনে, পশিয়া সঙ্কেত কাননে,
কর তার সুখকর প্রেম সেবার আয়োজন।
চিত্ত কুঞ্জবনে রেখে মধুর ভাবে মন সুখে,
পার যত প্রেম পুলকে, কর আত্ম নিবেদন।
প্রীতির বাসর শয্যা ক'রে, রাখিয়া হৃদ পালঙ্ক পরে,
অনুরাগের চামর ধ'রে সতত কর ব্যজন।
জগবন্ধু জীবের গতি, কালাচাঁদের প্রাণ পতি,
লভিতে চাও তার পিরীতি, হও অতি অকিঞ্চন।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

কৃষ্ণ প্রেমিক যারা, অনুরাগী তারা,
রাগের করণ ছাড়া চায়না কিছু আর।
পঞ্চবিংশ তত্ত্ব করিয়া আয়ত্ব,
ব্রজ লীলামৃত পিয়ে অনিবার।
ত্রিগুণময়ী মায়া আশ্রয় করিয়ে,
ত্রিগুণে একগুণ ডুরী পাকাইয়ে,
যত্নে বেন্ধে রাখে হৃদয় নিলয়ে,
ছাড়াইয়ে যেন যেতে নারে আর।

কামাদি ছয় রিপু আরও অষ্টপাশে,
সাধনের সাহায্যে রে'খে আপন পাশে,
ভাবের আবেশে যখন যে ভাব আসে,
নব নব রসে মন তোষে তার।

রাগানুগা হ'য়ে জ্ঞান ঠেলে দুপায়,
কৃষ্ণ প্রীতে কামকে করিলে সহায়,
আত্ম সুখ বোধ থাকেনা আত্মায়,
আত্মা হয় কৃষ্ণ বিলাসের আগার।

প্রাণময় কৃষ্ণ কৃষ্ণময় প্রাণ,
এক না হলে পায়না ভজনের সন্ধান,
আমার কান্ত ব'লে থাকলে অভিমান।
শ্রীকান্ত একান্ত বাধ্য থাকে তার।

গোপী ভাবে অনুরাগ ধরে যার প্রাণে,
কালাচাঁদ কয় তত্ত্ব সে বিনে কে জানে,
হৃদি বৃন্দাবনে রত্ন আসনে,
করে হরি সনে বিনোদ বিহার।

বাউল সুর।
তাল ঝুলন।

রাধা কৃষ্ণ প্রেম কি সামান্যে পায়।
ভাবের রাজ্যে করে বিরাজ, জ্ঞান্ রাজত্ব ঠেলে পায়।
ভাবের অনুরাগী যারা, জানে তারা ভাব,
কৃষ্ণ প্রেম কিসে হয়ে লাভ,
অগ্নি কি আর হয় সে অনুরাগ, না পরে দাগ জীবাত্মায়।

ষড়রিপু, অষ্টপাশ ইন্দ্রিয় একাদশ,
জীবের না হয় যদি বশ,
তাদের কাছে ব্রজ সুধারস,
সুধা নয় রোগী যেন ঔষধ খায়।

প্রেম দূরে থাক্ প্রেমের বাতাস লাগে যদি গায়,
জীবে আত্ম সুখ ছারায়,
কৃষ্ণ সুখের ভাব দেহ ধ'রে,
মন প্রাণ সপে যুগল সেবায়।

চতুর্ব্বর্গ ফল যদি কেউ দেয় হাতে তু'লে,
অগ্নি দূর ক'রে ফেলে,
প্রেমানন্দে হৃদয় যার গলে,
যুগলে বাসনা তার মিশে যায়।

কাটা দিয়া কাটা খোলে মন দিয়া লয় মন,
ব্রজভাব রসের করণ,
এ রসের কণা লাভের আশে,
কালাচাঁদ কি না হয়ে থাক্‌তে চায়।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

হরি রূপ দেখ্‌বি যদি মনকে মনের মতন কর,
গুরু বাক্য ক'রে ঐক্য, নয়নে জ্ঞান অঞ্জন পর।

দেখতে পায় সে অনায়াসে, অন্তর দৃষ্টি যার,
অন্তরে আনন্দ স্বরূপ, বাহিরে রূপ বিশ্বাম্বর।

স্বদেশের খবর না কৈরে, বিদেশ ঘু'রে মর,
অমূল্য ধন থাক্‌তে ঘরে, পরের দ্বারে ভিক্ষা কর।

হৃদালয়ে বিরাজ করে, অঙ্গুষ্ঠ আকার,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ, দ্বিভুজ মুরলী ধর।

ত্রিগুণের রূপ ইচ্ছানুরূপ, মায় জড় সর,
আত্মাই তার রূপের স্বরূপ, নিরুপম নির্ব্বিকার।

কালাচাঁদ কয় আত্ম শুদ্ধি, সাধন মূলাধার,
আত্ম জ্ঞানে ভগবানে, ভাবলে অভাব রয় না কার।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

করবি যদি ব্রজরসের আস্বাদন,
বিবেক সাধুর সঙ্গ ধর, চিত্ত কর বৃন্দাবন।
উপনন্দ আনন্দ ধাম, নন্দ আত্মারাম
অন্তরাত্মা বলরাম,
জীবাত্মা জয় রাধা প্রেম ধাম, প্রেমময় পরমাত্মা কৃষ্ণধন।
যশোদা অচলা ভক্তি, শ্রদ্ধা রুহিণী,
নিস্কাম ব্রজ গোপনী,
জটিলা মাৎশর্য্য রূপিনী, কুটিলা ক্রোধ মায়া পাশ আয়ন

অহিংসা সুবল সখা, অনুরাগ শ্রীদাম,
সংসার বৈরাগ্য সুদাম,
মধু মঙ্গল সততা লয়ে, কর কর্ম্মক্ষেত্র গোচারণ,

ভালবাসা হক্ ললিতা বিশখা প্রীতি,
বৃন্দা বিশ্বাস মূরতি,
চিত্রা নিষ্ঠা সুদেবী রতি, অনুরাগ চন্দ্রার চারু চন্দ্রানন।

চমপক লতা রঙ্গ দেবী শম দম নাম,
তুঙ্গ বিদ্যা ধৈর্য্য ধাম,
ইন্দু রেখা আশক্তি লয়ে, প্রেম সেবার কর আয়োজন।

কৃষ্ণ কথা বংশী ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
ভাবে হইয়া মগন,
হৃদ কদম্ব মূলে যেয়েরে, রসরূপ দেখ খুইলে জ্ঞান নয়ন

আনন্দ যমুনা তীরে বাঞ্ছা কুঞ্জবন,
সাজাও মনের মতন,
মনোময় আসনে বসায়ে, গোপী ভাবে কর কাজ সাধন।

কৃষ্ণ সুখ লালসায় কর, কাম কে নিয়োজন,
লোভ হউক আত্ম সমর্পণ,
কালাচাঁদ কয় জয় গুরু বলে, প্রেমনীরে ডুবলে হয়,
স্বরূপ দর্শন।

রাগিণী বসন্ত বাহার।
তাল যদ্।

ভাবলে তারে রয়না অভাব, ভাব গ্রাহী জনার্দ্দন,
যে ভাবে যে ভাবে ভাবে পায় সে ভাবে দরশন।
সন্ধ্যা পূজা তন্ত্র মন্ত্র, তপ জপ সাধন ভজন,
ধ্যান ধারণা উপাসনা, এরাই ভাবের উদ্দীপন।
ভাবের তরে আত্ম শুদ্ধি, জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন,
ভাব সলিলে ডুবে গেলে, যায় খুলে সব আবরণ।
শুদ্ধাশুদ্ধ আচার বিচার, এ দিক ও দিক অন্বেষণ,
স্বভাব সিদ্ধ জীবের এ ভাব, থাকে অভাব যতক্ষণ।
বীজাকারে ঘটে ঘটে, বিরাজে সে পরম ধন,
ভাব গুরুর কৃপা হলে, অঙ্কুরিত হয় তখন।
যার যেমন ভাব তেমনই লাভ, ভাব সিদ্ধির মূল কারণ,
কালাচাঁদ কয় সিদ্ধি নিশ্চয়, ভাব সনে কর রমণ।

বাউল সুর।
তাল ঝুলন।

চাওরে যদি পে'তে তারে;
গেথে ভালবাসার হার, দাও উপহার যারে তারে।
যথা দুঃখীর আবেদন, দুর্ভিক্ষের করাল বদন,
পীড়ীতের কাতর কাঁদন দাড়াইও তার দ্বারে;
যদি জান্তে পাও অকারণ, সবল করে দুর্ব্বল পীড়ন,
ভুলিয়া জীবন মরণ, লেগে যাও তার উপকারে।

থাকিলে হৃদয়ের বল হয় না অশান্তি প্রবল,
থাকে সে অচল অটল, সুখ দুখ লহরে ;
নামে রতি জীবে দয়া, সাধন সিদ্ধির প্রধান কায়া,
নিলে ও পদে ছায়া, হরি থাকে তার এক তারে ।

দেশ সেবায় লেগে পড়, পরহিত ব্রত কর,
পরিণাম সুখ কর, হবে জীবের বরে ;
যে আনন্দ দিবে জীবে, তার সহস্রগুণ লভিবে,
আনন্দে কোলে নিবে, আনন্দময় আদর ক'রে ।

আনন্দের নৌকায় চড়, সততার বাদাম জোড়,
একতার হাইল ধর, বেন্দে প্রেমডোরে ;
কয় কালাচাঁদ ভবনদী, অনাসে তরবি যদি,
যতনে নিরবধি, বাধ্য রাখ ছয় জনারে।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা ।

হরি রূপ কি ভাবিলিনা মন ।
মায়ার খেলা খে'লে, এলে আর গেলে,
চিনিতে নারিলে, সে চিত রঞ্জন ।

ভগবানের খেলা মায়া হীন কবে,
মায়াতীত লীলা খেলা কি সম্ভবে,
ভগবত মায়ায় মুগ্ধ জীব সবে,
করে সে কেশবে ভিন্ন দরশন ।

অধি ভূতাধি দৈবতাধি যজ্ঞরূপ,
এওত নয় হরি রূপের স্বরূপ,
অন্তরে বাহিরে আকাশে যেরূপ,
সে চারু চিন্ময় রূপ, চিত্ত বিনোদন।

যে রূপে সাকারে ধ্যান কেন করনা,
মায়া ছাড়া রূপ হয়না হবেনা,
লভিবে আনন্দ বাসনা যাবেনা
করতে হবে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ।

নাদ বিন্দু কলাতীত রূপ ধরে,
অক্ষর ব্রহ্ম বলে যোগীগণে যারে
পরমাত্মা রূপে হৃদয় আগারে,
চিন্তিলে তাহারে মিলে মোক্ষ ধন।

সগুণে নির্গুণে যে রূপের সম্বন্ধ,
সেই হরিরূপ সচ্চিত আনন্দ,
কবে কালাচাঁদের, ঘুচবে মনের দ্বন্দ্ব,
মনানন্দ রূপে হইবে মগন।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

এক না হলে হয়না ভজা।
বহুর মধ্যে এক দেখে যে, তারই ভজন বড় মযজা।

বহু মিলে এক হইলে, ভেক্তাল বলে কথা সোজা,
একে বহু হলে মূলে, বেড়ে যায় একত্বেরধ্বজা।
কালী হরি আল্লা গড্ একেই নাম বলুক যে যা,
সেই একেরই সাধন ভিন্ন তপ জপ ধ্যান নমাজ রোজা
বিভিন্ন দেশের এক রাজা, দেশ ভেদে পথ ঘুরা সোজা,
সাধন রাজ্যের মনীব একজন, খোলাসা তার পাঁচ দরজা।
একধ্যান একজ্ঞান আছে যার, সে প্রেমের রাজা,
ধন্য সেই কয় কালাচাঁদ, আর সবে বয় ভূতের বোঝা।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

সাধন সিদ্ধি হয়না কখন,
ঠিক্ না হলে মনটি।
সকল যোগের সার মনোযোগ,
নাই যোগ আর এমনটি।
মন যদি যেতে চায় ধেয়ে,
বিশ্বাস গেলে আটকাইয়ে,
আখির পলক ঘুচাইয়ে, বন্ধ ক'র কাণটি।
নারীর জন্য পাগল ভারী,
কর নারী বান্ধন দড়ী,
করবে না আর দৌড়াদড়ি, কসলে দড়ীর বাঁধটি।

হরি ভজ হর ভজ, যে ভাবে কেননা মজ,
সরল হয়ে আগে ত্যজ, লাভালাভের জ্ঞানটি।
প্রাণ যদি না হরি সেবে, কি করিবে গুরুদেবে,
বয়ে সে কি এনে দিবে, নিত্যানন্দের ধনটি।
যোগের কাজ হয় না বিয়োগে, পূরণের ফল ফলে যোগে,
কয় কালাচাঁদ যোগ বিয়োগে, যায় বিফলে দিনটি।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যৎ।

সাধন ভজন জোরে বলের কর্ম্ম নয়,
মুখের দুকথায়, ফল্ পায় কে কোথায়,
সিদ্ধি লাভ সাধনায়, গুরুর কৃপা গুণে হয়।
যাগ যজ্ঞ উপাসনা, জপতপ ধ্যান ধারণা,
যতই কেন কর না, ফল্ পাবেনা অসময়,
হঠাৎ হয়না দূর, মোহ ঘুমের ঘোর,
কুল কুণ্ডলিনী শক্তি, জাগ্রত যদি না হয়।
প্রকৃতির নিয়ম বলে, স্ব স্ব পথে সবে চলে,
কার সাধ্য জোরে বলে, এক পা এদিক ওদিক যায়,
মানি বেদ বিধান, হলে সাবধান,
সহজেই হয় সুবিধান, সিদ্ধির বিধান কৌশল ময়।

সাধনের বা কি প্রয়োজন,　　কার লাগি সাধন ভজন,
কেই বা সে মন্ মহাজন,　　জানে কয়জন তার নির্ণয়;
হুজুগে প'ড়ে,　　সব সুযোগ ছেড়ে,
পরম পদ থাকতে শিরে,　　পর পদধূলি লয়।

পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম,　　সকলই ত্রিগুণের কর্ম্ম,
ত্রিগুণ নিয়া জীবের জন্ম,　　ত্রিগুণেই করে লয়,
ত্রিগুণের খেলায়,　　ত্রিজগত চালায়,
ত্রিগুণ কর্ম্মের অধীন বটে,　　কর্ম্ম গুণের সদা জয়।

কর্ম্ম কর অবিরত,　　ফলাফল কর্ম্মানুগত,
না হতে বীজ অঙ্কুরিত　　হয় কি তাতে ফলোদয়,
বলে কালাচাঁদ,　　পাতলে প্রেমের ফাঁদ,
সময় হলে সে অধরচাঁদ,　　পরবে ধরা সুনিশ্চয়।

বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

রাগের করণ করবি যদি, উঠ অনুরাগের নৌকায়,
কর যাজন গোপীর ভজন, নাই প্রয়োজন বাজে কথায়।

এ তরী ভাবে গড়া, পরকীয়া রসে ভরা,
কামুকে কল্লে তারা, কাম সাগরে হাবু ডাবু খায়।

গরল যার প্রিয় ভোগ্য, এ রসের সেই যোগ্য,
হবেনা প্রেম যজ্ঞ, দুই না মল্লে একের মরায়।

এ রস রমণী রমণ, লয় হ'রে মুনির মন,
ভুলায় রমণীর মন, রমণই প্রেম সাধন উপায়।
নাজেনে রমণের রীত, কভু ক'রনা পিরীত,
হিতে হবে বিপরীত, রস মণি বলে কালায়।

বিবিধ।

রাগিণী পিলু।

তাল যদ্।

এস প্রভু নিত্যানন্দ ডাকি তোমায় কাতরে;
ব্রজের ভাবে হওহে উদয়, দীনের হৃদয় আসরে।
আনন্দের ধন ভাবের বান্ধন,
রাধা প্রেমানন্দ রতন, বিতর দয়া ক'রে।
প্রেমের সাগর, রসের নাগর,
রসের বন্যায় ভাসাও নগর, পান করি পরাণ ভ'রে।
ব্রজজন সঙ্গে রস রঙ্গে,
বেড়াই ভে'সে প্রেমতরঙ্গে, আনন্দের ভেলায় চ'ড়ে।
প্রেমে গড়া, প্রেমের গোড়া,
ভাব্‌লে তোমায় আগা গোড়া, তরে যায় অকাতরে।
বাঞ্ছা মিঠাও, প্রেম ফুল ফুটাও,
মধুর ভাবের ধারা ছুটাও, কালাচাঁদের অন্তরে।

রাগিণী পিলু।

তাল যৎ।

হরি নাম নয় সখের জিনিষ, ঐ নাম ভাল লাগ্‌বে কিসে,
মায়া মোহে মাতোয়ারা, আত্মহারা বিষয় বিষে।
নামে যদি মজাইত সংসার সুখ ভোগ বিলাসে,
জগতে ঢেউ খেলাইত, হরি প্রেম পিযূষে।
নাম্ করিলে নারী যদি বাস্‌ত ভাল পুরুষে,
দিন রজনী হরিধ্বনী, হত প্রতি আবাসে।
নাম নিলে উপ ধি মিল্‌ত, চাকরী ফল্‌ত আফিসে,
প্রাণ খুইলে বল্‌ত হরি, গল্‌ত হরি নাম রসে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, ফল দাতা হরিসে,
কয় কালাচাঁদ বল হরি, কাল্ কাটাবে হরিষে।

বাউল সুর।

তাল লোফা।

ঠেক্‌লেম শঙ্কটে, আশার সুসার হ'লনা।
কার সনে করিব কারবার, মানুষ চিন্তে পেলেম না।
কুলোকের কথা মিষ্ট, অন্তর স্বার্থ বিশিষ্ট,
তারাই ব'লে ইষ্ট, জন্মায় ধারণা,
সেইযে ইষ্ট আখের নষ্ট, জীবের বাড়ায় লাঞ্ছনা।

জিনিষের এম্নি ধারা, কিনিলে মূলে হারা,
উপরে গিল্‌টী করা, দেখ্‌তে ঠিক সোণা.
সোণা ব'লে পীতল বেচে মূল্য লয় ষোলআনা।

যে পুঁজী নিয়ে এলেম, সমূলে খুয়াইলেম,
লাভ আশে লোকসান দিলেম হ'য়েছি দেনা,
কর্ম্ম ফলে অন্ত নানে, ভোগ্‌তে হবে জেলখানা।

এ হাটে যারা আছে, সুধালে তাদের কাছে,
কেউ কয় ঠিক্ কেউ কয় মিছে পাইনা ঠিকানা,
কয় কালাচাঁদ নাম বিনে আর ভবে কিছুই ঠিক্‌না।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

কেমন ক'রে মনের মানুষ ধর্‌তে পাই,
সে যে মন চোর জান্তে বাকি নাই;
কি উপায়ে বাধ্য রাখি সদা চিন্তা করি তাই।

সে আমারে ভুজ জ্বলায়, বেহান বিকাল দুপোর বেলায়,
রাত্রি হলে তারই জ্বালায়, শয়নে সুনিদ্রা নাই;
বিরহ আগুন জ্বলিছে দ্বিগুন,
সে আগুনে পোড়া পরাণ, পুড়ে পুড়ে কল্ল ছাই।

চোক্ বুজিলে দেখি তারে, দূরে থেকে উঁকি মারে,
কথা বলে আঁখিঠেরে, রঙ্গ-রসের সীমা নাই ;
যখন চোক্ মেলি, কোথা যায় চলি,
না দেখিলে দেখি তারে, দেখিলে না দেখ্তে পাই ॥
নয়ন মুদে ধ্যান কালে, জ্যোতির্ম্ময় রূপে দ্বিদলে,
দেখা দিয়া যায় চলে, পলকে যেন হারাই ;
মরি অপরূপ রূপে নাই সেরূপ,
সে অপরূপ রূপের ঘরে, বন্ধ করে রাখা চাই ।
দেশ বিদেশে ঘুরে মলেম, কোথাও না দেখে এলেম,
গুরুর কৃপায় জান্তে পেলেম, হৃদাকাশে তার ঠাঁই ;
বিনে প্রেমের ফাঁদ, সাধন ডুরীর বান্ধ,
কয় কালাচাঁদ সে অধর চাঁদ, বান্ধে পারে সাধ্য নাই ॥

রাগিণী কালেংরা ॥

তাল লোভা ।

হরিভক্ত দলে মিশে, আমি একজন ভক্ত হই ।
লোকে জানে আমার মত, এমন ভক্ত মিলে কই ॥
সাজ সজ্জা বলি হারি, মুখে বলি হরি হরি,
মনে মনে ছল চাতুরী, চোটে পাটে দিক বিজই ।
ভাবের যদি ভাবুক জুটে, ভাবের অগ্নি তুফান ছুটে,
কোমল অঙ্গ ধরায় লুটে, আত্ম তত্ত্ব হারা হই ।

সাধু নাম জাকাবার কারণ, করি ভক্তের অনুকরণ,
মর্ম্ম পরের মন হরণ, চোরের মতন জেগে রই।
কুকাজে মন মজে র'ল, আজ কাল করে কাল ফুরাল,
কালাচাঁদ বিপাকে পল, হল কৈ আর রিপু জই॥

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

মন কররে কার মোক্তারী,
কে তোমার আপন একতারি।
আদালতে আরজীদিয়ে, সওয়াল জবাব করছ ভারী,
জবাব বন্ধ হয়ে আসবে, খাটবেনা আর এ জাক জারী॥
আপন শমন হয়না দমন, করাও পরের শমন জারী,
নিজের বেলা করবি কেমন, আসবে যখন গ্রেপ্তারী॥
পরের জিনিষ ক্রোক করায়ে কর আদায় টাকা কড়ি,
ভাবিসনা মন হবে কেমন, কল্লে শমন ডিক্রীজারী।
যাদের তরে এত ক'রে করিতেছ বাড়া বাড়ি,
বিচার কালে তার কেহ কি, হবে সহায় যমের বাড়ী।
কয় কালাচাঁদ হরি ব'লে, কালকে তাড়াও তাড়া তাড়ি,
যত নালিশ হবে ডিস্ মিস্, ফল পাবেনা আপীল করি॥

বাউল স্থর।

তাল লোফা।

কে তুমি ব্যস্ত হয়ে, যচ্ছ ধেয়ে সঙ্গে নিয়ে ঔষধ বড়ী,
বুঝেছি অনুভবে ব্যবসা হবে, কবিরাজী কি ডাক্তারী।

অবিরাম পরের ব্যারাম, করে আরাম ভবে সুনাম রাখ্‌লে ভারী,
অন্তিমে কালের করে, সারলে পরে, তবে জানি বাহাদুরী।

দেখে রোগীর অবস্থা দাও ব্যবস্থা, নিদানের বিধান ঠিক করি,
বলনা নিদান কালে, ধল্লে কালে তার কি কল্লে ঔষধ তৈরি।

নিরখি রোগের দাড়া ক'ম পীড়া বুঝ পরের শিরা ধরি,
নিজের যে কঠিন ব্যাধি, নিরবধি, দেখ্‌লে কি তা পরখ করি।

হয়েছে ব্যাধি বিষম নাই উপশম, বিষম ক্ষেত্রে বিষের বড়ী,
ধরেছে বিষয় বিষে, গেল দিশে, ত্রিদোষে প্রাণ সংশয় ভারী।

ভেবে কালাচাঁদ বলে কাল কবলে, বলনা কার বলে সারি,
নিদানের এক মাত্র বল, হরি নাম বল, কর মঙ্গল যাবে তরি।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যৎ।

অনর্থের মূল অর্থ কেউ তা বুঝে না।
নিয়ে ব্যস্ত অসার অর্থ, পরমার্থ খুঁজে না।

থাকে যদি টাকা কড়ি, বেড়ে পরে বাবুগিরী,
দাস দাসী ঘোড়া গাড়ী, চেইন ঘড়ী বালাখানা,
হাতে এলে ধন, ভুলায় পরম ধন,
পিপাসু প্রাণ ধন খুজে, সাধনে মন মজে না।

কত লোকে ধনের তরে, চোর দস্যু ডাকাত করে,
অকাতরে প্রাণে মরে, পেয়ে কত লাঞ্ছনা,
যত বোম বেটে, সব এসে জুটে,
কপট কথায় অকপটে, ভুলায় ক'রে ছলনা।

সন্ন্যাসী ভিকারী যারা, নামে হ'য়ে মাতোয়ারা,
বিষয় বাড়ী ছেড়ে তারা গাছতলা করে থানা,
ত্যজে অসার ধন, করে নাম সাধন,
পরম ধনে ধনী হলে, ধনের গৌরব থাকে না।

কালাচাঁদ ঐ মায়ায় মজে, ব্যস্ত সদা অর্থ খুইজে,
অনর্থের মুল অর্থ সে যে, বুঝিয়া তা বুঝে না,
ভাবিলে অর্থ, ঘটে অনর্থ,
কোথা হরি পরমার্থ, ঘুচাও অর্থ বাসনা।

রাগিনী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

অপরূপ কি হেরিনু নয়নে,
মম সাধ্য কি স্বরূপ বর্ণনে,
বল্‌ব কি আর বলিহারি, বাক্ সরেনা বদনে।

হরি নামে হ'য়ে মত্ত, কুল মর্য্যাদা অর্থ স্বার্থ,
না বিচারি পাত্রাপাত্র, এক সঙ্গে এক সমানে,
ভেবে পরিণাম, নিচ্ছে হরি নাম,
ধরা হলে আনন্দ ধাম, কাজ কি স্বর্গ ভবনে।

ধরা ধামে অতি ধন্যা, এড়ায়ে সব কুল কন্যা,
লজ্জা দিল ব্রজাঙ্গনা, হরি নাম সাধনে,
নয় কি এ সকল, ব্রজ বালক দল,
দল বান্ধিয়ে সেজে এল, তাড়াইতে শমনে।

বুঝেছি সব অনুভবে, কাল্‌কে এড়া ফাকি দিবে,
যম রাজত্ব কেড়ে লবে, বাসনা ক'রে মনে,
সবে গুরু পায়, বিজয় ভিক্ষা চায়,
প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা রতি, যোগ দিল যোগ সাধনে।

হরি নাম মহোৎসবে, আনন্দে মাতিয়া সবে,
আত্মহারা ব্রজের ভাবে, শ্রবণ নাম গুণ কীর্ত্তনে,
প্রাণে শান্তি পায়, ভ্রান্তি দূরে যায়,
কালাচাঁদের মনের ভ্রান্তি, ঘুচিল দেখে শু'নে।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমিক হলে, থাকে না আর কুল মান জাত,
অনুরাগে রাগ ধরিলে উল্‌টা চালে হয়ে যায় মাত্‌।

বিষয় বাড়ী দালান ফেলে, ব্রজের পথে ধেয়ে চলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বৈলে, ভক্তি জলে ভাসে দিন রাত।
জান্‌লে শুদ্ধ প্রেমের মরম, রয়না অন্য ধরম করম,
চিত্ত করে বেরম্ বেরম্, লজ্জা সরম পলায় তাফাৎ।
গোপী ভাবের এম্নি ধারা, সংসার সুখের দফা সারা,
আমোদ ভরে আত্মহারা, পুলক বাড়ে হয় অশ্রুপাত।
ডুবে থাকে প্রেম সলিলে, ভেসে বেড়ায় ভাব হিল্লোলে,
কালায় বলে এমন নৈলে, দয়া কি করে দীননাথ।

রাগিণী সোহিনী।

তাল পোস্ত।

জান্তে তারে পায় কি আচারে,
সব সমান যার বিচারে।
বিচার আচার আত্ম প্রচার, তাতে কি আর জীব তরে।
জল স্নানে যদি হত, সাধন ভজন কেউ না করিত,
মানব জাতির আশা যেতরে, গোলোকে স্থান্ পেত জলচরে।
ফলাহারে ফল পেলে, পেত তারে বিহঙ্গ কুলে,
পানে শান্তি পেলে প্রাণেরে, (পেত) মদ মাতাল গাঁজা খোরে।
কাজ হলে অনাহারে, ভেক ভুজঙ্গ পেত তাহারে,
দুগ্ধ পিয়ে হরি পেলেরে, (তারে) পেত বালক বাছুরে।

হ'ত যদি রমণে, লম্পট বেশ্যা পেত স্বগুণে,
নারী সঙ্গ ছেড়ে গেলেরে, (হরি) থাক্‌ত খোজার একতারে।
বুদ্ধি জ্ঞানের অসাধ্য, যে সে ভাবে হয় কিসে বাধ্য,
কয় কালাচাঁদ পায়না তারেরে, না বাঁধিলে প্রেম্ তারে।

রাগিণী খট্ ভৈরবী।

তাল একতালা।

নিশি পোহাইল, গা তোল গা তোল,
আর কত ঘুমায়ে রবি রে।
কোকিলা কুহরে ভ্রমরা ঝঙ্কারে,
কাক্ ডাকে হাসায়ে শিখিরে।

জাগরে সকালে ওরে যাদু মণি,
গগনে উদয় হল দিনমণি,
এই দেখ রেখেছি ক্ষীর সর নবনী,
মুখ ধুয়ে অমনি খাবিরে।

দেখরে বাছা ধন দেখরে নয়ন মেলে,
গোঠে মাঠে ঘাটে যায়রে সকলে,
নেচে নেচে উঠে আয় করি কোলে,
মা ব'লে ডাক জীবন জুড়াই রে।

প্রভাতে অমনি শুয়ে ঘুমাইলে,
পরমায়ু ক্ষয় হয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে,
উঠরে সত্বরে দুর্গা দুর্গা ব'লে,
নামে সুখ শান্তি পাবি রে।

দ্বারে এসে দাড়ায়েছে রাখালগণে,
গোপাল গোপাল ব'লে ডাকিছে সঘনে,
না গেলে তুই তারা দুঃখ পাবে মনে,
কি বৈলে প্রবোধ দিবি রে।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।

তাল একতালা।

জাগ নিলমণি পোহাল যামিনী,
আর কতক্ষণ রবি শয়নে ;
উঠরে কানু লওরে বেণু, বাজাও বিনোদ বদনে।

মধু লোভে মত্ত মধুকর দল,
ধায় বনে যথা ফুল্ল ফুলদল,
পুলকে তাপিত পরাণ জুড়ায়, শীতল মৃদুল পবনে।

প্রেমে ঢল ঢল জাগিল ধরা,
নিশির শিশির বহে অশ্রুধারা,
বিহগ গায় সাধক ধায়, কুসুম নিচয় চয়নে।

উষা সতী ভালে, শুক তারা বিন্দু,
নিরখি অচলে যায় পূর্ণ ইন্দু,
পতি বিরহিণী হাসে সরোজিনী, পাবে বৈলে প্রিয় তপনে
জাগিল সকল জগৎবাসী,
জাগাইতে তোরে যাতনা বাসি,
কালাচাঁদ বলে ওগো ব্রজবাসী, জাগারে জাগাবে কেমনে

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল তোড় খেমটা।

তুই কি যাবিনা ভাই, ওরে কানাই,
বনে গোচারণে,
ভাব দেখিয়ে বুঝতে নারি, এভাব কি কারণে।
হাসি নাই চাঁদমুখে, রলি অধোমুখে,
এভাব দেখে মনোদুখে, মগ্ন রাখালগণে।
তুইত জানিস্‌রে ভাই, আমরা সবাই,
মুখ দেখে তোর জীবন জুড়াই, ডরাইনা শমনে।
যদি যেতে গোঠে, মন না উঠে,
বল্‌রে খুইলে অকপটে, চলে যাই ভবনে।
কভু যাইনা বনে, তোরে বিনে,
রাখালের বল, সঙ্গের সম্বল জীবনে মরণে।

রাগিণী আলিয়া।

তাল তোড় খেমটা।

চল চল গোচারণে, ব্যাজ কি কারণে,
সকলে বেজার তোর এ আচরণে।

কাল কাননে খেলায় হেরে, বয়েছিলি কান্ধে ক'রে,
আজ বুঝি ভাই তাই মনে ক'রে,
যাবিনা খেল্‌বিনা,
আমরা বিনা ঘরে খেল্‌বিরে কার সনে।

খেলার বেলা যায়রে বয়ে, বেলা হল দেখ্‌রে চেয়ে,
নিশ্চিন্তে আছিস ঘরে বয়ে,
ধেনুগণ উচাটন,
রয়েছে এতক্ষণ তৃণ জল বিনে।

না সাধিলে নিতুই নিতুই, একদিনও কি যাবিনা তুই,
অপরাধী মোরা কি এতই,
মার কাছে, তোর আছে,
আমাদের মার কিরে, আদর নাই সন্তানে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল তোড় খেমটা।

তোরা কেন সবাই, আমারে ভাই দোষ অকারণে,
সাধ করে কি থাকি ঘরে, বান্ধা মার স্নেহ বন্ধনে।

দেখ যত এদিক ওদিক, কেউ নাই ভবে মায়ের অধিক,
সে ছেলেদের জীবনে ধিক্, মার কথা যারা না মানে।

দুটু কথা ব'লে মাকে, বুঝাইয়া নেও আমাকে,
মা যদি অসুখী থাকে, সুখ হবেনা গোচারণে।

আমি তোদের প্রেমে বাধ্য, এড়াতে কি পারি সাধ্য,
তাই ব'লে মায়ের অবাধ্য, সম্ভবে কি এ জীবনে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল তোড় খেমটা।

বনে যেতে দিবনারে, কোলে আয়রে রতন মণি ;
ক্ষণেক না দেখিলে তোরে, শূন্যময় জ্ঞান হয় ধরণী।
তুইরে আমার অন্ধের নয়ন, দুখিনীর দুখ পাসরাধন,
ওরে বাছাধন,
প্রাণ থাকিতে, ছেড়ে দিতে পারবনারে যাদুমণি,
মা বলিতে দুঃখিনীরে, তুই বিনে আর লক্ষ্য নাইরে,
ভুবন মাঝারে ;
দিয়ে বনে বল্ কেমনে, রব ঘরে ধৈর্য্যমানি।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল তেওড় খেমটা।

দেমা সাজাইয়া, রাখাল রতনে,
চোকে চোকে নিরখিব রাখিব অতি যতনে।
কান্ধে ক'রে নিয়ে যাব, রাখালরাজা বানাইব,
যত্নে রাখিব,
ক্ষুধা হলে খেতে দিব, সুমিষ্ট বনফল এনে।
শুনগোমা যশোমতী, পায় ধরে করি মিনতি,
দাও অনুমতি,
নিয়ে যাব ব্রজপতি, মোদের সনে গোচারণে।
যার নামে বিপদ থাকেনা, তার কি বিপদে ভাবনা,
কেন ছলনা,
বিপদ হারী হরিকথা, কেনাজানে ত্রিভুবনে।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।
তাল একতালা।

কাননে গোচারণে, দিবনা কানাই,
বলিরে বলাই,
কাল হ'তে সদাকাল হিয়ে, কাপে রহিয়ে রহিয়ে,
বুঝাতে নারি কহিয়ে যে যাতনা পাই।

কে যেন আসিয়া কাছে আদরে,
মারমত সম্বোধনে, বলে স্বপনে মোরে,
শুনগোমা যশোমতী, প্রাণগোপাল্ তোর অল্পমতি,
কালীদহের কালজলে ডুবিবে জানাই।

গোপাল আমার কতনা আদরের ধন,
পেয়েছিরে কোলে তারে, ক'রে কত যোগ সাধন,
মা বলিতে দুখিনীরে, লক্ষ্য নাই আর ত্রিসংসারে,
বিদায় দিতে বনান্তরে অন্তরে ডরাই।

শুনেছি দুরন্ত কংশানুচরে,
ছদ্মবেশে তারা এসে, বনে সদা বিচরে,
পেলে তারা বাছারে, বলে ছলে অবিচারে,
কখন জানি কি আচরে, সন্দে করি তাই।

রাগিণী মিশ্র ভৈরবী।

তাল একতালা।

ভেবনা ভেবনা কি ভয় গোচারণে;
মাগো তোমার আশীর্ব্বাদে ডরাইনা শমনে।

তোমার যুগল চরণ বলে, আমরা দুভাই অবহেলে,
পরাজিতে পারি বলে, দেবাসুরগণে।

গোচারণে যাব ব'লে এসেছে রাখাল সকলে,
ডাক্‌ছে কানাই বলাই বলে, প্রিয় সম্বোধনে।

না যাই যদি তাদের সনে, বড় ব্যাথা পাবে মনে,
কাতর হবে ধেনুগণে, তৃণ জল বিনে।

রাগিণী মিশ্র ভৈরবী।

তাল একতালা।

যারে যা নিয়ে যা প্রাণের নীল মণিরে ;
সাবধানে সন্নিধানে, রে'খ ধৈর্য্য মানিরে।

অসহায়ে অসাবধানে, যায়না যেন বাবধানে,
রে'খ নয়নে নয়নে, আমার নয়ন মণিরে।

আদরের ধন কেলেসোণা, ভাল কি মন্দ বুঝে না,
মা বৈ আর অন্য জানেনা, মানেনা কার বাণীরে।

নীল তনু ঘামাইলে, বৈস নিয়ে বৃক্ষতলে,
খেতে দিও ক্ষুধা হলে, ক্ষীরসর নবনীরে।

বান্ধিয়া হৃদয় পাষাণে, দিলেম গোপাল তোদের সনে,
দুখিনীর ধন ফিরে এনে, দিও দুখিনীরে।

রাগিণী মল্লার।

তাল লোভা।

এই কিরে বাপ ছিল তোর মনে ;
দেখা দেরে দুখিনীর ধন, মরিরে তোর অদর্শনে।
(নিমাইরে নিমাইরে না তোর মরে প্রাণে)

মা বলিতে দুখিনীরে, লক্ষ্য নাইরে ত্রিসংসারে,
হায়রে দুখ কৈ কারে,
কোলে উঠে গলে ধরে, মা ব'লে ডাক চাঁদ বদনে।
পলকে হইলে হারা, শূন্যময় নিরখি ধরা,
হায়রে নয়নের তারা,
অঞ্চলের ধন নিমাই রতন, হারাইলেম অযতনে।
পুত্র শোকানলে জ্ব'লে, প্রাণ হারাব বৃদ্ধকালে,
হায়রে ছিল কপালে,
কৌশল্যা হ'তে দুর্দ্দশা, ঘটিলরে কপাল গুণে।
ঘরে বধু বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রবোধি তারে কি দিয়া,
হায়রে বিদরে হিয়া,
সোণার পুতলী আমার, লুটায় পৈরে ধরাসনে।

বাউল সুর।

তাল যদ্।

প্রেমের খেলা দেখ্‌বি যদি আয়রে আয়,
নিধুবনে রাধাকানু, দুলছে দোলে প্রেম দোলায়।
ভাবের ঝোকে আবীর মেখে, চোকে মুখে গায়,
রসের বাহার নিতে চায়,
গোলাপ জলে আল্‌তা গুলেরে, ঢালিছে রাধা রাধাকান্ত পায়।

সুযোগ বুঝে মলয় পবন বহিছে রঙ্গে,
আবীর মাখিয়া অঙ্গে,
শ্যাম সুখ প্রেমতরঙ্গেরে, ভাসে অঙ্গ ঢেলে অঙ্গনায়।

প্রেমাবেশে মুচকি হেসে, নবনাগরী,
দুটু বাহু পসারি,
হেলে দু'লে খেলার ছলেরে, কোলদিয়ে কোল পেতে চায়।

অকৈতব ভাবে বিভোর নাই হিংসা দ্বেষ,
প্রেমের এমনই আবেশ,
পশু পাখী সবাই সুখীরে, আনন্দে যমুনার জল উজান ধায়।

কৃষ্ণপ্রেমিক প্রাণে খেলে পরম আনন্দ,
দোলে রাধা গোবিন্দ,
প্রেমে জগৎ মাতাইলরে, কালাচাঁদ মোহ নিদ্রায় মৃতপ্রায়।

রাগিণী বসন্ত বাহার।

তাল যদ্।

সুখ বসন্তে পূর্ণিমাতে প্রেমযজ্ঞ আরম্ভন।
খেলে হুলী বনমালী নিয়ে ব্রজঙ্গনাগণ।
আবীর কুমকুম নিয়া, করে প্রিয় সম্ভাষণ,
সখীকো গায় শ্যাম ছোড়ে, শ্যাম হিয়ামে সখীগণ।
শ্যামল ধবল কাল যত তরুলতাগণ,
একদমে সব্‌লাল হোয়াকের যো কিছুথা বৃন্দাবন।

হল ভালরূপে আলো, নাই কাল কাকপীকগণ,
রাহাকা ধূল গায় জড়িয়ে লালহুয়া হায় সমীরণ।
কাল ভয় সুকাল দূরে পুলকিত ত্রিভুবন,
ব্রজলীলা মধুর খেলা, মধুরেণ সমাপণ।
ঐ খেলা দেখ্‌নেছে বড় কালাচাঁদের আকিঞ্চন,
হৃদি বৃন্দাবনমে আওয়ে কর খেলা রাই কিষণ।

রাগিণী বশন্ত বাহার।

তাল যদ্।

প্রেম জগতে প্রেমের খেলা, দেখরে দেখ নয়ন,
ভক্তিভরে রাধাকানু, দোলাইছে ভক্তগণ।
এদোলা আনন্দের দোলা ভক্তচিত্ত বিনোদন,
অনুরাগ পবন হিল্লোলে, হেলে দুলে অনুক্ষণ।
ভক্ত অনুরক্ত হরি ভক্তে আত্ম সমর্পণ,
সেই সাজে সাজে প্রভু, ভক্ত মনের ভাব যেমন।
বলিহারি রূপ মাধুরী, মনোহারী নাই এমন,
রূপে ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করে, আলো ক'রে ত্রিভুবন।
এ মিনতি যুগল পদে, নিয়ে সহচরীগণ,
কালাচাঁদের হৃদি দোলায়, কর এসে আরোহন।

রাগিণী বসন্ত বাহার।

তাল যদ্।

রাস বিহারী হরি রসময় রসিক ধন,
বৃন্দাবন চন্দ্র ব্রজ গোপী আনন্দ বর্দ্ধন।
দর্প হারী দীন দয়াল দেব দেব জনার্দ্দন,
দীন দন্য বিনে প্রভু, দেয়না কভু দরশন।
হক্না শত প্রেমোন্মত্ত, করুক আত্ম সমর্পণ,
অহমিকায় হারায় বাঁকায়, রাস অঙ্ক নিদর্শন।
কাত্যায়নী ব্রত ফল দিতে ব্রজাঙ্গনাগণ,
মদন মাদন জন্য রাস লীলা প্রকটন।
ধন্য বৃন্দাবন ধন্য, ধন্য ব্রজ গোপীগণ,
যাদের গুণে রাস রস করে ভক্ত আস্বাদন।
কয় কালাচাঁদ যাদের চিত্ত, নিত্য লীলার বৃন্দাবন,
দেখে তারা নিত্য নিত্য, পবিত্র যুগল মিলন।

রাগ ভৈরব।

তাল একতালা।

নিশি ভোর হল জাগরে মানস,
হরি নামগুণ গানে।
ওই শুন সুখে বিহঙ্গম কুল, গায় সুমধুর তানে।

আনন্দে মাতিয়া কুসুম নিকরে,
চারু গন্ধে দিক আমোদিত করে,
গুণ্ গুণ্ স্বরে হরি গুণ গায় ভ্রমরে,
ধায় ফুল মধু পানে ॥

হরি প্রেমাবেশে, পূরব আকাশে,
উষা সতী মৃদু মৃদু হাসি হাসে,
প্রেম ভরে তরু শিরে পাতা গুলি,
নাচে হরি সম্ভাষণে।

শান্তি ময়ী নিদ্রা ক্রোড়ে ঘুমাইয়ে,
থাকে জীব যত অচেতন হয়ে,
দেয় দয়া ক'রে পুনঃ যে জাগায়ে,
ভজ তারে রাত্রি দিনে ॥

শয্যা পরি হরি গা তোল গা তোল,
প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল,
সদা শান্তি পাবে ভ্রান্তি দূরে যাবে,
খেলিবে আনন্দ প্রাণে।

রাগ ভৈরব।

তাল একতালা।

মধ্যাহ্ন সময়ে মধুর হরিনাম,
লও অবিরাম পরাণ ভরিয়া।
দিবাকর করে ধরা ঝা ঝা করে,
ঝিল্লী নাম করে ঝি ঝি করিয়া।

বিহঙ্গম কুল উত্তাপে আকুল,
বেড়ায় না অকারণ উড়িয়া,
পান্থ নিবাসী তরুতলে বসি,
স্মরে নাম শান্তি মাগিয়া।

সুখ শয্যায় কেহ হইয়া শায়িত,
নিমীলিত নেত্রে জাগিয়া,
কেউবা আঙ্গীনায়, নাম ক'রে বেড়ায়,
শীতল সমীর লাগিয়া।

অন্তরে যাহার নামের প্রতাপ,
পলায় ভানু তাপ ছুটিয়া,
ঢালে শান্তি বারি ত্রিতাপ নিবারি,
নাম মদীরা পানে মাতিয়া।

কয় কালাচাঁদ সার কর হরিনাম,
অসার বিষয় পসার ত্যাগিয়া,
রোগ শোক ভ্রান্তি অশুভ অশান্তি,
দূর করিবে শান্তি আসিয়া।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

সন্ধ্যা আগমনে, ধীর গমনে,
পশ্চিম গগনে গেল দিনমণি।
স্নীগ্ধ সমীরণে, রঞ্জিত কিরণে,
জানায় জগজ্জনে, নিশি আগমনী।

দুটি একটি তারা আকাশের গায়,
ধরা পানে তারা মিটি মিটি চায়,
সাঁজের দেউটী জ্বলে আঙ্গীনায়,
জলে আমোদ ভরে হাসে কুমুদিনী।

মন্দ মন্দ বায়ু বহে মনোরঙ্গে,
ফুল গন্ধরাশি মিশাইয়া অঙ্গে,
তর তর করে তটিনী তরঙ্গে,
কুল কুলস্বরে আকুল পরাণি।

গমনাগমনে মনে শান্তি পায়,
শীতল সমীরে শ্রান্তি দূরে যায়,
স্বভাবের শোভা মানসে মাতায়,
নাচে হিয়া যেন আপনা আপনি।

এ সময়ে সুখ শান্তি সমাবেশ,
হরি নাম নিতে লাগে মধুর বেশ
কালাচাঁদ কয় ভাব হরি পরমেশ,
পাবে সুখ শান্তি দিবস রজনী।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল লোফা।

জয় জগবন্ধু জনার্দ্দন।

জয় সুভদ্রে বলভদ্র, কৃপাকর তিনজন।

জানি তোমরা তিনজন, প্রেমের মহাজন,
প্রেম বিতরি তড়াও পাপী, তাপী অভাজন,
প্রেমের কাঙ্গাল ওহে দয়াল, কর প্রেম বিতরণ ॥

ক'রে ত্রিগুণের বিকাশ, ওহে শ্রীনিবাস,
লীলা চলে পূরাইলে, ভক্তের অভিলাষ,
রথোপরি তিনের খেলা, এধাম বিনে নাই এমন ॥

বামনরূপ দেখ্‌লে রথে, তরে পাপ হ'তে,
হয়না পুনঃ জন্ম জীবের কভু জগতে,
চিরকাল বৈকুণ্ঠে থে'কে, করে সুখে কালযাপন ॥

তোমার লীলা চমৎকার, বুঝে সাধ্য কার,
পুরীধামে ঘুচাইলে, বেদের অধিকার,
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে মিলে একসঙ্গে করে ভোজন ॥

তোমরা কি মনে করে, কার যুক্তি ধরে,
সাগর পাড়ে পুরীধামে রয়েছ প'রে,
হৃদিপুরে মনোরথে, কর এসে আরোহণ ॥

তেরশত বাইস সনে, রথা রোহণে,
দেখে তোমায় বলভদ্র সুভদ্রা সনে,
কালাচাঁদ আনন্দে ভাসে, প্রেমরসে হয়ে মগন ॥

রাগিণী মুলতান।

তাল একতালা।

নমি ভক্তবৃন্দ পদার বিন্দ,
গোবিন্দ বাঞ্ছিত রতনে।
আদর করি, হৃদি পরি,
রাখলেন হরি যতনে।

যাদের শ্রীঅঙ্গে, শ্রীনিবাস রঙ্গে,
নিবসে নিশি দিনে,
যে অঙ্গ পরশে, প্রেম সুধা রসে,
ভাসায় পাষাণ পরাণে।

যাদের সহবাসে, ত্রিতাপ বিনাশে,
পলায় ত্রাসে শমনে,
মায়া পাশ কাটায়, বাসনা মিটায়,
উঠায় শান্তি সোপানে।

বিতরে ভকতি, অপার শকতি,
দুর্ম্মতি দুর্গতি দলনে,
হলে আত্মহারা, তত্ত্ব পথে যারা,
নিয়ে যায় নিজ গুণে।

বিষয় সন্তাপে, শান্তি তরু রূপে,
জুড়ায় প্রাণ ছায়া দানে,
কালাচাঁদের আশা, করে সদা বাসা,
হেন শীতল চরণে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ভয় করিনা তোরে শমন,
সার করেছি অভয় চরণ।

তোর বল কেবল্ দুর্ব্বল প্রতি, দেখ্‌লে সবল পালাইস তখন,
আমার সম্বল হরিনাম বল্, বল্ দেখি বল্ ধরি কেমন।

ছয় জনেরে সহায় করে, যারে তারে করিস শাসন,
ইচ্ছা করে ঐ ছয় টারে, আচ্ছা ক'রে করি দমন।

তোর রাজ্যে বাস করি ব'লে, দিবনা কর তোরে কখন,
হরি কিঙ্কর কি কর বিকর, দিলেন নিস্কর নীরদ বরণ।

কয় কালাচাঁদ হরি নামে, রয়না ভয় ভাবনা কখন,
যে কাল্ জীবকে বান্ধে পাশে, সে কাল থাকে, দাসের মতন।

রাগিণী মল্লার।

তাল একতালা।

কে জানে শ্রীহরি কেমন ; (রে)
যখন যেমন তখন তেমন।

শুনেছি পুরাণে ভগবত প্রসঙ্গ,
বৃন্দাবনে গোপী সনে রস রঙ্গ,
কভু ধরে বাঁশী কভু বা করঙ্গ,
কভু করে অসি কভু শরাসন।

বেদ পুরাণে তন্ত্রে বিভিন্ন রূপ গড়া,
কেমন করে ঠিক পাব আগা গোড়া,
কেউ বলে কাল কেউ বলে গোরা,
কেউ বলে ঐ রূপ, যে ভাবে যেমন।

সুখ দুখ লজ্জা ঘৃণা অহঙ্কার,
ভাল মন্দ ছোট বড় একা কার,
কামিনী কাঞ্চনে বিহীন বিকার,
জানে সেই যার সম দরশন।

অচিন্ত্য অনন্ত অক্ষয় অব্যয়,
আগমে নিগমে পায়না যার নির্ণয়,
কি দিবে কালাচাঁদ তাঁর পরিচয়,
ঘটে ঘটে স্বপ্রকাশ যেই জন।

বাউল সুর।
তাল লোভা।

আমরা সব পাষণ্ড জুইটে, বেন্ধেছি এক নূতন দল;
যাব না আর হরির কাছে, জেনেছি সে করে ছল।

দেশ বিদেশে তীর্থে ঘুইরে,
দেখ্‌ব না তার তালাস ক'রে,
বান্তে পাল্লে ভক্তি ডোরে,
দেখ্‌ব ধরে কত বল।

রূপ মোহে না ভুলিব,
দেখতে দূরে কেন যাব,
ঘরে বসে নাম করিব, চাবনা তার ফলাফল ॥
কাছে থেকে খেলায় ফাকি,
বুঝিতে কি আছে বাকি,
হৃদ গারদে ভরে রাখি, পায় দিব প্রেমের শিকল ॥
কালাচাঁদ ঐ দলে মিশে,
ভেবে চিন্তে পায়না দিশে,
সুধা ফেলে স্বভাব দোষে, খায় হরিষে হলাহল ।

রাগিণী বিভাস ।
তাল লোভা ।

সাজ সাজরে মন কেন ভয় রণে ;
করিব সাধনা যুদ্ধ, অবাধ্য নিঠুর হার সনে ।
জ্ঞান ব্যূহক'রে রচনা, সাধন ভজন রেখে সেনা (তায় রে)
শ্রদ্ধা ধনু যত্নে ধ'রে হান্‌ব ভক্তি বাণে ।
বাণে বিদ্ধ হ'য়ে হরি, যাবে যখন গড়াগড়ি (হায় রে)
এনে তখন যত্ন করি, রাখব হৃদাসনে ॥
যুদ্ধে যদি যাওরে হারি, বেন্ধে না হয় নিবে হরি (হায় রে)
ভব বন্ধন মুক্ত হবে, ছোবেনা শমনে ।

করিলে সাধ্য সাধনা, সহজে বসে আসেনা, (হায় রে)
কয় কালাচাঁদ হৃদয় বলে ধর্ম্মে পায় অগৌণে।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

হরি হরি বল্‌রে ভাই, এমন দিন কবে হবে ;
মিলে ছিল প্রেমের বাজার এখনই ভেঙ্গে যাবে।
নেচে নেচে বাহুতু'লে, গাওরে সবে হরি বৈলে,
দাওরে প্রেমের নিশান তু'লে, বিষাদ দূরে পলাবে।
যা হবার তা হল ভাল, আর কি ভালর আশা বল,
হরি নাম কর সম্বল, হরিষে কাল কাটাবে।
অলস হলে চলিবে না, ভাঙ্গলে বাজার মিলিবে না,
অসময় ফল ফলিবেনা, ভক্তি শক্তি অভাবে।
কয় কালাচাঁদ ছাড় দ্বিধা, সাধু কর্ম্মে শত বাধা,
পরের কথায় সুখ সুবিধা, ছাড়লে পরকাল যাবে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

বিপদের আর ভয় কি আছে ;
বিপদ যে লেগে রয়েছে।

বন্ধু বান্ধবাদি যত তারাই তার সহায় হয়েছে,
মায়া ডুরী দিয়া গলে, কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরাতেছে।
বিষয় ব্যাধি নিরবধি, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ করেছে,
বয়োবৃদ্ধি পরিমাণে, পরমায়ু ক্ষয় হতেছে।
শমনজরী ক'রে শমন সাথে সাথে বেড়াতেছে,
সময় পেলে ধরে নিবে সারাসারি নাই তার কাছে॥
কয় কালাচাঁদ হরিপদে, যে অবাধে প্রাণ সপেছে,
সদানন্দে থাকে সদা, সুখ দুঃখের দায় এড়ায়েছে॥

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ভক্তের কি তুলনা আছে,
আজ্ঞাকারী হ'য়ে হরি, বেড়ায় যাদের পাছে পাছে।
মান অপমান দুইই সমান, দুঃখপেয়ে দুঃখ পালিয়ে গিছে,
তেজে দিনমণি তুচ্ছ, নয় কাচ স্বচ্ছ তাদের কাছে।
জলাগুণের গুণ থাকেনা, ভাষায় পাষাণ সলিল মাঝে,
আশী বিষে ডরায় কিসে, বিষয় বিষে হা'র মেনেছে।
পাপ পুণ্য স্বর্গ মোক্ষ, সুখ দুঃখ একরের বেচে,
শত্রু মিত্র দারা পুত্র, আদরেনা বে'ছে বে'ছে॥

কয় কালাচাঁদ ভক্ত হৃদের, দুঃখের আগুন নিবেগিছে,
নিরন্তরে অন্তরে প্রেম, আনন্দ লহরী নাচে।

রাগিণী বেহাগ।
তাল কাওলী।

নিবেনা নিবেনা কলুষ অনল,
ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলে, জ্বালা প্রবল।
নীলিমা আকাশে, চন্দ্রমা হাসে,
হাসে যামিনী প্রেমে ঢল্ ঢল্।
মলয় অনিল মৃদু মন্দ চলে,
চুম্বিয়ে প্রফুল্ল, ফুল কুল দলে,
নিসারে ভানু তাপে তাপিতগণে,
দুঃখময় হৃদয়ে ঢালে গরল।
আমোদিত চিত নব অনুরাগে,
মোহে মোহিত জাগিয়া না জাগে,
মায়া জলদ জালে জড়িত দেহ,
আশা অশনি পাতে প্রাণ বিকল।

রাগিণী ভাটিয়াল।
তাল জলদ তেতালা।

কোথা গেলে মনের মানুষ পাই;
ধরা খুঁজে হলেম সারা, স্বার্থছাড়া মানুষ নাই।

মায়া মোহের মোহন মূরতি,
তাদের সনে আমার সনে বড়ই পিরীতি,
তারা মনের মানুষ হলে, যমকে কি এত ডরাই।

মনের মানুষ মিল্‌বে কি ক'রে,
দিশা হারা প'রে আছি, অজ্ঞান অন্ধকারে,
পথ দেখায়ে দিবেবা কে, আছে কে কার কাছে যাই।

শত্রু মিত্র একঘরে আছে,
কে আপন পর চিনে নিতে, পাল্লে হয় বে'চে,
কালাচাঁদ কয় চিন্তে হলে, চিনে যে তার সঙ্গ চাই।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল খেমটা।

কেন সুখ দিলে বিধি দুঃখময় সংসারে,
ভাসায়ে একবার কেন আবার, ভাসাও আঁখি নীরে।

ফুল্ল ফুল রাশি, দুদিনে বাসি,
চপলা চকিতে হাসি, লুকায় জলধরে।

তপন প্রকাশে, ত্রিজগত ভাসে,
কেন সে অচলে পশে, ডুবায়ে আন্ধারে।

বুঝা যায় এ ভাবে, সুখী নয় কেউ ভবে,
চিরদিন্ কার্ সম ভাবে, যাবেনা যায়না রে।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল একতালা।

কুঞ্জেশ্বরী সনে, একাসনে শোভে শ্যাম
দুজনে রঙ্গে দুজনার অঙ্গে,
মিশামিশি যেন, একই দেখা যায়।
শ্যামের মাথে চুড়া রাইর মাথে বেণী,
জ্ঞান হয় যেন মণিময় ফণী,
শ্যাম তনু নব জল ধর জিনি,
রাই সৌদামিনী রূপে শোভা পায়।
কেউর বলয় কিঙ্কিনী কঙ্কণ,
হার বালা বন মালা বিভূষণ,
পরিহিত ভিন্ন বিচিত্র বসন,
পীত মেঘ যথা নীলাম্বর গায়।
বলিহারি শোভা না যায় তুলনে,
বর্ণ হারে রূপ স্বরূপ বর্ণনে,
কানাচাঁদ ভণে যুগল মিলনে,
সাধক জীবনে আনন্দ খেলায়।

দীন বাউল সুর।
তাল লোভা।

এসেছ ভবের হাটে, নগদা মুইটে,
কর্ত্তে বটে হাট বেসাতী।

জাননা জিনিষের ভাও, কিনিতে চাও,
রাঙ্গের দরে হীরামতী।
অনাদি দোকানদারে, একাধারে,
রেখেছে সব দোকান পাতি,
যে যাহা এসে চাচ্ছে, তাই দিচ্ছে,
যার ইচ্ছে করে যে মতি।
এ হাটের দালাল ছয় জন, কেউ নয় সুজন,
ছয় জনার ছয় রকম মতি,
কত না লাভ দেখায়ে, লোক ভুলায়ে,
কৌশলে করে ডাকাতি।
জুটেছ দলে বলে, খোস খেয়ালে,
নিয়ে সব সাথী সঙ্গতি,
যখন হাট ছেড়ে যাবে, সব ঘুচিবে,
কেউ না হবে সাথের সাথী।
এনেছ টাকা কড়ি, কর্জ্জ করি,
লাভ করিবার আশা অতি;
খেয়ালে সব খুয়ালে, একেকালে,
না রাখলে তার মাশা রতি।
যবে শেষ হিসাব হবে, কি জব দিবে,
খাটবেনা এ সব বজ্জাতি,
সময়ে হও সাবধান, কয় কালাচাঁদ,
যাতে না হয় মূলে ক্ষতি।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

বলে বলুক লোকে নির্গুণ তোমাকে,
আমি দোষ হরি দিবনা তোমার।
তোমায় নির্গুণ কয়ে, কার বা গুণ গেয়ে,
জুড়াইব হিয়ে, কে আছে আমার।

দিয়েছ দিতেছ যে সব আরতি, বর্ণিতে সে সব আছে কি ভারতি,
পদে নাই রতি, আমিহে মূঢ় অতি, তোমার মুরতি ভাবিনা একবার।

তোমার আশ্রিত সকলই ভবে, তবে কেন নাই সম ভাবে সবে:
কেহ দুঃখী কেহ জনম ভিকারী, কেহ প্রভু কেহ তার আজ্ঞাকারী,
কেহ সুখে ভুঞ্জে কেহ অনাহারী, বুঝিতে না পারি এ কোন বিচার।

জ্ঞান নাই মম কিসে কিবা ঘটে, তাই কত বলি ঠেকিয়া শঙ্কটে,
জানিতে যদ্যপী দিতেহে ক্ষমতা, তবে কি আর শুনতে পেতে মন্দকথা,
অবিদ্যা প্রভাবে বেড়েছে অজ্ঞতা, জানাইব কৃতজ্ঞতা কি প্রকার।

নিয়ত কুপথে ক'রে গতা গতি, প্রাণ পোড়ে পাপে ছাড়েনা দুর্গতি;
পদে পদে কালাচাঁদ অপরাধী, তাই ব'লে বিপদে ঠেল পদে যদি,
পদের গৌরবে কালিমা পরিবে, কেউ ও পদ ভবে পূজিবেনা আর।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যদু।

কোন্ গুণে তোমাকে পাব, নিগু'ণ আমি গুণময়,
নিজ গুণে গুণহীনে, তরাও যদি মনে লয়।

গুণাতীত বাক্যাতীত,
চিত্তে ধারণা ব্যতীত, পায়না চিন্তে হে চিন্ময়॥

ভেবে আকুল না দেখি কুল,
পাইনা তত্ত্ব খাদ্যাখাদ্য শুদ্ধাশুদ্ধ কারে কয়।

কেউ কয় মান বেদের আচার,
কেউ বলে কি আচার বিচার, নাম নিলে সর্ব্বত্র জয়॥

কোন পথে যাই পথ নাহি পাই,
কালাচাঁদের কোন গুণ নাই, তোমার গুণে যদি হয়॥

রাগিণী খট্ ভৈরবী

তাল খয়রা।

কে আছে এ ভবে, ছিলইবা কবে,
হবেই বা কবে হল কৈ॥
কেনইবা এলেম, কেনইবা হলেম,
হলেম যদি হওয়ার মতন হলেম কৈ॥

হ'ত যদি আমি হতেম হওয়ার মত,
অনলে ঝাঁপ দিলে অঙ্গ শীতল হ'ত,
প্রেম সুধা পানে, ভব ক্ষুধা যেত,
তবে কি আর এত, পরের হয়ে রই।

ভাল ছিলেম ব'লে, ভাল জনম পেলেম,
সজ্জন সঙ্গমে ভালই সুখে রলেম,
ভাল ভাল ব'লে লোকের আদর পেলেম,
যারে পেলে ভাল তারে পেলেম কৈ।

স্থূল প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি চারিদেশ,
কোথা আছে খুজে পেলেমনা উদ্দেশ,
হইল স্বদেশ হিংসা পর দ্বেষ,
গুরু উপদেশ মনে রইল কৈ।

যে দেশের লোকে স্বদেশ ভাল বাসে,
সম ভাব যথা গরলে পীযুষে,
আত্ম সুখ ছাড়ি পর সুখে ভাসে,
কালাচাঁদ সে দেশের মানুষ হল কৈ।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যদ্।

কার কান্না কেন্দে কেন্দে ধরেনা নয়নে জল;
একবার ভেবে দেখেছ কি, এ কান্নার পরিণাম ফল।

পথ চলে দেখে না আন্ধায়, পল্লে তেম্নি গোলোক ধান্দায়,
কেন কান্দ কেবা কান্দায়, চিন্ত কি তার ফলাফল।

আস্‌তে কান্না যেতে কান্না, কান্নারই ফল গৃহ কান্না,
কান্নার মত কল্লে কান্না, মিল্‌ত চতুবর্গ ফল।

কে কার আপন কেবা কার পর, কে কোথা রবে অতঃপর,
সম জ্ঞান হলে আত্ম পর, ফল্‌ত না শোক দুঃখের ফল।

বৃথা কান্না পরিহরি, চিন্ত চিন্তামণি হরি,
করবে দয়া চিন্তাহারী, হবে বাসনা সফল।

রাগিণী টুরী ভৈরবী।

তাল কাওলী।

ধর্ম্ম কারে বলে চিননা;
একই ধর্ম্ম ধরা জোড়া কারু ভিন্ন না।

কয় কেহ গড্ আল্লা বলি, কেউ বা শিব জয় কালী,
কেউ বলে বনমালী, মূলে এক জনা;
জাতি বর্ণ সঙ্গ ভেদে, ভিন্ন কল্পনা।

নীচে থেকে মনে কর, ইনি ছোট আমি বড়,
ঊর্দ্ধে উঠলে ছোট বড়, প্রভেদ দেখায় না,
বিকার সনে আকারের লোপ, কে কার থাকে না।

ত্রিজগত তার অনুরূপ, আছে কিবা আর অন্যরূপ,
রূপে রূপে তারই স্বরূপ, করে ঘোষণা,
রূপের আরোপ না হলে, রূপ ধরা পরে না।

নিষ্ঠা রতি যদি থাকে, যে রূপে কেননা ডাকে,
কয় কালাচাঁদ হরি তাকে, করে করুণা,
ভাব্‌লে দ্বিধা পরে বাধা, হয়না সাধনা।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল খয়রা।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে লোকে কিনা করে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম চিন্তা করে কি সকলে।
কেউ বলে খাটী, কেউ বলে মাটি,
আটা আটি ছুটাছুটি, দলে দলে।

সুযোগ ছেড়ে লোক হুজুগে উন্মত্ত,
পথ ঘুইরে মরে লয়না পথের তত্ত্ব;
সকল পথ ত আর সমান সোজা নয়,
নানা পথে নানা মতে অভিনয়,
কোন্ পথে সুযোগ কোন পথে বা নয়,
না করে নির্ণয়, চলিতেছে চলে।

বেদ বিধি আদি ভিন্ন ভিন্ন মতে,
যাওয়ার রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন পথে,
চড়ে যায় যারা প্রেমের রেল গাড়ীতে,
সে দরবারে তারা যেতে পায় ত্বরিতে,
পার হইতে যারা চায় কর্ম্ম তরীতে,
তরিতে কি তারা পারেরে সকালে।

শিক্ষা সঙ্গ দোষে কেউ কারেনা গণে,
আত্ম হারা হয়ে, থাকে অহংজ্ঞানে,
অবিরত মায়া মোহে জড়সড়,
পথের খবর জান্তে পায়না অবসর,
কয় কালাচাঁদ দুইরে পায় কি পরমেশ্বর,
ভকতি পুরঃসর, অগ্রসর না হলে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল আড়াঠেকা।

হরি ব'লে ডাক্‌ব কি আর, হরি কি স্ববশে আছে,
আজ কাল নয় হল বহুদিন, ভক্তের কাছে বিকায়েছে।
যারা হরির পদানত, হরি তাদের অনুগত,
ছায়ার মত অবিরত, ঘু'রে বেড়ায় পাছে পাছে।
কাছে কাছে চলে ফিরে, দেয় না ধরা যারে তারে,
সপেছে প্রাণ যারা তারে, তারাই তারে কিনে বেচে।

কাল পাছে প্রবেশে ঘরে, হরি ভক্ত সেই ডরে,
বেন্দে তারে ভক্তি ডোরে, দ্বারে পাহাড়ায় রেখেছে।
জানেনা হরি বৈ যারা, হরি প্রেমে আত্ম হারা,
তারই দয়া লভে তারা, কালাচাঁদের আশা মিছে।

রাগিণী টুরী ভৈরবী।

তাল যদ্।

শ্যাম শ্যামা ভিন্ন মাত্র আকারে।
প্রাণ সপে পায়, একই ফল পায়, যে ভাবে যে আকারে।
শ্যামা মায়ের বরণ কাল, চিরকাল কাল ভয় হরে,
শ্যামেরও ও বরণ কাল, একাল যে কালের কাল,
কাল রূপে হৃদি আলো হয়,
শ্যামা দশ রূপ ধরে, শ্যাম দশ অবতারে,
যরে তারে হয়েছে সদয়;
শ্যামার চৌষট্টি যোগিনী, শ্যামেরও তেম্নি গোপীনী,
শ্যামা মা অসি ধারিণী, শ্যামের বাশরি করে।
মায়ের গলে মুণ্ডমালা, বনমালা শ্যাম গলে পরে,
এক ধরণের বসন ভূষণ কাজের গোড়ায় একই ফেশন,
শিষ্ট পোষণ দুষ্ট শাসন আর,
সব জীবে সম ভাব, ভাবিলে রয়না অভাব,
হাব ভাব একই প্রকার;
কালাচাঁদ কয় সাধন কাজে, যে যেমন চায় তেমন সাজে,
সর্ব্বত্র সম বিরাজে; একই বীজ্য কারে।

রাগিণী সুরট।

তাল যদ্।

হায় হায় কি হবে যবে, ধরবে এসে রবিসুতে,
কি করিবে ধনে মানে, কি করিবে দারাসুতে।
আত্ম স্বজন কত লোকজন সঙ্গী এখন যাতায়াতে,
যাওয়ার বেলা কেউ যবে না, হবে একা চলে যেতে।
পুত্র কন্যা বল্‌বে কেন্দে, কে আমদে দিবে খেতে,
নারী কান্দবে মোর কপালে, সুখ নাইরে আর আজ হইতে
আপন আপন কান্না কেঁন্দে, যাবে চলে যে যার পথে,
সঙ্গে হবে তোমার পাশা, পুড়ে এলে শ্মশান হতে।
ভাবিয়া কালাচাঁদ বলে, হও সাবধান দিন থাকিতে,
হরিনাম বল্ কর সম্বল, সারবি যদি কালের হাতে।

রাগিণী ইমন।

তাল কাশ্মিরী খেমটা।

ভাব কারে কয় কে জানে,
যোগী জনে জানে, গতি তার উজানে।
ভাব ছাড়া কে আছে ভবে, যার যেমন ভাব সে তার ভাবে,
তত্ত্ব জ্ঞানে আত্ম ভাবে, মত্ত কয় জনে।

না বুঝিলে আত্ম অভাব, ভাব কি কারও হয় আবির্ভাব,
মধু হতে মধুর যে ভাব, ভাবুক জীবনে।
সব মন ভাব ভাবের স্বভাব, অষ্ট পাশে নাশে সে ভাব,
স্বার্থ গন্ধ থাকলে ঠিকভাব জাগেনা প্রাণে।
মন বান্ধা কুভাবনায়, ভাবের বাতাস লাগে না তায়,
কালাচাঁদ বিপন্ন সদায়, অভাবের টানে।

রাগিনী বিভাস।

তাল একতালা।

আমার ভিন্ন কিছু নয় (ভবে)
আমার ছাড়া কৈ, ভিন্ন কারে কৈ,
আমি যার হই সে যে জগৎময়।
আমার আমিত্বে যার অধিকার,
সে বিনে ভবে কার আছে অধিকার,
দূর না হইলে ইন্দ্রিয় বিকার, কে আমি আমি কার ঘুচেনা সংশয়।
সকল আমার ব'লে যারা মনে করে,
তাদের সাধন ধন্য, পর কে আমার করে,
বেছে বেছে যারা আমার আমার করে, তারাই কালের করে
ঠেকিবে নিশ্চয়।

আমার আমার করি আমার কিছু নয়,
কার কবে এ ভাবে সাধন ভজন হয়,
ভালবাসার মূল আমার হতে হয়, আমার না হলে কি প্রেমের ধারা বয়॥

আত্ম পর যারা আমার ব'লে ভাবে,
তারাই মহাজন ধন্য এই ভবে,
কালাচাঁদের এ ভাব আর হবে কবে, বৃথা ভাবনায় যায় দিন ক্ষয়॥

রাগিণী সুরট মল্লার।
তাল যদ্।

সেই সে পরমা রাধা একজন,
নাই তার মতন দ্বিতীয় এমন,
অনাদি অনন্ত যিনি অক্ষয় অব্যয় ধন।

হেসে হেসে চাঁদ উঠে, চমকি চপলা ছুটে,
হাসি ভরা ফুল ফুটে, গন্ধ লুটে সমীরণ,
যার আদেশে মেঘ বরিষে, আলো বিতরে তপন।

কে জানে তার রূপের স্বরূপ, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুরূপ,
যার যে ভাবে বাঞ্ছা যে রূপ, পায় সে সেরূপ দরশন,
নিরাকারে রূপের আরোপ, তারই রূপের উদ্দীপন।

কেউ বলে পরম পিতা, কেউ ভাবে জগন্মাতা,
সাধক ভেদে দুটি কথা, একই তত্ত্ব নিরূপণ,
প্রকৃতিপুরুষ তিনি, ভিন্ন মাত্র সম্বোধন।

সৃজন পালন লয় প্রলয়, অনায়াসে যার ইচ্ছায় হয়,
পরম ব্রহ্ম তারেই কয়, বেদ বেদান্ত দরশন,
তারই তরে মতান্তরে, বিভিন্ন সাধন ভজন।

রাগিণী মল্লার।

তাল খয়রা।

মনের কথা কৈ, এমন বান্ধব কৈ,
কার কাছে কৈ, দুখ সমাচার।
তোমায় পাব কৈ, কেমন করে কৈ,
বুঝিয়া বুঝ কৈ, যে দুঃখ আমার।

তুমি যা বুঝাও আমিও তাই বুঝি,
হয়না রাজী তাতে মন আমার পাজী,
এসে সংসার ক্ষেত্রে সংসাজে সাজী,
হারাইলেম পুজী, যা ছিল এবার।

যে যার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হয়,
তারে কি আর কথা খুইলে বল্‌তে হয়,
পতিতের বান্ধব তুমি দয়াময়,
আমায় অসময় কৈরতে উদ্ধার।

আড়াল থেকে কত ভালবাস তুমি,
শত অপরাধী অকৃতজ্ঞ আমি,
অন্তরের কথা জান অন্তর্য্যামী,
নিজে দোষ গামী, দোষ দিব কার।

যে ভাবে এ ভবে হয়েছি সংসারী,
এ যাত্রা এ ভবে নাই সারাসারি,
পায় মায়া বেড়ী চলিতে না পারি,
বক্ষে চাপা ভারী, বিষম বিষয় ভার।
কালাচাঁদের কথায় মন যদি না উঠে,
দেখে যেও হরি আসিয়া নিকটে,
ভজন বিহীনের কি দুর্দ্দশা ঘটে,
ভব পারের ঘাটে, বিনে কর্ণধার।

রাগিণী লগ্নী ভৈরবী।

তাল যদ্।

কোথা হতে ভবে এলেম, যাব বা কোথায়;
কেই বা পাঠায়ে দিল, এলেম কার কথায়।
কারে বলি আমার আমার, কেবা আমি আমি বা কার,
কেবা কার করে উপকার, কার জন্য কার আসে যায়।
আসবার আগে ছিলেম বাকি এসে ভবে হলেম বা কি,
ভাব্‌লেম বা কি, হল বা কি, হবে কি উপায়;
কি করিতে কিবা করি, একবার কি তা মনে করি,
ব্যস্ত টাকা টাকা করি, কার বা কড়ি কেবা খায়।
যে উদ্দেশ্যে যে অভাবে, ফিরে ঘুইরে এলেম ভবে,
সে অভাব কিসে দূর হবে, সে দিকে কে চায়;

নয়ন মুগ্ধ কুদর্শনে, শ্রবণে কুকথা শুনে,
জিহ্বা তৃপ্ত কুভোজনে, মন মত্ত কুভাবনায়।

কে আমি আমায় কে গণে, কি কর্ম্ম হয় আমার গুণে,
জ্বলে মরি পাপাগুনে, কে আছে নিবায়,
প্রেম করিতে ভবে এলেম, তারসনে কৈ প্রেম করিলেম,
সুধা বলে গরল খেলেম, প্রাণ বাঁচেনা যাতনায়।

আসা যাওয়া যে যাতনা, জন্মিলে মনে থাকে না,
তাহাতে বিষয় বাসনা, বিপাকে ঘুরায়,
সদা করি কর্ম্ম চিন্তে, পাই কি করি ধর্ম্ম চিন্তে,
কালাচাঁদের ধর্ম্ম চিন্তে, জলে জলবিম্ব প্রায়।

রাগিণী শঙ্করা বেহাগ।
তাল একতালা।

আমায় ভালবাস কেনে;
আমি থাকি আমার ভাবে ভালবাসার ধার ধারীনে।
ভালবাসা ধন রাখিলে কখন, মনের মতন যতনে;
তবে কি সাধ করি, আপন হাতে ধরি, গরল খেয়ে মরি পরাণে।

তুমি আশুতোষ কত ভালবাস, সদা মন তোষ যতনে,
আমি অকৃতজ্ঞ, তব প্রেম যোগ্য, করি নাই যত্ন জীবনে।
কেমনে ভজিব, কি দিয়া পূজিব, কি রূপে মজিব চরণে,
তোমার অস্তিত্বে সন্দেহচিতে, স্বরূপ জানিতে পারিনে।

যে দিকে নেহারি, শূন্যময় হে হরি, পদে বেড়ী পথ গমনে,
তোমারে পাসরি, দিবস শর্ব্বরী, জ্বলে মরি পাপ আগুনে।
কালাচাঁদে কয়, ওহে দয়াময়, কিবা ভয় পাপী পীড়ণে,
বেন্ধে এনে বলে, তবপদ তলে, রাখ অধম দুর্জ্জনে।

রাগিণী মুলতান।

তাল আড়াঠেকা।

শান্তি নিকেতনে চল, যার শান্তির আশা থাকে;
আর কত কাল অশান্তি ভোগ, করিবি ভোগ সুখে থেকে।
সংসারীর শান্তির আশা, মরীচিকায় মৃগ তৃষা,
হারায় কর্ম্ম দোষে দিশা, পারের পথ দেখে না দেখে।
কেউ নয় চিরজীবী ভবে, অবশ্য মরিতে হবে,
ভ্রান্ত মন কেন তবে, মুগ্ধ ক্ষণ দুঃখে সুখে।
সাঙ্গ হয়ে এল খেলা, হরি নামের বান্ধ ভেলা,
পাড়ী ধর থাকতে বেলা, কয় কালাচাঁদ তরবে সুখে।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

আনন্দ বাজারে তোরা, কে যাবিরে আয় (রে তোরা)
হয়েছে গগনে অধিক বেলা, চেয়ে দেখ যাওয়ার বেলা যায়।
অন্ধ কালা কাণা খোড়, আতুর কি জুয়ান বুড়,
দীন দুঃখী ছোট বড়, সমভাব তথায়।

মিত্র কি শত্রু বৃন্দ, দুঃখ সুখ ভাল মন্দ,
আনন্দ নিরানন্দ, এক দরে বিকায়।
বলবান পাছে পরে, আতুর যায় আগে তেড়ে,
দুচোকে দেখে তারে, অন্ধে পথ দেখায়।
বাজারের মহাজনে, জিনিষের মরম জানে,
গুণের আদর সেখানে, চক্‌চকে না চায়।
কালাচাঁদ বলে ডেকে, চাও যদি যেতে সুখে,
বল হরি মনে মুখে, কাল আগত প্রায়।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

ভবে যত কিছু কিছু নয়;
বিনে হরিবল আর যত সম্বল,
মেঘের কোলে যথা চপলা নিচয়।
জল বিম্ব যেমন জলোপরি ভেসে,
ক্ষণকাল পরে জলে যয় মিশে,
মায়াবন্ধ জীব মায়ানীরে ভেসে,
হেসে খেলে শেষে, মায়াতে হয় লয়।
সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি কও যারে,
ভাব হ'তে জন্মে জীবের অন্তরে,
দেশকাল পাত্র ভেদ অনুসারে,
বিভিন্ন আকারে, অনুভূত হয়।

মৃত সঞ্জিবনী ভেবে যত্ন ক'রে,
বিষজ্ঞানে পুন ঠেলে ফেলে দূরে,
বহুমূল্যে একবার কিনি সমাদরে,
পুন রাঙ্গের দরে, করে তা বিক্রয় ।

দীনহীন ধনী রাজা মহারাজ,
বৃক্ষতলে কিবা দ্বিতলে বিরাজ,
ভালমন্দ কাজ বিদায় হওয়ার সাজ,
সবাকারই সম জড়া মৃত্যু ভয় ।

ক্ষণ সুখে মত্ত দুঃখে আত্মহারা,
কালাচাঁদের মত তাদের দফাসারা,
বিভু প্রেমানন্দে মাতোয়ারা যারা,
সুখে দুখে তারা, সমভাবে রয় ।

রাগিণী সুরট ।

তাল একতালা ।

ধর্ম্মের মর্ম্মবুঝা বড় ভার ;
কোন্ দেশে বসতি, কিরূপ প্রকৃতি,
পুরুষ কি প্রকৃতি, সাকার নিরাকার
কেউবা সাকারে পায় বড় প্রীতি,
নিরাকারে কেউলভে তার পীরিতি,
কেউ সর্ব্বভূতে দেখে সে মুরতি,
মরমের গতি, যেদিকে যাহার ।

শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান সঙ্গ অনুসার,
করে জীব ধর্ম্মা ধর্ম্মের বিচার
একি ধর্ম্ম গেহ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার,
প্রবেশিলে ভাব সম সবাকার।

কেহ বলে ধর্ম্ম পাপীর শাস্তিদাতা,
সাধু পুণ্যবানের ভব ভয়ত্রাতা,
কেউ কয় ও কিছু নয় ওসব কথার কথা,
মঙ্গলময় ধাতা, নিত্য নির্ব্বিকার।

জীবদেহে যবে থাকে সুপ্রকাশ,
শত রজ তম ত্রিগুণে বিকাশ,
দেহান্তর হতে পশিলে আকাশ,
গুণাতীত বাক্যাতীত রূপ তার।

অনাদি অনন্ত পতিত পাবন,
যাঁর প্রেমে মুগ্ধ এতিন ভুবন,
শশি হাসে আলো বিতরে তপন,
ধ্যান করে কালাচাঁদ নিরন্তরে তাঁর।

রাগিণী রাজবিটী।

তাল ঝুলন।

আমার দয়াল হরির দেখা, পেয়েছিস কি তোরা,
শুনেছি সে তরায় নাকি, অন্ধ কাণা খোড়া।

তীর্থে তীর্থে ঘুরে আলি, বল্ কোথা তার দেখা পালি,
কেমন আছে বনমালী, ব্রজের মাখন চোরা।
কেউ বলে তার কাল বরণ, কেউ কয় গোরাচাঁদের কিরণ,
কেউ কয় সুঠাম ভুবন মোহন, কেউ কয় ভুবন জোড়া।
কখন পুরুষ কভু নারী, রূপের তুল্য দিতে নারি,
কোথা বা ঘর কোথায় বাড়ী, পাইনা আগা গোড়া।
অপরূপ সে রূপের ছবি, কিরূপে রূপ দেখ্‌তে পাবি
কয় কালাচাঁদ সর্ব্ব ব্যাপী, বহুরূপী ছোরা।

রাগিণী সুরট মল্লার।
তাল একতালা।

কে বলে হরি পাওয়া দায়,
জীবের অন্তরে, সুখ শান্তি তরে,
বিরাজ করে অকাতরে সর্ব্বদায়।
ক্ষণকাল বিচ্ছেদ হইলে হরিতে
পারে কি আর জীব জীবন ধরিতে,
সে যদি কাণ্ডারী না থাকে তরীতে,
কাল সাগরে তরী অম্নি ডুবে যায়।
সুধু জীবদেহে আছে এমন নয়,
জীব হিতে রত অবিরত রয়,
ভ্রান্ত জীবের তবু ঘুচেনা সংশয়,
হরি পাওয়ার আশে, দূরদেশে ধায়।

ডাকিয়া খুজিয়া আস্তে হয়না তারে,
ছাড়িলে কুচিন্তে পায় চিন্তে তারে,
ব্যাকুল হয়ে যদি পেতে চায় প্রাণ তাঁরে,
লভে অকাতরে, যে ভাবে যে চায়।

কে তুমি তাই আগে কর নিরূপণ,
ভেঙ্গে যাবে মায়া মোহের স্বপন,
দেখ্‌বে দয়াল হরি তোমারই আপন,
হৃদি বৃন্দাবনে কাম ধেনু চরায়।

যগুপি হরিতে থাকে অভিলাষ,
ছেড়ে দাও গ্রাম্য সুখ ভোগ বিলাস,
কালাচাঁদের কথায় করিয়া বিশ্বাস,
আত্ম সমর্পণ কর পাবে তায়।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল যদ্।

জান্তেম যদি দয়াল হরি, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ ;
তবে কি আর তোমার কাছে, যাচি স্বার্থ বর দান
আমার এই মনে লয়, কত দূরে জানি তোমার আলয়,
তাতেই বলি হে গুণালয়, হও হৃদে অধিষ্ঠান।
ভূত ইন্দ্রিয় পাকে, তোমায় আমায় দূরে রাখে,
খুইজে তাই পাইনা তোমাকে, করে কত সুসন্ধান।

তোমার অনন্তরূপ, হৃদে চিদানন্দ স্বরূপ,
মায়াতে দেখায় অন্যরূপ, তাই করিছে ভিন্ন জ্ঞান॥
তুমি আমার হয়ে, কষ্ট পাও এ দেহে রয়ে,
আমি ব্যস্ত পরকে নিয়ে, ভু'লে তব গুণ গান।
ভেদ বুদ্ধি দোষে, আত্মহারা পাইনা দিশে,
আত্মাতে স্থির থাকি কিসে, করসে মঙ্গল বিধান।
তুমি দাও মুক্তিধন, (তব) সুখের তরে কল্লে সাধন,
আত্ম সুখ থাকিলে কখন, কয় কালাচাঁদ পায়না ত্রাণ।

রাগিণী সুরট মল্লার॥

তাল যৎ।

হরিকে চিননা ব'লে, চেয়ে লইতে মনে লয়,
হরি কি ধন চিন্তে পেলে, চেতে কি আর ইচ্ছা হয়॥
তাঁর প্রেমামৃত পানে, যে আনন্দ খেলে প্রাণে,
সে আনন্দ স্রোত সনে, সুখ দুখ ভেসে যায়,
কামনা বাসনা যত, মাটির মত হ'য়ে রয়।
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে, হয়না বশ সে কোন ক্রমে,
তবু ভ্রান্ত মনভ্রমে, ঐশ্বর্য্যের দাস হ'তে চায়,
আত্ম ভাবে না ভাবিলে, অভাব কি আর দূরে যায়॥
পার যত দাও তাঁরে, চেওনা তাঁর কাছে ফিরে,
পরবে চেলে কর্ম্মফেরে, হবে আস্‌তে পুনরায়,
আশাই ভবে আসার মূল, আশাই অশান্তি ময়।

চেওনা তার ভালবাসা, ভাল বেসে পুরাও আশা,
নিঃস্বার্থ ভালবাসা, হতে হয় প্রেমের উদয়,
এমন শুদ্ধ প্রেমিক হলে, হরি তারে হয় সদয়।
তাঁর অদেয় কিছুই নাই, চে'লে পাই না চেলেও পাই,
চেয়ে কেন বিপথে যাই, চেইও না কালাচাঁদ কয়,
তাঁর হ'য়ে ভজ তাঁরে, হইবে সর্ব্বত্র জয়।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যৎ।

হরি তব খেলা লীলা, জান্তে পারে সাধ্য কার,
রূপ দেখায়ে মন ভুলায়ে, লুকাও হয়ে নিরাকার।
বহুরূপী সর্ব্বব্যাপী, তুমি ছাড়া নাই কুত্রাপি,
হৃদাকাশে সূক্ষ্ম রূপী, আনন্দময় নির্ব্বিকার।
যুগে যুগে অবতরী, হও জীবের পারের তরী,
শ্রীপদ তরী বিতরি, নিজে সাজ কর্ণধার।
শত্রু ভাবে মুক্ত কর, বন্ধু হয়ে বিপদ হর,
কারু শিরে চরণ ধর, কারে কর নমস্কার।
ভাবে সগুণ ভাবে নির্গুণ, কার সাধ্য বুঝে গুণাগুণ,
ভাবলে নিবে মনের আগুন, হরে ত্রিগুণ অন্ধকার।
কর্ম্ম ডুরী ধরে চালাও, মায়ামোহে জীবকে ভুলাও,
ভক্তির বেলা দূরে পলাও, যেটুক তোমার অধিকার।

পায়না জ্ঞানে পায়না ধ্যানে, অন্ত পায়না যোগ সাধনে,
পারে বান্তে সুসন্ধানে, নাম ভুরী করিলে সার।
করি পদে এই মিনতি, ওহে অগতির গতি,
কালাচাঁদে দাও সুমতি, নামে মজে রয় তোমার।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

সহজে হরি যদি পেতে চাও,
যুক্তি তর্ক পরিহরি, হরি ভক্তের কাছে যাও।
ভাঙ্গা কল্সী হয়, ঢাল্লে জল বেরয়,
জলে তা ডুবায়ে রাখ্‌লে জল পূর্ণ রয়,
প্রেম রসে প্রাণ থাক্‌বে ভরা, সাধুর যদি সঙ্গ পাও।
বেদাগমে কয়, জানিও নিশ্চয়,
ভক্তের কৃপা হলে কৃপা করে কৃপাময়,
ভক্তের গৌরব বাড়াইতে, বক্ষে ধরে ভক্ত পাও।
ভক্ত মহাজন, প্রশংসার ভাজন,
কত কষ্টে করে পূণ্য ধন উপার্জ্জন,
সঙ্গ গুণে সে ধন লভে, জানে যারা কাজের ভাও।
কালায় বলে ভাই, এসহে সবাই,
ভক্ত সঙ্গে মনোরঙ্গে, হরি গুণ গাই,
ভক্ত বিপথ গামীর বন্ধু, পাপী তাপীর পারের নাও।

রাগিণী পীলু।

তাল যৎ।

আজ কাল ক'রে কাজ হলনা, কাল গেলরে অকারণে,
আপন ভাল বুঝ যদি, ভজরে ভব তারণে।
বুঝিলে নিজের ভুল নিজে, হয় বাসনা সংশোধনে,
রোগে ধরেছে টের পেলে, সাধ করে ঔষধ সেবনে।
রসনা কি কথায় মজে, বিনা রস আস্বাদনে,
পেট ভরেনা পরের খাওয়ায়, বিরত হলে ভোজনে।
নিজে না বেচিলে কি আর, বাড়ে পসার দান গ্রহণে,
কভু বিনা বেচা কিনা, হয় লাভবান মহাজনে।
ভক্তি ফুলে নয়ন জলে, না পূজিলে ও চরণে,
হয়না বাধ্য ভবারাধ্য, অন্য কোন আচরণে।
কর্ম্ম বীর না হলে কি আর সুফল পায় সে কালরণে,
কালাচাঁদ কয় কর্ম্মী যে হয়, সুখে রয় জীবন মরণে।

রাগিণী ভাটিয়াল।

তাল কাওলী।

সাধনা কল্প বৃক্ষে, কত রঙ্গের ফুল ফুটেছে;
ফুল গন্ধে মকরন্দে, ভকত ভ্রমর মেতেছে।
সাদা কাল লাল নীল, নানাবিধ ফুল দল,
যে ফুলে যার মন মজে, তার জন্য সে হয় পাগল,

সকল ফুলে একই সুধা, পানে হরে ভব ক্ষুধা,
ফল্ পেতে নাই অসুবিধা, পায় সে ফল্ যে যেমন যাচে।

কেউ বা উচ্চতা দেখে, দূরে থেকে সরে যায়,
কেহ বা নিকটে যেয়ে, ভয় পেয়ে দূরে পলায়,
আবার কেউ কতক দূর উঠে, নীচে নেমে পলায় ছুটে,
কেউ বা দুচার দিন খেটে, ভরসা ছেড়ে দিতেছে।

কেহ গাছের কাছে গিয়ে, না কৈরে তায় আরোহণ,
বাঞ্ছা করে হাতে কৈরে, ফুল করে আহরণ,
কেউ মাঝখানে উ'ঠে গিয়ে, অবাক হয়ে তাকাইয়ে,
ফুল মধুর আশা থুয়ে, ফলের দিকে চেয়ে আছে।

কেউ ভাবে আগে থেকে, কেন বৃথা চেষ্টা পাই,
ফল হলে উঠিব গাছে, ফুলে আমার কার্য্য নাই;
কেউ ভাবে পয়সা থাকিলে, ঘরে বসে সুফল মিলে,
না হয় তীর্থে তীর্থে গেলে ফলের কি আর অভাব আছে

ফলে মধু খুজে যারা, পরিহরি ফুল দল,
সরোবর ভ্রমে তারা, মরু ভুমে যাচে জল,
সুধু ফল লাভের আশে, কয় কালাচাঁদ যারা আসে,
যাওয়ার বেলা অবশেষে, দুহাত দিয়ে চক্ষু মুছে।

রাগিণী ভাভিয়াস।

তাল কাওলী।

মনের ভ্রম দূর না হলে, হরি চিন্তে পায় কি লোকে ;
অন্ধকার যে ভালবাসে, সে কি আস্‌তে চায় আলোকে।

মায়ামোহ বদ্ধ জীব, থেকে ভ্রম অন্ধকারে,
গুণাতীত শুদ্ধ হরি, মায়া বদ্ধ মনে করে,
তাই ভ্রান্ত জীব যত, না বুঝিয়া হরি তত্ত্ব,
প্রকৃত মানুষের মত, কথায় ভুলাতে চায় তাঁকে।

সোণা রূপা পীতল পাথর, কাঁশা কাষ্ঠ মৃত্তিকায়,
অভিষ্ট দেবতা গড়ে, যেমন যার পয়সায় কুলায়,
মনে মনে গৌরব করে, আমার এ ঠাকুরের বরে,
ফাঁকি দিয়া শমনেরে, ত'রে যাব পরলোকে।

জীবকে কেহ হরি জ্ঞানে, সপে দেহ প্রাণ মন,
লৌকীক আচারে তারে, করে প্রিয় সম্ভাষণ,
ভাবেনা ঠিক সার তত্ত্ব, মানব যদি হরি হ'ত,
হরির অভাব দূরে যেত, মিলত হরি লাখে লাখে।

হরির মর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম, না জানিলে ভালরূপ,
কয় কালাচাঁদ ভ্রান্তি যায় না, চিন্তে পায় না হরিরূপ,
হরি কি তা জানে যারা, হয়ে প্রেমে মাতোয়ারা,
হৃদি বৃন্দাবনে তারা, নিত্য যুগল মিলন দেখে।

রাগিণী বিভাস্।
তাল কাওলী।

আনন্দ কর দিন যায় ; (প্রাণ থুইলে]
মিলেছে আনন্দের বাজার,
হয় কিনা আর হয় পুনরায়।

আনন্দে মেতে সকলে, বল হরিবল প্রেমে গলে,
প্রেমানন্দের ধ্বনি তুইলে, মাতাও ধরাতল,
নিরানন্দ পাপরাশি, যাবে রসাতল,
আনন্দ পীযুষ পিলে, গোলোকের সাধ মিটে ধরায়।

আনন্দ হীন হয়ে ডাকা, বন কাটিয়া বনে রাখা,
ছিদ্র কুম্ভে বারি থাকা, পরিণাম যেমন,
নিরানন্দ সাধন ভজন জানিও তেমন,
আন্ধার ঘরে খুজিলে কি, নীলকান্ত মণি পাওয়া যায়।

আনন্দই পূর্ণ ব্রহ্ম, আনন্দ প্রেম লাভের কর্ম্ম,
আনন্দ গোপীকার ধর্ম্ম, ভকতের আশ্রয়,
আনন্দ হৃদয়ে হরি সদা বান্দা রয়,
আনন্দ নিকুঞ্জে রাধা কৃষ্ণ ব্রজের খেলা খেলায়।

ছুটাও আনন্দের ধারা, ভাসিয়া যাক্ রিপু ত্বরা,
চেয়ে দেখুক ভ্রান্ত যারা, আনন্দের প্রভাব,
আনন্দ যার হৃদে জাগে তার কিসের অভাব,
আনন্দ পেলে কালাচাঁদ, বিনা মূলে বিকাতে চায়।

রাগিণী বিভাস।

তাল যৎ।

লীলাময় হরি হে তোমার, লীলা বুঝে সাধ্য বা কার;
কি বাসনায় কি কাজ কর, জান্তে কেউ নারে মরম তার।

এই খেলে বিমল আকাশে, চাঁদের চারু কিরণ ছটা,
ঘোর দরশন অন্ধকার গগন, জলদে বিজলি ঘটা,
ফিরে ঘুরে জোয়ার ভাটা আলো অন্ধকার।

বুঝতে নারে হে অনন্ত, তবলীলা খেলার অন্ত,
কেউসুখী কার জীবনান্ত, অচিন্ত ব্যাপার,
সন্তাপিত জনগণ, প্রখর তপন করে,
কুতূহলে ফুলদলে, বিলায় মধু মধুকরে,
চাঁদ পেয়ে কুমুদী হাসে নলিনী বেজার।

কারে রাখ কারে মার, ডুবাও কারে কারে তার,
একবার ভাঙ্গ একবার গড় বিচিত্র কারবার;
মরু ভূমে নিবিড় বনে, নগর বসাও সারি সারি,
শার্দ্দুল ভুজঙ্গালয়ে, দোতালা তেতালা বাড়ী,
শশ্মান ভুমে গড়াগড়ি, সুখ শয্যা যার।
পাহাড় ভেঙ্গে জলে লুটাও, সাগর বক্ষে গিরি উঠাও,
শুকনা কাঠে আগুণ ছুটাও, একে ঘটাও আর,
এই শুনি দিগন্ত ব্যাপী, হাসি খুসীর ছড়াছড়ি,
এই আবার বিষাদ ভরে, কান্না করে ভুমে পড়ি,
সুখ দুঃখ চক্রাকারে ঘুরাও অনিবার।

ঠিক না পেয়ে রূপের স্বরূপ, চিন্তার ছাচে তব ঐরূপ,
গড়ে যে যার ইচ্ছা যেরূপ, দেশ কাল অনুসার ;
যে যাই করুক না কেন, সকলই তোমারে চায়,
এক উদ্দেশ্যে নানা সাজে, ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে যায়,
দয়াল নাম বৈ কাঙ্গালচাঁদের, অন্য পথ নাই আর।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

এক বিনে আর যত, কিছুই নয় নিত্য,
ধন জন বিত্ত অনিত্য অসার,
চন্দ্র সূর্য্য তারা, গ্রহদেব তারা,
কাল গ্রাসে তারা, পাবেনা নিস্তার।

বিশ্বনাথ বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব,
দেহ ধারী দেব গণ্য যত সব,
যক্ষ রক্ষ নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
উত্থান পতন আছে সবাকার।

নিজ দেহ প্রতি লক্ষ কর দেখি,
কিবা ছিলে কিবা হলে হবে বাকি,
কোথা হতে এলে কোথা যাবে চলে,
কি হবে বা মলে, ঠিক আছে কি তার।

দিবা রাত্রি পক্ষ তিথি বার মাস,
ষড় ঋতু ক্রমে ভ্রমে বার মাস,
সুখ অভিলাষ, বিষয় ভোগ বিলাস,
বিষাদ উল্লাস, ফিরে চক্রাকার।
কোটি কোটি বিশ্ব যার করতল,
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহার কৌশল,
এক মাত্র সেই ভকত বৎসল।
যাচে কালাচাঁদ কৃপা কণা তাঁর॥

বাউল সুর।

তাল লোফা।

মন মত রসিক পেলে, তার পিরীতে রসিক ভুলে।
রসের খবর যারা জানে, তারা চিনে রসিক ব'লে,
যুইজে এসে ভ্রমর যেমন, উড়ে বসে মধুর ফুলে।
আসল নকল ঠিক্ না বুঝে, রূপে মজে যারা গলে,
কীট পতঙ্গের মত তারা, পুড়ে মরে দাবানলে।
রসিক চিনে কর সঙ্গ, যাবে রঙ্গরসে চ'লে,
ব্রজ গোপী গেল ত'রে, সুরসিকের সঙ্গ ফলে।
ভব পাড়ে নিতে নারে, রসিক নাইয়া না হইলে,
রস রঙ্গে তরবার উপায়, রসিকের পায় প্রাণ সঁপিলে।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল একতালা।

শ্যামের বাশরী রাধা রাধা ব'লে প্রেমিক হৃদয় না চায়ে বাজে,
নাম সুধা ঢালে পিয়াসু পরাণে, ভাসাইয়া লোক লাজে।
বাজেনা শুধুই শ্যামের বদনে, যমুনা পুলীনে বৃন্দাবনে বনে,
ব্যস্ত নয় কারও প্রীতি সম্বোধনে, বাজে আপন্ মনে আপনা
গরজে।
সপ্তরন্ধ্রে, বান্ধা আছে সপ্তস্বর, নিরবধি বাজে নাই অবসর,
কেনা শুনে মধুর লাগেনা সে স্বর, যাদের পঞ্চ শর অন্তরে
বিরাজে।
সরল বাঁশরী সরলা ভুলায়, জটিলা কুটিলায় গরল ফলায়,
কারুচিও হরে কারেবা জ্বালায়, একে আর ফলে একই
কাজে।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল ঝাপ।

প্রেম বিরোধী কাজে বাদী, অপরাধী কালাচাঁদ,
ছুইওনা ছুইওনা তারে, ছু'লে যাবে অভিমান।
ভালবাসে সাম্য নীতি, তুচ্ছ করে কুলমান জাতি,
চায়না রীতি চায় পিরীতি, ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান।
কামের খেলা হেলা করে, নামের মালা নেয়না করে,
মাতালের প্রায় চলে ফিরে, পাগলামীতে মুর্ত্তিমান।

চায়না রঙ্গ গৃহবাসে, অন্তরঙ্গ ভালবাসে,
কৃষ্ণ প্রেমামৃত আশে, মানেনা মান অপমান।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি গণে, আচার নাই তার কে না জানে,
বিচার নাই মূর্খ বিদ্বানে, প্রেমিক পেলে সপে প্রাণ।

বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

তার সনে আর কিসের ভালবাসা মোর,
কে বলে তার স্বভাব ভাল, সে যে সবার মন চোর।

তার কাছে কে চায়, স্বভাব যে বেজায়,
ঘুমের ঘোরে মায়া ডোরে, ছল করে পেচায়,
অনুরাগের হাট বসায়ে সস্তা বেচে মতীচুর।

দেই যদি গালি লয় কোলে তুলি,
আদর দিয়া ভুলাতে চায় কি চতুরালী,
মায়া ফাঁদে ফেলে আমায়, কল্ল বিষম বিষয় খোড়।

বড় সাধ করে কোল দিতে তাঁরে,
কাম গন্ধ দিয়া বন্ধ কল্ল আমারে,
কালাচাঁদের প্রেম হলনা, হয়ে এল বাজী ভোর।

বাউল সুর।

তাল লোভা।

তারে ডাকবনা আর, হরি এস ব'লে।
যারা ডাকে ডাকুক তারা, আমি নৈ সে দলে।
থাকে যেখানে সেখানে, সে কি আর আমার এখানে নাইরে,
তবে তারে ডাক্‌ব কেনে ডাকতেম দূরে রইলে।
যতই ধরতে চাই এঁটে, মম কর্ম্ম দোষে ছুটে যায়রে,
বিরাজ করে ঘটে ঘটে, ঘটেনা শুধাইলে।
খোসামদীর ধার ধারেনা, গালি দিলে রাগ কৈরেনা ধায় রে,
সেত কারে পার করে না, পার হয় সাধন বলে।
ডাকা ডাকির কাজ কিরে ভাই, কাজ কর ফল হবে
হউক যাই তাইরে;
কয় কালাচাঁদ পাই বা না পাই, খুঁজিবনা ম'লে।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল কাওলী।

সাধেকি হে তোমায় মন্দ কৈ;
বলি হারি ওহে হরি' শুনে শুন কৈ।
ভয় করিতেম করব না আর, নিমক হারাম স্বভাব তোমার,
আমার ক্ষেতে থেকে আমার পাকা ধানে মই।
সাধিলে দূর হতে সর, চায়না তারে দয়া কর,
মুক্তি দিলে দিতে পার, ভক্তি ছাড় কৈ।

চাইনা তোমার ভালবাসা, ভালবেসে পুরাই আশা,
হইল সার যাওয়া আসা, কাজের সুসারে কৈ।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, দূষী ব'লে আমায় ধর,
কয় কালাচাঁদ যাই কর, চরণ ছাড়া নই।

রাগিণী সুরট।

তাল যৎ।

বুড় হলে কে বলে সে প্রেমিক নয়,
প্রেম বাজারে জুয়ান বুড়, একই দরে বিকি কয়।

জ্ঞানের সনে সম্বন্ধ যার, বাল্যকালে বুঝে কি তার,
ক্রমে হলে জ্ঞানের সঞ্চার, প্রেমাঙ্কুর হয় উদয়,
যৌবনে তার ফল ফলে, পরিপক্ক বৃদ্ধ কালে,
কাঁচি ফলে কোন কালে, হয় না ভাল রসোদয়।

চায়না প্রেমে ভাল মন্দ, জুয়ান বুড়া খোড়া অন্ধ,
হৃদয়ের সনে সম্বন্ধ, হৃদয়ের বল হলেই হয়,
সরমের ভরম রাখে না, ভাল মন্দের ধার ধারে না,
অরসিকের ঘর করেনা, রসিক পেলে ম'জে রয়।

প্রেমে গড়া মুরতি যার, কলঙ্কই অলঙ্কার তার,
অরসিকে বুঝান ভার, রসে কি উপকার হয়,
রসিক জানে তার মরম, প্রেম রসের কি ধরম করম,
কঠিন হৃদয় করে নরম, হয় কালে কাল পরাজয়।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

কেউ পুছেনা বুড়ায়; (ভবে)
রংমহলে ঢুকতে গেলে, ঘাড়ে ধরে পায়ে ঘুরায়॥

যত সব অন্তরঙ্গ নিরখি শিথিল অঙ্গ,
দেয় সবে পৃষ্ঠা ভঙ্গ, কেউ না কাছে ঘনায়,
উদ্ধত যুবক যত, কয় না কথা ঘৃণায়,
যুবতীর কাছে গেলে, অম্নি দূরে সরে দাঁড়ায়।

নাম কীর্ত্তন কর্ত্তে গেলে, ঠিক হয় না সুরে তালে,
মিলেনা খোল করতালে, রাগের মাত্রা বাড়ায়,
করে করুক লোকে রাগ, তাতে কি দোষ দাড়ায়?
বুড় বাধ্য অনুরাগে, কুলোকের রাগে না ডরায়॥

কেউ বলে বুড়া হলে বল্ বুদ্ধি সব যায় জলে,
প্রেম নামে উঠে জ্বলে, রসিকতা হারায়,
বুড়ার মত অপদার্থ মানুষে নাই ধরায়,
নিদানে পারের ঘাটে, বুড়াই বটে পাপী তড়ায়॥

বুড়া প্রেম রসের খণি, রসিকের শিরোমণি,
গলে যায় না অমনি, রমণীর ভুকথায়,
ব্যাকুল হয়ে কুল হারায় না, ক্ষণ বিচ্ছেদ ব্যাথায়,
প্রেম করে বসে ঘরে, ঘুরতে যায়না পাড়ায় পাড়ায়।

কালাচাঁদ বুড় বয়সে, রলনা আত্মা বশে,
রমণীর মিষ্ট ভাষে বিনা মূলে বিকায়,
শমন এসে ধরল কেশে, সেদিকে কি তাকায়,
মমতা ফাঁদে পরে ভূতের কান্দে চড়ে বেড়ায়।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল আদ্ধা।

পরকীয়া রসে যে মজেছে, জানে সে মরম;
রসে রসে ছড়া ছড়ি, যায় ভেসে সরম।
প্রেমিকা পিয়ারী, রাজার পিয়ারী,
রাখাল প্রেমে সপিল মরম।
বনে ভবনে, শয়নে স্বপনে,
যেখানে সেখানে প্রাণারাম।
আশা ভরসা, মনপ্রাণ তোষা,
সুধু ভাল বাসাই ধরম।
কালাচাঁদ কি জানে, যে জানে সে মানে,
মানে অপমানে মনোরম।

প্রসাদী সুর।
তাল এক তালা।

লাজ বিরে ভাই কাজের কাজে,
লাজ অবল নারীর সাজে।

লজ্জা স্বরূপিনী যিনি, ত্রিজগৎ যাহারে ভজে,
এলো কেশে লেংটা বেশে, দাড়িয়ে পতির হৃদ সরোজে।
জগৎ ভরি জানে হরি, পায় ধরিয়া সে'ধে ভ'জে,
বৃন্দাবনে রাধার মানে, পুরুষ হয়ে নারী সাজে।
পায় না তত্ত্ব যারা মত্ত, কুল অভিমান লোক লাজে,
হয়না সুসার সকল অসার, গোসাই সার সংসার মাঝে।
কয় কালাচাঁদ আট পাশের বান্ধ, থাকলে কি লাজ তারে ত্যজে,
নিলাজের ফাঁদ, বিনে সে চাঁদ, ধরতে কি কেউ পায় সহজে।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

কেমন ক'রে হরি নাম গুণ গাই,
রসনায় আসে না ঐ নাম, তাতে আবার সুর তাল নাই।
যাদের আছে সুর তাল জ্ঞান,
তাদের মুখে হরি কথা অমৃত সমান,
তাল ভুইলে আছি বেতালে, সুধা ব'লে গরল খাই।
নেওয়ার মত না পাল্লে নিতে,
নাম রস তিতা কি মিঠা পায় না জানিতে,
রসের তত্ত্ব হলে জান্তে, রসে ডু'বে থাকা চাই।
নারী বাড়ী বন্ধু অসার ধন,
মায়া বেড়ী পায় পরায়ে করেছে বন্ধন,
চার জনে চারদিকে টানে, ভেবে পাইনা কোন্ দিক্ যাই।

কালাচাঁদের করমের ফলে,
সাধন তরী ডুবু ডুবু দুরাশা জলে,
একুল ওকূল গেল দুকুল, অকুলে ভেসে বেড়াই।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

সাধে কি আর তারে মন্দ কৈ,
তার মত মন চোরা কৈ।
চুরী কৈরে মন করে আকর্ষণ,
আড়াল থেকে উকিমারে, দেয় না দরশন,
আমি তারে মরি ডেকে, আমার কথা শুনে কৈ।
পদে বিপদে স্বার্থানুরোধে,
কত করে ডাকি তারে, আমায় দেখাদে,
ছেলে মরে ভাত নাই ঘরে, তার প্রাণ তাতে পোড়ে কৈ।
দয়াল ব'লে কয়, মোর মনে নালয়,
দীনবন্ধু দয়াল নামের, এই কি পরিচয়,
কেউ গাছ তলায়, কেউ দোতালায়, শাকান্ন কার চিনি দৈ।
কালাচাঁদে কয় শঠতা কি নয়,
কত পাপী তরায়েছে আমার বেলা ভয়,
তারা কি তার হর্ত্তা কর্ত্তা আমি কি তার কেহ নই।

রাগিণী পুরবী।

তাল এক তালা।

সেই সে মানুষে ধন্য ; (ভবে)
বাসনা রসনা চায় না হরি ভিন্ন।
সদাই অন্তরে আনন্দ খেলে,
হিংসা নিন্দা নাই ভাল মন্দ ব'লে,
হরি হরি বলে, হরি নামে গলে,
যার কর্ম্ম ফলে, বাসনা শূন্য।
ভাসে না ডুবায় সুখের সাগরে,
ডুবেনা সাঁতারে, দুখ পারাবারে,
সুখ দুখ কিনে, বেচে এক দরে,
সমান আদরে, আপন কি অন্য।
প্রেমে মত্ত হরি নাম উচ্চারণে,
তৃণ হতে নীচ ভাব আচরণে,
বিকার থাকে না, কামিনী কাঞ্চনে,
কালাচাঁদ ব্যাকুল, তাঁর সুসঙ্গ জন্য

রাগিণী গৌরী।

তাল ঠুংরী।

মরণ কথা মনে যখন পড়ে রে,
ভাবে তখন হায় হায় কি হবে রে

বৃথা ভবে এসে ছিলেম, একবার হরি না ভজিলেম,
পরিজনের মায়ায় মজে মলেম রে ;
সুধা ত্যজে গরল কেন খেলেম রে।

কোথাহে কাঙ্গালের সখা, দয়া করে দাওহে দেখা,
তুমি বিনে বন্ধু কেহ নাই রে ;
মিছে দারা সুত ধন ভাইরে।

ঐ ভাব টুক ছেড়ে গেলে, সদর্পে অমনি বলে,
মম সম ভুমণ্ডলে কেবা রে ;
কাজ ফেইলে, কিসের হরি সেবা রে।

আমার ঘর আমার বাড়ী, আমার পুত্র আমার নারী,
তাদের হিত না ভেবে কি পারি রে ;
কি দোষে তাদের মমতা ছাড়িরে।

কয় কালাচাঁদ কি তামাসা, কখন ফকীর কখন বাদসা,
এ দুর্দ্দশা কলি জীবের প্রায়রে ;
আপনি মজে পর কেও মজায়রে।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

কার বা গোয়াইল, কে দেয় ধুয়া ;
সংসারী কাজ সবই ভুয়া।

ভাবি আমার এ সংসারী, আমি করি আমার দাওয়া,
মূলে ঠিক্ ম্যানেজারী, ফলে হিসাব নিকাশ দেওয়া।
ফকির আমি মনে করি, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া,
যার কর্ম্ম সেই করে করায়ে লয় আমায় দিয়া।
আপন আপন ভাবছি এখন, স্বার্থ সুখের কোলে শুইয়া,
সময়ে ঘুম ভাঙ্গবে যখন, দেখব তখন চোখে খুয়া।
মায়া বলে আপনা ভুইলে, বলি যারে বন্ধু ভাইয়া,
চিতায় তুইলে হরি বৈলে, মুখে জ্বেলে দিবে নুয়া।
কয় কালাচাঁদ মন কাণ্ডারী, দক্ষিণের মেঘ দেখ চাইয়া,
না আস্তে ঝড় কুলাও পারী, হরি নামের বৈঠা বাইয়া।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ভাবনা কি আর হবে বিয়া,
কি ফল বল্ উতালা হৈয়া।
ঘট কালীর ভার নিয়েছে কাল, ঘটাইবে দিন দেখিয়া,
শ্রীমতী নিয়তী পাত্রী রয়েছে বর মাল্য লইয়া।
বিবাহ আসরে নিবে, বাঁশের দোলায় চড়াইয়া,
স্বস্তি বাচন করবে তখন, হরি বলা মন্ত্র দিয়া।
পুরোহিত ভাই বন্ধু মিত্র, যাবে সব বর যাত্র হইয়া,
মুখ চন্দ্রিমার কালে, দিবে মুখে জ্বেলে নুয়া।

দান সামগ্রী মেটে কলসী, শয্যা পাতবে গৈড় সাজাইয়া,
বর দক্ষিণা করবে সারা, আষ্ট কড়া কড়ি দিয়া।
বিয়ে যোগ্য করবে যজ্ঞ, সপ্ত কাষ্ঠ ঘি ধুপ দিয়া,
যুগল মিলন হবে তখন, পঞ্চে পঞ্চ মিশে গিয়া।
বিয়ের পরে কোন বাসরে, ঠিক কররে থাকবি যাইয়া,
কাল।চাঁদ কয় কর যা হয়, গৌণ ভাল নয় দিন যায় বৈয়া।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

আর কি আমি সেই আছি ;
কাজে কাজে ঠেঙ্গা বাজে, কাজের বাহির হয়ে গেছি।
হয়না ধন উপার্জ্জন, গিছে মন যোগান ঘুচি,
গৃহ কান্না দুখের বন্যা, সুখের আশা মিছামিছি।
থাক্‌তে বেলা ক'রে হেলা, পারের ভেলা হারায়েছি,
কাল খুয়ায়ে নিদান কালে, কালের করে প্রাণ স'পেছি।
টানে শমন কেশে ধ'রে, তবু আমোদ ভরে নাচি,
শূন্য দিয়া লাভের ঘরে, রাঙ্গের দরে সোণা বেচি।
কুকাজ কর্ত্তে তম্মুহূর্ত্তে, অনায়াসে হই রাজি,
পরিণামের কাজে নামে, শুধু কেবল আচাআচি।
গিয়েছে কাল আর কত কাল, দিব ভাঙ্গা নৌকায় পাড়ী,
নাম নিয়ে ধরিব পাড়ী; যা হয় হবে সার করেছি।

কালাচাঁদ কয় হে দয়াময়, সুখ আশা ছেড়ে দিয়েছি,
পার কর নয় প্রাণে মার, দুটার একটা হলে বাঁচি ।

বাউল সুর ।

তাল ঝুলন ।

প্রেম সাগরে ছুটল তুফান, দেখ্না চেয়ে তোরা,
কেউ ডুবায় কেউ বেড়ায় ভেসে, কারু দফা সারা ।
কেউ বা পার হ'তে গিয়ে, ফিরে আসে ঢেউ দেখিয়ে,
কেউ বা কিছু না বুঝিয়ে ঝাপ দিয়ে যায় মারা ।
সুখের আশায় নেমে জলে, আটকে পরে মায়া জালে,
ডুব দিয়া প্রেমরত্ন তুলে, সরল প্রেমিক যারা ।
কতই না ভাবের লহরী, পাড় হতে দেখে শিহরি,
ঠিক রে'খ হাইল দয়াল হরি, পাপে তরী ভরা ।
কয় কালাচাঁদ ভয় কি বল, ভয় হারী হরিকে বল,
হরি নামের বাদাম তোল, দিয়ে কাছু লাড়া ।

রাগিণী ঝিঝিট মিশ্র বিভাস ।

তাল যদ্ ।

হরি হরি ব'লে ডাকি, হরি কি শুনে শুন না,
কর্ত্তে হলে কর দয়া, না করতে হয় জবাব দেওনা ।
ডাকের কথা লোকে রটে, জোর যার মুলুক তারই বটে,
দুর্ব্বল দেখে পলাও ছুইটে, কাতর ডাকে মন উঠেনা ।

এতকাল ছিলাম প্রতীক্ষায়, ফেইল করেছ সে পরীক্ষায়,
সাধের জিনিষ সস্তায় বিকায়, মুষ্টি ভিক্ষায় পেট ভরে না।
তোমার দয়া জগৎ জোড়া, আমি কি হে জগৎ ছাড়া'
পরকে বিলাও ঘড়া ঘড়া, আমার বেলায় এককড়া না।
সাধ্‌তে গেলে গুমান কর, রাগীর অন্ন আগে বাড়,
কয় কালাচাঁদ যাই কর, খোসামদীর ধার ধারী না।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।

তাল খয়রা।

কাল সাগরে সংসার তরণী ভাস মান,
জীবের আসা যাওয়ার তরে এতরী নির্ম্মাণ।

ত্রিভুবনে যত জীবের অভিনয়,
এতরীর আরোহী ছাড়া কেহ নয়,
সন্ন্যাসী ভিকারী গৃহী বনচারী, সকলেরই অবস্থান।

কেউ সুখে থাকে কেউ দুঃখে ভাসে,
কেউ কাঁদে কেউ প্রাণ খু'লে হাসে,
কেউ ডুবে কেউ তরে অনায়াসে, ফলাফল কাজ পরিমাণ।

মায়ার তরঙ্গে তরী হে'লে দু'লে,
অবশ পরাণে, আকুল ক'রে তুলে,
দয়াময় বিভু কাণ্ডারী না হলে, পায়না কভু পরিত্রাণ।

বিশ্বাস হাইল জুড়ে ভক্তি বাদাম দিয়া,
পারী ধরে যারা পরাণ খুলিয়া,
তারা যেতে পায় পারী কুলাইয়া, পারে না যার অহংজ্ঞান।
রাজা মহারাজা ধনী কিবা দীন,
ছোট বড় সব কালেরই অধীন,
কয় কালাচাঁদ কালনত চিরদিন, হরি ভক্ত বিদ্যমান।

রাগিনী সুরট।

তাল এক তালা।

প্রাণের হরি আমার কাছে নাই ;
থেকে নিরন্তরে, এ দগ্ধ অন্তরে,
জ্বলে পুড়ে চলে গেল অন্য ঠাই।
দয়াল হরির হৃদয় কোমল অতিশয়,
এত দুখ কি আর তার পরাণে সয়,
আমার যত সয় তার কি তত সয়,
আমি নীচাশয় বেঁচে আছি তাই।
পাপীর করুণ কণ্ঠ সম্বোধনে,
ধারা বিগলিত কাতর ক্রন্দনে,
দয়াময় ধরা দিত এত দিনে,
শুনিত শ্রবণে আমি যে সুধাই।

সদা যে হৃদয়ে পাপের বাসস্থান,
সম্ভবে কি তাতে হরির অবস্থান,
না পাইয়া স্থান, করেছে প্রস্থান,
কেবা আমায় পুছে, কার কাছে দাড়াই।

হরি উপেক্ষিত জীবনে কি ফল,
হরি প্রেম শূন্য জীবন বিফল,
হরি বিনিময়ে চতুর্ব্বর্গ ফল,
হাতে তুলে এনে দিলেও না চাই।

কালাচাঁদের চিত্ত হলে মনের মত,
তবে কি আর এত দুরদশা হত,
নিরানন্দ যেত আনন্দ খেলিত,
হরি বিরাজিত হৃদয়ে সদাই॥

প্রসাদী সুর॥
তাল একতালা।

তিনটি নিয়ে একটি কর,
ক'রে যতন মনের মতন, পার যেমন তেমন গড়॥
তিনের এক গুণ একের তিনগুণ, তারতম্য কি আছে তার,
তিনের একগুণ হলে, মত্ত মন করীকে বান্তে পার।
তিনের মেলা তিনের খেলা, তিনে মিলে ত্রিসংসার,
তিনগুণ বিরাজ করে যাতে, সব ছেড়ে তার চরণ ধর॥

তিনের যোগে হয় ত্রিবেণী, তিনের গুণ তাহাতে জড়,
ত্রিবেণীতে স্নান করিলে, থাকে না ভেদ আত্মপর।
যে রূপে তিনরূপের বিকাশ, সেই রূপেরই গৌরব বড়,
কালাচাঁদ কয় যাবে সংশয়, ত্রিভঙ্গরূপ যদি হের।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

শাক্ত বৈষ্ণব মত এ দুটা,
সাজে ভিন্ন মূল অভিন্ন, ভাব্‌লে ভিন্ন বিষম লেঠা।
নীলাকাশে সাদা কাল, দেখ্‌তে ভাল মেঘের ঘটা,
বরষিলে একই জল, বিরাজে এক ঘন ঘটা।
সাগর জলে জন্মে লবণ, পাহাড়ে হয় সন্দব যেটা,
কাজে সাজে দুই সমান, কেউ চায় এটা কেউ খায় ওটা।
সুর কি ইটে হচ্ছে বটে, নানা বিধ দালান কোটা,
পৃথক্ করে রাখ্‌লে দূরে, যেই ছাড়া সেই ছাড়া ভিটা।
কেউ বলে মায়ের ছেলে, কেউ বা বলে বাপের বেটা,
মাতা পিতার যোগ না হলে, কালায় বলে সবই ঝুটা।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

দক্ষিণের সাগরে (কাল)
নিতেছে নিবে ভেঙ্গে, আজ কিবা কাল দুদিন পরে।

সুরম্য বন উপবন, নগর কি গহন কানন,
গরীব কি রাজার ভবন, সমান তার বিচারে,
পর আপন সুজন কুজন, বাছেনা কাহারে,
যা কিছু সম্মুখে পায়, গ্রাসে তায় ভ'রে উদরে।
যেম্নি তার খড় ভাটা, জোয়ারের তেম্নি ঘটা,
বান ডাক্‌লে বিষম লেঠা, দেখলে প্রাণ শিহরে,
জোয়ার ভাটা বান এ তিনে ভাঙ্গে আর গড়ে,
প্রবল তরঙ্গাঘাতে, কারে নাচায় ডুবায় কারে,
ভাঙ্গতেছে নিরবধি, ক্ষণকাল নাই বিরতি,
এ ভবে কার শকতি, তার গতি নিবারে,
চোকে দেখে তবু লোকের ভ্রান্তি যায় না দূরে,
মনে লয় আমার আলয়, ভাঙ্গবেনা আর যাবে ফিরে।
প'রে জীব মায়া ফাঁদে, আকাশে বাড়ী বান্ধে,
ভাব দেখে কালাচাঁদে, ভাবে নিরন্তরে,
ভাঙ্গলে বাড়ী ভাস্‌তে হবে, অকুল পারাবারে,
স্থান দিও দয়াল হরি, তব যুগল চরণ ঘরে।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

ভক্তি তুই জীবের শ্রেষ্ঠ ধন,
বিশ্বাস সখা সনে বসে একাসনে,
আলো কর মম হৃদয় ভবন।

প্রেম ভরা তোর করুণা সিন্ধু,
কেহ যদি তার পিয়ে এক বিন্দু
যায় ভুইলে দারা সুত ভাই বন্ধু,
হরি দীন বন্ধু তারই হয়ে রন।

সালোক্য সামীপ্য সারোপ্য সাযোজ্য,
পেলে তোরে এসব, কেউ করেনা গ্রাহ্য,
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর ষড়ৈশ্বর্য্য,
শিবের শিবত্ব নগণ্য তখন।

যে মায়া প্রভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
জ্ঞানালোকে তার অস্তিত্ব না রয়,
হেন জ্ঞানকে হেলে করে পরাজয়,
পাঠাও জীবেরে শান্তি নিকেতন।

সাকার নিরাকার সাধনের মূলে,
মূলাধার তুই কালাচাঁদে বলে,
এক মাত্র তোর করুণার বলে,
সদানন্দ জলে ভাসে জীবগণ।

মিশ্র বাউল সুর।
তাল ঝুলন।

ভক্তি কি সহজে ফলে,
চেলেই পাবে করতলে,
ইচ্ছামত পরাণ ভ'রে লবে বিলাবে সকলে

শ্মশানে ভবনে বনে, পর্ণ কুটীর রংমহলে,
শ্রবণে পঠনে জ্ঞানে, পায়না ধ্যানে তুলসী তলে।
খুইজে খুইজে তীর্থে ঘুইরে, সেবার ঘরে গঙ্গা জলে,
পাওয়ার যোগ্য হলে সে পায়, পায়না যার তার পায় পরিলে
ক্রন্দনে কীর্ত্তনে কিম্বা, নামাবলী বেন্ধে গলে,
ডাকিলে অম্নি মিলেনা, প্রেমে যদি প্রাণ না গলে।
ভক্তি রতন থাকে গোপন, প্রেম সাগরের অগাধ জলে,
প্রেমিক যারা ডুইবে তারা, কু'ড়ে লয় কালাচাঁদ বলে।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

কে বলে হরি সুখ ময়,
ভক্ত সুখের তরে, ব্যাকুল অন্তরে,
অকাতরে শত দুখের বোঝা বয়।
ভক্ত দুখ নিবারিতে অবহেলে,
ঝাপ দিয়ে ছিল জ্বলন্ত অনলে,
করী পদতলে ভক্ত করি কোলে,
পরে ছিল হরি ব্যক্ত জগন্ময়।
নায় তুলে পাপী নিজে হয় কাণ্ডারী,
সমরে সারথী ভক্তে রথী করি,
কভু দ্বারে দ্বারী কভু বা ভিকারী,
কভু কান্ধে করি আজ্ঞাকারী হয়।

অসুখ অশান্তি যদি কারু ঘটে,
ডাক বা না ডাক আসিয়া নিকটে,
মঙ্গল ময় ক্রোড়ে তুলে আদর করে,
আনন্দ বিতরে দুঃখ হরে লয়।

সিদ্ধিলাভের তরে সাধন করে যারা,
হরি সুখ শান্তি চায়না ফিরে তারা,
আত্ম প্রসাদ তরে হয়ে আত্মহারা,
হরি সনে করে দুঃখ বিনিময়।

হরি সুখ বাঞ্ছা যে সাধনা মূলে,
সে সাধনা ধন্য কাঙ্গালচাঁদে বলে,
কাম গন্ধ নাই আনন্দ সদাই,
কখনও জানেনা দুঃখ কারে কয়॥

রাগিণী মিশ্র বাউল।

তাল জলদ তেতালা।

ভাল কেবা পাগল ছাড়া,
পাগল পাড়া ধরা ময় ;
ভব রঙ্গ মঞ্চ মাঝে, পাগলেরই অভিনয়।
সাধক পাগল শিষ্য পাগল, পাগল গুরু মহাশয়,
যার যার ভাবে সে সে পাগল, পাগল ভাবের পরিচয়।

তন্ত্রের পাগল অর্থের পাগল, স্বার্থের পাগল জগন্ময়,
বিষয় পাগল বাড়ী পাগল, নারী পাগল কেবা নয়।
শৈব পাগল শাক্ত পাগল, বৈষ্ণব পাগল কেনা কয়,
সন্ন্যাসী ভিকারী পাগল, গৃহী পাগল অতিশয়।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল, পাগল ভোলা মৃত্যুঞ্জয়,
তিন পাগলের পাগ্‌লামীতে, সৃজন পালন প্রলয় লয়।
আর এক পাগল ব্রজে এসে, নন্দ ঘোষের বাধা বয়,
বিকাইয়ে প্রেমের দায়ে, নারীর পায়ে পড়ে রয়।
পাগল যারা প্রেমিক তারা, দেশকে আপন ক'রে লয়,
পাগল হ'লে থাকে না দ্বেষ, সিদ্ধির দেশ পাগলের জয়।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

বল্‌না দেখি কার এ খেলা,
যার খেলায় ত্রিজগৎ ভুলে।
অবস্তুতে বস্তু ফলায়, ছুটে পলায় চিন্তে পেলে।
সাধন ভজন নিস্প্রয়োজন, খুজে এসে করে কোলে,
দয়াগুণে জীবগণে, আত্ম হারা ক'রে ফেলে।
অঙ্গ নাই তার রঙ্গ ভারী, জীবগণ সঙ্গ পেলে,
অমৃতে গরল সঞ্চারে, সুধা ঢালে হলাহলে।

তত্ত্বের অভাব ত্রিগুণের ভাব, স্বভাব নানা ভাবে চলে,
তার কুহুকে ভ্রান্ত লোকে, মিছে দেখে সত্য বলে।
জীবাত্মারে আছে ঘিরে, মীন ঘিরে রয় যেমি জলে,
জীবাত্মার দুর্দ্দশা তেমন, মীনের যেমন জল শুকালে।
সরগের দ্বার পাপের আধার, আলো আন্ধার একই স্থলে,
মধ্য দিয়ে দেখ্‌লে চেয়ে, দয়াল হরির দেখা মিলে।
পরমাত্মা হরির সত্তা, প্রকাশমান যার কৌশলে,
জ্ঞান নয়নে দেখ্‌লে চেয়ে, চিন্তে পায় কালাচাঁদ বলে।

রাগিণী সিন্দু ভৈরবী।

তাল একতালা।

চিত্ত হারী হরি কি আমার নিরাকার,
স্মরিলে শরীর শিহরে হেরি অন্ধকার।
যার পূত বারি কণা স্পর্শ মাত্র,
পাপেতরে পাপী, ত্রিলোক হয় পবিত্র,
পতিত পাবনী গঙ্গা সুরধনী, পদে জনমিল যার
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত চরণ যুগল,
যে পদ ভাবিয়া ভবেশ পাগল,
ভক্তের একমাত্র সাধন সম্বল,
সে পদ বিনে বিপদ সার।

ব্রজাঙ্গনা মত্ত আপনা পাসরে,
যমুনা বয় উজান যার বাঁশীস্বরে,
মধুর ভাবে ভক্ত সেবা করে যারে,
এই কি পরিণাম তার ?
মহত্তত্ব জিনি মহত্ব যাঁহার,
দিতে প্রেম তত্ত্ব বৃন্দাবন বিহার,
যদ্যপী না থাকে স্বরূপ তাঁহার,
বয় কি মধুর রসের ধার।
ব্রজের ভাবে ভক্ত ভজে আপন জ্ঞানে,
প্রাণাধিক প্রিয় ভেবে ভগবানে,
কয় কালাচাঁদ সে জ্ঞান, বিনাশে যে জ্ঞানে,
সে জ্ঞান মায়াসিন্ধু পার।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

(বারে) ভাবলে প্রাণে আমোদ খেলে,
তারে পেলে চাই কি।
ইচ্ছা করে সকল ছেড়ে, পদে পড়ে থাকি।
অঙ্গে মেখে পদধূলী, ভবের ধূলা খেলা ভুলি,
নিত্য ধামে যাই চলি' যমকে দিয়া ফাঁকি।
ক্ষণ কাল পাইলে সঙ্গ, পুলক বাড়ে জুড়ায় অঙ্গ,
থাকে না পাপ আতঙ্ক, ত'রে যায় পাতকী।

হউক না কেন জীর্ণ তরী, থাক্ না পাপে বোঝাই ভারী,
মন মানুষ হলে কাণ্ডারী, পার হতে আর ভয় কি।
ঐ মানুষের সঙ্গ হলে, দয়াল হরির দেখা মিলে,
তাই ভেবে কালাচাঁদ বলে, তারে পেলে চাই কি।

রাগ ভৈরব।

তাল খয়রা।

হরির ব্যবহার জেনে, ভক্তগণ সনে, লয় মনে,
সাধনে ভজনে নাহি প্রয়োজন।
(যদি) ভক্তের প্রেমদায়, হরি ঠেকে দায়,
দুঃখ পায়, ভক্তের মত ধরায় পাপী নাই এমন।

বিদিত পুরাণে, ভক্তের কারণে,
অস্ত্রাঘাত হরি, সয়েছিল রণে,
করী পদ চাপনে, গরল ভক্ষণে,
অগ্নি দহনে, বনে কি ভবনে দুঃখ ভাড় বহন।

ভক্ত যদি তারে দিনবন্ধু ব'লে,
না ডাকিত এত প্রাণ মন খুইলে,
তবে সে দয়ালে স্বর্গসুখ ফেলে,
(জন্মি ভুতলে), জঠর যাতনা পেতনা কখন।

হরির দয়া কত ভাবিলে অন্তরে,
তবে কি আর কেউ ভুইলে থাকৃত তারে,
হরি সুখের তরে স্বর্গসুখ ছেড়ে,
(অতি আদরে) নরক নিকরে করিত গমন।

সাধনায় ধন্যা ছিল গোপীকায়,
জানিতনা আত্ম সুখ বলে কায়,
প্রিয় সুখ আশায় সপে' প্রাণ কায়,
(মজাল বাঁকায়) দাসখত তার প্রীতির নিদর্শন

হরি সুখের তরে যে সাধনা নয়,
সে মায়া সাধনা সাধনাই নয়,
যার ভোগাশয় বিন্দুমাত্র রয়,
(কালাচাঁদে কয়) প্রেমানন্দ রতি লভেনা সেজন।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল একতালা।

জ্ঞানের গৌরব থাকে কতদিন,
জ্ঞানের গৌরব ভবে করে বটে সবে,
হরি তত্ত্ব জীবে, পায়না যতদিন।

ধানের আদর যেমন, তণ্ডুলের তরে,
ভক্তির জন্য তেম্নি জ্ঞানকে আদরে,
চাউল লয়ে তুষ ঝেড়ে ফেলে দেয় দূরে,
ভক্তি রত্ন পেলে জ্ঞান ত্যজে প্রবীণ।

জ্ঞান রাজা যার প্রাণের অধিপতি,
যুক্তি তর্ক তার সৈন্য সেনাপতি,
অহঙ্কার হয় মনরথের সারথী,
দিক্ বিজয়ে মতি থাকে অনুদিন।

জ্ঞান রাজত্বে গর্ব্ব মানের বাড়াবাড়ি,
শান্তি রাজ্যে প্রেম ভক্তির ছড়াছড়ি,
প্রেমময় হরি জ্ঞান স্বর্গ ছাড়ি,
ভকতির ভিকারী শোধিতে প্রেম ঋণ।

দর্পহারী হরির জ্ঞাত হলে তত্ত্ব,
গৌরব দূরে থাক থাকেনা অস্তিত্ব,
সেবার ভিকারী সেজে একমাত্র,
বাঞ্ছে জীব পদধূলীতে হয় লীন।

হরিতে একান্ত অনুরক্ত যারা,
জ্ঞান্ বিজ্ঞান্ বেদ বিধির ধার ধারেনা তারা,
কয় কালাচাঁদ ভাবে হ'য়ে আত্মহারা,
প্রেমে মাতোয়ারা, থাকে নিশিদিন।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল কাওলী।

প্রাণ মন খুইলে যদি, বলত হরি বঙ্গবালা,
হরি নামামৃত পানে, যেত বঙ্গবাসীর জ্বালা।

নারী প্রীতিলাভের তরে, প্রণ দেয় যারা অকাতরে,
তারাই আগে নিত করে, হরি নাম জপের মালা।
সার্ট কোট হেট বুট, মুজা থুয়ে, নামাবলী গায়ে দিয়ে,
মৃদঙ্গ ঢোল করতাল নিয়ে, হরিনাম করত দুবেলা।
আতর গোলাপ এছেন্স যত, আদর করিতনা এত,
মনানন্দে গায় মাখিত, হরিভক্ত পদধূলা।
বল্ হরিবল্ বল্লে নারী, পুরুষ যেত গড়াগড়ি,
ধরা হত স্বর্গপুরী, আনন্দে নাচিত কালা।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল কাওলী।

দয়া ক'রে দীনবন্ধু, এই ভিক্ষা দাওহে দীনে
রঙ্গে যেন বঙ্গনারী, বলে হরি রাত্র দিনে।
কাণা খোড়া যুবক বৃদ্ধ, নারী প্রেম শৃঙ্খলাবদ্ধ;
নারীব প্রীতে কেনা বাধ্য, বল্‌তে হরি এ দুর্দ্দিনে।
রমণী প্রেম সুখ সাগরে, হরিনাম তরঙ্গ ভরে,
ভেসে ভেসে অকাতরে, বেড়ায় যেন পুরুষ মীনে।
মায়ারাজ্যে নারী মন্ত্রী, দেহ যন্ত্রে নারী যন্ত্রী,
নেচে উঠবে হৃদয় তন্ত্রী, নারী ধল্লে নামের বীণে।
কয় কালাচাঁদ ধন্য নারী, পুরুষ যাদের আজ্ঞাকারী,
গৌরাঙ্গ করঙ্কধারী, প্রেম ভিকারী নারী ঋণে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল কাওলী।

জাগ গো জাগ গো ত্বরা, জাগ তোরা বঙ্গনারী।
নয়ন মেলে দেখ বঙ্গ, পাপের ভারে কত ভারী।
ঢুকে ঘরে পাপ দুরাচার নিয়ত করে অত্যাচার,
বিনয় করি কর বিচার, আর ব্যাভিচার সইতে নারি
রমণীর অঞ্চলের নিধি, পুরুষকে গড়িল বিধি
আঁচল ছাড়া কর যদি, অচল হ'য়ে ধরায় পরি।
যে যাহার অনুগত, মন যোগায় তার মনের মত,
হলে নারী প্রেমোন্মত্ত, পুরুষ হত প্রেম ভিকারী।
দাওলীয়া হয়ে গেছি, কিন তোমরা মোরা বেচি,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচি, নাচাও নামকীর্ত্তন করি।
জুটে তোমরা দলে বলে, মাতাও ধরা হরি ব'লে,
কালাচাঁদ ঐ তালে তালে, নাচুক তোদের অঞ্চল ধরি।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

ত্রিলোকে নারীর মত, প্রেমিক এত কেবা আছে,
ধ্রুব শুক নারদ প্রহ্লাদ, খাটে না রমণীর কাছে।
রমণীর প্রেমের স্রোত, প্রিয় লাভে উন্মত্ত,
পাহাড়ে নদীর মত, একাধারে ছুইটে যাচ্ছে।

নারীর পিরীতে বাধ্য, মহাদেব দেবারাধ্য,
মাতায়ে জগৎ শুদ্ধ, নারী মাথে ক'রে নাচে।
যাঁর প্রেমে সবে মত্ত, সে নারীর অনুগত,
হ'য়ে ভিকারীর মত, পায় প'ড়ে প্রেম ভিক্ষা যাচে
গোপী ভাব করণ লয়ে, কর সাধনা যেয়ে,
কালাচাঁদ কয় বিনয়ে, যেওনা অঙ্গনার পাছে।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল পোস্ত।

সাধু সাজা বড়ই সোজা, সাধু হওয়া বিষম লেঠা,
মিশ্‌তে গেলে সাধুর দলে, সাধের দ্বারে পড়ে কাটা।
সাধুর সাজ সজ্জা ক'রে, যদি সে কাজ না করে,
অকালে কেশে ধরে, ঘুড়ায় তারে ভানুর বেটা।
বেশ ভুষায় কখনও কার, হয়না ঠিক সাধুর আকার,
উপাধি ব্যাধির বিকার, মেঘে যেন ঘন ঘটা।
সাধুদের নাই ভেদা ভেদ, মানেনা বিধি নিষেধ,
নাই প্রভেদ আনন্দ খেদ, মিলন বিচ্ছেদ জোয়ার ভাটা।
কালাচাঁদ বল্‌ছে খাটা, না গেলে খুটি নাটী,
তপ্‌ জপ্‌ ধ্যান সকল মাটি, মালা কৌপীন তিলক কাটা

টপ্পারস্থর।
তাল পোস্ত।

কলিতে ধর্ম্ম পথে বড় গোল ;
সাবধান হয়ে চ'ল সবে, মূলে যেন হয় না ভুল।

যত কামুকের দল, নাম ক'রে সম্বল,
কাম বাসনা পূর্ণ করে, পেতে নানা ছল,
পরকীয়ার দোহাই দিয়া, নষ্ট করে নারী কুল।

কেউ পেটের দায় প'রে ঘর বাড়ী ছেড়ে,
হরি বৈলে ভিক্ষাং দেহী, কয় দ্বারে দ্বারে,
পাড়ার লোক মাতায়ে ফিরে, শিক্ষা ক'রে বাস্কাবোল্।

কেহ ধ'রে গুরুর বেশ, পশার করে বেস,
শিষ্য বাড়ী ফিরি ঘুরি, খায় চিনি সন্দেশ,
ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসিলে, চোকে দেখে সরুষা ফুল।

কতক ধার্ম্মিক সম্প্রদায়, দিয়া সে বার দায়,
আচার বিচার নিয়া, ব্যস্ত থাকে সর্ব্বদায়,
দলাদলীর নেতা সেজে, লাগায়ে দেয় হুলস্থুল।

দীন কালাচাঁদে কয়, বল্‌তে লজ্জা হয়,
ধর্ম্ম রঙ্গ মঞ্চ মাঝে, পাপের অভিনয়,
অর্থ স্বার্থ ত্যাগ না কল্লে হয়না বল্লে হরিবোল।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

আজ কাল্ সদ্ গুরু চিনা বড় ভার;
ব'য়ে কিসে নিতে পারে, বইতে নারে গুরুভার।

কত গুরু দেখ্‌তে পাই, বলিহারি যাই,
মুখেন মারিতং জগৎ, অন্তরে সার নাই,
বাইরে মাকাল ফলের মত, লাল টুক্‌টুকে চমৎকার।

কেহ বংশ মর্য্যাদায়, মুখের দু কথায়,
গুরু গিরীর একচেটিয়া, ব্যবসা কর্ত্তে চায়,
পায়না খুইজে নৌকার খবর, বসে সেজে কর্ণধার।

লোকের বক্তৃতা শুনে, বেশ ভূষা চিনে,
আসল নকল ঠিক করা ভার, আজ কালকার দিনে,
হুজুগে মাতিয়া ফিরে, ধর্ম্মাধর্ম্মের নাই বিচার।

ভবে সংসারী জীব প্রায়, কর্ম্ম বন্দন দায়,
মায়ামোহ কারাগারে, বদ্ধ সর্ব্বদায়,
বদ্ধ জীবে কেমন ক'রে, বদ্ধ জীব করে উদ্ধার।

যদি গুরু চিনতে চাও, এক মূলে বিকাও,
স্বার্থ ত্যজে সাধু বৈষ্ণব, প্রসাদ ভিক্ষা নাও,
সাধু গুরু বৈষ্ণব বিনে, পারেনা কেউ করতে পার।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

মন্ ভাল নয় ভালর ঔষধ কোথা পাই,
সাজের ভড়া দেখি ধরা, যে দিকে যেখানে যাই।
নিত্য সংসাজে যারা, সুখে রয় সংসারে তারা,
সাদাসীদার দফা সারা, কেমন করে প্রাণ বাচাই।
ধার্ম্মিক সমাজে গেলে, পতিত হই বিষম গোলে,
কেউ বলে এস এ দলে, কেউ বলে যেওনা ভাই।
বাজারের বেচা কিনা, চমৎকার আজব কারখানা,
রাঙ্গের দরে বেচে সোণা, সোণার দরে কিনে ছাই।
পড়ে বেদ শাস্ত্র পুরাণ, হয়েছি বড়ই হয়রাণ,
শুনে ভাগবত গীতার প্রমাণ, আমি আর আমাতে নাই।
কালাচাঁদ বলে ভেবে, আত্ম ধ্যান কররে সবে,
শান্তি পাবে ভ্রান্তি যাবে, এ ছাড়া আর উপায় নাই।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

ধর্ম্ম ক্ষেত্রে লাগ্‌ল কুরুক্ষেত্র যোগ;
সকলি চায় বাক্য যুদ্ধে, পণ্ডিতজিতে কর্ম্ম ভোগ।
কেহ যুদ্ধের সাজ পরে, কুযুক্তি তর্ক শর জুড়ে,
তাড়াইয়া পাপ রাজারে, বাঞ্ছা করে স্বর্গ ভোগ।

কেউ বা ধর্ম্মের ভাণ ক'রে, আপন কাজ লয় হাসিল করে,
বোকা পেলে ধোকা মারে, জগৎ ভ'রে এই রোগ।
লোকে সুপথ খুজেনা, বলিলে বুঝে বুঝেনা,
ধর্ম্ম কর্ম্মে মন মজেনা, বাজে কাজে মনোযোগ।
ধরা করে টলমল, পাপ ভরে যাচ্ছে রসাতল,
তবু ছাড়তে পারেনা ছল, এম্নি পাগল কলির লোক।
পাপের যদি ভয় থাকে, সাবধান হও আগে থেকে,
কয় কালাচাঁদ জ্ঞান ধনুকে, ভক্তি বাণ কর সংযোগ।

টপ্পার সুর।
তাল পোস্ত।

সাধে কি যাচ্ছে ধরা রসাতল ;
গুরু নিন্দা না ক'রে কেউ, খেতে চায়না অন্ন জল।
আজ কালকার লোকে, ম'জে হুজুগে,
পরের ঘাড়ে বোঝা দিয়া, চল্‌তে চায় সুখে,
নিজের দোষ দেখে না দে'খে, পর নিন্দার উড় কল।
রেখে ঠিক ষোলআনা, বড় মানষী বাবুয়ানা,
ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা হতে, করে বাসনা,
ঘরে রয়ে শয্যায় শুয়ে, পাড়িতে চায় গাছের ফল।
কলির ভাব গতিক বেজায়, চায়না জায় বেজায়,
কাজ না করে কাজের ফলটি, আগে পেতে চায়,
মনে করে ফন্দি ক'রে, করব হরিকরতল।

লোকের সমান নয় মন মুখ, তর্কে চতুর্ম্মুখ,
অন্তরে বিষের হাড়ী, মধু ময় মুখ টুক,
বিষের জ্বালায় মরে জ্বলে, তবু ছাড়তে নারে ছল।
আপন পদে দিয়া ভর, সাধু সঙ্গ কর,
বিশ্বাস লয়ে কর্ম্মপথে, হও অগ্রসর,
কয় কালাচাঁদ কর্ম্ম বিনা, ধর্ম্ম মরীচিকার জল।

টপ্পার সুর।
তাল পোস্ত।

ধর্ম্মের ঠিক মর্ম্ম বুঝা বড় দায়,
আচার বিচার নিয়ে ব্যস্ত, থাকে লোকে সর্ব্বদায়।
শাক্ত বৈষ্ণব মুসলমান, বৌদ্ধ কি খৃষ্টান,
করে জাতি গত ভাবে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান.
সম্প্রদায়ীক ভাবে মত্ত, যত ধার্ম্মিক সম্প্রদায়।
কেহ যশের বাসনায়, কেউ বাধনের কামনায়,
কাণ্ডারী সাজিয়া বসে, ভব পারের নায়,
নিজে সন্দে পাকে ঘুরে, পরেরে পার কর্ত্তে যায়।
কেহ ক, খ, গ, প'ড়ে, পাঠাভ্যাস ছেড়ে,
বেদ বেদান্তের টীকা করতে বাসনা করে,
পুঙ্গু হয়ে লম্ফ দিয়ে, গিরি লঙ্ঘন কর্ত্তেচায়।

কেউবা চিনিয়া তাঁকে, চিনায় না কা কে,
যক্ষের ধনের মত যত্নে, গোপনে রাখে,
অন্ধ ধ্যানে মত্ত থাকে, বাজে কথায় লোক ভুলায়।

ভবে এসব গতিকে, ত্রিলোক পতিকে,
ভ্রমে পরে চিনে চিন্তে পারেনা লোকে,
নাম বিনে কালাচাঁদ বলে, এ রোগ শান্তির নাই উপায়

মিশ্র বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

প্রেমে যে মাতোয়ারা হয় ;
সংসারী লোকে তারে, পাগল ব'লে কয়।

মানেনা আচার বিচার, ধারেনা লাজ লজ্জার ধার,
বাহার নাই সাজ শয্যার, যথায় তথায় রয়।

দারা সুত পরিজনে, বিরক্ত কেউনা গণে,
নাবল্লেও মনে মনে, রুষ্ট তুষ্ট নয়।

কেউবলে ভাল ছিল; কুচিন্তায় পাগল হল,
মাথা ঘুরিয়া গেল. যা ইচ্ছা তা কয়।

বাহিরে পাগলের সাজ, অন্তরে রাজা ধিরাজ,
আনন্দে করে বিরাজ, রাখেনা কাল ভয়।

প্রেমিকের দ্বারে হরি, সুখে যায় গড়াগড়ি,
জনম ধন্য প্রেমিকেরই, কালাচাঁদে কয়।

টপ্পার সুর।

তাল পোস্ত।

প্রাণের কথা বল্লে লোকে পাগল কয়,
কেহ ঢিল মারে কেউবা, দূর দূর করে দূরে রয়।
যারা স্বার্থের বশীভূত, স্বকার্য্য সাধনে মজমুত,
তারাই আজকাল ভবে সুবোধ, যাদের মনমুখ সমান নয়।
মন খোলাসা যার, ঠিক ধর্ম্ম করে যে প্রচার,
লোক সমাজে আদর নাই তার, বলে ওটা মানুষ নয়।
ভবে সম্প্রদায়ীক ভাব, ঐ ভাবের বড়ই প্রভাব,
ঠিক্ থাকেনা লোকসান কি লাভ, কলের পুতুল সাজ্‌তে হয়
কালাচাঁদ বলে সাবধান, ভুলনা বেদ শাস্ত্র বিধান,
গুপ্ত ভাবে করবে সাধন, ব্যক্ত হলে বিপর্য্যয়।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ফল কি বল কাঙ্গাল সেজে,
মন যদি না কাঙ্গাল সাজে।
কাঙ্গাল সাজা বড়ই সোজা, কেনা কাঙ্গাল লোক সমাজে,
সাজের কাঙ্গাল সাধন বাদী, পরকে মজায় আপনি মজে।
সাজ শয্যা আচার নিষ্ঠা, লাগে ধর্ম্ম কর্ম্মের কাজে,
সাজ শয্যা হয় পাপের বোঝা, মন্ যদি না হরি ভজে।

সংসার অসার জ্ঞান নাহি যার, কিফল হয় তার গৃহত্যাজে,
সুখ দুঃখ যার সাথের সাথী, স্বর্গে শান্তি পায় না সে যে।
কালাচাঁদ কয় সাজলে কি হয়, কাজে যদি মন না সাজে,
কাজের সাজে সাজাও হৃদি, পাবে যদি রস রাজে।

রাগিণী পাহাড়ী।
তাল কাওয়ালী।

মহতের দয়া বিনে, দয়া ক'রে এদুর্দ্দিনে,
বৃন্দাবন চন্দ্র কভু দেয় কি দীনে দরশন।
ভক্তি শূন্য হৃদয় লয়ে, স্বার্থের গুরু ভার বহিয়ে,
হচ্ছে জড় সর হিয়ে, অবশন্ন প্রাণ মন॥
ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে, মোহমায়া কারাগারে,
আছি বন্ধ হয়ে পরে, চল্‌তে চলে না চরণ।
যতই স্রোত বয় দুরাশার, বাড়ে ততই পাপের পসার,
ভাবিয়া সার অসার সংসার, হারালেম সার পরম ধন॥
শুনেছি মহত যারা, দিন দুঃখী পাইলে তারা,
দিয়ে আপনা হতে ভাড়া, পার কৈরে নেয় বৃন্দাবন॥
কোথা হে মহতের সখা, হইয়া ত্রিভঙ্গি বাঁকা,
কালাচাঁদকে দিয়ে দেখা, কর তার বাঞ্ছা পূরণ॥

মিশ্র বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

কলের পুতুল বানালে আমারে ; (হরি)
যেম্নি নাচাও তেম্নি করে নাচি বারে বারে।

পুত্র কন্যার প্রতি পালন, মাতা পিতার ভরণ পোষণ,
যে কিছু সংসারে ; তুমি এসব কর বটে, ভাড় দিয়া মোর ঘাড়ে।

তুমিত বলেছ স্পষ্ট, গৃহধর্ম্ম সার্ব্বোৎকৃষ্ট,
পাল্‌তে যদি পারে ; না করিলে নিস্তার নাই তার মাতৃ পিতৃধারে।

তব আজ্ঞা পালন করি, দোষ গুণের বাকি ধার ধারি,
বান্দা মায়া তাড়ে ; তরাও কিবা ডুবাও হরি তোমারি এক্ তারে।

কর্ম্ম কর্ত্তে এলেম ভবে, যতদিন কর্ম্ম ভোগ রবে,
থাক্‌ব এসংসারে ; কর্ম্ম শেষে যাব তুমি রাখ্‌বে যে আগারে।

কালাচাঁদ কয় হে দয়াময়, জীবের ইচ্ছা কিছুই নয়,
জীব থাকে আন্ধারে ; আন্ধার হতে নেও আলোকে দয়া কর যারে।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

ধন্য ব্রজ ধন্যা ব্রজ নারী ; (ভবে)
যাদের প্রেমাস্বাদে হরি, হয়েছে ভিকারী।

ব্রজ বালকবৃন্দ সনে, গোচারণে বনে বনে,
ফুকারী ফুকারী ;
বাজায় মোহন বেণু নিকুঞ্জ বিহারী।

ধন্য ব্রজের তাল তমাল, কেতকী কদম্ব বেলী,
মাধবী মুঞ্জুরী ;
রাধা শ্যাম কুণ্ড নিধুবন গোবৰ্দ্ধন গিরি।

বংশী রবে আত্ম হারা, উজান বয় যমুনার ধারা,
আহা মরি মরি ;
ব্রজের ধূলী কণা ধন্য চরণ স্পর্শ করি।

বনে বনে ফুল ফুটে, মধু লোভে ভ্রমর ছুটে,
গুণ গুণ গুণ গুণ করি ;
ময়ূর নাচে হরিবলে পীক শুক শারী।

সাধুগুরু বৈষ্ণব ধন্য, যারা পিয়ে বৃন্দারণ্য,
লীলা রস মাধুরী ;
অন্তরঙ্গ সাঙ্গো পাঙ্গ লীলা সহায়কারী।

কালাচাঁদে যুক্তকরে, সদাএ প্রার্থনা করে,
ওহে বংশীধারী ;
ব্রজে রেখে কর যুগল সেবার অধিকারী।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

হরি কেমন কয় জনে জানে,
পরের বলে চল্‌ছে চলে, ঢেকী যেমন ধান বানে

ভাবে কেউ হরি বন্ধু ভ্রাতা,
কেহ মনে করে হরি, সুখ দুঃখ দাতা,
কেউ ভজে ভাবিয়া ভর্ত্তা, যার মনে যেম্‌নি মানে।

কেউ শিলাতে দেখে শালগ্রাম,
বৃন্দাবনে বংশী ধারী, অযোধ্যাতে রাম,
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ চাঁদ, জগন্নাথ পুরী ধামে।

সরল জ্ঞানে কাজ করে লোকে,
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ফলে, কে ভেবে দেখে,
হুজুগে চলিতে থাকে, না দেখে পথ নয়নে।

হরি বটে নির্গুণ নিরাকার,
গুণ লাগায়ে জীব জগতে, দেখায় একে আর,
সচ্চিৎ আনন্দ রূপে, খেলে ভক্ত পরাণে।

হরি ধন যে চিন্তে পেয়েছে,
অনিত্য ধন তুচ্ছ ভেবে, ছেড়ে দিয়েছে,
কালাচাঁদ কয় থাকেনা ভয়, ঐ ধন পেলে নিদানে।

রাগিণী মল্লার।

তাল একতালা।

সুখ শান্তি তরে মলেম ঘু'রে ঘুরে,
জীবন ভৈরে সুখের দেখা মিলিল না।
সুখে আছি বৈলে, কেউত না বলে,
অবনী মণ্ডলে আছে যত জনা।

সংসার সুখের সার, ভেবে গৃহীগণ,
কর্ম্ম ক্ষেত্রে খাটে কৈরে প্রাণপণ,
বিষয় বৃক্ষ ফল করি আস্বাদন,
বলে সুখ ভোগ সংসারীর সাজে না।

কেহ বীত রাগ হয়ে বিষয় ভোগে,
গৃহ ধর্ম্ম ছেড়ে মনযোগী যোগে,
যোগী ভাবে ভোগে, ভোগী ভাবে যোগে,
কারও ভাবে কেউ, সুখ শান্তি লভে না।

ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়,
কেউ নয় সুখী ভবে স্ব স্ব অবস্থায়,
মলিন বাসনা যদ্যপী না যায়,
শান্তি সুখ লাভ কভু সম্ভবে না।

ত্রিগুণ হইতে সুখ দুখ জাত,
ত্রিগুণের অধীন সংসারে জীব যত,
ত্রিগুণ ময়ী মায়া না হলে সংযত,
কয় কালাচাঁদ শান্তি খুজিয়া মিলে না।

বাউল সুর।

তাল কাশ্মিরী খেম্‌টা।

রসিক্‌ বলে কারে; (প্রেমিক)
কে অরসিক কেবা রসিক, কয়জনে বা চিন্তে পারে
বাইরের সাজ সজ্জা দেখে, ভাব ভঙ্গী রূপের ঝোঁকে,
হুজুগে মেতে লোকে, রসিক মনে করে,
রমণীর গন্ধ পেলে, পাগল হয়ে পরে,
ভাবে না ভাল মন্দ, মাছে যেমন বড়শী ধরে।
দেখ্‌লে চুল দাড়ী পাকা, কয় তারে খোজার কাকা,
রস হীন নিরেট ফাঁকা, রস নাই এ শরীরে,
শিথিল অঙ্গ হলে আর কি, রস থাকিতে পারে,
বুঝেনা ভুল কি খাটী, সোণা বলে মাটি খোড়ে।
বিশুদ্ধ রসিক হলে, প্রেম-রসে হৃদয় গলে,
গোপী ভাব রসের জলে, দিন রাতি সাঁতারে,
জুয়ান বুড়া কাণা খোড়া বাছেনা কাহারে'
ব্রজ রস বিলায় যেজন, আত্মহারা তার দুয়ারে।
পাকা সুরসিক যারা, আনন্দে মাতোয়ারা,
আদিরস লুটে তারা, প্রেমের হাট বাজারে,
আপন ভাবে আপনি বিভোর, চায়না যারে তারে,
রসিকে রসিক চিনে, কালাচাঁদে চিন্তে নারে।

রাগিণী পীলু।
তাল যদ্।

দেখলে তোমায় আপনা হতে,
নাচে প্রাণ আনন্দ ভরে,
হৃদয় পাষাণ মম, তবু যেন গলে পরে।
বিমল আনন্দ ছটা, বিরাজে চারু অধরে,
তাই আনন্দ আলো এসে, নিরানন্দ তম হরে।
বচনে আনন্দ চোকে, মুখে আনন্দ বিতরে,
তার কত আনন্দ জানি, যে তোমায় হৃদয়ে ধরে।
সচ্চিদ আনন্দ ঘন, আছেকি হৃদ্ আকাশ জুড়ে,
আনন্দ বারিদ বিনে, এত কি আনন্দ ঝরে।
বিতর বিতর প্রেম, আনন্দ অঞ্জলি ভ'রে,
কালাচাঁদ চাতকের মত, চেয়ে আছে আশা করে।

রাগিণী পীলু।
তাল যদ্।

বিতরিতে প্রেমানন্দ, কে তোমারে পাঠাইল,
মন মুগ্ধকর সন্ মোহন স্বর, মনের মত দিয়ে দিল।
ভালবাসা সিন্ধু-নীরে, আদর করে ডুবাইল,
যারে তারে বাস্‌তে ভাল কেবা বল শিখাইল।

প্রীতির চারু ছাচে ঢেলে, প্রেমের মূরতি গঠিল,
সুখ সরোবরে যেন, শান্তি পঙ্কজ ফুটিল।
প্রেম পরিমল গন্ধ, চারি দিকে ছড়াইল,
ছুটাছুটি করে যত, ভকত ভ্রমর জুটিল।
এত কালে কালাচাঁদের, মরমের আন্ধার ঘুচিল,
তার প্রেমে মন মজে থাকুক, যে তোমারে নিরমিল॥

রাগিণী পীলু।
তাল যদ্।

প্রেম কিতরি দীনবন্ধু, হর দীনের মনোদুখ,
প্রেমে গড়া হৃদয়টি যার, সদাই তার হাসি মুখ।
সাধে কি সুদূর আকাশে, চন্দ্র মা চারু হাসে,
বাগানে ফুল বিকাশে, থুইলে হাসিভরা বুক,
গগনে তারকা হাসে, কুমুদ হাসে জলে ভেসে,
পদ্ম পলাশ গোলাপ জবা, হেসে হেসে লাল টুক টুক।
দিনমণির একটু হাসে, শত যুগের তম নাশে,
জলদে চপলা হাসে, কেমন মধুর হাসিটুক,
কে বলে সাগর কল্লোল, কে বলে পবন হিল্লোল,
আনন্দ হাসির এরোল, লোকে ভাষায় যাই বলুক॥
তব প্রেম লাভের আশে, সকলি এ ভবে আসে'
বিতর প্রেম দীন দাসে, হইওনা নাথ বিমুখ।

রাগিণী সাহানা।
তাল যৎ।

কার প্রেমে সুরধণী, ঢেউ তুলে নেচে বেড়াও,
কুল্ কুল্ স্বরে কার গুণ গায়ে কার পানে ছুটে ধাও।
কার প্রেম লভিবার আশে, মেঘ সেজে উঠ আকাশে,
বলনা কার প্রেমে গলে, বরষি ধরা ভাসাও।
আকুল হয়ে কুল ডুবায়ে, কুলের ময়লা ধোয়াইয়ে,
অকাতরে জীবন দিয়ে, জীবে সুখ শান্তি বিলাও।
কে তোমায় শিখাল এত, অজাচিত দান ব্রত,
আশ্রিত কূপ তড়াগ যত, সকলের সাধ মিটিয়ে দাও।
সাধে কি তোর পূত বারি, স্নিগ্ধ শীতল পাপ বারী,
হরি পদাশ্রয় করি, জনমি জগৎ মাতাও।

রাগিণী কালেংরা।
তাল পোস্ত।

লাগে যার প্রেমের বাতাস গায়,
সে কি আর এম্নি করে, এদিক ওদিক চায়।
বাছেনা ভাল মন্দ, যায় ঘুচে মনের সন্দ,
থাকেনা নিরানন্দ, নিত্যানন্দ পায়।
স্তুতি বা নিন্দা বাদে, আনন্দ কি বিষাদে,
সুখে দুঃখে সম্পদে, সম ভাব সদায়।

প্রেমিকের ভঙ্গি ধারা, রূপ গুণ দেখেনা তারা,
প্রেমে যে আত্ম হারা, তার কাছে বিকায়।
পর আপন জ্ঞান না করে, বিলায় প্রেম যারে তারে,
আপনি মেতে ফিরে, অন্যেরে মাতায়।
পাপ পঙ্কে পতিত হ'লে, প্রাণ দিয়া ধরে তুলে,
কালাচাঁদ এমন পেলে, মজে রয় তার পায়।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

সে কি আর স্বভাবে থাকে, ভাবের বাতাস লাগলে গায়,
ভাবের রাজ্যে বিরাজ করে, ভাবের ভরে নাচে গায়।
ভাবে চলে ভাবে গলে, ভাবে ভাসে নয়ন জলে,
ভাবাবেশে পরে ঢলে, ভাবের বলে ভাব লাগায়।
ভাবাবেশে যারা খাটে, নাই অবসাদ যতই খাটে,
বসে আনন্দের ঘাটে, প্রেমানন্দে কাল কাটায়।
জেগে থাকে যোগে যাগে, জাগায় তারে যে না জাগে,
মাতালের মতন লাগে, নারীর যোগে মদ খায়।
উঠায়ে আগাছা জঙ্গল, চাষ করে ক্ষেত ধরে লাঙ্গল,
লোকে কয় পাগল পাগল, খুজে না ফল গাছ লাগায়।
অভাব নাই তার ভবের হাটে, প্রেম বিলায় আর মযজা লুটে,
কালায় কয় পারের ঘাটে, হরি বৈলে তরী বায়।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

হরি কি তোর ঘরের সেবক, ডাকলে অম্নি আসবে ধেয়ে,
যা বলিবে তাই করিবে, আলো চাল আর কলা খেয়ে।

হরি বলতে প্রেমের উদয়, বল্‌বার মত বল্লেত হয়,
ঐ নাম ক্ষেতের আউখের গাছ নয়, চিবাইলে রস পরবে বেয়ে
(পান করিবি পেট ভরিয়ে)

ছাড়তে নারবি ছল চাতুরী, বাস্থে চাইবি গিরি ধারী,
স্বর্গ রাজ্যের বাবুগিরি, হয়নারে চেইন ঘড়ী লয়ে।
(সভ্যতার সাজ সজ্জা নিয়ে)

মানস করবি হরি নামে, ভরবি উদর পরিণামে,
যেতে সাধ গোলকধামে, ছয় জনারে সঙ্গে লয়ে।
(পরিজনের মন যোগায়ে)

ধরতে যদি চাও অধর চাঁদ, পাত শুদ্ধ পীরিতির ফাঁদ,
কয় কালাচাঁদ সে কালাচাঁদ, দেয়না ধরা মন না চেয়ে।
(যায়না ধরা প্রাণ না দিয়ে)

বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

আয় দেখি তোর সাধুর বাতাস লাগুক গায়;
পেলে সাধুর অঙ্গ সঙ্গ, থাকে না শমনের দায়।

সাধু সঙ্গের এমি গুণ, নিবে পাপাগুণ,
গোপী ভাবে অনুরাগে, রাগ ধরে দ্বিগুণ ;
নিরানন্দের জঙ্গল কেটে, নিত্যানন্দের হাট বসায়।

সুজনের পরশ, বড়ই সরস,
সে রসের তুলনায় অতি তুচ্ছ রতিরস,
জ্ঞান থাকেনা সরস নীরস, মজুরী তার মন যোগায়।

সাধু সন্নিধান, কর আত্ম দান,
অসাধু হইতে সদা থেক সাবধান,
চোরা যেন সাধুর ভাগে, তালায় চাবী না লাগায়।

কাঙ্গালে কয় কি চাও, সাধুর কাছে যাও,
কামের দ্বারে শক্ত করে, প্রেমের খিল লাগাও,
দূর হবে বদরসের ব্যারাম, সাধু যদি লাগুর পায়।

মিশ্র বাউল স্থর।

তাল ঝলন।

সেও যেমন আমিও তেমন, সোহং তত্ত্বের মর্ম্ম অই,
আমার কর্ম্ম আমি কার, কর্ত্তা কেবল নিশান সই।
বিবেক বুদ্ধি অনুসারে, সাধক বিধি বিধান করে,
না বুঝে লোক হুজুগ ভরে, কেউ বলে দুধ কেউ কয় দৈ
ভবের নাটক করি যেমন, বিধির নাটও ভাবি তেমন।
কাজেই সেই ধরণ করণ, এ নাটকের চলন সই।

পল্লে মোকদ্দমা মামলায়, পক্ষের কাজ উকিলে চালায়,
পারলৌকিক কাজের বেলায়, পুরোহিতের স্মরণ লই।
আত্ম ভালবাসা হ'তে, ধর্ম্মানুরাগ ত্রিজগতে,
স্বাত্ম তত্ত্ব ঠেলে পদে, পর তত্ত্বের বোঝা বই।
কালাচাঁদে বল্‌ছে ডেকে, মায়া মোহ হৃদয় থেকে,
বাদ দিলে যে আমি থাকে, সব মিছে সে আমি বই।

রাগিণী পাহাড়ী।

তাল পোস্ত।

কলিতে আগের মতন, সাধন ভজন আরকি আছে।
আর কিসে দিন রয়েছে, সে দিন কালে খেয়েছে;
উপাস্য অচিন্ত ধন, মূর্ত্তি ধরা হয়ে গেছে।

এখন আর নাই সে বান্ধন, যুগ ধর্ম্মের সহজ সাধন,
নাম কীর্ত্তন নাচন কান্দন, শিক্ষা দীক্ষা নূতন ছাচে।

হরি নাম বায়ু ভরে, যোগাঙ্গ গিছে উ'ড়ে,
ভক্তিটা সেবার জোরে, প্রাণে প্রাণে আছে বেচে।

বৃথা আর কাজ কি যোগে, সুযোগ রেল ষ্টীমার যোগে,
পাতকী স্বর্গ ভোগে, পাপের ভয় গিয়েছে ঘুইচে।

তীর্থ গুরু দেব যারা স্বফলের ভাণ্ডার তাঁরা,
দক্ষিণা [illegible], চতুর্ব্বর্গ বিলায় বেচে।

না যেনে আত্ম তত্ত্ব, হুজুগে যারা মত্ত,
কাঙ্গালে কয় তারাই ভ্রান্ত, ভূতের বোঝা নিয়ে নাচে।

রাগিণী জংলাট।

তাল একতালা।

কপালে কি ঘটে কার, মরণ কে জানে তার,
কেউ সুখী নয় ভবে সুখ স্বপ্ন সার।

ভাবী সুখের আশে, হয়ে আত্মহারা,
হাটে মাঠে ঘাটে, খেটে খেটে সারা;
বার মাস সুখের দাস,
হতেছে সর্ব্বনাশ, কে লয় তত্ত্ব তার।

ধন জন আশা, জল বিম্ব প্রায়,
জলে ভেসে উঠে, জলে মিশে যায়,
বিপাকে এড়ায় কে,
কর্ম্ম পাকে যাকে, টানে অনিবার।

সংসারের খেলা, বাজীকরের ধাঁন্দা,
এই সুখের হাসি, এই বিষাদে কাঁন্দা,
মায়া দায় সর্ব্বদায়;
সুখ বিনিময়ে বহে দুখ ভাড়।

কাঙ্গালে চায় ধন, ধনী রাজসম্পদ,
রাজাধিরাজ বাঞ্ছে ইন্দ্রের সম্পদ,

দুরাশার নাই সুসার,
মোহের কুহকে মোহিত সংসার।
কালাচাঁদ কয় যদি সুখ শান্তি চাও,
বিপদে সম্পদে বিভু-গুণ গাও,
বল্ হরি প্রাণ ভরি,
যাবে দূরে চলে দুঃখ অন্ধকার॥

বাউল সুর।

তাল খ্যলন।

চাইনারে সুখ, চাইনারে তোরে,
তোর রাজত্ব যাক্ ছাড়খারে।
দুখে দুখে গেল জনম্, জান্‌লেম না সুখ কয় কারে॥
তোর কুহকে মজেছে যারা,
মরুভূমে মরীচিকায়, জল যাচে তারা,
আশার আশে দফা সারা, খেটে খেটে সংসারে॥
করতে গিয়ে তোরে উপার্জ্জন,
অহরহ দিচ্ছে জীবে, জীবন বিসর্জ্জন,
ইউরোপে তার নিদর্শন, ইংরেজ জারমেন সমরে।
আশা দিয়া লোকেরে ভুলাও,
হোক্ না কেন পাষাণ হৃদয়, তারেও গলাও,
ধরতে গেলে দূরে পলাও, ফেলে ঘোর অন্ধকারে॥

তোর উপাসক কে না এ ভবে,
উপাসনায় সিদ্ধি লাভ, করেছে কে কবে,
কালাচাঁদ তাই ভেবে ভেবে, রাজী নাই তোর দরবারে।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

তাল আদ্ধা।

হেররে নয়ন মন মোহন মাধুরী।
রূপে চল চল করে বৃন্দাবন পুরী।
নয়ন পলকে, অমিয় ঝলকে,
নাচে পরাণ পুলকে, বিষাদ বিদূরি।
শ্যাম বাম ভাগে, মাতিয়া সোহাগে,
আমরি কি অনুরাগে, বিরাজে পিয়ারী॥
গলে বন মালা, চূড়া বামে হেলা,
পদাঙ্গুলে কতগুলা, চাঁদের ছড়া ছড়ি।
ধরে না আনন্দ, পানে মকরন্দ,
ভকত ভ্রমরবৃন্দ, ধাওল গুঞ্জরি।
কালাচাঁদে ভণে, প্রেমিক জীবনে,
খেলে যুগল দরশনে, আনন্দ লহরী॥

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল একতালা।

আহা মরি মরি, কি হেরি কি হেরি,
নিত্যানন্দ পুরী বৃন্দাবন,
কুঞ্জভাগের শোভা সুর মনোলোভা তুলনা মিলেনা ত্রিভুবনে

গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন,
রাধা-রাণী সনে আনন্দে মগন,
বারেক হেরিলে, কঠিন প্রাণ ও গলে,
গৃহ-ধর্ম্ম ভুলে গৃহীগণ।

পুরাণে শুনেছি গোলোকের নাম,
এই সে গোলোক বৃন্দাবন ধাম,
তা নৈলে কি এত মধুর রসামৃত,
করে ভক্ত-চিত বিনোদন।

কেতকী কদম্ব তাল হিন্তাল,
বংশী বট বেলী, ভাণ্ডির রসাল,
মাধবী মল্লিকা মালতী তমাল,
লীলার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে গুঞ্জরে ভ্রমর,
পুঞ্জে পুঞ্জে প্রসাদ ভুঞ্জে নারীনর,
ব্রহ্ম পদ গঞ্জে ব্রজের কিঙ্কর,
ব্রজ ধুলী করে আকিঞ্চন।

বৃন্দাবনে বনে তরু লতা যত,
নিরখিলে প্রাণ হয় পুলকিত,
যুগল সেবার তরে মস্তক অবনত,
করে নিহারাশ্রু বরিষণ।

শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গোবর্দ্ধন,
চিত্তহারী নিধু নিকুঞ্জ কানন,

যমুনা সলিলে স্নান করিলে,
শীতলিয়া উঠে দেহমন।

কুঞ্জেশ্বরী সনে কুঞ্জ বনচারী,
নিত্য রসে মত্ত নিয়া সহচরী,
ময়ূর নাচে রঙ্গে, শুকশারী সঙ্গে,
গান করে তান্ ধরে পীকগণ।

নামের ভিকারী কালাচাঁদে কয়,
কৃষ্ণ প্রীতে বল রাধা রাণী জয়,
ব্রজের ভাব হৃদে হইবে উদয়,
বহিবে আনন্দ প্রস্রবণ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল কাওলী।

জয় রাধে ব'লে, বিপিনে বাজিল বাশরী।
বাঁশীস্বরে আপন পাসরি।
মোহন মুরলী তানে, কেউনা ধৈরয মানে,
ধায় উজানে যমুনা বারি।
বাঁশী রাধা রাধা বলে, ভাসে রাধা নয়ন জলে,
কোপে জ্বলে দে'খে শাশুরী।
কুটিলা কয় আয়ান দাদা, ঘরের কোণে তোমার রাধা,
কাঁদে বিনাইয়া কি স্মরি।

কয় কালাচাঁদ আয়ান দুঃখে, করাঘাত ক'রে বুকে,
সুখে বাদ সাধিল কিশোরী।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল খয়রা।

ব্যাকুল অন্তরে ধরাসনে প'রে,
কে তুমি কাতরে, করিছ রোদন।
আঁখি ছল ছল বহে অশ্রু জল,
অধীর আকুল, কেন হে এমন।

কি বিষাদে খেদে কর হায় হায়,
হারায়েছ বুঝি আত্মীয় সহায়,
ভরসার স্থল, সুখের সম্বল,
চলে কি গিয়েছে, জনমের মতন।

ফিরে কি আর আসে, ছেড়ে যায় যে চলে,
মনে কি তার থাকে, দারা সুত ব'লে,
নিজ কর্ম্মফলে, ভাল মন্দ ফলে,
বাড়ে অশ্রুজলে, পাপ প্রস্রবণ।

যার জন্য তব ঝরে নয়ন বারি,
তোমা হতে শত, দুরদশা তারি,
নাহি ঘর দ্বার, পুত্র পরিবার,
ধরেছে আবার, দুরন্ত শমন।

রোদন সম্বরি, ভেবে দেখ দেখি,
কেউ কার নয়, মুদিলে দু আঁখি,
যত কিছু ভবে, সব্‌ই পড়ে রবে,
কোথা চলে যাবে, নাহি নিরূপণ।

বলে কালাচাঁদ, জেন নিঃসন্দেহ,
মিছে কান্নাকাটি, মিছে মায়া মোহ,
বিনে হরিনাম, সাথী নাই আর কেহ,
এ নশ্বর দেহ হইলে পতন।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।

তাল খয়রা।

শ্মশান ভূমে কে তুমি ঘুমে অচেতন,
কোথায় তোমার ঘর দরজা, আত্মীয় স্বজন।

দুগ্ধ ফেণনীভ সুকোমল শয্যা,
প্রাণ প্রতিমা প্রণয়িনী ভার্য্যা,
নয়ন রঞ্জন আনন্দ বর্দ্ধন, কোথা পুত্র কন্যা ধন।

ফুল্ল কুসুমিত প্রমোদ কানন,
কাম্য সুখ সেব্য সুরম্য ভবন,
সুখের ষোল আনা, সখের বাবু আনা, কোথা বা গেল এখন।

ঘৃণা লজ্জা কুল মান অপমান,
আছে কি হে শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান,
দুখের কালিমা, সুখের প্রতিমা, একই জলে বিসর্জ্জন।

ননী জিনি মৃদু ছিল যে হৃদয়,
ক্ষণ কাল মধ্যে হল পাষাণময়,
সুখ সম্বোধনে কাতর ক্রন্দনে, গলেনা টলেনা মন।

অন্তিমে এ দশা ঘট্‌বে সবাকার,
কার জন্য মমতা থাকিবেনা কার
ভাল মন্দ আর, আলো অন্ধকার, হবে মম দরশন।

শ্মশানের সাজ দে'খে কালাচাঁদে ভাবে,
একদিন বিদায় হতে হবে এম্নিভাবে,
দিন থাকিতে আয় মন, হরিপদ ভেবে,
করি যাত্রার আয়োজন।

রাগিণী বাগেশ্রী।

তাল-খয়রা।

কিহল কিহল, হায় হায়,
কত প্রশংসার, রম্য সুখসার, ভেবে ছিনু এসংসার,
আজ নব নিরাশার, নীরে ভেসে যায়।

খেলিত যে হৃদে আনন্দ লহরী,
সে হৃদয় বিষাদ মরু সম হেরি,
যাই বলি হারি, যে দুখে কাল হরি,
জানে জীবন আমারি,
ভেঙ্গে মায়া বেড়ী, ছুটে যেতে চায়।

যে আঁখির সাধ ছিল প্রিয় দরশন,
সাজে কিসে আঁখির অশ্রু বরিষণ,
সতত চরণ, করত বিচরণ, মম সুখের কারণ,
সে চরণের গতি শকতি কোথায়।

সুকোমল শয্যায় করেছি শয়ন,
ভুতের বোঝা নিয়া বেড়াই না এখন,
কাছে যতজন, সুহৃদ সুজন, মম সেবায় নিয়োজন,
জ্ঞান হয় তবু যেন, কেউ নাই এধরায়।

উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাই আর বল,
এ জনমের মত হত বুদ্ধি বল,
বিনে হরি বল, আর কি আছে বল,
নাশিতে জ্বালা প্রবল,
যাত্রার সম্বল কেবল, হরি বল সহায়।

আগে হতে যদি হতেম সাবধান,
হত না অকালে, অশান্তি বিধান।
কর শান্তি দান, ওহে ভগবান, হরি করুণা নিদান,
কালাচাঁদের নিদান, কাল আগত প্রায়।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যৎ।

প্রাণের কথা ব'লে রাখি বন্ধুগণ,
আমায় যে কালে, নিতে চায় কালে,
কর্ণ মূলে, হরি ব'লে শুনাইও নাম ভ'ন।

বলবার সময় থাক্‌তে বলি, লিখে অঙ্গে নামাবলি,
হরে কৃষ্ণ রাম রাম বলি, করিও নাম সংকীর্ত্তন,
কান্না কাটি পরিহরি, উচ্চৈস্বরে ব'ল হরি,
শুন্‌লে ঐ নাম কাল প্রহরী, করবে দূরে পলায়ন।

হবে কি কাজ কুশাসনে, রে'খ আমায় ধরাসনে,
ভক্ত পদ ধূলী সনে, পবিত্র হবে জীবন,
কি করিবে অন্তর্জ্জলে, সদাই আমার অন্তর জ্বলে,
হরি নাম শীতল জলে, হবে জ্বালা নিবারণ।

কি করিতে কিনা করি, ব্যস্ত টাকা টাকা করি,
ভব নদী পারের কড়ি, না করিনু উপার্জ্জন,
না পাইলে পারের কড়ি, করবে শমন কড়াকড়ি
ভাই বলি হরি নাম করি, ক'র যাত্রার আয়োজন।

সময়ে হলে সাবধান' হতনা অশান্তি বিধান,
এসে সে করুণা নিদান, করাত তার নাম স্মরণ,
সব হারালেম আশার আশে, সেথন আর কি কাছে আসে,
তোমরা এসে কাছে বসে, করাইও সে নাম শ্রবণ।

হইলে ত্রিদোষের বিকার, কিছুতেই নাই প্রতিকার,
হরি নাম ঔষধি যোগাড় সে সময়কার প্রয়োজন,
কাতরে কালাচাঁদ বলে, হরি নাম কাণে শুনালে,
পতিত পাবন নিদান কালে, দিবেন এসে দরশন।

— —

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল এক তালা।

কি আনন্দ সে দিন, ভব ছাড়ি যে দিন,
যাব সে আনন্দ ভবনে;
আনন্দ ময় হরি, আনন্দে প্রাণ ভরি,
হেরিব আনন্দ নয়নে।

মায়া পাশে বদ্ধ ক'রে সদা কাল,
কত না যাতনা দিতেছে কাল,
কালের ভয় এড়াব, মায়া পাশ ছাড়াব,
বেড়াব আনন্দ গগনে।

ক্ষণ সুখে হইব না আত্ম হারা,
ক্ষণ দুখে আন্ধার না দেখিব ধরা,
করিবে না অর্থ স্বার্থে মাতোয়ারা,
দহিবে না দুখ দহনে।

সদানন্দ রথে করি আরোহণ,
আনন্দ জগৎ করিব ভ্রমণ,
আনন্দময় সনে, প্রাণের মিলন,
হইবে আনন্দ বিধানে।

যার নামে হৃদে সদানন্দ খেলে,
কি আনন্দ জানি তার সঙ্গ পেলে,
সে আনন্দ কালাচাঁদে পাবে ব'লে,
মরমে আনন্দ মরণে।

রাগিণী বিভাস।

তাল যদ্।

যাই আনন্দে আনন্দ ভবনে,
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, নিরানন্দ নাই যেখানে।

সদাই আনন্দ ভরা, সে আনন্দ নিকেতনে,
যেদিকে চাও, যেখানে যাও, নাই কিছু আনন্দ বিনে,
আনন্দ পথ গমনে, আনন্দ শয়ন্ বসনে,
আনন্দ পীযূষ পানে, আনন্দ খেলে জীবনে।

দেশ ছেড়ে বিদেশী হ'য়ে বিদেশকে করেছ দেশ,
নিয়ত বসতি নিয়া, পর হিংসা পর দ্বেষ,
যে দুঃখ দহনে দেহ, দহিতেছে অনিবার,
সে অনলে ঘৃতাহুতি, দারাসুত, পরিবার,
জ্বালাময় বিষয় গৌরবে, আর কতকাল মজে রবে,
চলরে দগ্ধ মন্ এবে, শান্তি দাতা সন্নিধানে।

সে আনন্দ ধামে যার, যাইতে বাসনা ভাই,
নিয়ত অন্তরে তার, আনন্দ তরঙ্গ চাই,
সে বিমল আনন্দ যদি, উথলে প্রাণান্ত কালে,
আনন্দে আনন্দময়, তুলে লয় আনন্দ কোলে,
নিরানন্দ রূপীকালে, পায়না তারে কোন কালে,
ভনে আনন্দ সলিলে, [illegible]চিত্ত আনন্দ গানে।

যে আনন্দ রসের কাছে, তুচ্ছ রাজ্য ধন জন,
সে আনন্দ ধামে যেতে, কালাচাঁদের ধায় মন,
মিলনে পরমানন্দ, নাই বিরহ আন্ধার,
বিমল চাঁদের আলো, ঢালে প্রেম সুধাধার,
জানেনা কেউ কারে বা কয়, রোগ শোক যাতনা ভয়,
সদা পূর্ণ আনন্দময়, আনন্দময় সম্মিলনে।

শক্তি সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ

তাল একতালা।

কোথা মা ভারতী, অগতির গতি,
চিরদিন দীন পালিনী।
করুণা নয়নে, হের মা সন্তানে,
সন্তান সন্তাপ হারিণী।

শ্বেত শত দলে, বিরাজ বিমলে,
বিমল আনন্দ দায়িনী ;
সর্ব্বত্র আবাস, সতত উল্লাস,
মানস কলুষ নাশিনী।

কি ব'লে ভজিব, কি দিয়া পূজিব,
ভজন পূজন না জানি ;
বর্ণিতে মা তোরে, বল বুদ্ধি হারে,
বর্ণে বর্ণে বর্ণ রূপিণী।

কবি কালী দাসে, দস্যু রত্নাকরে,
ছিলে দয়া ক'রে জননী,
হেন দয়া দানে, তোষ দীন জনে,
ওগো সুর নর বন্দিনী।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ভয় হর গো মা অভয়ে, বড় ভীত মারী ভয়ে।

কাল শাসনে সদা কাল মা, আছি জড় সর হয়ে,
না তাড়িলে কে তাড়িবে, দাড়াব কার দ্বারে যেয়ে।

অবোধ ছেলে কাঁদিলে মা, শান্ত করে কোলে লয়ে,
কেন্দে মরি মা মা করি, তুই আছিস নিশ্চিন্ত হয়ে।

তুইত কাল প্রসবিনী, কাল বেড়ায় তোর আজ্ঞা বয়ে,
এ কি খেলা মারিস ছেলা, কালের হাতে সপে দিয়ে।

কয় কালাচাঁদ এ মা মোদের, পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
পাষাণ হৃদয় কর্ত্তে পারিস অন্নি কোলে করবে ধেয়ে।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল খয়রা।

নমস্তে তারিণী, নিস্তার কারিণী,
ত্রি তাপ হারিণী, ত্রি নয়নী তারা।
উগ্র চণ্ডা উমা, শুভঙ্করী শ্যামা,
ভব রাণী ভীমা, ভব ভয় হরা।

তুমি স্থূল সূক্ষ্ম, মোক্ষ প্রদায়িনী,
শত রজ তম, ত্রিগুণ ধারিণী,
কাল নিবারিণী, প্রলয় কারিণী,
পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিনী সারাৎ সারা।

যুগে যুগে যোগে যাগে যোগীগণে,
যে দুল্লভ পদ পায়না যোগ সাধনে,
ভজন বিহীনে, পাবে তা কেমনে,
পায়না অভাজনে, তব দয়া ছাড়া।

তুমি নিরাকার তুমিই সাকার,
জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে হর অন্ধকার,
সর্ব্ব ভূতে তব সমান অধিকার,
নিত্য নির্ব্বিকার, নিরানন্দ হরা।

জীবে কি জানিবে তোমার মহিমা,
বেদাগমে তন্ত্রে দিতে নারে সীমা,
হর মনোরমা, ত্রিতাপ হর মা,
হের মা কালাচাঁদ, ভেবে আত্মহারা।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

হও নারে মন বলির পাঠা,
ঘুইচে যাবে জন্মের লেঠা।
ভক্তি দড়ী দিয়ে বেন্ধে, লাগাও তাতে ধৈর্য্য খুটা,
সংসার ক্ষেত্র বেড়াও ঘুইরে, মিত্র হবে রিপু ছয়টা।
বলির প্রথা ভালই বলি, পশু বলি বিষম লেঠা,
না হইলে আত্ম শুদ্ধি, সার হয় সুধ গলা কাটা।
পঞ্চাননে আইন করেছে, মান্‌বি কিনা মান্‌বি সেটা,
এক রঙ্গে বিশুদ্ধ বলি, রং ফের হলে লোহা পেটা।
কালাচাঁদ কয় তার কিবা ভয়, অন্তরে যার রূপের ছটা,
কালী পদে সপ্‌লে হৃদয়, ছোয়না তারে ভান্নুর বেটা।

রাগিণী বাহার।

তাল যদ্।

এ কেমন তোর বিচার কালী,
দেখে শুনে বুঝ্‌তে নারি,
সরমে মরমে মরি, বল্‌তে নারি বলিহারি।
তোরইত ছেলে মেয়ে মা, ভবের যত নরনারী,
কেউ সুখে খায় রয় দোতালায়, কেউ গাছ তলায় অনাহারী।

কারে বল আল্লা ব'লে, মক্কা গেলে পুণ্য ভারী,
কারে পাঠাও শ্রীবৃন্দাবন, কাশী গয়া নৈদে পুরী।
কারে কও জীব হত্যাকারী, মহাপাপী দুরাচারী,
বল কারে বখ্‌রা ইদে, যায় গো বধে গুণা ছাড়ি।
শাক্তের কাছে বল মাগো, পঞ্চ মকার উপকারী,
বৈষ্ণবেরে বল আবার, মকার মুড় মাথায় বারী।
খাচ্ছে কেউ ছয় মাসের রান্না, কেউ ছোয়না মা বাসী হাড়ি,
কারে খাওয়ার মৎস্য মাংস, কেউ নিরামিস ডাল তরকারী।
এ সব দেখে শব হইয়া, প'ড়েছে পায় ত্রিপুরারি,
ব্রহ্মা ভাবে ধ্যানে বসে, বট পত্রে ভাসে হরি।
কোন পথে যাই ভাবতেছি তাই, বল্‌না মা কোন নজীর ধরি,
কয় কালাচাঁদ নজীর রাখ, মাকে ডাক যাবে তরী।

রাগিণী বেহাগ।
তাল জলদ তেতালা

কালী কালী ব'লে ডাক রসনা,
দূরে রাখ ভোগ্‌ বিলাস সুখ বাসনা।
বল সদা কালী কালী, ঘুচে যাবে মনের কালি,
আজি কালি করে হেলা ক'রনা;
দেখে দেখনা সদা কাল, পাছে পাছে বেড়াচ্ছে কাল,
কাল পেয়ে কাল বাঁধিবে কাল্‌ সবেনা।

কাল নিবারিণী ব'লে, ডাকে সবে কালী বৈলে,
নাম নিলে কালের হাতে ঠেকেনা,
কালী নামে অনায়াসে, অশুভ অশান্তি নাশে,
পলায় ত্রাসে রবির নন্দন কাছে ঘেসেনা।

ডাকার মত মনে প্রাণে, ডাক মাকে একই তানে,
দেখ্‌বে কেমন শুনে কাণে শুনেনা,
পাষাণ নন্দিনী ব'লে, পাষাণী হয়ে কি ছেলে,
দিবে ঠেলে ফে'লে কোলে তু'লে লবেনা।

ডাক্‌লে যদি নাই শুনে, কর যুদ্ধ মায়ের সনে,
ছেলের রণে ছল চাতুরী খাট্‌বেনা,
কালাচাঁদ কয় গোণ ভাল নয়, কর শীঘ্র রিপুকে জয়,
তা না হলে পাষাণ মেয়ে ধরা দিবেনা।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

খোটা দেয় কি সাধে তোরে,
অসাধ্য তোর নাই সংসারে।

নাই বিকার থাকে শবাকার, বসিলি তার মাথে চড়ে,
মদন ভস্ম কোপানলে, রাখ্‌লি পদ তলে তারে।

সদানন্দে থাকে ভোলা, জানেনা জ্বালা কয় কারে,
কান্ধে দিয়া ভিক্ষার ঝুলী, কান্দাইলি দ্বারে দ্বারে।

কার জননী এমন জানি, ছেলের কাছে লেংটা ফিরে,
ঘুমটা দিতি ঘরে থাক্‌তি, তবে কি বাপ পদে পরে।
বাবা পাগল মায়ের ভাবে, ছেলের অভাব কে বা সারে,
কালাচাঁদের মাথা পাগল, মাতা পিতার দশাস্মরে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ধন্য কালী ধন্য তোরে,
মায়া কে তোর জান্‌তে পারে।

দেখে মা তোর মায়ার খেলা, বাক্‌ সরেনা কব কারে,
কি করিয়া বুঝাব বল্‌, বলিতে বল্‌ বুদ্ধি হারে।
কেউ নিয়া ফুল বিল্ব পত্র, বসে পূজার শয্যা ক'রে,
দক্ষিণার বুঝ হাতে পেলে, স্বস্তি বলে পূজা সারে।
কেউ দেয় চন্দন চরণামৃত, সুধু কেউ আশীর্ব্বাদ করে,
গলে দিয়া ফুলের মালা, পয়সার বেলা কোমর ধরে।
কেউ বৈরাগী বিষয় ত্যাগী, কেউ সন্ন্যাসীর পোষাক পরে,
পয়সার বেলায় মিষ্টি গলায়, মন ভুলান আশীষ করে।
মেষ মহিষ আর পাঠা বলি, কে কত তার সংখ্যা করে,
রক্তে মাটি ভিজে কাদা, নাট মন্দিরের দক্ষিণ ধারে।
মার নাম নিয়ে মায়ের কাছে, মায়া করে জুয়াচোরে,
মায়া ফাঁদে মানুষ বান্ধে, মরার উপর খাড়া ধরে।

বাঙ্গালা ১৩০৫ সনের চৌদ্দ ফাল্গুন শনিবারে,
সাধ পূরিল কালাচাঁদের, কালী ঘাটে দেখে তোরে।

রাগিণী বিভাস।

তাল যদ্।

সন্তান সন্তাপ হর, শঙ্কর হৃদয় বাসিনী,
দুস্তর ভব সাগরে নিস্তার গো নিস্তারিণী।

নীল নীরদ বরণী, নীলা চল নিবাসিনী,
নিত্যানন্দ ময়ী তারা, নিত্য নিরয় নিবারিণী,
নিত্য স্বরূপিনী শ্যামা, নির্ব্বাণ দায়িনী।

ভীত হয়ে কালের ভয়ে, ডাকি মা তোরে অভয়ে,
তনয়ে তাড় মা ভয়ে, অভয় দায়িণী ;
জানি আমি সবে বলে, কালীতারা নামের বলে,
অনায়াসে হীন বলে, জয়ী হয় কাল কবলে,
ভরসা তাই ব'লে কেবল, চরণ দুখানি।

ভাবিয়া ভাবী বিপদে, নিপতিত পতি পদে,
পতিতের স্থান নাই কিপদে, পতিত পাবনী;
আমি মা তোর পতিত তনয়, ব্যবহার তোর মারমত নয়,
কয় কালাচাঁদ পতিতেরে, না তেরেছিস্ এমন ত নয়,
তবে কেন যাতনা ঘুচেনা জননী।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

দেখনারে মন বরশী ফেলে;
সাধন সরোবরের জলে।

মানস ছীপে ভক্তি ডুরী, শক্ত করে বেন্ধে নিলে,
যেতে কি আর পারে ছুইটে, মাইরের খোটে টান্ মারিলে।

পাঁচ মশল্লায় কর চারা, ছুইটে আসবে গন্ধ পেলে,
সাধ্য কি আর ফাকি খেলায়, একবার চারায় এসে পলে।

ভরসা রেখে বসে থেকে, টোপ ফেল জয় কালী ব'লে,
অবশ্য পরিবে ধরা, মহেশের যুক্তি ধরিলে।

কয় কালাচাঁদ কালী রুইয়ে, এসে একবার খোট খাইলে,
বিপদ নাশে অনায়াসে, কাল ঘেসেনা কোন কালে।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল কাশ্মিরী খেমটা।

বরশী বাইতে এলে ভবে,
পাওবা না পাও মর বাঁচ, বেতে এয়েছ বেতেই হবে।

ছীপ বরশী সূতা নিয়ে, ভাল করে জুড়ে লবে,
মাল ছিড়ে ছীপ বরশী ভেঙ্গে, ফাকি দিয়ে পলাইবে।

জল জুইখে চুয়া রেখে, এক রোখে চারা করিবে,
জল জোখা ঠিক্ না হইলে, সকল আশা জলে যাবে।

জ্ঞান মশল্লা ভক্তি মাটি, বিশ্বাস জলে মিশাইবে,
অনুরাগের আধার গেথে, টোপ ফেলে ছীপ ধরেরবে।
আসন ধরে মন ঠিক করে, এক নজরে চেয়ে থাক্‌বে,
কালায় বলে কালী ব'লে, মাইরের খোটে টান মারিবে

রাগিণী মল্লার।

তাল যদ্‌।

ভাব নব জলধর বরণী ;
দশ মহাবিদ্যা সাজে, মা বিরাজে ধরণী।

উলঙ্গিনী এলো কেশী, সর্ব্বময়ী সর্ব্ব গ্রাসী,
কালীকে করাল বেশী, কাল ভয় বিনাশিনী ;
হাসে অট্ট অট্ট হাসি, শবারূঢ়া সব গ্রাসী,
তারারূপে তার আসি, ওগো অসি ধারিণী।

যোড়ষী ভুবনেশ্বরী, সিদ্ধি দাতৃ সিদ্ধেশ্বরী,
পরাৎপরা পরমেশ্বরী, পরম পদ দায়িনী ;
পতি নাভী পদ্মাসনে, বিরাজ সরোজাননে,
পতিত পতি চরণে, জেনে পতিত পাবনী।

নমস্তে মা ছিন্নমস্তে, রতি কামোপরি স্থিতে,
মুণ্ড কাটি নিজ হস্তে, আত্ম রুধির পায়িণী ;
ভৈরবী ভবানী ভীমা, ভয়ঙ্করী ভয় হারী মা,
অভয়া উত্তমা উমা, অপর্ণা উন্মাদিনী।

অধম জনার গতি, ভবরাণী ভগবতী,
ভবারাধ্যা সাধ্যা সতী, ধূমাবতী রূপিণী ;
রত্ন-সিংহাসনে স্থিতা, পীত বস্ত্র বিভূষিতা,
বগলা ভকত হিতা, উজ্জ্বলা ত্রিনয়নী।

মাতঙ্গিণী পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা ত্রিনয়না,
খড়গ চর্ম্ম বিভূষণা, পাশাঙ্কুশ ধারিণী ;
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, কমলাত্মীকা কামিনী,
কালাচাঁদে দীন জানি, তারগো দীন তারিণী।

রাগিণী মল্লার।
তাল যদ্।

ওরে মন কালী পদ ভজনা ;
দেখনা চেয়ে, দিন্ত যায় বয়ে ;
পরকে চেয়ে আপনা খেয়ে, পরের মায়ায় মজনা।

বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ, নাশে যে পদে বিপদ,
শিবের হৃদি সম্পদ, রাঙ্গাপদ দুখানা ;
বিপদে সম্পদে যারা, কালীপদে মাতোয়ারা,
পদের মর্ম্ম জানে তারা, বিপদের ভয় রাখেনা।

পঞ্চভূতে গড়া দেহ, তাতে কিছু নাই সন্দেহ,
মিছে মায়া মিছে মোহ, নয় কেহ কার আপনা ;
ঘর দরজা দালান কোটা, দাদা-দিদী খুড়া জেঠা,
ধল্লে ঘাড়ে ভাস্থুর বেটা, সঙ্গে কেউ যাবেনা।

যবে জননী জঠরে, জ্বালায় জীবন যায় যায় করে,
বলেছিলে সকাতরে, তারা তোরে ভুলব না ;
জন্ম মাত্র ধরাতলে' না যাইতে মায়ের কোলে,
প্রকাশিলে কান্নাছলে, ওয়া ওয়া ওয়ানা।

বিষয় বাসনা বিষে, সমূলে হারালে দিশে,
কালের ভয় এড়'বে কিসে, করনা সে ভাবনা ;
মমতা কুহকে ভুলি, সাদামনে দিলে কালী,
কয় কালাচাঁদ বল্লে কালী, মনের কালী রবেনা।

রাগিণী মূলতান।

তাল আড়াঠেকা।

প্রাণ খুইলে মা ব'লে ডাক্‌লে কি আর বিপদ ঘটে ;
না বুঝে মরিস না খুইজে, মা বিরাজে ঘটে ঘটে।

নিঃস্বার্থ মমতা ভবে, মাবৈ অন্যে কি সম্ভবে ?
মা যেমন সন্তান হিতৈষী, হয় কি তেম্নি প্রতিবাসী,
মা হতে মমতা বেশী, মা নয় সে রাক্ষসী বটে।

সন্তান মঙ্গল তরে, মার যত্ন নিরন্তরে,
দুঃখ পেলে মনে করি, মা বুঝি নিদয়া ভারী,
দুঃখ নয় তা উপকারী, নিবারে বিষম শঙ্কটে।

অবোধ ছেলে মায়ের কোলে, থেকে মাকে কটু বলে,
তা বৈলে জননী তারে, দেয় কি ঠেলে ফে'লে দূরে,
কালাচাঁদ তাই মনে ক'রে, ধরেছে মা বলা এটে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

উচিত কথা বলব তোরে,
যা মনে লয় করিস মোরে।

দুঃখের জন্য ভয় করিনা, দুখ আছে মোর লেগে পরে,
ভয় হয় পাছে আমার দুঃখে, মা নামে কলঙ্ক পরে।
পায় ধরিলে গৌরব কি তোর, ত্রিজগত ঐ পদে প'রে,
দুঃখ বাকি ছেলের তরে, ব্রহ্মাণ্ড যে তোর উদরে।
তোর মত নাই বলে কি তুই, পাও লারিস্ না অহঙ্কারে,
জানি মা তোর বরণ কালা, হলি কালা কয়দিন ধ'রে।
পতিত পাবনী মা তুই, রাখিস পতিত কালের করে,
বুঝেছি তাই কাল এত কাল্, ছোয় না কালাচাঁদকে ডরে।

রাগিণী বাগেশ্রী।

তাল আড়া ঠেকা।

নয়ন থাক্‌তে দেখলি না মন,
আমার এমন শ্যামা মারে,
মা মা ব'লে হৃদয় খুলে, ডাক্‌লে সদয় যারে তারে।
এ মা নয় সামান্যা মেয়ে, প্রসবে পতি মা হ'য়ে,
কখন করে দণ্ড লয়ে, কালরূপী হ'য়ে সংহারে।

ভয়ঙ্করী করে অসি, শবারূঢ়া শব গ্রাসী,
কভু ধীর অট্ট হাসি, মাভৈ মাভৈ বলে কারে ॥

নর মুণ্ড মালা পরা, মুক্ত কেশী দিগাম্বরা,
ভীমারূপী ভয়ঙ্করা, ঐ দেখ বরাভয় করে।

কালাচাঁদ কয় এমন মা যার, ভয় ভাবনা থাকে কি তার,
সদা সদানন্দের বাজার, কাল বেটা তার নামে ডরে ॥

রাগিণী মুল
তাল আড়া ঠেকা।

সাধে কি মা শ্যামা আমার, মেয়ে হয়ে এমন করে,
দিক্ বসনা শবাসনা, মুক্ত কেশী অসি করে।

কালের ভয়ে ভীত যারা, তারাই চায় কালী তারা ;
শাসিতে কাল সদাকাল, মায়ের রূপ তাই সদাকাল,
না হলে কি কালের কাল, নামে কাল ভয় হরে।

অচিন্ত অনন্তরূপ, কে জানে রূপের স্বরূপ,
অবিদ্যা নাশিবার তরে, শক্তিরূপা নিরন্তরে,
দশ দিক রক্ষা করে, দশ বিদ্য রূপ ধরে।

যে ভাবে যে ভাবে তারে, সে ভাবেই তারে তারে,
কখনও বা ধনুক ধারী, করঙ্ক কভু বাঁশরী,
কভু রাজ রাজেশ্বরী, শ্মশানে বনে বিচরে।

ব্রহ্মাণ্ড যার রোম কূপে, রূপে বদ্ধ রয় কিরূপে,
চিন্ময়ী সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বভূতে এক সম্বন্ধ,
কালাচাঁদের লাগে ধ্বন্দ, মায়ের এ বিভূতি হেরে।

রাগিণী ললিত।

তাল আড়া ঠেকা।

জাগগো জাগগো শ্যামা, ওমা কুল কুণ্ডলিনী,
আর কত ঘুমায়ে রবি, নয়ন মেল ত্রিনয়নী।
মহামায়া নিদ্রা ক্রোড়ে, ঘুমায়ে রেখেছ মোরে,
জাগাব কেমনে তোরে, কি বলে ডাকব না জানি।

চতুর্দ্দলে মূলাধারে, সার্দ্ধ ত্রিবলয়া কারে,
শয়ম্ভুরে আছ বেড়ে, হ'য়ে সর্পিনী ;
তমরূপা অহঙ্কারে, জ্যোতির্ম্ময়ী সহস্রারে,
সূক্ষ্মরূপী সর্ব্বাধারে, অক্ষরে ওঁ কার রূপিনী।

তুমি পুরুষ প্রকৃতি, ত্রিজগৎ জোড়া আকৃতি,
সৃষ্টি স্থিতিলয়, কর্ত্তৃ প্রলয় কারিনী ;
বহ্নে ত্রিগুণে ত্রিধার, সৃজনে ব্রহ্মা নাম ধর,
বিষ্ণুরূপে পালন কর, হ'য়ে হর হর প্রাণী।

মহাকাল নিদ্রাযাগে, ত্রিসংসারে কেউ না জাগে,
তুমি মাত্র থাক জে'গে, হয়ে যোগিনী ;
কালাচাঁদের কর্ম্মযোগে, এবার জাগ্‌লি না মা জেগে,
অন্তিমেও পদযুগে, স্থান দিও জগৎ জননী।

রাগিণী মুলতান।

তাল আড়া ঠেকা।

দীন দয়ালিনী তারা, কে তোরে নিদয়া বলে,
ভয়ে কাল আসে না কাছে, মা তোর দয়া আছে ব'লে।
বিষয় মদে হয়ে অন্ধ, তোরে কত বলি মন্দ,
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, নিজ নিজ কর্ম্মফলে।

অনেক ছেলে মেয়ে হলে,
স্থান পায় না সব মায়ের কোলে;
তাই মা কত খেলা দিয়ে, কাছে রাখে ভুলাইয়ে,
শান্ত করে কোলে লয়ে, কাঁদিলে কেউ মা মা ব'লে।

অবোধ ছেলে মেয়ের তরে,
মার ভাবনা নিরন্তরে,
মা ভাল বাসে যত, মাতৃভক্তি থাক্‌লে তত,
তবে কি আর ভাব্‌তে হত, কালের হাতে নিদান কালে।

মায়ের কোলে ছিলেম যখন,
মা ভিন্ন জানি নাই তখন,
এখন রয়ে মায়ার কোলে, মা কথা গিয়াছি ভু'লে,
মনে পড়ে বিপদ কালে, বিপদ নাশিনী ব'লে।

মা যদি প্রহারে ছেলে, কান্দে ছেলে মা মা ব'লে,
কালাচাঁদ নিজ অপরাধে, যাতনা পায় পদে পদে,
তবু মত্ত বিষয় মদে মাতৃ দত্ত সম্পদ ফে'লে।

বাউল সুর

তাল ঝুলন।

জয় মা তারা বল বদনে,
যদি জয় ইচ্ছা থাকে মনে।

সাজ সাজরে রণে, কি ভয় মরণে,
লইয়া শর হও অগ্রসর, রিপু দমনে,
না হইলে রিপু জয়ী, সাধ্য কি আর সাধনে।

সাহস বান্ধরে বুকে, শত্রু সম্মুখে,
মোহের ঝোঁকে আছ, চোখে দেখিস্ না দেখে,
জোর করে চোর ঘরে ঢুইকে, সুখের বুকে শেল হানে।

ছিল যে কিছু সম্বল, জুয়া চোরের দল,
পেয়ে বোকা দিয়ে ধোকা, নিতেছে সকল,
বাধা দিলে জোরে ব'লে, রাখে জেলে বন্ধনে।

প্রবল ভূতের রাজত্বে, ভূতের দৌরাত্মে,
পায়না খেতে মরে ভাতে, আত্মু থাকিতে,
জীবন জ্বালায় ধর্ম্ম পলায়, তাতে ভূতের আগুনে।

কালাচাঁদে কয়, কথা মিছে নয়,
সাধন পথে যাতায়াতে, ভূতের বড় ভয়,
ভয় ছেড়ে চড় ঘ'ড়ে, শান্তি পাবে জীবনে।

রাগিনী সুরট।

তাল যদ্।

সাধনে সাধ থাকে যদি মন তোমার,
ভ্রান্তি ঠেলে পায় বান্ধ অজপায়;
নৈলে শুধু জপ জপায়, হবে না কাল সাগর পার।

ক'রে মনকে মনের মত, গুরুদত্ত রসামৃত.
পান কর অবিরত, খুলে যাবে জ্ঞানের দ্বার,
দেখবে সেরূপ নয়ন ভ'রে রূপে কিরূপ ঝল্‌মল্ করে,
রূপের স্বরূপ জান্‌বার তরে, হবেনা ভাবিতে আর।

বন্ধ করে নব দ্বারে, ত্রিবেণীতে উজান ধরে,
নব অনুরাগ ভরে, হয়ে প্রেমে মাতোয়ার,
বসে থাক বৈঠা ধরে, চল্‌বে তরী অকাতরে,
পশিবে আনন্দপুরে, হয়ে বৈতরণী পার।

অকলঙ্ক পূর্ন্ন শশি, ফুল্ল সরোজিনী হাসি,
ঢালে প্রেম সুধারাশি, বয়ে যায় শত ধার,
সে আনন্দ আগারে, জ্যোতির্ম্ময় রূপ খেলা করে,
ঐ জ্যোতি স্থির হলে পরে, জীব হয় শিবের অবতার।

কয় কালাচাঁদ ধর যুক্তি, ছাড় অনুঢ়া আশক্তি,
কুল কুণ্ডলিনী শক্তি, হৃদয়ে হবে সঞ্চার,
নাচ্‌বে প্রাণ আনন্দভরে, ভাল মন্দ যাবে দূরে,
সদা .ন্দ ময়ীর ক্রোড়ে, খেল্‌বে সুখে অনিবার।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

মন যদি তুই ধরবি তাঁরে,
যোগে জাগে থাক জেগে, যেওনা ঘুম অন্ধকারে।
তিনের তত্ত্ব জেনে শুনে, তিনের গতি লক্ষ ক'রে,
চলিও ত্রিবেণীর পথে, তিন্ বান্ধা যথা এক তাড়ে।
আসে আর যায় মিশে হাওয়ায়, ত্রিবেণীতে উজান ধরে,
তার সনে কর পীরিতি, জ্বল্‌বে বাতি আন্ধার ঘরে।
ছেড়ে দাও তামসী ভক্তি, ধর এটে আশক্তিরে,
জাগ্‌বে কুণ্ডলিনী শক্তি, নাচ্‌বে হৃদয় আমোদভরে।
দশের সনে ক'রে যুক্তি হও ব্রতী দেশ-উদ্ধারে,
স্বদেশের ভাব পাল্লে জান্তে, পার্‌বে বান্তে ডাকাতরে।
হৃদ-সাগরে প্রেমের ঢেউ, খেলায় ভাবের বায়ুভরে,
কয় কালাচাঁদ প্রেমিক তারা, মীনের ন্যায় যারা সাঁতারে।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

রমণী প্রেম রেল গাড়ীতে,
কে কে যাবি আয় ত্বরা আয়;
প্রীতি-ভরে ষ্টীমের জোরে,
সহস্রারে এক দমে যায়।

ভজন টিকেট ক'রে যারা, যায় তারা সুখ সুবিধা পায়,
টিকেট বিনা যায় যে জনা, স্থান পায়না মান্‌করে তাড়ায়।

নূতন ক্রেসন বিনা স্টেশন, যখন তখন যথায় তথায়,
প্রেমিক হলে চল্‌তে পারে, চল্‌তির উপর অবহেলায়।

কাণা খোড়া জুয়ান বুড়া, ধনী-কাঙ্গাল ভেদ নাই তথায়,
থাক্‌লে পয়সা দিল খোলাসা, তারাই বাসা ফাস্‌ক্লাসে পায়।

কামুক যারা কামের কামরা, তালাস ক'রে ঘু'রে বেড়ায়,
কর্ম্ম-ফেরে ফস্‌কে প'রে, হায় হায় ক'রে পরাণ হারায়।

ব্যাকুল হয়ে কুল না চেয়ে, রমণীর পায় প'রে লুটায়,
আমোদভরে গাড়ী চ'ড়ে, শান্তিপুরে জীবন কাটায়।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

মেয়ে সাধন কর্‌বি যদি, মেয়ে কি ধন চিন আগে,
তা নৈলে তার সঙ্গ চেলে, দংশে কালে কামরূপ নাগে।

সৃজন পালন লয় প্রলয়, স্বর্গ নিরয় যার সংযোগে,
ভয়ঙ্করা সসাগরা, গ্রাসে ধরা মায়াযোগে।

পঞ্চ মকার কল্লে যোগাড়, হয় সাধন তার অনুরাগে,
সেই মকারে ঘটে বিকার ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগে।

মেয়ের ধর্ম্ম কর্ম্ম, মেয়ের মর্ম্ম যার হৃদয়ে জাগে,
মেয়ের সঙ্গে প্রেম প্রসঙ্গে, তারাই বাঁচে ভব রোগে।

কয় কালাচাঁদ কাম-সাগরে, বহে স্রোত খড়-বেগে,
অসাবধানে ধল্লে পারী ডুবে তরী মধ্যভাগে।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

চলরে মন মেয়ের কাছে,
সুখ শান্তি দুই আছে।
মেয়ের প্রেমের কি মাহাত্ম্য, মহাদেব তা টের পেয়েছে,
এক মেয়ের পাও বক্ষে ধরে, আর এক মেয়ে শিরে নাচে।
পতিত পাবনী মেয়ে, তন্ত্র সার সাক্ষ দিতেছে,
পারের কর্ত্তা হয়ে হরি, মেয়ের পদে বিকায়েছে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বাদি, মেয়ে হতে সব হয়েছে,
কে জানে মেয়ের গুণাগুণ, যাকে ত্রিগুণ হার মেনেছে।
কয় কালাচাঁদ মেয়ে বিনে, তভাইতে আর কে আছে,
মেয়ের দয়া না হইলে, মায়া মুক্তির আশা মিছে।

প্রসাদী সুর।
তাল একতালা।

প্রণমামি নারী পদে ;
জগৎ শুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ, কেনা বাধ্য পদে পদে।
নারী দেহ-ঘরের কর্ত্তৃ, বেচে আছি যার প্রসাদে,
হলে বেজার সুখের বাজার, পলকে মিলায় বিষাদে।

দুঃখ আসেনা তাপ ঘেঁসেনা, পড়ে নারীর প্রেম ফাঁদে,
ঐ সংসর্গ চতুর্ব্বর্গ, স্বর্গ, সুখ সংসার গারদে।

তারে কি আর অভাবে পায়, নারী পায় যার মন বান্দে,
রমণী শিরে যে ধরে, ত্রিজগত তারে আরাধে।

ব্রজের কালায় প গলা ভোলায়, সাধে কি পায় পড়ে সাধে,
জেনেও পার পারের উপায়, মজেছে পায় মনো সাধে।

ধন্য তারা পুণ্য পাড়া, নারীর যারা খোসাম্‌দে,
পেয়ে রতন কর্ত্তে যতন, জানল না দীন কালাচাঁদে।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

সামান্য ধন নয় রমণী ;
সংসারার্ণব তরণী।

ধরাধামে তারাই ধন্য, নারী ধনে যারা ধনী,
ইহকালে শান্তিময়ী, অন্তে মোক্ষ প্রদায়িনী।

গৃহে প্রেমানন্দ সদা, থাকিলে সদয় গৃহিণী,
সংসারী তার সুখের আধার, রমণী যার শিরোমণি।

তরী বান্দা ঘাটে ঘাটে, রসিক আরোহীর সুখ ঘটে,
আপনি ছুটে উজান কেটে, থাকুলে ধ'রে বৈঠে খানি।
কয় কালাচাঁদ নারী প্রীতে, সমর্পিলে মনপ্রাণী,
থাকেনা তার অশান্তির দায়, শান্তি পায় দিবস রজনী।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল কাওলী।

নারীতে যে অপরাধী, তার সম পাপীকে নরে,
পাপ থাকেনা যাদের নামে, তারা নারীর পদে পরে।
মদগর্ব্বে মত্ত হৈয়া, নারী কি দেখ্‌লে না চাইয়া,
নারী শোওয়ার খাটের পায়য়া, ধাতা ব্রহ্মা বিষ্ণুহরে ॥
ত্রিজগৎ যার অনুগত, সেই হরি নারী ভক্ত,
চিরকৃত দাসের মত, ভূমে লুটায় চরণ ধ'রে।
যারা নারী নিন্দা করে, তাদের শিক্ষা দিবার তরে,
নারী পদ যত্নে ধরে, শব্ হয়ে শিব বক্ষোপরে।
যার মমতায় সংসার চলে, তারে প্রেমে যার প্রাণ নাগলে,
কয় কালাচাঁদ স্বর্গ ফেলে, নরকে সে নৃত্য করে।

প্রসাদী সুর॥

তাল এক তালা।

সাধ্‌ব না আর সার করেছি ;
যে কয়েক দিন প্রাণে বাচি।
কাজের বেলা করে হেলা, বৃথা খেলা খেলায়েছি,
আয়রে আয়মন খেলুব এখন, বালক যেমন খেলে ছি ছি।
না করিয়া আত্মনির্ভর, বাতাসে ভড় করে নাচি,
সুযোগ ছেড়ে কুযোগ ক'রে, রাঙ্গের দরে সোণা বেচি।

শক্তি বিনে মুক্তি ধনে, কে কবে পেয়েছে যাচি,
ছেড়ে দিয়া কাতর উক্তি, শিব যুক্তি ধরে আছি।
কালাচাঁদ কয় সাধ্‌লে কি হয়, কাজে যদি না হয় কাজি,
সাধনার বল্‌ কর সম্বল, সাধন কেবল মিছামিছি।

প্রসাদী স্থর।

তাল এক তালা।

ভাব্‌ছ কি মন ব'সে ব'সে, যাওনা লেগে কোমর কসে।

সাধতে গেলে মান বাড়ে যার, তারসনে আর খাতির কিসে,
আসবে বশে অনায়াসে, যোগবলে ধল্লে ঠেঁসে।

বাবা আমার পাগল ভোলা, খোসামদী ভালবাসে,
বাবার বক্ষে দাড়াইয়ে, লেংটা হ'য়ে অট্ট হাসে।

ও বেটী পাষাণের মেয়ে, বাপকে বড় ভালবাসে,
বাপের মত হৃদয়টি যার, বাপ্‌ ডেকে তার কোলে আসে।

কাছে থেকে কথা কয়না, ধরা দেয় না কাপুরুষে,
এম্নি কালী মনের কালী, উঠাতে হয় মেজে ঘ'সে।

কালাচাঁদ কয় খেলিতে হয়, সাপের সনে বাঘের বাসে,
মিল্‌বে তখন খেল্‌বে যখন, সাপে বাঘে মিলে মিশে।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

খোসামদী করব কারে,
সাধ্‌লে জবাব দেয়না কারে।
হয়রাণ হয়ে খুজে খুজে, বেড়াব না ঘুইরে ঘুইরে,
আপন বুঝে আপনি মজে, রব চোকবুজে নিজ ঘরে।
হাইল ক'সে থাকিব ব'সে, ত্রিবেণীতে উজান ধ'রে,
যদি পাড়ি দিতে পারি, আমার গৌরব কর্‌রে পরে।
ছেলের দুখে যে নয় দুখী, এমন মা দিয়া কি করে,
মা নামে কলঙ্ক যেত, যমে যদি নিত ওরে।
দেখে শুনে কালাচাঁদের, সুখের আশা গিছে দূরে,
সার করেছি মরি বাঁচি, ধরব চরণ লব জোরে।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

পসার মাটি জেন খাটি, হাটলে প্রেমের হাট বাজারে;
বটে তারই আদর ভারী, তদগত প্রাণ সকল্‌ ছেড়ে।
মাতাল বৈতাল লুচ্চা ছিনাল, পিনাল কোটের ধারধারে,
তারাও এসে রঙ্গরসে, সে এজলাসে বাহার মারে।
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ভক্ত, সবই অনুরক্ত তায়রে,
কাণা খোড় জুয়ান বুড় ছোট বড় বিচার নাই রে।

প্রেমরসে যার বহে ত্রিধার, সেই সে তার ধার ধারে'
ধরম করম লজ্জা সরম, ধুয়ে যায় ত্রিবেণীর ধারে।
পয়সা জুটে তারাই বটে, ময়জা লুটে মোটের পরে,
অঞ্চল ধরা থাকে যারা, জল যোগায় আর বাজার করে।
প্রেম বাজারের এ কারখানা, জানে কে না ত্রিসংসারে,
কয় কালাচাঁদ জেনে শুনে, তবু লোকে ঝুইকে পড়ে।

প্রসাদী সুর
তাল এক তালা।

সাধে মন্দ কই কি তোরে,
কাণ্ড দেখে মাথা ঘোরে।

ছেলের দুঃখে মা দুখী, এভাব দেখি চরা চরে,
সে ছেলে তোর আদরের ধন, ভাত পায়না যে লেংটা ফিরে।
ডাকিনী যোগিনী সনে, শ্মশানে মশ্মানে ঘুইরে,
হল পাষাণ হৃদয় শ্মশান, ছেলে মেয়ে জ্বলে মরে।
কে না জানে সতী নারী, পতি পদ সেবা করে,
এ কি আপদ দাঁড়ালি পদ, দিয়া পতি বক্ষোপরে।
থাকিস্ শুয়ে লেংটা হয়ে, জড়াইয়ে শয়ম্ভুরে,
তথায় ছেলে ডাক্‌তে গেলে, লাজের মাথা খসে পরে।
ছেলের ধন যে বাপ্‌কে বিলায়, ডাকিনী মা বলে তারে,
কালাচাঁদ কয় ঠিক্ সাজা হয়, রাখ্‌লে হৃদয় কারাগারে।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

মা কি বড় বাবার থে'কে,
মাকে কেন মাথে রাখে।
মা আমার রাজরাজেশ্বরী, কে না জানে তিন লোকে,
বাবা আমার দীন ভিকারী, শ্মশানে মশ্মানে থাকে।
মা মন্দ বল্লে বাবা, সইয়ে থাকে অধোমুখে,
বাবা ব্যস্ত মায়ের ডরে, তবু চড়ে দাড়ায় বুকে।
মা আমার কথা শুনেনা. সাধ ছিল বল্‌ব বাবাকে,
বল্‌ব কি আর বাক্ সরে না, বাবার এ দুর্দ্দশা দেখে।
বড় বা কে ছোট বা কে, এ মীমাংসা করে বা কে,
বাবা বলেন মা বড়, মা দেখায়ে দেন বাবাকে।
কয় কালাচাঁদ ছোট বড়, যে ভাবে সে পড়ে ফাঁকে,
একের তিনগুণ, তিনের একগুণ, হিসাবে গুণ একই টিকে।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

আমার মায়ের মত মা কার,
জাতির ঠিক্ নাই, ঠিক নাই আকার।
না আছে এমন জায়গা নাই, করেনা এমন কাজ নাই তার,
যখন যেমন তখন তেমন, কেমন কেমন আচার বিচার।

কখন বা পুরুষের সাজে, বেড়ায় খুইজে নারী বিকার,
উলঙ্গিনী হ'য়ে করে, পতি বক্ষোপরে বিহার।
রাগ করে না গালি দিলে, নাহি বেটীর মান অহঙ্কার,
বাবা কি মা যাই বল, আপত্তি নাই তাতেই স্বীকার।
মাতৃ ভাবে সৃজন পালন, কালীরূপে করে সংহার,
শান্তিময়ী হয়ে আবার, লয় হ'রে যমের অধিকার।
যারা এখন বলে আপন, শ্মশান বাসে তখন কে কার,
তথায় ছেলে নিতে কোলে, শ্মশানকালী বিনা কে আর।
যে না ভজে এমন মাকে, কয় কালাচাঁদ সে কুলাঙ্গার,
মনে মুখে ডাক মাকে, থাক্‌বে না পাপ তাপের বিকার।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

মা আমার কি উপায় হবে,
এ দিন্ কি এভাবে যাবে।
যাদের বলে আপনা ভু'লে, মত্ত থাকি নিশি দিবে,
কি গতি হইবে তখন, তারা যখন বিদায় দিবে।
পাঁচের ঘরে বসত ক'রে বড় আমোদ পাচ্ছি এবে,
দাড়াবার স্থান আছে কি মা, পাঁচে যখন পাচ মিশিবে
গর্ভবাসে বলে ছিলে, ডাক্‌লে এসে দেখা দিবে,
আমার দোষে বল কি, সে কালের কথা পাসরিবে।

মাতৃ ভক্তি নাই বুঝি তাই, কালের হাতে সমর্পিবে,
যাতনা দিবে যম যখন, তখন কি তোর প্রাণে সবে।

ঠেকেছ অবোধের হাতে, কেমন করে এড়াইবে,
কালীরূপ না দেখালে কি, কালাচাঁদে ছেড়ে দিবে।

প্রসাদী সুর।
তাল এক তালা।

আয় রে মন আনন্দ করি,
আনন্দময়ী নাম স্মরি।

জননী আনন্দময়ী, আনন্দ রাজ্যের ঈশ্বরী,
পিতা যার সদানন্দ, নিরানন্দ কেন তারি।

আনন্দের হাইল, আনন্দের পাইল, আনন্দ কর কাণ্ডারী,
আনন্দের দাঁড় ধরে টানুক, বিবেক আনন্দ দাড়ী।

আনন্দের নিশান তুইলে, ভাসাও আনন্দ তরী,
তবে সে পারবি দিতে, নিরানন্দ নদী পাড়ী।

এনদী পার হয়ে গেলে, মিলিবে আনন্দ পুরী,
আনন্দের হাট আনন্দের ঘাট, আনন্দেরই ছড়াছড়ি।

আনন্দ হীন সাধন ভজন, আন্ধার ঘরে হামাগুড়ি,
নিরানন্দ পাপের খন্দ, সদানন্দ যমের বৈরী।

প্রাণ খুইলে রুদ্র তালে, বাজাও আনন্দ ভেরী,
কালাচাঁদের আনন্দময়ী, নাচ্‌বে তোরে কোলে করি।

কীর্ত্তন স্থর।

তাল এক তালা।

প্রাণ খুইলে সকলে বন্দ মায়ের শ্রীচরণ,
মায়ের দয়া না হইলে, দেয়না হরি দরশন।
এ মা সদয়া যারে, হরি বান্ধা তার দ্বারে,
ইহকালে সুখে তরে, অন্তে শান্তি নিকেতন।
মায়ের সুপুত্র যারা, মা নামে মাতোয়ারা,
হরির মর্ম্ম জানে তারা, হরি জানে তাদের মরম।
সদা কর মার চিন্তে, দূর হবে অন্য চিন্তে,
অন্য চিন্তে থাক্‌লে চিন্তে, পায় না শ্রীমধুসূদন।
সবে মিলেমিশে ভাই, এস মায়ের নামগুণ গাই,
মার সমান এমন কেহ নাই, কর্‌তে শান্তি বিতরণ।

রাগিণী স্থরট মল্লার।

তাল কাওলী।

কি দিয়ে পূজিব শ্যামা, হল না মা পূজা তোর,
তোরে পূজি এমন পূজী, বলনা কি আছে মোর।
রাজসী তামসী পূজায়, প্রাণ মন মজে না,
করিতে স্বাত্তিকী পূজা, এ অভাগার সাজে না।

ভাবি যবে মহেশ্বরী, সাধ করে পূজা করি,
পরমাত্মা রূপী স্মরি, হযে যায় সব্ বাজী ভোর,
পূজিব বাসনা ছিল, যত্নে এনে বন ফুল,
তুল্‌তে যেয়ে আকুল প্রাণে, চেয়ে দেখি তাও ভুল।

প্রেমে গদগদ হ'য়ে, প্রাণ খুইলে ফুল কুল,
তোরেইত পূজে তারা, ক'রে গন্ধে দিক্ আকুল,
অশ্রু সিক্ত দুর্ব্বাদলে, পূজে তোরে দলে দলে,
হেন পুষ্প দুর্ব্বা দিলে, হবে কি অশান্তি দূর।

ষোড়শ উপচারে পূজা, দিয়া নানা উপহার,
করিব কামনা ছিল, তাওত হলনা আর,
জ্ঞান নয়নে নিরখিলে, আত্ম হারা হয়ে যাই,
মা তোর রূপ মাধুরী বৈ আর, কিছুই না দেখ্‌তে পাই,
জীবের সুখ শান্তি তরে, দিয়েছিস্ যা অকাতরে,
তাই দিয়া সেবিব তোরে, একি নয় মা ভ্রান্তি ঘোর।
হৃদয় আসনে বসাব, ছিল এই ধারণা,
জগৎ জোরা রূপটী দীনের ক্ষুদ্র হৃদে ধরে না,
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে আছিস, আলো করে হৃদালয়,
তবু জগৎ ভ'রে তোরে, পাই না খুজে মনে লয়,
একবার ভাবি জীবন দিয়ে দেখ্‌ব তোরে আরাধিয়ে,
আবার দেখি বিচারিয়ে, তুইত ঐ জীবন মোর।
অচিন্ত অনন্ত রূপা পায় না ধ্যানে সুরাসুর,
বদ্ধ জীবে ওগো শিবে, পূজা কি করিবে তোর,
যা করাও মা তাই করি, করিনা তোর ইচ্ছা বই,
তবে কর্ম্ম দোষে কেন, আমি পাপের ভাগী হই,
তুই কর্ম্ম করাইস্ শিবে, কর্ম্ম ফল ভোগ্‌বে কি জীবে,
তাই ভেবে কালাচাঁদের ক'মে এল মন্ত্রের জোর।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

সাধে কি আর ডরাই মেয়ে;

দশ মাস দশ দিন কষ্ট দিয়ে, বের করেছে পেটের চেয়ে।

জন্ম মাত্র ব'ন্ধ্‌ন ক'সে, মায়াডুরি জড়াইয়ে,
যতই না দিন গত হয়, ততই আটে শক্ত হ'য়ে।

কাজে রাজী হলে কখন, থাকে তখন চুপ করিয়ে,
উগ্র চণ্ডী মূর্ত্তি ধল্লে, ভয় করে তার দিকে চেয়ে।

কড়ি বিনা হয় না বাধ্য, দেখ্‌লেম কত ব'লে ক'য়ে,
কড়ি দিয়ে কিন্তে গেলে, থাক্‌তে হয় তাঁর কিনা হয়ে।

বাঞ্ছা ছিল আত্ম বশে, রাখ্‌ব দুটি পায় ধরিয়ে,
আত্মারামের আত্মা মেয়ে, ধর্‌তে গেলে পলায় ধে'য়ে।

মনে করি সুখে রব, নারী সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে,
সর্ব্বনাশী অগ্নি আসি, হৃদাসনে বসে যেয়ে।

কালাচাঁদ কয় কেন রে ভয়, ইন্দ্রিয় জয় কর গিয়ে,
না ডাকিতে আপনি এসে, চল্‌বে রে তোর মন্ যোগায়ে।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

সংসারী মাতালের খেলা,

দোষারোপ মদ গাজার বেলা।

অবিরত উন্মত্ত, বিষয় মদে হ'য়ে ভোলা,
আত্ম স্বার্থ সিদ্ধি পানে, হয়েছে মন বুদ্ধি ঘোলা।
কারণ বিনা হয় না কার্য্য, ক'রনা কারণে হেলা,
ধর কারণ কর করুণ, কারণ করণ পারের ভেলা।
রোগানুরূপ ঔষধ বিনা, ঘুচেনা সে রোগের জ্বালা,
বিষমে বিষম ঔষধ, কাটা দিয়া কাটা খোলা।
মায়ের কোলে মায়ার কোলে, আত্ম হারা মাতাল গুলা,
কি আশ্চর্য্য মায়ার মাতাল, ভাবে মাতাল মায়ের ছেলা।
কাজে মাতাল না হইলে, যায়না মনের কপাট খোলা,
ফুটে না সৎজ্ঞানের আলো, কাটে না মরমের ময়লা।
আনন্দ বাজারে গেলে, দেখ্‌বি রে মাতালের মেলা,
সে মাতালের ভাব ছেড়ে, সাধু হতে চায় না কালা।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল কাওলী।

লেংটা মা বাপ যে ছেলের,
সে ছেলে কি আর কাপড় পরে।
পাগলের প্রায়, হেথায় তথায়,
লেংটা হ'য়ে থাকে প'রে।

মাতা লেংটা পিতা লেংটা, মাগা ঘুরে মাতায় প্রাণটা,
ভাতে আবার দিয়ে ঠেঙ্গটা, দাড়িয়ে লেংটার বুকের পরে

যাদের মাতা পিতা লেংটা, বসনে তাদের কি কাম্ টা,
যম্‌কে দেখায় হ'য়ে লেংটা, লেংটা কি আর যম্‌কে ডরে।
আস্‌তে লেংটা যেতে লেংটা, মাঝে কয়দিন সাজের ঘটা,
আসল কাজের বেলা ঘণ্টা, যাদের মনটা সাজের ঘরে।
কয় কালাচাঁদ লেংটা হলে, লেংটা তারে করে কোলে,
লেংটার মত ধরাতলে, মার আদর কে পেতে পারে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল কাওলী।

আমি কি ভয় করি তোরে, ভয় কারে দেখাওরে শমন,
জননী আনন্দময়ী, পিতা আমার চন্দ্রমোহন।
আমি ত নয় হাবা ছেলে, ভয় পাইব চোক্ রাঙ্গালে,
আমার তত্ত্ব জান্তে পেলে, বুঝিবি মোর গৌরব কেমন।
তোর রাজত্ব যাহার বলে, জন্মিয়াছি তারই কুলে,
সে কি ভীত তোর কবলে, যার পিতার পিতা রামধন।
জানি আমি তোর বারতা, পাপীর তুই দণ্ড দাতা,
যারে সদয় মাতা পিতা, তার কাছে রও চোরের মতন।
সাধন ভজন বিহীন ব'লে, জ্বালাতে চাও কোপানলে,
মাতা পিতার দয়া হলে, সাধনে তার কি প্রয়োজন।
মাতা পিতার কৃপাবলে, সাহসে কালাচাঁদ বলে,
যাবনা আর তোর কবলে, ফেলে মাতা পিতার চরণ।

রাগিণী মনোহর সই।
তাল খয়রা।

দেখা দে মা শ্যামা, হর মনোরমা,
দিনে দিনে দীনের, দিন বয়ে যায়,
দেখা ত হলনা, সাধ মিটিল না,
মা হয়ে ছলনা, কর না আমায়।

অবোধ অধম সন্তানের তরে,
সদা চিন্তা থাকে জননীর অন্তরে,
আমি নরাধম কি জানাব তোরে,
বলি কাতরে ; অধম পামরে দাও পদাশ্রয়।

গেল বাল্যকাল বালকের সঙ্গে,
যুবাকাল গত যুবতী প্রসঙ্গে,
কালের তরঙ্গে মনের আতঙ্কে,
বৃদ্ধকাল বয়ে যায় ;
ক্রমে জরা জীর্ণ হল দেহ তরী,
অকুল পাথার কেমনে বা তরি,
বিনা চরণ তরী, নাই আর অন্য তরী,
ওমা শঙ্করী ; দয়া করি কর তরিবার উপায়।

সুখী দুঃখী পাপী তাপী পুণ্যবান,
তোর কাছে মাগো সকলই সমান,
দেখা দিবার বেলা, কেন অবহেলা,
একি খেলা বুঝা দায় ;

না দিয়াছিস্ দেখা এমনও ত নয়,
আমার বেলা কেন ভিন্ন অভিনয়,
আমি ভেসে যাই, তাতে ক্ষতি নাই,
চিন্তা করি তাই ; তারা নামে যেন কলঙ্ক না রয়।

তরাইতে দীনে দুখ কি তারিণী,
তুই ত মা দীনের দুঃখ নিবারিণী,
ওগো নিস্তারিনী, তোর পদে ঋণী,
আছি আমি সর্ব্বদায় ;
বড় সাধ মম ছিল গো অন্তরে,
জুড়াব নয়ন নিরখিয়া তোরে,
প্রাণ মন খুলে, ভক্তি ফুল দলে,
চরণ পূজিব ; কালাচাঁদের আশা পূরিল না হরি।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।

তাল আড়াঠেকা।

এমন দিন কি হবে আমার,
মা মা বৈলে মায়ের কোলে,
ছেলের মত খেল্‌ব আবার,
বদনে বলিয়া কালী, ঘুচাইব মনের কালী,
কালের মুখে দিয়ে কালী, হইব কাল সাগরে পার।

মনোময়ী রূপে তোরে,
হেরিব জ্ঞান নয়ন ভ'রে,
প্রীতি পুষ্প শ্রদ্ধা করে, কর্‌ব তুলে পূজার যোগার।
পূজে ভক্তি বিল্ব দলে,
ভবের ধূল খেলা ভুইলে,
স্থান লব তোর চরণ তলে, যথা সদানন্দের বাজার।
বাসনা রসনা মিলে
কালী কালী কালী ব'লে,
কালাচাঁদের যাত্রা কালে, কাল্‌কে ফাঁকি দিব এবার।

রাগিণী ঝিঝিট।
তাল আড়া ঠেকা।

আমার উপায় কি মা বল না ;
মা মা বৈলে ডেকে মরি, তবু কি শু'নে শুননা।
আত্মসুখ পরিহরি, কিবা দিবা বিভাবরী,
যাদের জন্য খেটে মরি, তারাও কয় সুখ হলনা।
যাদের পাছে পাছে চলে, মা তোরে রয়েছি ভুলে,
তারা আমার নিদান কালে, কেউ ত সঙ্গে যাবে না।
কাল কেশ পাকিয়ে এল, অঙ্গ শিথিল হয়ে গেল,
খর্ব্ব হল তেজ বল, তবু দুরাশা গেল না।
কাতরে কালাচাঁদ কয়, বুঝে শুনে কর যা হয়,
আমার নাই আর বুঝবার সময়, কাল শাসনে মন ভালনা

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

কখন দেহ পতন হবে, জান্তে যদি পেত নরে,
তবে কি জীব জীবন ভ'রে, আশার পশার নিয়ে ঘুরে।
মায়া মোহে হয়ে অন্ধ, ভাল মন্দ বিচার ছেড়ে,
করত না কুপথে গমন, মারত না জীব ধরে ধরে।
পরের অকাল মরণ দেখে, আপন মরণ মনে ক'রে
পর ধনে মন দিত না পরম ধনের আশা ছেড়ে।
দুধ বেচিয়া মদ্দ খেতনা, মন যেত না পর দারে,
রায় বাহাদুর খান বাহাদুর, হতনা খোসামদ ক'রে।
জেলে এত যেতনা লোক, থাকৃত প'রে কালী ঘরে,
কয় কালাচাঁদ কৈলাস গোলক, কাপ্‌ত লোকের পদভরে।

রাগিণী সুরট।

তাল একতালা।

রে মন শ্মশান বলে কেন ভয়,
মাতা পিতা ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুত সুতা,
সকলেরই তথা, শান্তি সুখালয়।
শ্মশানে অশান্তি, এ ভ্রান্তি অযথা,
এমন শান্তি ধাম আর কি আছে কোথা,
বিতরিতে শুদ্ধ সুখ শান্তি তথা,
শ্মশান বাসী পিতা, ভোলা মৃত্যুঞ্জয়।

অসুখ আশঙ্কা, কর পরিহার,
মাতৃ স্নেহ সুখ যাবে না তোমার,
শ্মশান বাসিনী শ্যামা মা আমার,
যতনে সন্তানে, কোলে ক'রে রয় ।

প্রাণাধিকা প্রিয় ভার্য্যার অভাবে,
ভাব বুঝি কাল কি ভাবে কাটাবে,
শান্তি বাণী ভার্য্যা সাথে সাথে যাবে,
অন্তে যেন কভু অশান্তি না হয় ।

সন্তান বিরহে হইও না কাতর,
পুণ্য পুত্র হবে সঙ্গির দোসর,
নিয়ে যাবে চির শান্তির নগর,
লভিবে আনন্দ ঘুচিবে সংশয় ।

অশুভ অশান্তি অভাব অভিযোগ,
ভব কারাবদ্ধ জীবের এ দুর্ভোগ,
শ্মশান বাসে এ সব হয় না উপভোগ,
সুখ দুখাদি রোগ দেহের সনে লয় ।

আর কত কাল রবি মায়া মোহে ভু'লে,
ঐ শুন ডাকছে মা আয় কালাচাঁদ বলে,
কালের মুখে কালী দিয়া এই কালে,
যেয়ে মায়ের কোলে, জুড়াব হৃদয় ।

বাউল সুর।

তাল ঝুলন।

এবার আমি সার করেছি, ভেবে শ্যামার অভয় চরণ,
কাটা দিয়া খুল্‌ব কাটা, রিপু কয়টা হবে দমন।

দেহ রাজ্যে কাম রাজা, কেনা করে তার যতন,
তার সুখ সেবার তরে এবার, ঘৃণাকে করব নিয়োজন।

ক্রোধ আমার বড়ই প্রিয়, যদিও হক্ ঘোর দরশন,
অসূয়া তার থাক্‌লে সাথে, কায়ার সনে ছায়া যেমন।

লোভ যেন বিপথে না যায়, ভয় করবে তার অনুগমন,
মোহের সনে থাক্‌বে লজ্জা, করিয়া ওপদ সেবন।

মদে মত্ত কর্‌বে না আর, হিংসার সনে হ'লে মিলন,
মাৎশর্য্য মানিবে ধৈর্য্য, শীলতার পেলে পরশন।

কালের সনে কুল মিশিয়া, করবে দিন রজনী যাপন,
অজ্ঞান আশ্রয় ক'রে জাতি, থাক্‌বে পরে মরার মতন।

ষড় রিপু আষ্টটি পাশ, এ ভাবে বাস করবে যখন,
কয় কালাচাঁদ মনের সাধে, মায়ের পদে মজ্‌ব তখন।

রাগিণী ললিত।

তাল আড়া ঠেকা।

সর্ব্ব শক্তিময়ী শ্যামা, তোর মহিমা কেবা জানে,
জীবে কি বুঝিবে শিবে, পায় না শিবে যোগ ধ্যানে।
ত্রিভুবনের বালুকণা আকাশের নক্ষত্র গণা,
হইলেও সম্ভাবনা, সম্ভবেনা গুণ গানে।

ব্যাপিয়া রয়েছিস ধরা, বুঝতে নারি কেমন ধারা,
ধর্‌তে গেলে যায় না ধরা, জ্ঞান কি বিজ্ঞানে ;
অনন্তরূপ অনন্ত গুণ, কভু সগুণ কভু নির্গুণ,
জানে না কেউ তোর গুণাগুণ, অভিন্ন তুই রূপে গুণে।

মায়া জাল বিস্তারিয়া, রয়েছিস ধরা বেড়িয়া,
কার সাধ্য বা যায় বেরিয়া তোর ইচ্ছা বিনে,
ধ'রে ধ'রে জীবকে চালাও, ধরতে গেলে দূরে পলাও,
রজ্জুতে সর্প ভ্রম ফলাও, ঘর বেন্ধে জ্বালাও আগুনে।

অযাচিত দয়া ক'রে, জন্ম মাত্র মার উদরে,
দুগ্ধ দিলি পয়োধরে, খেতে সন্তানে ;
দশ মাস গর্ভ বাসে, কেউ ছিল না আশে পাশে,
সেখানে তুই ভাল বেসে, বাচালি প্রেম সুধাদানে।

সুখে ছিলেম শিশুকালে, কান্দলে অম্নি মা মা ব'লে,
মাতৃ সাজে নিয়া কোলে, রাখ্‌তি যতনে ;
এবে মা মা কান্না ভু'লে, বিষয় বাসনানলে,
নিরবধি মরি জ্বলে, যাতনা সহেনা প্রাণে।

কি করিবি কর উপায়, কালাচাঁদের ঘোর অনুপায়,
অবিরত বিপদ পায় পায়, চলি কেমনে ;
বিপদ উদ্ধারিনী তারা, নিস্তার নাই তোর চরণ ছাড়া,
ঐ দেখ্‌ শমন দিচ্ছে তাড়া, তাড়াও তারে নিজগুণে।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

প্রাণ খুইলে ডাক মা মা ব'লে,
মা কেমনে থাকে ভুইলে।
ছেলের মনের ভাব বু'ঝে মায়, যখন যা চায় দিয়া ফেলে,
থাকে না তার কোন অভাব, ছেলের মত স্বভাব হলে।
কাছে কাছে বেড়াচ্ছে মা, জব দিবে কি না ডাকিলে,
ডাকার মত দেখ্না ডেকে, অম্নি ধরে কর্বে কোলে।
তত দিন থাকেনা অভাব, রয় যতদিন মায়ের কোলে,
ঘুচে সুদিন আসে দুর্দ্দিন, মাকে ছেড়ে স্বাধীন হলে।
জ্ঞান কর্ম্মের ধারধারে না মা, অনুগত হলেই চলে,
কালাচাঁদ কয় আর কিছু নয়, কাজ হয় মাকে সব্ সপিলে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল যদ্।

শ্যামা পদে মন মজে যার, সে কি সংসার ভালবাসে;
সুধা ত্যজে কেবা খুইজে, গরল পিয়ে ক্ষুধা নাশে।
সংসার সুখের আড়ালে, নিয়ত অশান্তি খেলে,
মায়ের পদে স্মরণ নিলে, তার কি রে আর বিপদ আসে।
শ্যামা মায়ের চরণ তল, শশি জিনি সুশীতল,
শোক তাপ পাপানল, আসে না আর আশেপাশে।

যারা মা মা বলে ডাকে, তাদের কি আর বিপদ থাকে,
সর্ব্বদা মা কাছে রাখে, কান্দলে কোলে ক'রে বসে।
যে পদ হৃদে কল্লে ধারণ, সকল জ্বালা হয় নিবারণ,
ছেড়ে হেন মায়ের চরণ, কালাচাঁদ অকূলে ভাসে।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যদ্।

কি বলে ডাকিব তোরে, শিখায়ে দে ওমা তারা,
ডাকিতে জানিনা ব'লে, ডাকিলে তোর পাইনা সাড়া।
বাজে কাজে ব্যস্ত থাকি, সাধ্য কি নিয়ত ডাকি,
জনম ভরা ডাকাডাকি, এক ডাকে ক'রে দে সাড়া।
বল কি মন্ত্র শিখিলে, ভাসিব শান্তি সলিলে,
কোন্ চোখে নিরখিলে, বহিবে প্রেম অশ্রুধারা।
কোন সাধনে তোমায় পাব, কালের শাসন এড়াইব,
নেচে নেচে কোলে যাব, প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা।
মা বুঝে না ছেলের বেদন, ছেলে চিনে না মা কেমন,
এ দুঃখ কি যেমন তেমন, মা থাকিতে মাতৃ হারা।
তুই ভিন্ন কেউ নাই আমারি, বল ভরসা মা তোমারই,
তাড় তারা তাড়াতাড়ি, কালাচাঁদ না যেতে মারা।

রাগিণী বিভাস মিশ্র।

তাল ঝুলন

কাতরে মা মা বৈলে,

না কান্দলে মা যে কোলে করবে না।

অনুগত না হইলে, আদর পেতে পারবে না।

ছেলে যেম্নি মা মা ব'লে, মায়ের পাছে পাছে চলে,

তেম্নি ছুইটে যাওনা চলে, অলস হলে চল্‌বে না।

হাতে ধরে স্বর্গে তুলুক, না হয় দূরে ঠেলে ফেলুক,

রাখুক মারুক যাই করুক, তবু চরণ ছাড়বে না।

মন্ কর নিত্য নিকেত, ফল্‌বে সুফল নিত্য নূতন,

মনের মতন কল্লে যতন, কেন রতন মিল্‌বে না।

কালাচাঁদের কথা রাখ, প্রাণ খুইলে মা বলে ডাক,

ভক্তি জলে ডুবে থাক, শমনের ধারধার্‌বে না।

রাগিণী বেহাগ।

তাল খয়রা।

মা মা বলে কত ডাকছি অবিরত,

বধিরা মার মত, শুনিস না সুধালে।

সাধন তরী চড়ে, সাধক যদি তরে,

আর কে তারা তোরে, ডাকবে মা ব'লে।

বিবসনা থাকিস, নাহি লজ্জা ভয়,
শ্মশান বাসিনী পাষাণ হৃদয়।
পেলে লেংটা ছেলে অমনি সদয়,
বসন ভূষণ পরা নিতে চাস্‌না কোলে।

পাষাণ মেয়ে তুই, নাহি দয়া মায়া,
তবু তোরে লোকে বলে মহামায়া,
ধরাতে এড়াতে কে পারে তোরে মায়া,
মায়া জালে ধরা, জড়ায়ে রাখিলে।

কি ব'লে সুধালে, ধেয়ে ধেয়ে তারা,
ব্যাকুলা হইয়া এসে দিবি ধরা,
জানি তারা তুই ব্যপে আছিস ধরা,
যায় না তবু ধরা, ধরা না জানিলে।

জ্বালায় জ্বালায় সদা, জ্বলি সদা শিবে,
এ যাতনা রাশি, কবে বিনাশিবে,
কালাচাঁদের সুদিন, কবে বা আসিবে,
মা বৈলে ভাসিবে, আনন্দ সলিলে।

রাগিণী বি ঝিট।

তাল আড়া ঠেক'।

বল্‌ শুনি মা শবাসনা, এরূপ হলি কার বাসনায়,
রূপের বালাই নিয়া মরি, হয় না ধারণা কল্পনায়।
রুধির ধারা যে আধারে, মতৈভ বালি যে অধরে.
বরাভয় থাকিলে করে, মুণ্ড মালা শোভা কি পায়

জানি না কার ইচ্ছানুরূপ, ধ'রে ছিস্ তুই এ অপরূপ,
বল্‌তে রূপ আছে যত রূপ, তোর এরূপে স্ব প্রকাশ
পায় ;
সাজে যত ভয়ঙ্করা, কাজে তত মনোহরা,
নাই এমন রূপ তোর ছাড়া, রূপ দেখে তাপিত প্রাণ জুড়ায়।
মুক্ত কেশী দিগম্বরা, অধরে রুধির ধারা,
বুঝি না এ কেমন ধারা, পতি পদতলে লুটায় ;
কে দেখেছে এমন কাল, কালরূপ করে আলে,
ভাব্‌লে হরে মনের কাল, ভয়ে কাল দূরে পলায়।
সৃজন পালন লয় করণ, শাসন পোষণ ভাঙ্গন গড়ন,
সকল ভাবের একি করণ, মা তোর রূপ বৈ আছে কোথায়,
ভজে যারা কালী তারা, ধরাধামে ধন্য তারা,
ঐ রূপে দেখা দিস্ তারা, কালাচাঁদের যাওয়ার বেলায়।

রাগিণী ভৈরব।

তাল ঠুংরী।

ওমা ভবরাণী, ভব ভয় বারিণী,
ভবেশ ভাবিনী, ভুলনা এদীনে।
ভয়ে ভীত হয়ে, ডাকি মা অভয়ে,
তার ভব ভয়ে, ভজন বিহীনে।

তুমি পরাৎ পরা, পরমা প্রকৃতি,
পতিত পাবনী, প্রণব প্রসূতী,
ওপদ পঙ্কজে, করি মা প্রণতি,
রে'খ মা শ্রীপদে, বিপদে দুর্দ্দিনে।

তুমি গো তারিণী, ত্রিতাপ হারিণী,
ত্রিলোক পালিনী, ত্রিগুণ ধারিণী,
ত্রিদিপ ঈশ্বরী, ত্রিবর্গ দায়িনী,
তারা ত্রিনয়নী, তার দীন হীনে।

জননী জঠরে, জনম লভিয়ে,
যামিনী দিবস, যাতনা সহিয়ে,
পাপ জ্বালাতনে, জ্বর জ্বর হয়ে,
তৃনের মত, যাই ভেসে জীবনে।

কাতরে করুণা, কর মা কালীকে,
কাতর কণ্ঠে ডাকে, বালক বালিকে,
ওগো ত্রিকালীকে, ত্রিলোক পালিকে,
তার মা কালাকে, কাল্ ভয়ে বাচিনে।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল এক তালা।

কালী কাত্যায়নী, কুলকুণ্ডলিনী,
কলুষ নাশিনী, কাল ভয় হরা।
শিবানী সর্ব্বানী, ঈশ্বরী ঈশানী,
শঙ্করী শ্মশানী, শিবে শবারূঢ়া।

শুভঙ্করী সর্ব্বময়ী, সর্ব্বাধারা,
সিদ্ধেশ্বরী সনাতনী সারাৎসারা।
সুমতি সুখদা, সারদা বরদা,
জয়দা অন্নদা, অপর্ণা অপরা।

নয়নানন্দিনী, নগেন্দ্র নন্দিনী,
নিশম্ভু ঘাতিনী, নৃমুণ্ড মালিনী।
নর কপালিনী, নরক বারিণী,
নিত্যানন্দাননী, নীল-কণ্ঠ-দারা।

ভৈরবী ভবানী, ভয়ঙ্করী ভীমা,
ভবারাধ্যা ভবরাণী ভয় হারী মা।
পরমা প্রকৃতি, প্রণব প্রসূতী,
প্রিয়ঙ্করী পরমেশ্বরী পরাৎপরা।

কভু করে অসি, শিঙ্গা কভু বাঁশী,
কভু বর্ষিয়সী, কভু বা [illegible] সা,

রাজ রাজেশ্বরী, মহা শ্মশান বাসী,
মা তোর এ বিভূতি, বুঝে কে তুই ছাড়া।
নির্গুণ নিরাকার, সগুণে সাকার,
যে ভাবে যে ভাবে, তাতেই স্বীকার,
মা বলিলে হরে, মানস বিকার,
কালাচাঁদ তাই, মা মা ব'লে মাতোয়ারা।

রাগিণী খাম্বাজ।
তাল এক তালা।

শিব শঙ্কর, শশাঙ্ক শেখর,
শম্ভু মহেশ্বর, শ্মশান চারি।
কাশী বিশ্বেশ্বর, দেখি গঙ্গাধর,
লিঙ্গরূপী হর, যোগী মনোহারী।

বৃষভ বাহন, বিশ্ব বিমোহন,
বিভূতি ভূষণ, ব্যাঘ্র ছাল বসন।
পরেশ পরমেশ, পাষণ্ড দলন,
পরাৎপর পরমাত্মা পাপ বারী।

আশুতোষ নাম, আশু ফল দাতা,
দিলেই আনন্দ দুর্ব্বা ফুল বেল পাতা,
ভূতেশ ভৈরব, ভব ভয় ত্রাতা,
ভোলা নাথ বিভু, ভবের কাণ্ডারী।

ত্রিশূলী ত্রিদেব, ভব ত্রিলোচন,
ত্রিদিব ঈশ্বর, ত্রিপুর কারণ,
তারক ব্রহ্ম ধাতা, ত্রিগুণ ধারণ,
তার হে ত্রিতাপে, ত্রিপুরান্তকারী।

সতী পদতলে, শব রূপী হয়ে,
শ্মশানে মশানে, ভূত প্রেত লয়ে,
জানাও ডিমি ডিমি, ডমরু বাজায়ে,
যার শ্মশান শুদ্ধ শান্তির অধিকারী।

হাড় মালা গলে, চিতা ভস্ম গায়,
প্রেমোন্মত্ত সদা, পাগলের প্রায়,
ভেবে কালাচাঁদ, করে হায় হায়,
ত্রিদশ ঈশ্বর, পথের ভিখারী।

মিশ্র বাউল সুর।

তাল পোস্ত।

ধন্য বারানসী পুরী দেখরে নয়ন পরাণ ভৈরে,
ধরা নয় এ স্বরগ ধাম, বিশ্বনাথের ত্রিশূল পরে
বিশ্বেশ্বর বিরাজিত মন্দির স্বর্ণ খচিত,
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত, দেখ্‌লে চিত ভুলে পরে,
প্রেমানন্দে নয়ন ঝরে।

পারং:পাত্র হাতে করে, অন্নদা অন্ন বিতরে,
তেত্রিশ কোটি দেবতারে রাখ্‌ল বেন্দে মায়া ডোরে;
সাধ্য কি কেউ এক পা লড়ে
বিশালাক্ষী কাল ভৈরব তার, নাই জাগতে তুলনা তার;
বলিহারী করুণা তার, আশীষ করে, ঝাঁটা মেরে, দেহ মনের ময়লা ঝারে।
দুর্গা বাড়ী শান্তি পুরী, নিশীতে বানর প্রহরী,
মনি কর্ণিকার সিড়ী বেয়ে উঠ্‌তে মাথা ঘোরে, তবু আমোদ মনে করে।
শঙ্খ চক্র গদাধারী, বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি,
বিরাজ করে কাশীপুরী, বেণীমাধব নাম ধ'রে, রূপে ভুবন আলো করে।
মণিকর্ণিকার স্নানে, দশাশ্বমেধ ঘাটে দানে,
স্বর্গীয় আনন্দ দানে, কেদারে ত্রিতাপ হরে, পাপ থাকেনা শিবের বরে।
কেহ স্নানে কেহ দানে, কেউ ব্যস্ত রূপ দরশনে,
কেউ নীরবে বৈসে ধ্যানে, কেউ ববম্‌ ববম্‌ করে, যাওয়ার বেলা ঘণ্টা নারে।
পেয়ে দেহ ঘৃতাহুতি, জ্বলছে চিতা দিবা রাত্রি,
কলি দগ্ধ জীবের শান্তি, মহাশ্মশানে বিচরে, আকার নাশে বিকার সারে।
কাশীতে মলেই মুক্তি, এই বটে শিব-উক্তি,

থাক্ বা না থাক্ প্রেম ভক্তি, তারক ব্রহ্ম নামে তাড়ে, নাম সুধায়
কর্ণ কুহরে।
তেরশত আটাইশ সনে, অগ্রাণের সতর দিনে,
বিশ্বনাথের দরশনে, কালার কাল ভয় গেল দূরে,
আর কি সে শমনে ডরে।

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

এসগো আনন্দময়ী, বিরাজ হৃদয় মাঝে,
তুমি দয়া না করিলে, কভু কি আনন্দ সাজে।
ইচ্ছা হয় আনন্দ করি, বাধা করে লোক লাজে,
ঘুচাও বাধা নাশ দ্বিধা, মজুক মন আনন্দের কাজে।
ভক্ত বৃন্দ যে আনন্দ, লভে তব পদ রজে,
বিতর যে প্রেমানন্দ, আনন্দ রূপিণী সাজে।
তুমি যদি না বিরাজ, জীব হৃদয় সরোজে,
মনমধু করে, কারও পায় কি প্রেমমধু খুঁইজে।
স্বর্গ চাইন' মোক্ষ চাইনা, আয়ু যশ চাইনা তোর কাছে,
বিলাও আনন্দ রতি, কালাচাঁদ এ ভিক্ষা যাচে।

রাগিণী বিভাস।

তাল পোস্ত।

আনন্দ বাজারে পাঠিয়ে দে মা,
নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাই।

আনন্দ প্রসাদ লইব লুটিয়া,
যেখানে যতটুক খুজিয়া পাই ॥

সংসার কুসুমে আনন্দ মধু,
হৃদয় আকাশে আনন্দ বিধু।
সাধনার সার আনন্দ শুধু,
লভিলে আনন্দ কৈলাসে ঠাই ॥

যেখানে আনন্দ ফুটন্ত ফুল,
বিলায় সুষমা শোভায় অতুল,
সেখানে সাধক মধুপ কুল,
ছুটাছুটি করে আনন্দে সদাই ॥

বিলাও হৃদয়ে আনন্দ বল,
বিতর ভকতি ঘুচাও ছল,
দলিয়া বিষাদ রিপুর দল,
আনন্দ প্রভাব জগতে দেখাই ॥

ছুটাও বিমল আনন্দ ধারা,
কৈরে দাও আনন্দে আত্মহারা,
হৃদয় নিলয়ে আনন্দ ছাড়া,
কালাচাঁদের আর কামনা নাই ॥

রাগিণী মনোহর সই।

তাল এক তালা

সন্তাপ হারিণী শ্যামা,
হের মা অধম সন্তানে।
এ যাতনা সয়না প্রাণে, ঘর ছেড়ে শ্মশান বাসিনী
পতি পুত্র বিদ্যমানে।

এ বাসনা কেন মা তোর. বাসনা রূপিণী,
ঠেলে ফেলে কোলের ছেলে, শ্মশান বাসিনী,
(দেখে যা মা, মা ছাড়া সন্তানের দশা)
দয়া ক'রে দেখা দিয়া না হয় ফিরে যাস্ শ্মশানে।

মাতৃ ভক্তি নাই ব'লে কি, ছেড়েছিস্ মমতা,
কুপুত্র অনেকেই বটে, কভু নয় কুমাতা,
(মায়ের কি মমতা, জান্‌বি কি তোর নাইরে মাতা)
সে কি ছেলে কাঁদায় এত, যে মা, ছেলের যত্ন জানে।

মারিলে মা তবু ছেলে, কাদি মা মা ব'লে,
ছেলে ম'লে কারনা মাতা, ভাসে অশ্রু জলে,
(তোর দয়া মায়া নাই, মায়ের থাকে যেমন)
ছেলের বুকে শেল হানিলি, হৃদয় বান্ধিয়া পাষাণে।

দেখাদিবি ব'লে ছিলি, দেখাত হলনা,
দিনে দিনে দিন গত, আশাত গেল না।
(করি এ প্রার্থনা, পাপী ব'লে পায় ঠেলনা)
কালাচাঁদের অন্তিম কালে, দাঁড়াস এসে সন্নিধানে।

রাগিণী মনোহর সই।

তাল একতালা।

ওমা ভবরাণী, হলি কি অভাবে ভিকারিণী,
কে তোর এ দুর্দ্দশার কারণ, বলগো দুঃখ হারিণী।

তুই ত রাজ রাজেশ্বরী, সিদ্ধিদাতৃ সিদ্ধেশ্বরী,
তবে কেন এমন হেরি, কত যেন কাঙ্গালিনী,
(বসন নাই ভূষণ নাই, সুখ নাই শান্তি নাই)
কারে সপে' এ সুখ সম্পদ, বেড়াস্ হয়ে উলঙ্গিনী।

জীবের অকাল মরণ দে'খে দিয়া জলাঞ্জলী সুখে,
দুঃখে বোঝা রেখে বুকে, সেজেছিস চির দুঃখিনী
(মরি দুঃখে বুক ফেটে যায়, ধৈর্য্য ধরতে নারি)
পুত্র কন্যার শোকে দুঃখে, হয়েছিস কি উন্মাদিনী।

বন্ধু বান্ধবাদি যারা, ম'লে সঙ্গে যায়না তারা,
তাই ভেবে কি আত্মহারা, সন্তান সন্তাপহারিণী,
(তুই মা বিনে এমন মা কে, সন্তান হিতৈষিনী,)
অন্তে শান্তি দিতে সুতে, ঘর ছেড়ে শ্মশান বাসিনী।

কালাচাঁদ ডাকে কাতরে, একবার ফিরে আয় মা ঘরে,
দাঁড়াও মম হৃদমন্দিরে, হয়ে ভুবন মোহিনী,
(রূপ দেখে লই দেখে লই, প্রাণ নয়ন ভ'রে)
কাল রূপে হৃদি আলো, করগো কালো ভয় বারিণী।

রাগিণী মনোহর সাই।

তাল একতালা।

ডাকবনা ডাকবনা, মা মা ব'লে শ্যামা তোরে,
মা মা বলে না কাঁদিলে, থাকতি কি শ্মশানে পরে।

তুই ত রাজ রাজেশ্বরী, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী,
ওমা শঙ্করী ; কি উদ্দেশ্যে শ্মশান বাসে,
আছিস্ সংসার আন্ধার ক'রে।

মেয়ে সুলভ স্বভাব ব'লে, ছেলে মেয়ের কান্নায় গ'লে
ওমা বিমলে ; কালের ভয়ে রাখতে ছেলে ;
উলঙ্গিনী অসি ধ'রে।

সংসারে সুপুত্র যারা, মায়ের সুখের জন্য তারা
হয় মাতোয়ারা ; জীবনে তার কি প্রয়োজন,
যার মা দুঃখী ছেলের তরে।

মায়ের অবোধ সন্তান যত, আত্ম সুখে অবিরত।
থাকে উন্মত্ত ; পাষাণ হৃদয় না হলে কি,
বাঁচতে পারে মাকে ছেড়ে।

স্বার্থে দিয়া জলাঞ্জলি, নিয়ে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
ভজ জয় কালী ; কয় কালাচাঁদ ভাবলে কালী,
মনের কালী যাবে দূরে॥

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

এবার আমি পূজব কালী
ঘুচাইয়া মনের কালী।

মাতৃ দত্ত ধনে আমার, এ সংসারে ঠাকুরালী,
যতনে কুড়ায়ে সে সব, মাতৃ পূজায় দিব ডালি।
মন মানসে অষ্টপাশে, গেথে আশা কুসুমগুলি,
সাজাইব মাকে, দিয়া অবিদ্যাকে জলাঞ্জলি।
কাম ক্রোধাদি পশু ছয়টা, কতইনা যত্নে পালি,
সার করেছি মনে মনে, দিব মার চরণে বলি।
ধন ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য বীর্য্য, সাধন জন্য এ সকলি,
আমার আমার পুরুষকার এ পূজার যোগ্য অঞ্জলি।
মা'র নাম সম্বল রাখব কেবল, কয় কালাচাঁদ আমার বলি,
যাত্রাকালে মা মা ব'লে, নাচব দিয়ে করতালি।

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

মনোময় প্রতিমা গড়ে, রাখিয়া মনোমন্দিরে,
পূজরে মন মানসে, মানসিক উপচারে।
চিত্ত কুশাসনে বসে, শ্রদ্ধা জলে আচমন ক'রে,
শুদ্ধ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল, সত্য ধূপ পবিত্রাধারে।

বিবেক

নাম তুলসী ভক্তি চন্দন, বিশ্বাস বিল্বদল ধরে,
প্রেমানন্দে আহ্বান কর, গুরু দত্ত মন্ত্র প'ড়ে।
প্রীতিফুলে ভাব তণ্ডুলে, বিশ্বাস দুর্ব্বাদলে মারে,
যতনে বিতর অর্ঘ্য, পদ ধোয়াও অশ্রুনীরে।
নিষ্ঠারতি সত্তার ভোগ, দাও চাউল কলা চিনি ছেড়ে,
সম দম কাজে লাগাও, কাজকি বস্ত্র অলঙ্কারে।
যজ্ঞার্থে রুধির শ্রেষ্ট, কয় কালাচাঁদ ভাবনা কিরে,
ছয় পশু বলিদান দিয়া, দক্ষিণা দাও বাসনারে।

রাগিণী পীলু।

তাল যদ্।

যনাইসনারে ওরে শমন, দূর হতে যা দূরে চ'লে,
তপনসুতে ভয় করেনা, শ্যামা ব্রহ্মময়ীর ছেলে।
পাষাণ নন্দিনী মা মোর, হৃদয় পাষাণ ক'রে দিলে,
ত্রিতাপ হারী জননী যার, তোর তাপে কি তার প্রাণ গলে।
মাতাপিতা শ্মশান বাসী, ভয় কি আর শ্মশানে গেলে,
শ্মশান ক'রে রেখেছি প্রাণ, মহা নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে।
মনোময়ী চিন্তা ভার্য্যা, আদর পায়না কাছে এসে,
অভিমানে গিছে ছেড়ে, বিবেক নামে পুত্র ফে'লে
সুখ দুঃখের ধার ধারে যারা তোর প্রভুত্ব সে মহালে,
কালার সম্বল কালী নাম বল্, তোর কবল সে পদে দলে।

রাগিণী সুরট মল্লার।

তাল যদ্।

শ্যাম রূপের বালাই নিয়ে মরে যাই ;
ত্রিতাপ হারী রূপ, সাধক প্রাণ স্বরূপ,
ভাবলে ঐরূপ, ভাবনারূপ আর কোনরূপ শঙ্কা নাই।

জ্ঞান গৌরবে হলে মত্ত, জানতে নারে শ্যামা তত্ত্ব,
জ্ঞানদাতা শিব শবের মত, পদতলে পরে' তাই ;
দেখতে লাগে কেমন ওমা, বাবার বুকে দাড়িয়ে মা,
বিভূতির এ চরম সীমা, অনুভূতি পায় না ঠাই।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চারিটি হাত চেয়ে দেখ,
বরাভয় নৃমুণ্ড অসি, তত্ত্বমসি অনুযাই ;
ত্রিকাল রিপুর দরশনা, তাতেই ত ত্রিনয়না,
জগৎ প্রসবিনী বামা,, বিবসনা সর্ব্বদাই।

করে লক্ লক্ লোল জিহ্বা, জ্বলে ধক্ ধক্ ভালে বিভা,
রিপু নাশে নিশি দিবা, ঘোররূপা মহামাই,
সৃষ্টি লয় করিছে কালই, কালভয়ে কাঁপে সকলই,
তাই মা সেজে মহাকালী, ভাঙ্গিলে কালের বড়াই।

ত্রিভুবনে যত বসে, কে না আছে কালের বশে,
কালীরূপ যার হৃদে পশে, কাল পাশে তার ভাবনা নাই,
তাই ভে'বে কাল চাঁদ বলে, আ' সবাই জ' কালী ব'লে,
নেচে নেচে মায়ের কোলে যেয়ে তাপিত প্রাণ জুড়াই।

রাগিণী শঙ্করা বেহাগ।

তাল যদ্।

ডাকার মত পাল্লে ডাকিতে; শ্যামা মাকে,
হউক দূরারাধ্যা বেটী, সাধ্য কি পারে থাকিতে।
জীবনে মরণে কালী, অন্তরে বাহিরে কালী,
না ঘুচিলে মনের কালী, পায়না কালী রূপ দেখিতে।
ঢাক ঢোল কাঁসী ঘণ্টায়, মহিষ ভেড়া পাঠা কাটায়,
সাজ সজ্জা পূজার ঘটায়, যায়না মায়ের মন ভুলাতে।
সাধ ক'রে কি সদাশিবে, পতি হ'য়ে পদ সেবে,
গতি নাই শ্রীপদ অভাবে, হবে পদে বিকাইতে।
জিদ ক'রে কালাচাঁদ বলে, সহজেই সুফল ফলে,
ভক্তি ফুলে নয়ন জলে, পাবরে যদি পূজিতে।

রাগিণী শঙ্করা বেহাগ।

তাল যদ্।

পাষাণ মেয়ে পাগল হয়েছে; (কপাল গুণে)
লেংটা হয়ে বেড়ায় ধেয়ে, লাজ লজ্জার দফা সেরেছে।
নিজে পাগল পতি পাগল, সহচর সঙ্গিনী পাগল,
মাতৃ দোষে ছেলে পাগল, পাগলের হাট মিলায়েছে।
ভয়ঙ্করী ভীষণ আকার, ধরা জোড়া রসনা যার,
অধরে বয় রুধিরের ধার, দেখলে কি আর মানুষ বাচে।

নিজ মুণ্ড কেটে স্বকরে, রুধিরের ধারা পান করে,
প্রসব ক'রে পুনঃ তারে, পতিত্বে বরণ ক'রেছে।
বিচার কি তার শুদ্ধাশুদ্ধ, অসুর মুণ্ড যার সুখাদ্য,
দিয়া তারে ফুল নৈবিদ্য, বাধ্য করার আশা মিছে।
কয় কালাচাঁদ কেন আকুল, অকারণ হইওনা ব্যাকুল,
হক্ না শ্যামা যতই বাতুল, কলের পুতুল ভক্তের কাছে।

রাগিণী শঙ্করা বেহাগ।

তাল যদ্।

শ্যামা আমার শ্যাম সেজেছে, (দেখরে নয়ন)
শ্যামা মায়ের সোনার নুপুর, শ্যামের পদে বাজিছে।
শ্যামার চৌষট্টি যোগিনী, শ্যামের প্রেম সোহাগিনী,
শ্যামা মার কঙ্কণ আনি, শ্যাম আমার বালা করেছে।
শ্যাম চাঁদের ধরণ করণ, শ্যামারই ঠিক অনুকরণ,
শ্যামা মায়ের কাল বরণ, তাতেই শ্যাম কাল হয়েছে।
মায়ের গলার মুণ্ডমালা, করেছে শ্যাম বনমালা,
পৈরে মায়ের বাঘের ছালা, পীতাম্বর হয়ে বসেছে।
শ্যামার হাতে তীক্ষ্ণ অসি, শ্যামের করে মোহন বাঁশী,
মুগ্ধ করে জগৎ বাসী, বাঁশী অসির গুণ পেয়েছে।
মুক্ত কেশে ফিরে কালী, পরে চূড়া বন মালী,
এ যে মায়ের চতুরালী, মুকুট চূড়ার বেশ ধরেছে।

কয় কালাচাঁদ নয় ঘটকালী, যেই কৃষ্ণ সেই কালী,
বৃথা কৈরে দলাদলি, অবোধ লোকে মজিতেছে।

বাউল সুর।

তাল যদ্।

ঝালা পালা হয়ে গেলাম ভবে বেজায় খাট্‌নি খাটি,
কারইত মন গলে না, শুনে আমার কান্নাকাটি।
দুবেলাই হাট বাজারে, করিতেছি ছুটাছুটি,
হলনা বেসাতি কিনা, লাভের মধ্যে হাটাহাটি।
রান্না করব আশা করে, জীবন ভ'রে আটাআটি,
চুলা জ্বালা হল না আর, সারা হলেম বাটনা বাটি।
গুরু দত্ত বীজে সুফল, ফল্‌বে আশা ছিল খাটি,
কর্ম্ম দোষে ফল হল না, মারা পড়লেম নারা কাটি।
সিন্দুকে মাল ভরা বটে, খুইজে পাইনা চাবী দুটি,
চাল বান্দাই সার হইল, জুইত দিতে জুট্‌লনা খুটি।
কালাচাঁদ কয় খাটতেই হয়, খাটন ভিন্ন সাধন মাটি,
খাটার মত খাটলে তারে, দয়া করে পাষাণ বেটী।

রাগিণী ঝিঝিট বিভাস।

তাল যদ্।

ঢাকের বামা কল্লি আমা, ওগো বামা সর্ব্বনাশী,
বাজালে বাজি না আমি, বাজে আমার প্রতিবাসী।

এক বারও দেখা দিলি না, বার বার ভবে যাই আসি,
অন্তরে বাহিরে কালী, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।

কারে রাখিস্ ভব গারদে, কারে পাঠাইস গয়া কাশী,
কেউ থাকে বেশ্ সবল সুস্থ, কেউ অসুস্থ কান্দে বসি।

ঈর্ষা করে বল্তেছি না, বিচার দেখে পায় হাসি,
কারে বাচাস্ কালের হাতে, কেউ কাল্ স্রোতে যাচ্ছে ভাসি।

কালাচাঁদ কয় সাধে কিরে, মায়ের করে মুণ্ড অসি,
আত্ম বলি দিতে পারিস, অম্নি কোলে কর্‌বে আসি।

প্রসাদী সুর।

তাল এক তালা।

থাক্‌ব কোথা বল্ মা তারা;
থাকার যায়গার দফা সারা।

পাঁচ পাচা পচিশের ঘরটি, দিয়া ছিলি ক'রে ভাড়া,
কালের বশে পরছে খ'সে, বৃষ্টি এলে বহে ধারা।

খুটির সে জোর নাই আর এখনি, লড়ে দিলে নাড়াচাড়া,
দক্ষিণ দিকের ঝড়ে পেলে, দিবে ফেলে উত্তর শিরা।

ভেবে ছিলেম অন্তকালে, থাক্‌বার স্থান তোর চরণ জোড়া
কালের কর্ত্তা যারা, তারাই যে তোর চরণ জোড়া

মায়ের কাছে ছেলের আবদার, চির দিনই কড়া কড়া,
কালাচাঁদ তাই মনে করে, রবনা মায়ের কোল্ ছাড়া।

রাগিণী কালেংড়া।

তাল যদ্।

টাল্ বাহানায় কাজ হবে না, সরল হয়ে সোজা চল,
অন্তর বাহিরের দুই সমান রেখে, বদন ভরে কালী বল।
ঠকাঠকি করতে গিয়া, বল না ঠকাবে কারে,
ঠকালে ঠকিবে নিজে, ঠকাঠকির কাজ কারবারে,
উপরে যে আছে বসে, হিসাব নিকাশ দেখ্‌ছে কৈসে।
কসুর পেলে বান্ধবে কৈসে, মান্‌বে না সে মন্দভাল।
গৌরীক বসন জটার ফেসন, আসন ভূষণ কর যাই,
লক্ষ যদি ঠিক না থাকে, পরলোকে রক্ষা নাই,
ফুল বেল পাতা দুর্ব্বা তুলি, চিরকালই কাটালি,
না দেখ্‌লি জ্ঞান নয়ন মেলি, পূজা হল কি না হল।
গুরু দত্ত তত্ত্ব কথা, না জানিয়া ভাল রূপ,
মদ গর্ব্বে হয়ে মত্ত, কর পরের দোষারোপ,
ধর্ম্ম নয় সম্প্রদায় সাধা, ভেকে ভিকে হয়না বাধা,
ভক্তি বলে ভবারাধা, অনায়াসে হয় করতল।

দূর না হলে হিংসা নিন্দা, জাতি বিদ্যা কুল মান,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, ভেদ বুদ্ধি অহংজ্ঞান,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পায় না জান্তে, মায়ের কৃপা হয়না অন্তে,
কয় কালাচাঁদ জীবনান্তে, দেয় কৃতান্তে প্রতি ফল।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।
তাল মধ্যমান।

দুঃখের দোকান ঘর ক'রেছি,
দুঃখ দিয়া সুখ কিনিতেছি।

দুখের ডালি মাথে নিয়ে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি,
কেউ কয় উহার ধারধারি না, কেউ বলে নিলেই বাচি।

এ ব্যবসার এম্নি ধারা, বাড়ে বৈ কমেনা পূজী,
দাউলীয়ার ভয় থাকেনা, যতই না সস্তায় বেচি।

দু বেলাই সুখের তরে, দুখের বোঝা নিয়ে নাচি,
সুখের ফল যে দুখের মূলে, এত দিনে টের পেয়েছি।

সুখের আশা ক'রে ক'রে, সে কারবারে ফেল হ'য়েছি,
যা করে জয় কালী বৈলে, দুখ সাগরে ঝাপ দিয়েছি।

কালাচাঁদ কয় দুঃখের ডালি, ভাল করে সাজায়েছি,
কালী বাড়া দিব বৈলে, যাত্রা করে বসে আছি।

রাগিণী খট্ ভৈরবী।

তাল এক তালা।

চাও যদি আরাধ্য ধন ; (মন)
পঞ্চ ভাব লয়ে, সাধন কর যেয়ে,
হইবে সময়ে, অসাধ্য সাধন।

মদ্য মাংস মৎস্য, মুদ্রা মৈথুন পাঁচে,
সাধনার সন্ধান, বিধি বদ্ধ আছে,
সাবধানে চ'লে, পা পিছলে পাছে,
গরল অমৃত, কর্ম্ম নিবন্ধন।

মদ খাইলে মদ্য সাধক কয়না তারে,
মৎস্য মাংস মুদ্রার, কাজ হয়না আহারে,
নারীতে কাম ভরে, যারা মৈথুন করে,
তারাই স্বকরে, করে বিষ ভক্ষণ।

ব্রহ্ম রন্ধ্র হতে যে অমৃত ধারা,
বহিতেছে তাহা, পান করে যারা,
তারা মদ্যপায়ী মাংস সাধকেরা,
মার নাম-সুধা পিয়ে, করে কাল হরণ।

গঙ্গা যমুনায় যে দুটি মাছ আছে,
অবহেলে যারা, বান্ধিতে পেরেছে,
মৎস্য সাধক তারা, কেউ নয় তাদের কাছে,
সুখ সাগরে সদা, করে সন্তরণ।

সহস্র দল পদ্ম কর্ণিকাভ্যন্তরে,
শুক্ল পারদ তুল্য আত্মা বাস করে,
কুল কুণ্ডলিনী শক্তি সহকরে,
মুদ্রা সাধক তারে, করে আকর্ষণ।
মৈথুনের ব্যপার, সৃষ্টি স্থিতি লয়,
মকার বিন্দুরূপে, যোণি মূলে রয়,
অকার রূপী হংস, করিয়া আশ্রয়,
মিলাইতে কালাচাঁদের আকিঞ্চন।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল যদ্।

মরুভুমে রয়েছি মা কি দিয়া পূজি চরণ,
পাব কোথা, ফুল বেল পাতা, দুর্ব্বাদি উপকরণ।
সহস্রারে বিগলিত, জলে করব চরণ ধৌত,
মন অর্ঘ ক'রে অর্পিত, বসতে দিব হৃদাসন।
আকাশ তত্ত্ব পুষ্প লব, পৃথ্বী তত্ত্ব গন্ধ দিব,
তেজের প্রদীপ জ্বালাইব, ঘ্রাণ ধূপ ক'রে আয়োজন
সুধা সিন্ধু প্রেম নৈবিদ্য, ঘণ্টাধ্বনি অনাহত,
শব্দ তত্ত্ব গাবে গীত, বায়ুতে চামর ব্যজন।
কাম ক্রোধাদি পশু রক্ত, এ পূজারই উপযুক্ত,
যজ্ঞাহুতি জীবন ঘৃত, দিব করেছি মনন।

পূরাও গো মা শব, আসনা, কালা চাঁদের মন বাসনা,
দক্ষিণা দিয়া বাসনা, কর্‌ব পূজা সমাপন।

বাউল স্থর।

তাল পোস্ত।

বাবা কি মায়ের ভক্ত, নৈলে কেন পদানত,
লোকে বলে শুইনে বেড়াই, বাবার গুণ গরিমা যত,
কাজে দেখি মায়ের পদে, পরে আছে মরার মত।
যা ভেবেছি ঠিক হয়েছে, অযথা ভুল বুঝি নাইত,
বিমাতাকে শিরে ধরে, তাই বাবার দুর্দ্দশা এত।
মা জিহ্বা কামরায়ে থাকে, দেখায় যেন লজ্জা কত,
এ রঙ্গ থাকতনা এমন, বাবা যদি তেমন হত।
পিতা মাতার এ ভাব ভঙ্গি বাহ্য দৃশ্যে অসঙ্গত,
কালাচাদ কয় অন্যায় এ নয়, সাধনার নিগূঢ় তত্ব।

রাগিণী মুলতান।

তাল এক তালা।

জাগরে প্রাণ জাগ, কেন ঘুমে থাক,
মা মা বলে ডাক দিন যায়।
ভব সাগর বারি, দিবি যদি পারি,
উঠরে শঙ্করী নামের নায়।

এ তরনী বান্ধা আছে ঘাটে ঘাটে,
যাদের ভাগ্যে ঘটে, তারাই তাতে উটে,
যাব যাব ব'লে যারা সময় কাটে,
তারাই সঙ্কটে কাল কাটায়।
যেম্নি দয়াল তেম্নি তরী ভাই,
গেলেই পার করে, পারের কড়ি নাই,
আয় আয় কে কে যাবি, দেখরে বেলা নাই,
সময় গেলে তরী পাওয়া দায়।
অহর্নিশি মনপ্রাণ ক'রে লয়,
আজ পাকে জপের মালা ক'রে লয়,
তারাই সুখে তরে কালার মনে লয়,
জন্ম মৃত্যু রোগের ভয় এড়ায়।

রাগিণী ঝিঝিট।
তাল আড়াঠেকা।

দয়াময়ী নাম কে দিল তোরে;
তারে পেলে বুঝে নিতেম, দয়া মায়া বলে কারে।
জানিনা কোন দয়াবলে, নরমুণ্ড মালা গলে,
পতি পতিত পদতলে, সুর নর কাঁপে ডরে।
কোন্ দয়ায় বা করে অসি, দিগম্বরী মুক্তকেশী,
সর্ব্বনাশী শবগ্রাসী, সোণার সংসার শ্মশান করে।

দেখে মা তোর আকার প্রকার, স্বরূপ বুঝে সাধ্য বা কার,
অরূপী ধরিলে আকার, আলো মিসে অন্ধকারে।
গুণানুরূপ নাম না হলে, ধ্যানে জ্ঞানে কোথা মিলে,
কালাচাঁদ ঐ গোলে মালে, ভূতের বেগার খেটে মরে।

স্বুদনী স্বুর।
তাল কাওলী।

স্থান দে মা শ্রীচরণ তলে,
ভুইলে যা'সনা পতিত বলে,
থাকবার আমার নাই সংস্থান,
এ স্থান হতে প্রস্থান কল্লে,
করি নাই মা সাধন সম্বল, কি উপায়ে তরিব বল,
একমাত্র ভরসা কেবল, দীন তারিনী নামের বলে।
যে জন্য এ ভবে আসা, পুর্ণ হল না সে আশা,
সার হইল যাওয়া আসা, বার বার ভূতলে ;
করিতেছি যে ব্যাবসা, পাইনা কারও ভালবাসা
ডুবে গেল আশার বাসা, দুরাশা দুর্দ্দশা জলে।
ঘরে ঢুকেছে কাল তস্কর, তার প্রতিকার কি করবি কর,
পাছে ঘরে শমন কিঙ্কর বান্দিবে ব'লে ;
পাইনে দিশে কোন পথে যাই, হেরি আন্ধার যেদিকে চাই,
কেমন করে জীবন কাটাই, এ ঘোর সংসার দাবানলে।

কি করবি কর যা হয় উপায়, বিপদ আছে লেগে পায় পায়,
রক্ষা নাই মা তোর কৃপায়, বঞ্চিত হলে ;
কয় কালাচাঁদ ভেবে কি ফল, সুখদুখত নয় গাছের ফল,
যেমন যার থাকে কর্ম্মফল, তার ভাগ্যে তেমনই মিলে।

সুদনী সুর।
তাল কাওলী।

মা কোথা গেল, দেখনা চেয়ে নয়ন মেলে,
সোণার সংসার, কল্ল ছারখার, দুরন্ত কালে।
নাই বিচার শমন দুরাচার, করে অত্যাচার,
সহেনা যাতনা জানাই দুঃখ সমাচার,
ভাসাইয়া দুখনীরে বৃদ্ধ জনক জননীরে,
জোর ক'রে নিয়ে যায় কেড়ে কোলের ছেলে।
আরও কতগুল রিপু কালের অবতার,
অলক্ষিতে থাকে তারা অনুকূলে তার,
তারা আমার পক্ষে থেকে, তার সাহায্য করে থাকে,
টে'নে নিয়ে কর্ম্মপাকে, বিপাকে ফেলে।
অত্যাচার অবিচার যদি করে কা'ল এরূপ,
তবে বল ! কিজন্য মা, তোর এ কালী রূপ,
কালাচাঁদ কয় বুঝেছি সব, পায় পড়ে তোর আছে যে শব,
সাধ্য কি তোর দেখতে এ সব, তারে পায় ঠে'লে।

রাগিণী আসাইয়া।

তাল একতালা।

মায়ের নামে মজে থাক মন আমার ; (শ্যামা)
হরিবে যদি পার ; অকূল বারিধি বারি,
তরিতে আতঙ্ক ভারি, কালীতারানামের তরি কর সার।

মা মা ব'লে ডাক একবার প্রাণ খুলে,
হক্‌না হৃদয় যতই কঠিন, অনায়াসে যাবে গলে,
আস্‌বে শান্তি ভাস্‌বে মন ভক্তিজলে,
ছুটে এসে অম্নি মা করবে কোলে,
হক্‌না বিপদ আকাশ ল'য়ে যা'ক্‌না দুখের তুফান বয়ে,
মায়ের কোলে থাকলে শু'য়ে, ভয় কি তার।

বিবেক গুরুর কথা ছাড়া চ'লনা,
আপন ভাবের লক্ষ রেখ পরের ভাবে ভুলনা,
যে খেলা সে খেলা কভু খেলনা,
কথায় কথায় ক্রোধের আগুন জ্বেলনা,
যত পার মাকে ডাক, অন্তরে আনন্দরাগ,
ভেবে দেখ মা বিনে আর কেউ নয় কার।

ধরতে যবে আসিবে শমন কিঙ্কর,
উচ্চস্বরে বল্‌বি ডেকে, মা আমাকে রক্ষা কর,
কাতর হইয়া করি যোড় কর,
মা আছে যার তার আবার কিসের ডর,
কয় কাঙ্গাল দ ছাড় চিন্তে, মায়ের স্বরূপ কর চিন্তে,
আসবার চিন্তে রবেনা আর পুনর্ব্বার।

রাগিণী মুলতান।

তাল আড়াটেকা।

দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি, দুর্গতি দূর হইলনা.
তেজবল গর্ব্ব গেল, তবু দুরাশা গেলনা।

সহেনা আর দুখের জ্বালা, হয়ে গেলেম ঝালা পালা,
ইন্দ্রিয়াদি রিপুগুলা সদাই করে ছলনা।

যে দুখ পাই দিন রজনী, মন জানে আর আমি জানি,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নিয়ে, অতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে,
প্রবৃত্তি কয় চল ধেয়ে, নিবৃত্তি কয় পথ ভালনা।

যতই দুখেরে ডরাই, দুখ জালে ততই জড়াই,
সুখে রব মনে করে, বেড়াই সুখের তালাস ক'রে,
দুখের বাসা সুখের ঘরে, আগেত এজ্ঞান ছিলনা।

আপন আপন কর্ম্মফলে, সাথে সাথে দুঃখ চলে,
যতদিন কর্ম্মভোগ রবে, কার সাধ্য দুখ এড়াবে,
কয় কালাচাঁদ যা হয় হবে, দুর্গা নাম ভুলনা।

রাগিণী বেহাগ।

তাল পোস্ত।

দুর্গানাম ভুলনা ভুলনা,
প্রাণ ভরে যত পার বলনা বলনা।

দুর্গাসুর বারিনী, দুর্গতি হারিনী,
নাম নিলে দুর্গতি, রবেনা রবেনা।

যারা সুপ্রভাত সময়, দুর্গানাম নিয়ে বেরয়,
তাদের আর দুর্গতির ভয় থাকেনা থাকেনা।

দুর্গানাম দ্বিঅক্ষরে. কতনা সুধা ক্ষরে,
বিশ্বনাথ বিষপান করে ম'লনা ম'লনা।

বিনয়ে কালায় বলে, রে'খ মা পদতলে,
নরাধম ব'লে ফেলে দিওনা দিওনা।

রাগিণী সিন্দু ভৈরবী।

তাল আড়াঠেকা।

মরম বেদনা মম নিবেদি তারা তোর কাছে.
মায়া জ্বরে জড়সড়, জীবন মাত্র বাকী আছে।

সহচরী চিন্তানারী, কাছ ছাড়া করিতে নারি,
পিতৃভক্ত দুঃখ পুত্র, মম সেবায় মন দিয়াছে।

জ্ঞান পিতা ভক্তি মাতা, পাইনা খুজে গেল কোথা,
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমায় ছেড়ে পালিয়েছে।

দয়া মায়া ক্ষমা নাই যার, পেয়েছে সে শাসনের ভার,
ছয়টা দুষ্ট অনুচর তার, আমারে ঘিরে রয়েছে।

বল্‌ব কি দুঃখ সমাচার, সহেনা এসব অত্যাচার,
যা করতে হয় কর্ সুবিচার, তুই বৈ কালার আর কেআছে।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।

তাল যদ্।

ছেলে ব'লে মায়ের কাছে বড়াই করা সহজ নয়,
মাকে জান্তে পারে যদি ছেলের মত স্বভাব হয়।
লোক দেখান মা মা বলা, মন নাই জপে করে মালা,
বাইরে আলার মনে ময়লা, সে ছেলেত ছেলে নয়।
মাতৃভক্ত ছেলে যারা, মা মা ব'লে মাতোয়ারা,
মা ভিন্ন জানেন তারা, নামে নয়ন ধারা বয়।
মার মুর্ত্তি যার হৃদে আঁকা, কথাই যার মাকে ডাকা,
তারই ভবে বেঁচে থাকা, ধন্য কালাচাঁদে কয়।

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়াঠেকা।

কাঁদাবি তারা (কত)
কাঁদিতে কাঁদিতে আমার জনম হয়ে গেল সারা।
অহর্নিশি হা হুতাশে, যাদের জন্য কাঁদি বৈসে,
নয়ন নীরে বক্ষ ভাসে, কেউত মুছায় না তারা।
একবার হাসি একবার কাঁদি, হাসি কান্নার বোঝা বাঁধি,
কাঁদার মত কাঁদ্তেম যদি, হয়ে যেত কান্না সারা।
ছেলে যেমন কান্না কৈরে, জননীরে জড়িয়ে ধরে,
কালাচাঁদকে তেমনি কৈরে শিখায়ে দে কান্নার ধারা।

রাগিণী বেহাগ।

তাল পোস্ত।

চল্‌না ভাই সবে মিলে, মায়ের কোলে নেচে যাই,
প্রাণ খুইলে মায়ের কাছে, মরমের দুঃখ জানাই।

ভাবী সুখ শয্যায় শুয়ে, মোহ বালিশ কোলে দিয়ে,
মায়া মশারি টানায়ে, ঘুম যাওয়ার আর সময় নাই।

জীবনের ভরসা মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে.
দিন থাকিতে মায়ের কাছে, যেয়ে তাপিত প্রাণ জুড়াই।

আদরে মা করবে কোলে, ছেলের মত স্বভাব হলে,
কয় কালাচাঁদ আয় সকলে, মা মা ব'লে প্রাণ মাতাই।

রাগিণী বেহাগ।

তাল কাশ্মিরী খেম্‌টা।

তরবি যদি ভবনদী, তারা নামের তরী সাজাও,
মনোরঙ্গে ঘোর তরঙ্গে, নেচে নেচে ভাসিয়া যাও।

বিশ্বাসের হাইল যত্নে জুইড়ে, বান্ধ শুদ্ধ প্রেম ডোরে,
জ্ঞানের মাস্তুল যোগাড় কৈরে, অনুরাগের পাইল লাগাও,
কালী ব'লে মন খুইলে, নিষ্ঠা রতির বাদাম উঠাও।

শ্রদ্ধা দাঁড় লউক কর্ম্ম দাঁড়ী, মন দিয়া দাও গুণের দড়ি,
বিবেককে কর কাণ্ডারী, ঝড় দেখিয়া যদি ডরাও,
আকাশ প্রমাণ, আসুক তুফান, উঠ্‌বেনা জল টল্‌বেনা নাও।

ভুল ক'রনা মনরে ভোলা, চোখ মেলে চাও গেল বেলা,
ছেড়ে দিয়ে ধুল খেলা, পর পারের পথ দেইখে নাও,
কালাচাঁদ কয় ঘুর্‌তে নাহয়, সোজাসুজি পারি কুলাও।

রাগিণী কালেংরা।
তাল কাওলা।

দীন জনে তার তারিনী ঈশানী।
বিপদে সম্পদে পদে, পদে পদে আছি ঋণী।
দিবানিশি বয়ে বয়ে দুখের পসরা,
যে যাতনা পাইতেছি যায়না পাসরা,
শমন এইসে দিচ্ছে সাড়া, ভেবে সারা দিন রজনী।
সংসার সুখের আশা, মরীচিকার জল,
কে না জানে বিষে ভরা, আশালতার ফল,
তবু লোকে দিচ্ছে মুখে ফল ভোগের ফলাফল জানি।
ভুলিবনা মনে ক'রে কত জিদ করি,
অম্নি ভু'লে যাই মা যদি পাই টাকা কড়ি,
সঙ্কটে রাখ শঙ্করী, শঙ্কর হৃদয় বাসিনী।
ডাকার মত ডাক্‌তে নারি কি ক'রে সুধাই,
বল্‌বার মত বল্‌তে নারি কিক'রে বুঝাই,
যা ইচ্ছা হয় কর মা তাই, কালাচাঁদের হৃদয় জানি।

রাগিণী বেহাগ।

তাল কাওলী।

চিন্তয়ে অন্তরে নিত্য কালী ; (মন)
কাল কাটালী ক'রে আজি কালি।

যুবা কাজের ছিল যে কাল, সেকাজ ক'রেছিস এতকাল,
কালের কাজ কি কর্লি, দেগে দেখনা সদাকাল,
পাছে২ বেড়াচ্ছে কাল আর কতকাল কর্‌বি টালিবালি।

বেদ পুরাণ তন্ত্র শ্রুতি, বেদান্ত সংহিতা স্মৃতি,
জ্ঞান ভক্তি নিয়ে দলাদলি, যোগ যোগাদি সাধনার ক্রম,
কেউবলে ঠিক কেউবলে ভ্রম এব্যতিক্রম সাধকের ঘটকালি

মনোময়ী রূপে মাকে, মন মন্দিরে রে'খে,
জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস দাও অঞ্জলি, কাজ কি বাহিক আচারে,
মানসিক উপচার, পূজ বাদ্য কর করতালি।

মরনা দেশ বিদেশ ঘুইরে, বৃথা পণ্ডশ্রম ক'রে,
আপন ঘরে দেখ নয়ন মেলি আনন্দ রূপিনী হ'য়ে,
র'য়েছে মা দাঁড়াইয়ে, কালাচাঁদের পুজা ল'বে বলি।

রাগিণী বেহাগ।

তাল কাওলী।

মুখ দেখাতে পারিনা মা লাজে ; (মরি)
লোকের কথা বুকে বড় বাজে।

দুহিতা

কেউ কয় ওর মা শ্বযার, সেটাত পাষাণের আকার,
মায়ের ও কি জনমের ঠিক আছে, বাপেরত নাই আগাগোড়া,
কখন জেতা কখন মরা, যখন যেমন তখন তেমন সাজে।

কেউ কয় জানি ওর জননী, থাকে সদা উলঙ্গিনী,
ডাকিনী যোগিনী সনে নাচে ; কার বা মা না আছে ঘরে,
আর কেউ কি এমন করে, দাঁড়াইয়া পতি বুকের মাঝে।

পান করে রুধির ধারা, বাপে খাচ্ছে ভাঙ্গ ধুতুরা,
ঘর বাড়ী নাই শ্মশানে বিরাজে ; মায়ের একনাম ধুমাবর্ত্তা,
পিতারে কয় পশুপতি, কেউ কি ভাল নাম পেলেনা খুজে।

বিনয় করি বসন পর, ঘরে আস শ্মশান ছাড়,
লেগে যাও গৃহস্থালীর কাজে ; কয় কালাচাঁদ মায়ের স্বরূপ
সর্ব্বত্র আনন্দ স্বরূপ, দেখতে পারি দেখনা দু'চোক বুজে।

প্রসাদী সুর।

তাল একতালা।

ভাবের রাজ্য ভবের মেলা,
তরনী আর বাঁশের ভেলা।

ভাবরাজ্যে বিরাজে যারা, সাজ শয্যা নাই ভাবে গলা,
স্থূলের সাধক সাজে ব্যস্ত, নিয়ে কপীন তিলক মালা।
ভজনের কাজ কর্ম্ম ল'য়ে বৈধি ভক্ত ঝালাপালা,
নিত্যানন্দ রসে ভাসে, ভাবাবেশে যারা ভোলা।

বাহ্যিক আচার নিষ্ঠা বটে, লাগে কায়া শুদ্ধির বেলা,
ভাব সলিলে না ধুইলে, ঘুচেনা মরমের ময়লা।
ভাব মন্দিরে মার আবির্ভাব, বাহিরে পাঁচ ভূতের খেলা,
কালাচাঁদ কয় ভূত শুদ্ধি হয়, থাক্‌লে ভাবের কবাট খোলা।

রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল কাওলী।

বোকা হ'য়েছি,
ঠিক করিতে পারিনা মা আছি কি গেছি।
কেউ কয় মিছা আমি আমি, কেউ বলে ঠিক আমিই আমি,
তা'হলে মা কোথায় তুমি, আমি কৈ আছি।
হাট বাজারে ছুটাছুটি, দেখলেম ক'রে মোটামুটি,
সকলেই কয় জিনিষ খাটি, আমি যা বেচি।
একবাক্যে বুঝায়না কারা, সাকার কি তুই নিরাকারা,
পরের তালে দিয়ে সারা, বেতালে নাচি।
কয় কালাচাঁদ মায়ের ছেলে, মা ছাড়া কেমনে চলে,
থাক্‌ব মায়ের চরণ তলে মরি কি বাঁচি।

রাগিণী সাহানা।

তাল যদ্।

কি খেলা খেলাইস মা শ্যামা বাজীকরের মেয়ের প্রায়,
তোর কারসাজি ভোজের বাজী বদ্ধ জীবের বুঝা দায়।

এক খেলা গর্ভে ধরা, আর এক খেলা প্রসব করা,
সৃজন পালন ভাঙ্গা গড়া কাজের গোড়া তোর ইচ্ছায়,
দশ মহাবিদ্যা রূপা, যা করিস তাই শোভা পায়।

আলোর গৌরব লয় মুল আন্ধার চোক বুজিলে দেখি আন্ধার,
বিপদে পতিত হলে হেরি ধরা আন্ধার ময়।
তাই বুঝি তোর আন্ধার বরণ প্রকাশে আকাশের গায়।

মনের মতন গৈড়ে ছবি পূজব বৈলে মনে ভাবি,
গড়া হলে চেয়ে দেখি, শ্যামা রূপই হয়ে যায়,
পুন গড়তে বসি যদি, শ্যামার জায়গায় শিব দাড়ায়।

মায়ের পূজা হলে সারা, বাবা এসে দেয় সাড়া,
তখন বুঝি মাকে ছাড়া, বাবার কৃপা পাওয়া দায়।
কালাচাঁদ কয় অবেইত বাবা পৈরে মায়ের পায়।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল একতালা।

আয়না মা দেখে যা, কোথা যেয়ে রৈলে,
আরত দেখা হবেনা মা খেলা সাঙ্গ হ'লে।

করিতেছি যেসব কুকাজ, কেন শিরে পড়েনা বাজ,
দেহের জীবন এইত নিলাজ, বাঁচে তোরে ভুইলে।
দায়ে পড়ে কত শত, নাম নিতেছি অবিরত,
একবারওত ডাকার মত, ডাক্‌লেম না মা ব'লে।
এম্নি আমার কপাল মন্দ, থাক্‌তে নয়ন হলেম অন্ধ,
বিপদহারী পদারবিন্দ, দেখলেম না চোক মে'লে।
হয় যদি অবাধ্য ছেলে, কাঁদিলে মা করে কোলে,
কয় কালাচাঁদ কাজ নাই কোলে, রাখিস্ চরণ তলে।

রাগিণী পাহাড়ী।
তাল কাশ্মিরী খেম্‌টা।

শ্মশান ছেড়ে আয়মা শ্যামা, কাজ কিআর থেকে শ্মশানে,
শ্মশান করেছি হৃদয়, জ্বলছে চিতা রাত্র দিনে।
আশা ভরসা পিশাচিনী কাম ডাকিনী লোভ যোগিনী,
চামুণ্ডা মায়াবিনী, খেলছে সুখে আপন মনে।
ক্রোধাদি বিকট কালভৈরব, সদাই করে কলরব,
জ্ঞান বিশ্বাস ভক্তির গৌরব, শবের মত সব শয়নে।
তুইত শ্মশান ভালবাসিস্, শ্মশান পেলে ভুইলে থাকিস্,
কয় কালাচাঁদ যদি আসিস্, রাখব তোরে সযতনে।

রাগিণী পিলু।

তাল যদ।

ওকে নাচে সমরে,

সর্ব্বনাশী শবগ্রাসা মুক্তকেশী অসি করে।

নরমুণ্ড মালা পরা, কালরূপী ভয়ঙ্করা,

অধরে রুধির ধারা, কাঁপে ধরা পদভরে।

লোল জিহ্বা ত্রিনয়না, লম্বোদরা বিবসনা,

দেখিতে অতি ভীষণা, রিপু নাশে হুহুঙ্কারে।

ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, মত্ত হয়ে রণরঙ্গে,

পদদিয়া পতি অঙ্গে, পদের গৌরব দেখায় নরে।

কয় কালাচাঁদ একামিনী, সৃজন পালন লয় কারিণী,

অন্তিমে শান্তি দায়িনী, ঐরূপ বার ভক্তের তরে।

